শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভজন সন্দর্ভ

তৃতীয় বেষ্ঠ (খণ্ড)

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

ভজন সন্দর্ভ

তৃতীয় বেগ

এই তৃতীয় বেগেও সম্বন্ধতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্ধাম ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, তদীয় গণ, পার্ষদ, তত্ত্ব, ভাব, শক্তি ও ধাম ; মায়াতত্ত্ব ; জগৎ, জগৎ-কারণ, কাল ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সম্বন্ধজ্ঞান (দীক্ষার) বিষয় ও সংক্ষিপ্ত-দশমূল বর্ণিত হইয়া এই বেগ সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
অনুকম্পিত
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

: প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড কলিকাতা—৫৩।
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা—২৬।
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা—৬।
মহেশ লাইব্রেরী ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা।

আনুকূল্য—৬'০০ ছয় টাকা মাত্র।
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনার্চ্চন তিথি।
সন ১৩৭৪ ইং ১৯৬৭।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগভজনাশ্রম পি, এন, মিত্র, ব্রিকফিল্ড রোড্, কলিকাতা—৫৩। হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস ৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। হইতে মুদ্রিত।

বিষয়-জ্ঞাপনী

মুদ্রণ শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	২৬	কবি কর্ণ	কবিকর্ণপুর
২৬	৩০	কতক	কুতক
২৬	৩০	ওবং	এবং
২৬	৩৩	স্থরমার্থ	স্বরসার্থ
২৭	১১	বিবাজমা	বিরাজমান
২৭	২১	অনিনেশ	অনিশেশ
৩৪	১৬	মহামৃম্য-মনি	মহামূল্যমণি
৪৫	৩৩	শীঘ্র বীভূত	শীঘ্রদ্রবীভূত
৪৮	১৬	রাজচিপ্নেতিহ্ন	রাজচিহ্নে পূজিত
৪৮	৩৩	বিসস্থলে	বিস্বস্থলে
৫১	৭	শ্রীপ্রভু	শ্রী-ভু
৫১	১৮	পৃথিব্য	পৃথিব্যাদি
৫২	১৮	ভদ্রাশ্বর	ভদ্রাশ্ব
৫৬	২০	কল্প সময়ে	কল্পান্ত সময়ে

ভজন সন্দর্ভ

তৃতীয় বেগ

তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায় পঞ্চম উপলব্ধি

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তদ্ধাম অজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে।

শ্রীভগবদ্ধাম

অপ্রাকৃততনু শ্রীভগবানের একটী অবিচিন্ত্য পরাশক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধা। এই তিন শক্তির প্রভাবে চিজ্জগৎ জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক-প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনীরূপা ত্রিবিধ বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ এবং সর্ব্বপ্রকার চিদ্রূপবৈভবের প্রকাশ হইয়াছে। সেই চিদ্ধাম বা তদ্রূপবৈভব শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিবলে নিত্যধামে বিরাজিত থাকিয়া যুগপৎ প্রপঞ্চে উদিত হইয়া সেবোন্মুখ ভক্তগণের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সুতরাং একমাত্র সেবোন্মুখ শ্রীহরিজনই শ্রীধামদর্শন করিতে পারেন। অপরে ঐ সকল হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যোগ্যতালাভ করিলে শ্রীধাম দর্শন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। একমাত্র নিষ্কিঞ্চন শ্রীহরিজনের আনুগত্যেই শ্রীধাম-শোভা সন্দর্শন ও শ্রীধামে বাস সম্ভব। তদ্ব্যতীত শ্রীধাম দর্শনের বা বাসের প্রয়াস মধুমক্ষিকার কাচাভ্যন্তরস্থিত মধুভাণ্ড হইতে মধুগ্রহণের চেষ্টার ন্যায় অথবা রাবণের সীতাগ্রহণ চেষ্টার ন্যায় অপরাধময়ী বৃথা প্রয়াসে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীধাম ঐ সকল জড়লোকের নিকট স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। শ্রীভগবদ্ধাম সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণিত আছে (৫।২):—চিদ্বিলাসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-পীঠরূপ অপ্রাকৃত গোকুলধাম বর্ণিত হইতেছেন। যথা—সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা—অনন্তের অংশদ্বারা নিত্যপ্রকটিত। সেই গোকুল—চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষ্ট কমলবিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাসস্থান।

"সেই চিন্ময় কমলের মধ্যভাগই কর্ণিকার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্থান। তাহা—প্রকৃতি-পুরুষাধিষ্ঠিত ও ষট্‌কোণযুম যন্ত্রবিশেষ। হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল চিন্ময়শক্তিমৎ কৃষ্ণতত্ত্ব—কীলকরূপে মধ্যে সংস্থিত। অষ্টাদশাক্ষরময় মহামন্ত্র—ছয়-অঙ্গে ছয়-ভাগে স্থিত হইয়া ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানরূপে ব্যক্ত। (৫।৩)

"সেই গোকুল-নামক নিত্যধামের কর্ণিকারই ষট্‌কোণময়ী কৃষ্ণাবাসভূমি। তাহার কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশর বা পাপড়ীগুলিই কৃষ্ণাংশস্বরূপ পরমপ্রেমভক্ত সজাতীয় গোপদিগের আবাসভূমি। উহারা প্রাচীরাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই কমলের বিস্তৃত পত্রগুলিই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদির উপবনস্বরূপ ধামবিশেষ।" ৫।৪॥

"গোকুলের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে শ্বেতদ্বীপ-নামক অদ্ভুত চতুষ্কোণ স্থান আছে। শ্বেতদ্বীপ—চারিখণ্ডে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত। এক-একভাগে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-ধাম। সেই বিভক্ত ধাম চতুষ্টয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চারি পুরুষার্থ, এবং তত্তৎ পুরুষার্থের হেতুস্বরূপ মন্ত্রাত্মক ঋক্, সাম, যজুঃ, ও অথর্ব্ব, এইচারিটি বেদের দ্বারা আবৃত। অষ্টদিক্ এবং উর্দ্ধও অধো-দিক্‌ক্রমে দশটী শূল নিবদ্ধ আছে। অষ্টদিক্—মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল, এই আটটি-রত্ন-দ্বারা শোভিত। মন্ত্ররূপী দশদিক্‌পাল দশদিকে বর্ত্তমান। শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্লবর্ণ পার্ষদসকল এবং বিমলা প্রভৃতি অদ্ভুত শক্তিসকল সর্ব্বদিকে শোভা পাইতেছেন। ৫।৫॥"

লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ-কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫।২৯॥

দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলক-নামা নিজ-ধাম। সেই-সেই-ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫।৪৩।

যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্‌গত-কল্পতরু, ভূমি মাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জল মাত্রই অমৃত, কথা-মাত্রই গান, গমন-মাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতিঃ—চিদানন্দময়, পরম-চিৎপদার্থ মাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য ; যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীর-সমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ খণ্ডত্ব রহিত চিন্ময়-কাল—নিত্য-বর্ত্তমান, সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরম পীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড়জগতে বিরল-চর অতি অল্প সংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলক বলিয়া জানেন।৫৬॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রকাশিত শ্রীভগবদ্ধাম

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ঃ—কংসারির সেই ক্রীড়াকথা সকল দূরে থাকুক, দুরিতহরন এবং মুক্তি ও ভক্তির প্রতিপাদনহেতু যিনি জগতে পুজিতা, শ্রীকৃষ্ণের পরমদয়িতা, তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থান দ্বারা শোভিতা, মনোরমা, পুরীসমূহের শ্রেষ্ঠা ; দেবী মথুরা সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।৪॥

যিনি সাধুগণের চিত্তে শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাস হইতেও অতিশয় প্রিয়তম বাসস্থান বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, যে স্থানে মুরারি রাসে প্রেমবর্দ্ধন হেতু মধুর-বেণু বাদন-পরায়ন হইয়া সদা গো-সকলকে পালন ও গোপী-সকলকে সুখদান করিয়া থাকেন, সেই এই বৃন্দরণ্য সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।৫॥

যিনি মথুরার সখীত্ব লাভ করিয়া গঙ্গাকে অতিক্রম করিতেছেন, যিনি বারি-প্রবাহ-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম-প্রসূত মকরন্দ বহন করিতেছেন, সেই মুরহর-দায়িতা, তরনি-পুত্রী, ধর্ম্মরাজস্বসা যমুনা সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।৬॥

গোপিকাগণ যাঁহাকে হরিদাসশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন, ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গকারী শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মতলে সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই শৈল-কুলাধিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। ৭॥

প্রয়াগে শ্রীমাধবরূপী শ্রীভগবানের ধাম। দক্ষিণ ভারতে নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের ধাম। ইহা পৃথিবীগত। স্বর্গে—শ্রীবামনরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর ধাম। এস্থানে সকাম, পুণ্যকারী গৃহীদিগের ভোগস্থান। স্বর্গ তিনটী। বিল স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ ও দিব্য স্বর্গ। জগদীশ বিষ্ণু ও শেষ প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ পর-পর পাতাল নামক সাতটী স্তরের নাম বিলস্বর্গ তথায় অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজমান। ইলাবৃতাদিবর্ষসকল ও প্লক্ষাদি দ্বীপসকলই ভৌমস্বর্গ। ভৌমস্বর্গবাসী লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমান শ্রীজগদীশের বিবিধ পুজা-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দিব্যস্বর্গ ভৌমস্বর্গের উর্দ্ধে বিরাজ করেন। দিব্যস্বর্গ পুর্ব্বোক্ত দুইটি স্বর্গ হইতেই বিশেষ গুণযুক্ত। যে দিব্য সাক্ষাৎ শ্রীজগদীশ অদিতিনন্দন শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ইন্দ্র অপেক্ষাও পরম মাহাত্ম্য মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করেন, তজ্জন্য উপ-ইন্দ্র=উপেন্দ্র নামে অভিহিত। এই স্বর্গের উর্দ্ধদেশে মহর্লোক বিরাজমান, মনুষ্য স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম হইতে মহত্তর যাগযোগাদিরূপ কর্ম্মদ্বারা ঐ মহর্লোক প্রাপ্ত হয়। সেই লোক, ভূ-র্ভূবঃ-স্ব এই তিনলোকের

প্রলয়েও নষ্ট হয় না; সেই লোকেতে আদয় মুক্ত্যধিকারী পুরুষগণই অধিষ্ঠান করেন। ভৃগু প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভক্তিপর মহর্ষি প্রজাপত্য পদে আসীন হইয়া মহা মহা যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন। সভাগ্নিকুণ্ড হইতে দীপ্তিমান্ স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণশ্রুবাদিরূপ যজ্ঞোপকর ধারণ করিয়া কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজঃ ও সুবিশাল অঙ্গকান্তি ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীভুজসকল প্রসারণপূর্ব্বক চরু গ্রহণ করিয়া যাজকগণকে ইষ্টবর প্রদান করেন। তথায় বিনা তপস্যায় কেবল কতিপয় বাহ্য ব্যবহার অনুষ্ঠান দ্বারা ঋষিলোকের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব ও মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় যজ্ঞান্তে যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হন। সহস্র চতুর্যুগ প্রমাণ এক ব্রাহ্মদিনের অবসানে ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয়, সেইতাপে ত্রৈলোক্য সন্নিহিত উপরিস্থিত মহর্লোকও তাপিত হয়, তখন ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ রাত্র জানিয়া তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন।

জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হইলে, যজ্ঞ নিবারিত হয়, তখন শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিতে পাওয়া যায় না। মোহর্লোক ও জনলোক প্রায়ই অভিন্ন, জনলোকে যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীসকলের মহর্লোক ও জনলোক ভোগ স্থান।

তদুপরি তপোলোক। তথায় মহত্তম, আত্মারাম ও আপ্তকাম, বৃহদ্‌ব্রত—সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুঃসন এবং কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন প্রভৃতি নব যোগেন্দ্র ও তথায় বাস করেন। ঐ তপোলোক কেবলমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বলে লাভ করা যায়। মহর্লোকে প্রলয়োত্তাপ ও তথা হইতে পলায়নাদি আছে। জনলোকে যদিও প্রলয়োত্তাপ নাই তথাপি ত্রৈলোক্যদাহরূপ অমঙ্গল দর্শন করিতে হয়। কিন্তু তপোলোকে নিরন্তরই মঙ্গল। তথায় উর্দ্ধরেতোগণেরই যোগ্য। তথায় প্রাজাপত্য সুখ হইতেও কোটীগুণ অধিক সুখ। তথাকার অধিবাসী ভৃগ্বাদিরও পূজ্য। তাঁহারা সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠ, পূর্ণকাম এবং অণিমাদি সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়া হৃন্নয়নে ভগবদ্দর্শন করেন। বানপ্রস্থীগণ এই তপোলোকে ভোগ লাভ করেন।

সর্ব্বোপরি সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডসীমার অন্তভাগে অবস্থিত, শতজন্মকৃত শুদ্ধসঞ্চিত স্বধর্ম্মদ্বারা সত্যলোক লাভ করা যায়। সেইলোকে বৈকুণ্ঠলোকও বিরাজ করিতেছেন, যে বৈকুণ্ঠে সহস্রশীর্ষা নামে মহাপুরুষ শ্রীজগদীশ্বর সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা তাঁহার পুত্রের ন্যায় ও অভিন্ন। ব্রহ্মাই লীলাবশে দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই জগদীশ্বর শ্রীযুক্ত সহস্রভুজ, মস্তক ও পদে সুশোভিত, তিনি নীলমেঘের আভাবিশিষ্ট স্বীয় শ্রীঅঙ্গের উপযোগি বিভূষণে বিভূষিত, তাঁহার নাভিদেশে প্রফুল্লকমল রহিয়াছে। শেষ নাগের ফণারূপ শয্যাতে শয়ান। আকার বিশাল হইলেও পরম সুন্দর। লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন, গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন। শ্রীনারদ নৃত্যগীতাদি দ্বারা প্রণয়ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। ব্রহ্মা অর্চ্চনান্তে উপবেশন করিলে স্বভক্তিমার্গ ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন। সত্যলোক সন্ন্যাসীগণের ভোগস্থান।

পঞ্চাশৎকোটিযোজনপরিমিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহত্তর অষ্ট আবরণ আছে। সেই অষ্ট আবরণ ভেদ করিলে সেই নিশ্চল নির্ব্বাণপদ লাভ করা যায়। কার্য্যকারণের অত্যন্ত বিলোপ হয় বলিয়া নির্ব্বাণের মহাকালপুর বলিয়া একটি আখ্যা হইয়াছে। তাহার স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য, উহা পুরুষাকার হইলেও কেবল শুষ্কজ্ঞানপর সকলই নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদুপাসকগণ সাকার বলিয়া নিশ্চয় করেন। ভগবৎসেবকগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মোক্ষপদে গমন করিলেও উক্ত মোক্ষপদকে মনোহর ঘনীভূতব্রহ্মরূপ বলিয়া নিরীক্ষণ করেন।

যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন তন্মধ্যে যাঁহারা রাগী তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, যাঁহারা বিরক্ত তাঁহারা মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। দ্বিপরার্দ্ধের শেষ হইলে মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে বহুবিলম্বে মোক্ষলাভ হয় ও এই ব্রহ্মলোকে পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয় বলিয়া উহা শীঘ্র সিদ্ধ হয় না।

অষ্ট আবরণের মধ্যে প্রথম পৃথিবীরূপ আবরণ। তথায় মহাশূকররূপী প্রভু বিরাজমান। তাঁহার প্রতি-লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিভূতি পরিভ্রমণ করিতেছে ও ধরণীদেবী ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ দ্রব্যসকলদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। সেই কারণরূপা পৃথিবীতে পৃথিবীরূপ উপাদাননির্ম্মিত সমগ্র জগৎ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

যাঁহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা কার্য্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গশরীর নামক কারণোপাধি অতিক্রম করিবার জন্য স্থূল পৃথিব্যাদিতত্ত্ব-জনিত সুখ হইতে সারভূত সুখসমুদয় যথেচ্ছ ভোগ করেন। কার্য্য হইতে কারণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কার্য্যজনিত সুখ অপেক্ষা কারণজনিত সুখ ও শ্রেষ্ঠ হয়।

দ্বিতীয় আবরণ—বারি বা জল তথায় ভগবান্ মৎস্যদেব পূজিত হইতেছেন।

তৃতীয় আবরণ—তেজঃ তথায় সূর্য্যদেব পূজিত হইতেছেন।

চতুর্থাবরণ--বায়ু তথায় প্রদ্যুম্নদেব পূজিত হইতেছেন।

পঞ্চমাবরণ—আকাশ তথায় অনিরুদ্ধরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন।

ষষ্ঠ আবরণ—অহঙ্কার তথায় সঙ্কর্ষণরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন।

সপ্তম আবরণ---মহত্তত্ত্ব তথায় বাসুদেবরূপ ভগবান্ পূজিত হইতেছেন।

পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তি স্ব-স্ব কার্য্য হইতে উত্তরোত্তরবর্ত্তি কারণসকল পূজ্য, পূজক, ভোগ্য, শ্রী ও মহত্ত্ব বিষয়ে ক্রমশঃ অধিক।

অষ্টম আবরণে--মহাতমোময় প্রকৃতিরূপ আবরণ। সেই প্রকৃতি নিবিড় শ্যামকান্তি। সেই প্রকৃতিদেবী স্বাবরণে বিরাজমান নিজ ঈশ্বরের পূজা করেন। সেই ঈশ্বরের কি চমৎকার মূর্ত্তি! যে মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিও লজ্জিত হয়। সেই প্রকৃতির অণিমাদি সিদ্ধি আছে। তিনি মুক্তির প্রতিহারিণী অর্থাৎ দ্বাররক্ষিকা। যাঁহারা ভক্তিপ্রার্থী তাঁহাদের নিকট সেই প্রকৃতি বিষ্ণুর দাসী, ভগিনী ও শক্তি। শ্রীযশোদার গর্ভে জন্ম হেতু তাঁহার ভগিনী অথচ শক্তিরূপা। তিনিই বিষ্ণুভক্তি বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।

কার্য্যোপাধিবিনির্ম্মুক্ত প্রাধানিক অর্থাৎ কারণরূপপ্রকৃতিময় জীবসমূহ তাঁহার মনোহর বর্ণ উপভোগ করিতেছেন, উহা স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্যকারণ হইতে সর্ব্ববিষয়ে অধিকতররূপে স্বয়ং বিলাস করিতেছেন। সেইরম্য বর্ণ বহু-রূপ অর্থাৎ নানা বিকার সমূহের মূল, দুর্ব্বিভাব্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়গতি ও অচিন্ত্যগতি এবং চিত্তাকর্ষক মহাবৈভব-যুক্ত। কার্য্যকারণ সমুদয় তাঁহার সেবা করিতেছে, অতএব উহা জগন্ময়।

ইহার পর সেই দুরন্ত ঘনতমঃ অতিক্রম করিয়া তেজঃ পুঞ্জ। তাহা কোটিসূর্য্যতুল্যতেজস্বী পরমেশ্বরের তেজঃ। পরমেশ্বর কোটিসূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইলেও মনোনয়নের আনন্দবিবর্দ্ধন, বিচিত্র মাধুর্য্য ও বিভূষণে সমলঙ্কৃত, সপ্তরক্তত্বাদি দ্বাত্রিংশৎপুরুষলক্ষণে সুলক্ষিত এবং মায়াবরণরহিত পরব্রহ্মরূপ। তিনি গুণাতীত হইলেও ভক্ত-বাৎসল্যাদি অশেষ গুণাধার, নিরাকার হইলেও লোকমনোহর আকৃতিবিশিষ্ট, প্রকৃতিসহ অধিষ্ঠাতৃরূপে বিলাস করিলেও প্রকৃতিসম্বন্ধবিহীন। কারণ তিনি অচ্যুত অর্থাৎ কোন ক্রমেই স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করেন না। তিনি স্বপ্রকাশক ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত, তথাপি তাঁহার কারুণ্যপ্রভাবেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করা যায়। নিরাকার দ্রষ্টাকে আকার শ্রীজগন্নাথ কৃপা করিয়া সাকারত্ব প্রদর্শন করান। শরণাগতকে সেই বিপদ (ব্রহ্মলয়প্রাপ্তিরূপ বিপদ) হইতে রক্ষা করেন।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিরণপরমাণু-সমূহে পরিব্যাপ্ত সূর্য্য যেরূপ শোভিত হন, সেইরূপ ভিন্ন ও অভিন্ন মহাসিদ্ধ অর্থাৎ সংসিদ্ধ মুক্তিক "ভক্তসকলের ন্যায়" জীবসকল কর্তৃক পরমেশ্বর পরিবৃত হইতেছেন। কিন্তু সেই মুক্তিপদে তাদৃশ সেবা নাই। তাঁহার সন্নিহিত হইলেই জীব তৎস্বভাববলে লীন হইয়া যায়।

এই ব্রহ্মলোকের পর উর্দ্ধদেশে শিবলোক। তথায় ভোগদাতা, মোক্ষদাতা এবং ভগবান্ ও ভক্তিবর্দ্ধন, মুক্ত-সকলেরও সংপূজ্য এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ, সর্ব্বদা একরূপ হইয়াও শ্রীশিব প্রেমভরে নিত্য সহস্রমুখ শেষমূর্ত্তি

শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অহঙ্কারাবরণ সঙ্কর্ষণ যাহা ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ইলাব্রতবর্ষ বর্ণনে বর্ণিত আছে, তাঁহা অপেক্ষা এই সংকর্ষণের পার্থক্য আছে, কারণ এই সঙ্কর্ষণ সহস্রাস্য।

শ্রীবৈকুণ্ঠ বর্ণন

যে স্থান নিত্য অপরিসীম মহাসুখের চরমকাষ্ঠাবিশিষ্ট ও নিত্য অপরিসীমবৈভব-যুক্ত, সাক্ষাৎ শ্রীরমানাথ-পদারবিন্দযুগলের ক্রীড়াভরে যে স্থানকে অজস্র বিভূষিত করিতেছেন এবং যাহা প্রেমভক্তগণেরই সুলভ, এতাদৃশ বৈকুণ্ঠলোকের বিষয় বর্ণনা, অদ্বৈতবাসনাবলে যাঁহাদের হৃদয় মুমুক্ষাবিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্থান হৃদয়েও লাভ করিতে পারেন না। সেই বৈকুণ্ঠলোক অতীব দুর্লভ, মুক্তগণ ও যাঁহাকে চিরকাল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এমন কি ব্রহ্মসুত ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মা ও শিবও যাঁহার প্রাপ্তি নিমিত্ত সাধনা করেন। কোন পুরুষ নিষ্কাম বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে পরমনিষ্ঠা লাভ করিলে তাঁহার প্রতি শ্রীহরির যাদৃশী কৃপা হয়, সেই পুরুষ যদি ব্রহ্মত্ব লাভ করে তাহা হইলে তদুপরি তাঁহার শতগুণ কৃপা হইলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয় সেই কৃপারও শতগুণ শ্রীহরির কৃপা হইল সেই বৈকুণ্ঠে গমন করা যায়।

চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্যমুক্তির পদ এইরূপ, যথা— যাঁহাদের চিত্ত অদ্বৈত ভাবনায় ভাবিত অর্থাৎ সংস্কৃত হইয়াছে, মহাসংসার-দুঃখাগ্নিশিখায় যাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, যাঁহাদের অন্তরে সারাসার-বিবেক নাই, এতাদৃশ অসারগ্রাহি-যতিগণেরই ঐ সাযুজ্য পদ প্রাপ্য। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাদপদ্মের প্রেমভক্তি সংগোপন করিবার জন্য শ্রীশঙ্করকে আদেশ করিলে শ্রীশঙ্কর ঐ যতিগণকে ভ্রমসমুদ্রে পতিত করিয়া মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্রে তাঁহাদের রুচি জন্মাইয়া ঐ সাযুজ্য প্রাপ্তির জন্য লালায়িত করেন। কেবল শ্রীসদ্‌গুরুর কৃপায় মুক্তিপদেও অনির্ব্বাচ্য সুন্দরাকার শ্রীভগবান্‌কে সন্দর্শন করা যায়। কৃষ্ণভক্তিরসপ্রার্থী দ্বারকাবাসী কোন ব্রাহ্মণ চাতুর্য্য-সহকারে নিজপুত্রকে এই মুক্তিপদ হইতে ভক্তিপদ দ্বারকায় লইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীগুরুকৃপায় সপ্রেম নবপ্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা সেই বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়। নববিধ ভক্তির যে কোন একটি প্রেমসহকারে অনুষ্ঠান করিলে, হৃদয়ের রোগস্বরূপ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিরোধী অন্যান্য ফলবিষয়ক অভিলাষ নষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকে। তথাপি রসজ্ঞগণ বিচিত্র ভক্তিরসমাধুর্য্য লোভে সমগ্র ভক্তিই সুখে অনুষ্ঠান করেন। অন্যফলাভিলাসই হৃদয়ের রোগস্বরূপ। হৃদয়ে কামনা উপস্থিত হইলেই বিবিধ চিন্তাজ্বর উপস্থিত হয়। কামনার ফলভোগ হইলেও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি বিষয়ে মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধি কামনাই অনর্থ জনক। প্রেমোদ্গম হইলে কামনা লীন হয়, তখন স্বতই পরমসুখের-সঞ্চার হয়। এতাদৃশী ভক্তি যে যে স্থানে লাভ করা যায় সেই সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ এবং সেই সেই স্থানে সেই প্রভু বিরাজ করেন।

বৈকুণ্ঠলোকস্থ ভক্তিসদৃশী প্রেমপরিপাকযুক্ত-ভক্তি অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ বৈকুণ্ঠ-লোকে বহু বহু তাদৃশ ভক্তনিষ্ঠ লোক বাস করেন, অন্যত্র সেরূপ নাই; বৈকুণ্ঠে কালাদিকৃত বিঘ্ন নাই, অন্যত্র বহু বহু ভক্তিবিঘ্ন, অতএব তথায় তত্রত্য নিত্য সহজ প্রেমরসিক সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অনন্ত ভক্তগণের সংসর্গ লাভ সহজে হইয়া থাকে। ভক্তি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং গুণাতীতা, নিত্যা, সত্যা ও ঘনানন্দরূপা এবং একরূপা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে অন্তরঙ্গ ভক্তের প্রীত্যর্থে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শুদ্ধ জীবতত্ত্বে বহুরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ হইলেই অপ্রাকৃত হরিপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়, তখন ভক্তি সপরিবারে বিলাস করেন।

নৈষ্কর্ম্ম্যত্বহেতু মুক্তিলাভ হয়। বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিতে হইলে ভক্তি-দ্বারাই হয়। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক; প্রাকৃত কোন কারণে লাভ করা যায় না সুতরাং অপ্রাকৃতবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কারণ ভক্তি, প্রাকৃত হইতে পারে না।

নামসঙ্কীর্ত্তনবহুলা কর্ম্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রা ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই প্রেমরূপ সম্পৎ উদিত হয়, তৎবলেই সুখে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ-দর্শন হইয়া থাকে।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ গোপকুমারের বৈকুণ্ঠদর্শন যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। যথা :—

"বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ আমাকে বিমানে আরোহণ করাইলেন এবং তাঁহারাও অনির্ব্বচনীয় সুশোভন ও নিরুপম সুযোগ্য বিমানে আরোহন করিয়াছিলেন, সেই বিমান স্বীয় তেজে মহা-তেজস্বী সূর্য্যাগ্নিরও তেজ ধিক্কৃত করে। তাঁহারা বলিলেন, মনুষ্যশরীরে বৈকুণ্ঠসুখ অনুভূতও হয় না, অতএব চতুর্ভুজত্বাদি সারূপ্য গ্রহণ কর। আমি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে আমার এই গোবর্দ্ধনোৎপন্নদেহ তাঁহাদের প্রভাবে তাঁহাদেরই মত নিত্যত্ব, সত্যত্ব, কান্তি, দ্যুতিবিশেষ, সর্ব্বসামর্থ্যাদি গুণযুক্ত হইয়াছিল।

পরমানন্দযুক্ত জগদ্‌বিলক্ষণ দুর্বিতর্ক্য মার্গ দ্বারা আমি বৈকুণ্ঠে যাইতে যাইতে স্বর্গাদি লোক অলোক অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবনের বাহ্য স্থান সমুদয় এবং অষ্ট আবরণ এই সকলের প্রতি ঘৃণা প্রযুক্ত দৃষ্টিপাতও করিতে পারি নাই। তখন তত্তল্লোকাধিকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে পূজা করিতে লাগিলেন। লোকপালগণ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সাঞ্জলি-মস্তকে আমার প্রতি বেগপূর্ব্বক লাজ (খই) ও পুষ্প উৎক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তত্তল্লোকাধিকারিগণ জয় জয় শব্দে আমার স্তুতি গান ও প্রণাম করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মুক্তিপদও অবজ্ঞা করিয়া মুক্তিদের উপরিস্থিত শিবলোকে গমন করিয়াছিলাম। তথায় সোম ও শিবা সংযুক্ত শিবকে প্রণাম করিয়া বাক্য ও মনেরও দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলাম।

পার্ষদগণ আমাকে পুরদ্বারে রাখিয়া বলিলেন, "তুমি এই স্থানে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে দীপ্তিশালি নয়নযুগল দ্বারা স্থির ভাবে অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্যসমুদ্রের উর্ম্মি পংক্তি গণনা কর। আমরা প্রভুকে তোমার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করি, বলিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, একজন পুরুষ শতব্রহ্মাণ্ডের বিভূতিযুক্ত যানে আরোহণ করত, প্রভুর তুল্য কান্তি, বয়স, অলঙ্কার, অবয়ব ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া, অদ্ভুত গানাদি জনিত হর্ষে আবিষ্ট হওত পুরী প্রবেশ করিতেছেন। আমি তাঁহাকেই বৈকুণ্ঠপতি মনে করিয়া প্রণাম করিলে তিনি নিষেধ করিয়া 'আমি প্রভুর দাসের দাস' বলিয়া চলিয়াগেলেন।

পরে ইহা অপেক্ষাও মহদ্‌বৈভবশালী অন্য কোন পুরুষ সমাগত হইলেন। আমি তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া প্রণাম ও স্তুতিবাদ করিলে, তিনি আমাকে নিবারণ করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। এইরূপ কেহ কেহ একে একে, কেহ কেহ বা যুগলরূপে, অপর কেহ কেহ বা দলবদ্ধ হইয়া প্রভুর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই উত্তরোত্তর অধিকতর শ্রীসম্পন্ন। আমি সকলকেই প্রণামাদি করিলে সকলেই নিবারণ করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছত্র-চামরাদি সেবা সামগ্রী কেহ বা ভক্তিসুধারসরূপ উপায়ন গ্রহণ পূর্ব্বক মত্ত হইয়া গমন করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই স্ব-স্ব সেবাতে ব্যগ্র, ব্যাকুলান্তঃকরণ ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং বিচিত্র ভজনানন্দ-বিনোদভরে বিভূষিত। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ, ভূষণ সকলেরও ভূষণ স্বরূপ। সকলেই নিজ প্রভুবরের সেবা যোগ্য। তাঁহারা নৃত্যকীর্ত্তনাদি বিচিত্র চেষ্টায় প্রভুবরকে প্রণাম ও স্তব করিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর চরণাব্জ দর্শনার্থী হইয়া সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর ন্যায় সেই লক্ষ্মীপতির ভোজন, পান ও তদুচিত গৃহাদি পরি-চর্য্যারূপ কৌতুক বিস্তার করিতেছেন।

কেহ কেহ পুত্র কলত্র ভৃত্য আদি পরিবার সহ, কেহ কেহ বা ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদ সহ, কেহ কেহ বা স্বীয় পরিবারবর্গ পুরীর বহির্দ্দেশে স্থাপন করিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ নিজ নিজ পরিবার পরিচ্ছদাদি বৈভব বিলাপন পূর্ব্বক অকিঞ্চনের ন্যায় ধ্যানরসে পরিপ্লুত হইয়া পুরী প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ

বিচিত্র পশুপক্ষ্যাদির আকার বারম্বার ধারণ করিয়া বিচিত্র ভূষণ, আকার ও বিহারে মন হরণ করিতেছেন। কেহ নরমূর্ত্তি, কেহ বা বানরমূর্ত্তি, কেহ দৈত্যমূর্ত্তি, কেহ দেবমূর্ত্তি, কেহ ঋষি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কেহ বা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কেহ বা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ সাবিত্র্যাদি দীক্ষার কেহ বা ভগবন্মন্ত্র-বিষয়ক দীক্ষার লক্ষণ স্বরূপ যথাসম্ভব যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু, কুশ, তুলসীমালা মুদ্রাদি ধারণ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইন্দ্রচন্দ্রাদি সদৃশ; কেহ বা সূর্য্যাগ্নিবায়ুসদৃশ, কেহ কেহ ত্রিনেত্র, কেহ কেহ চতুরানন, কেহ চতুর্ভুজ, কেহ সহস্র-মুখ কেহ বা অষ্টভুজ। এ স্থলে যে ইন্দ্র, চন্দ্রাদি সদৃশ বলা হইয়াছে, তাহা কেবল রূপ-সাদৃশ্যবশতঃ, কারণ ইন্দ্র-চন্দ্রাদি ভগবদবতার নহে। ত্রিনেত্রাদির ভগবদবতারত্ব বলিয়া এস্থলে তাঁহাদের রূপভেদ জানিতে হইবে। প্রপঞ্চার্গত লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা যায় না। প্রপঞ্চান্তর্গত লোককে বুঝাইবার জন্য ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

তত্রত্য তাঁহাদের সকলেরই পরস্পর সাম্য ও তারতম্য লক্ষিত হয়। কি আশ্চর্য্য! তারতম্য লক্ষিত হইলেও বিরোধ লক্ষিত হয় না। বৈকুণ্ঠে তত্ত্বতঃ কোন তারতম্য নাই। যদি বা বহির্দৃষ্টি অনুসারে কোন তারতম্য থাকে, তাহাতে কোন হানি নাই। কারণ তথায় কাহারও মাৎসর্য্যাদি দোষ নাই, অথচ তথায় পরস্পর সৌহার্দ্দ, বিনয়, সম্মানাদি সহস্র সহস্র গুণ বর্ত্তমান আছে। সেই গুণ সমুদয় স্বাভাবিক নিত্য ও সত্য।

সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণ দিব্য অতিদিব্য বিচিত্র বিষয়ভোগ ও নৃত্য-গীতাদি সেবন করেন বলিয়া বহির্দৃষ্টি অনুসারে প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগবিলাসী বিষয়ী সকলের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বিষয়ীর ন্যায় নহেন। কারণ প্রপঞ্চাতীত ত্যক্তবিষয়সুখ ব্রহ্মনিষ্ঠগণও বৈকুণ্ঠবাসীর চরণার্চ্চনা করিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে প্রাকৃত সকলের মত তাঁহাদের তুচ্ছ অতিতুচ্ছ বিষয় ভোগ সম্ভব হইতে পারে।

তথায় সকান্ত বিমান-বিহারিগণ, সরসিবিকশিত বসন্তকালীন ক্ষরিতমকরন্দ পুষ্প সকলের সৌরভে আমোদিত হইয়া ও গন্ধপ্রাপক বায়ুকে তিরস্কার পূর্ব্বক প্রভুর গুণগান করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠবাসিগণ নিরতিশয় সুখলাভ করিলেও ভজনানন্দই সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

যে স্থান, হরিপদে প্রণামমাত্র দ্বারাই প্রাপ্য-বৈদূর্য্য-মারকত-স্বর্ণময় বিমান সমূহে পরিপূর্ণ, তথায় ঈষদ্‌হাস্য-মুখী বৃহৎ-কটিতটা যুবতিগণের পরিহাসাদিতেও বৈকুণ্ঠবাসির হৃদয়ে রজোগুণের উদ্রেক হয় না। যদিও তাঁহারা নির্ব্বিকারিতার প্রান্ত সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তথাপি প্রভুর পরম মধুর ঐশ্বর্য্যবিশেষের বিস্তাররূপ লীলা অনুসরণ করিয়াই বিচিত্র রূপানুকরণাদি-বিকার লীলা বশতই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এই জন্যই বৈকুণ্ঠবাসিগণ পরস্পর সমান হইলেও পৃথগ্‌বিধ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। সেই রূপে সেই স্থান ও সেই বিমান সমূহ, এমন কি তত্রত্য সকল পদার্থই বস্তুতঃ ব্রহ্মঘন হইলেও নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। কদাচিৎ সেই সেই স্থান ও বিমানাদি স্বর্ণরত্নাদিময় বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, কখনও বা বিশুদ্ধ মধুরতেজোঘনত্ব হেতু কঠিনভূমি হইয়া ঘনীভূতচন্দ্রজ্যোৎস্নার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠস্থ পদার্থসকল প্রত্যক্ষীভূত হইলে ব্রহ্মানুভব সুখও অতি তুচ্ছ ও লঘু বলিয়া গণিত হয়। তখন স্বয়ংই লজ্জা বশতঃ মোক্ষসুখ হইতে বিরত হইতে হয়।

এবম্ভূত সৌন্দর্য্য বৈভবাদিযুক্ত বৈকুণ্ঠবাসিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলাম, যাঁহার সেবকবৃন্দ ঈদৃশ মহিমাযুক্ত, না জানি সেই প্রভু কীদৃশ? কিছুক্ষণ পরে সেই পার্ষদগণ আসিয়া আমাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলেন। তথায় যে অদ্ভুত দর্শন করিলাম, সহস্রবদন দ্বিপরার্দ্ধকালেও তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। প্রতি-দ্বারেই দ্বারপালগণ নিজ নিজ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আমাকে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। দ্বারপালগণ গমন করিয়া সেই সেই প্রদেশাধিকারিগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব্ববৎ সেই সেই দ্বারপাল

অধিপতিগণকে জগদীশ বিবেচনা করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলাম। অনন্তর আমার প্রতি স্নেহযুক্ত পার্ষদগণ, প্রভুর শ্রীবৎসাদি অসাধারণ লক্ষণ সকল ব্যক্ত করিলেন ও স্তবাদি শিক্ষা দিলেন এবং বলিলেন, তুমি প্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রোপরি দৃষ্টিপাত করিবে, নিশ্চল হইয়া একপার্শ্বে দূরে অবস্থিত হইবে, সমস্ত বিকার সম্বরণ করিবে ও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে।

আমি মহা মহা চিত্র বিচিত্র গৃহ ও দ্বারদেশ সত্বর অতিক্রম করিয়া পরমোত্তম অন্তঃপুর বিশেষের মধ্য এক প্রাসাদবর নিরীক্ষণ করিলাম। ইহা এত উৎকৃষ্ট যে, অন্যান্য প্রাসাদবর্গ যেন তাহার চরণসেবা করিয়া থাকে। সেই প্রাসাদে বিবিধ বিবিধ মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে, তাদৃশ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা অন্য কুত্রাপি নাই। উহা কোটি চন্দ্রসূর্য্যের কান্তি বিকাশ করিয়া মনোনেত্রের বৃত্তি অপহরণ করিতেছে। রত্নাবলী-শোভমান স্বর্ণময় সিংহাসন-রাজোপরি এক কোমল মনোজ্ঞ উজ্জ্বল হংস তুলিকা রহিয়াছে। তদুপরি নিষ্কলঙ্ক পরিপূর্ণ-চন্দ্র হইতেও সুন্দর মৃদু উপাধান রহিয়াছে। নবযৌবনেশ ভগবান্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই উপাধানোপরি নিজ বামকক্ষ ও কফোনি স্থাপন করিয়া সুখে বিরাজ করিতেছেন।

তিনি বর্ষণোন্মুখ জলধরের শোভাহরণ কারিণী সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়-অঙ্গকান্তি দ্বারা রত্ন খচিত স্বর্ণবিভূষণ, মালা, বস্ত্র, অনুলেপন, উপাধান, হংসতুলিকা ও সিংহাসনাদি বিভূষিত করিতেছেন। তিনি কঙ্কন ও অঙ্গদ সকলেরও বিভূষণ স্বরূপ আয়ত স্থূলবৃত্ত বিলসনশীল ভুজ চতুষ্টয় দ্বারা সুশোভিত। পীত পট্টবসন যুগল তাঁহার অঙ্গ শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। তাঁহার কপোল মণ্ডলেও চারুকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে। তাঁহার পীন বক্ষঃস্থল কৌস্তভ-মণির আভরণ স্বরূপ। সুশঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত তাঁহার কণ্ঠে মৌক্তিক হার শোভিত হইতেছে। মুখচন্দ্রও স্মিতরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ। তিনি উল্লসিত লোচনকোমলে ভঙ্গিপূর্ব্বক অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার ধনুরাকার ভ্রূযুগল কৃপাভরে নৃত্য করিতেছে। তাঁহার বামপার্শ্বে আত্মযোগ্যা মহালক্ষ্মী বিভ্রমের সহিত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাম্বুল প্রদান করিতেছেন; ভগবান্ সেই উত্তম তাম্বুল সাদরে গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিতেছেন। তিনি তাম্বুল রঞ্জিত অধরকান্তির সংমিশ্রণে দ্বিগুণতর সুশোভিত কুন্দ-দর্প-মর্দ্দক দন্তপংক্তিদ্বয়ের দীপ্তি প্রকাশে সমুজ্জ্বল হাসরূপ রাস বিস্তার করিয়াছেন এবং নর্ম্মবচনভঙ্গি দ্বারা ভক্তবৃন্দের চিত্ত হরণ করিতেছেন।

ধরণীদেবী হস্তে পিকদানী ধারণ করিয়া কটাক্ষ ভঙ্গিদ্বারা বারম্বার তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন এবং সুন্দর অবয়বধারী সুদর্শন, গদা, শঙ্খ, অসি, ধনুরাদি অস্ত্র সমুদয়, স্ব-স্ব চিহ্ন মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন। চামর, ব্যজন, পাদুকাদি শ্রীপরিচ্ছদগণে সুশোভিতকর ভগবৎসদৃশ রূপযুক্ত সেবকবৃন্দ, আদর-ভরে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। শেষ, সুপর্ণ, বিষকৃসেন, জয়, বিজয়, নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদ চূড়ামণিগণ ভক্তিনম্র কন্ধরে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অগ্রে বিচিত্র বাক্যে তাঁহার স্তব করিতেছেন। কোন সময়ে প্রভু, শ্রীনারদের অদ্ভুত নৃত্য, বীণা গীতাদির ভঙ্গি চাতুরী দেখিয়া কমলা ও ধরনীর সহিত উচ্চ হাস্য করিতেছেন।

কোন সময়ে তদেকচিত্ত স্বীয় ভক্তগণের আনন্দ বিশেষ বৃদ্ধি করিবার জন্য আপন পদাম্বুজযুগ্ম বিস্তার করিয়া অতিসুন্দর আমোদ করিতেছেন। আমি দর্শনানন্দভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবমান হইলাম, পরে প্রেমা-তিরেক বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া তদগ্রে পতিত হইলাম। সেই পার্ষদগণ আমায় সচেতন করিলে আমি নেত্র উন্মীলন করিলাম। অনন্তর সেই দয়ালু প্রবর মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন বৎস! সুস্থ হও, আগমন কর। আমি ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা সম্ভোগ করিলাম ও উন্মাদ-রোগগ্রস্তের ন্যায় বারম্বার নৃত্য করিতে লাগিলাম।

শ্রীভগবান্ বলিলেন হে বৎস! সুখে আগমন করিয়াছ ত? আমি বহুদিন হইতে তোমায় এই বৈকুণ্ঠে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। হে সখে! তুমি বহুজন্ম ক্ষেপণ করিয়াছ, তথাপি কোন প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র ও

আমার প্রতি আভিমুখ্য প্রকাশ কর নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি আমার নাম কীর্ত্তনাদি কোন প্রকার ছল প্রাপ্ত হই নাই যে, সেই ছলে পূর্ব্বকৃত নিজাজ্ঞারূপ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও এই বৈকুণ্ঠে তোমাকে লইয়া আসিব। আমার প্রতি তোমার উপেক্ষা দেখিয়া ব্যগ্র ও অনুগ্রহকাতর হইয়া আমি অনাদি ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নিজ-প্রিয়তম-স্থান সেই শ্রীমদ্‌গোবর্দ্ধনে তোমার জন্ম গ্রহণ করাইলাম এবং আমিই জয়ন্ত নামে তোমার গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলাম।

ইহার তাৎপর্য্য—ভগবৎকৃপা ব্যতীত ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্ম-নাশ্রিত পদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষা মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে"। (ভাঃ ২।৭।৪২)

তুমি অদ্য আমার দীর্ঘতম কালের অভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে আমার সুখ বর্দ্ধন করিয়া স্থিরভাবে এইস্থানে সুখে বাস কর। দেখিলাম আমার সমবয়স্ক গোপবালকবেশধারী কতিপয় বেণুবাদক প্রভুর অগ্রে বেণুবাদন করিতেছেন এবং আমাকেও বেণুবাদনে প্রবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর যথা সময়ে মহাশোভাযুক্ত পার্ষদগণ বহির্গত হইলেন। মহালক্ষ্মীর অজ্ঞানুসারে পার্ষদগণ কৌশল করিয়া আমাকেও বহির্দ্দেশে আনয়ন করিলেন; কারণ ভোজন কালে একমাত্র মহালক্ষ্মীরই অবস্থিতি অধিকার।

তথায় সচ্চিদানন্দরূপ বিভূতি সকল স্বাধীন এবং যথেচ্ছ সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তথায় বৈভবের অপ্রাকট্য হইলেও বৈভব উপস্থিত হয়, বৈভব উপস্থিত হইলেও অকিঞ্চনত্ব উপস্থিত হয়। বৈকুণ্ঠলোকের এইরূপই অসাধারণ স্বভাব।

অহো বৈকুণ্ঠলোকে কি সুখ! ইহার স্বরূপই বা কি প্রকার! ইহার উপমা নাই। এই পদও দুরূহ, মনে মনেও তর্কদ্বারা ইহার নিশ্চয় হয় না, বিশেষতঃ এই পদই মহিষ্ঠ অর্থাৎ মহত্তম এবং মহাশ্চর্য্যতম। এই বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভুই বা কীদৃক্? বিশেষ এই প্রভুর কৃপাও আশ্চর্য্যতরা।

অনন্তর কৃপাবলে চামর বীজনাদিরূপ সমীপসেবা লাভ করিয়া নিজ বংশীবাদন পূর্ব্বক নিরন্তর আমার প্রতি প্রভুর দৃষ্টিপাত জনিত আনন্দভর সম্ভোগ করিতাম। কোন সময়ে আমি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ হে কৃষ্ণ! হে গোপাল! বলিয়া নানাভঙ্গি সহকারে মহামাহাত্ম্যপ্রদর্শক গোকুলচরিত অর্থাৎ বাল্যলীলা পরমস্তোত্ররূপে গান করিতাম। তাহা শুনিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণ বলিতেন "তুমি প্রভুর সাক্ষাতে বাল্যলীলা ঘটিত নগণ্য বিষয় কীর্ত্তন করিও না। ব্রহ্মাদির ও পরমেশ্বর এই প্রভুর বহু বহু অদ্ভুত মাহাত্ম্য আছে, সেইগুলি শ্লোক রচনা করিয়া গান কর। দুষ্ট পূতনাদির সংহার, শিষ্ট বসুদেবাদির পালন ও কংসকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত এই প্রভুই গোপবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা ভক্তির আরম্ভকালে এই মায়া বর্ণন যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ভক্তিফলস্বরূপ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে মায়া বর্ণন যুক্তিযুক্ত হয় না। তন্মধ্যে কতিপয় বৈকুণ্ঠবাসী বলিলেন, প্রভুর গোপালনাদিও একটী অপূর্ব্ব লীলা তাহা মায়া ব্রহ্মাণ্ড-নির্ম্মাণানুকূল মায়ার ন্যায় নহে। যদি বল ভয়, পলায়ন, রোদন, কপটকারুণ্য, ভ্রমণ, গোচারণাদি, এই সকলে কি সুখ আছে যে লীলা বলিয়া গণিত হইবে? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ পরমেশ্বর দুর্ব্বোধচরিত, তাঁহার আচরণ কেহই বুঝিতে পারেন না। এই বাগ্বিবাদে মুখ্য সেবকগণ বিরক্ত হইয়া সকলকে নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন "তোমরা অজ্ঞের ন্যায় কি অসঙ্গত কথা বলিতেছ? ভক্তবাৎসল্য হেতু শ্রীকৃষ্ণ যে কোন কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাদের সকল গুলিরই সংকীর্ত্তনে মহান্ গুণোদয় হইয়া থাকে ও শ্রীপ্রভুও পরম পরিতোষ লাভ করেন।"

তাঁহাদের এতাদৃশ বাক্যে বিশেষ প্রথম বক্তার বাক্যে আমার বড়ই লজ্জা উপস্থিত হইল, পরে শেষ বক্তার বাক্যে মন প্রসন্ন হইল বটে কিন্তু মনস্তৃপ্তি হইল না, কারণ বৈকুণ্ঠবাসীদেরও পরস্পর মতানৈক্য অনুভব করিয়াছিলাম। বৈকুণ্ঠ লোকে নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীমদ্ গোপালদেবের চরণারবিন্দদ্বন্দ্বের তাদৃশ রূপ, বিনোদ, পরিবার, পরিচ্ছদ, আক্রীড়, কারুণ্য, প্রভৃতি অনুভব না করিয়া আমার মন দীনবৎ হইল। তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞ

শিরোমণি সেই বৈকুণ্ঠনাথ আমার মনোভাব অবগত হইয়া নন্দনন্দনরূপ হইলেন, লক্ষ্মীদেবী রাধিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, ধরাদেবী চন্দ্রাবলীর রূপ ও অন্যান্য পার্ষদগণ ব্রজবালক রূপ ধারণ করিলেন। কোন সময়ে তিনি লীলা বশতঃ উপবনে গমন করিয়া গোচারণ লীলার অনুষ্ঠান করিতেন, কখন বা পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষ্মী, ধরণী, শেষ ও গরুড়াদি সহিত প্রাসাদমধ্যে নিজ আসনে বিরাজ করিতেন, কখনও বা সর্ব্বপ্রকারে আমার প্রভুর ন্যায়ই অবলোকিত হইতেন। যদিও আমি এই বৈকুণ্ঠে আপন ইষ্টদেবকে সন্দর্শন করিতাম, তথাপি আমার মনস্তৃপ্তি হইত না, কারণ আমি বৈকুণ্ঠনাথকে পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতাম। আমি পরমদুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ স্মৃতি সর্ব্বদাই হৃদয়ে উদ্ভূত হইত বলিয়াও আমার প্রেমের হানি হইত।

আমি ধ্যানাবলম্বনে গোপালদেবের করুণাস্বরূপ ও তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গন চুম্বনাদি-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু হায়! এই বৈকুণ্ঠপতির সমক্ষে আমার সেই বাসনা সিদ্ধ হইতেছে না! এই চিন্তায় বড়ই ব্যথিত হইতাম। কোন সময়ে সেই ঈশ, শেষ গরুড়াদি বিশেষ অন্তরঙ্গ সহ কোন নিভৃত স্থানে গমন করিতেন, তখন তাঁহার অদর্শনে সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসীর শোক উপস্থিত হইত। অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বৈকুণ্ঠবাসিগণ পরমহংসের ন্যায় সেই তত্ত্ব গোপন করিতেন; কেহই কোন স্পষ্ট উত্তর দিতেন না। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিতেন, দর্শনাভাব অনুভব করিতে অবকাশ দিতেন না। কিন্তু সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মকাল মর্ত্ত্যলোকে পরমমহৎ বলিয়াই প্রতীত হইত।

এই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের মধুরতর লীলা অনুসারেই কেবল কালবুদ্ধির উপচার মাত্র হইয়া থাকে, কারণ কালবুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইলে রসভোগ হইতে পারে না। বস্তুতঃ তথায় নিমেষাদি প্রকারে আয়ুর্গণনা হইতে পারে না, কারণ বৈকুণ্ঠ অব্যাকৃত অর্থাৎ কালাদিকৃত বিকার রহিত।

সেই বৈকুণ্ঠপতির প্রত্যাগমনমাত্র চন্দ্রোদয়ে রত্নাকরের ন্যায় বৈকুণ্ঠ হর্ষোৎফুল্ল ও বিগত সন্তাপ হইত। কখনও শ্রীমদনগোপালের পাদপদ্ম যুগলের উপাসনারূপ-পরমফলময় প্রিয়তম কোন লোকবিশেষ প্রাপ্ত না হওয়ায় আমার মন অবসন্ন হইত, তথাপি বৈকুণ্ঠলোকের পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করিয়া ও বৈকুণ্ঠনাথের দর্শনানন্দে আনন্দিত হইতাম। কখনও উদ্বিগ্ন হইতাম কখনও বা হর্ষযুক্ত হইতাম। এমতাবস্থায় নির্জ্জনে একদা শ্রীনারদের সাক্ষাৎলাভ হইল। সেই দয়ালু শিরোমণিকে আমি পরম আপ্ত সুহৃৎশ্রেষ্ঠ স্বীয়-গুরুজ্ঞানে তাঁহাকে আমার অন্তরের কথা নিবেদন করিলাম।

শ্রীনারদ বলিলেন "ইহা হইতে কোন শ্রেষ্ঠতর প্রাপ্য নাই," তাহাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই। তথাপি তুমি যে এইস্থলে স্বীয় ইষ্টদেবের আলিঙ্গন চুম্বনাদি বিনোদ "যাহা ধ্যানাবলম্বনে অনুভব করিয়াছিলে" অনুভব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাদৃশ বিনোদ সেই প্রভুরও অত্যন্ত সুখপ্রদ, চেতোহর এবং প্রীতিবিশেষের বিষয়। ইহাই গোপ্য বস্তুর শিরোমণি, আমাদেরও সুদুর্ল্লভ, কেবলমাত্র সুপ্রসিদ্ধ ব্রজবাসিবৃন্দের প্রেমবলেই একমাত্র প্রাপ্য। সেই বিনোদ, প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চাতীত সকল লোকের উপরি কোন স্থানে স্বীয় ভক্ত সকলের মনোরোচক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তুমি জগদীশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তিপূর্ব্বক সাধন করিয়া এই বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছ। এই বৈকুণ্ঠলোকে সেই বিনোদ কি প্রকারে লাভ করিবে? ভগবানের প্রতি পরম-প্রিয়তম-বুদ্ধি-প্রভাবেই প্রেমসম্পৎ লাভ হয়, সেই প্রেমসম্পদ্‌বলেই সেই লোক লব্ধ হয় ও সেই সেই বিনোদ অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবৎপরমৈশ্বর্য্যের প্রাপ্তসীমাপ্রকাশের একমাত্র স্থল এই বৈকুণ্ঠে মহাগোপ্যের প্রকটন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

শ্রীনারদ বলিলেন, এই বৈকুণ্ঠস্থিত গবাদি পশুগণ, পারাবত-কোকিলাদি পক্ষিগণ, মন্দার-কুন্দাদি বৃক্ষগণ ও লতারাজি এমন কি কীটপতঙ্গাদি যাহা কিছু দেখিতেছ, এই সমস্তকে তামস পার্থিব বলিয়া ধারণা করিও না।

ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ। ইঁহারা সকলেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দরূপ। সেবানন্দ ভোগ করিবার জন্যই পশু-পক্ষ্যাদির রূপ ধারণ করিয়াছেন। ভাবুকগণ এই বৈকুণ্ঠনাথ ভগবানের যেরূপ বর্ণ ও আকার নিজপ্রিয়তমত্বরূপে ভাবনা করিয়া ভজন করেন তদনুসারে তাঁহারা তাঁহার সারূপ্য এবং নানারূপ আকৃতি ও শোভা প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা শ্রীরঘুনাথাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা মনুষ্যমূর্ত্তি, শ্রীকপিলাদির উপাসক মুনিমূর্ত্তি, মন্বন্তরাবতার শ্রীবিভু-সত্যসেনাদির উপাসক দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইরূপে কেহ বা মৎস্যসারূপ্য কেহ বা কচ্ছপসারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন। একমাত্র প্রেমভক্তিবলেই এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মহাবতার ত্রিলোচন, চতুর্ম্মুখ এবং মহাপুরুষ বিগ্রহ সহস্রাক্ষ ও সহস্রবক্ত্র এবং সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বহ্নি আদির উপাসনা করেন, তাঁহারা তত্তল্লোকেই তত্তন্মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। চিহ্ন-বেশাদিও তত্তদনুরূপ হইয়া থাকে।

যে দেহের পতনে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছে, সেই দেহের পতন কালে যাঁহারা যেরূপ আকার ও বেশে সুশোভিত কৃষ্ণপদকমল সেবা করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়াও তাঁহারা সেই সেই বেশ ও আকার শ্রীমদ্ভগবানের প্রিয় বলিয়া পরিগ্রহ করেন। সেই সেই রসও তাঁহাদের হৃদয়রোচক হইয়া থাকে। তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর শ্রীনারায়ণকে স্ব-স্ব ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ও বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়াই নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায়ই এই বৈকুণ্ঠে ও অপরিচ্ছিন্ন ভজনানন্দ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন।

যিনি এই বৈকুণ্ঠেও নিজ ইষ্টতর প্রভুকে পূর্ব্বের ন্যায়ই সর্ব্বদা পরিচ্ছদ বিহার আক্রীড়াদি সুশোভিত দেখিতে ও সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মহাবশাদিগেরই ইষ্ট-নিষ্ঠার চরম পাক হইয়াছে জানিতে হইবে। তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠেই বর্ত্তমান নিগূঢ় দেশবিশেষেও পূর্ব্বের ন্যায়ই দেশ বিশেষে ও পূর্ব্বের ন্যায়ই নগরাদিতে তাদৃশ স্ব-স্ব নাথের ভজন করিয়া সুখ বিস্তার করেন। যাঁহারা কোন একটি মূর্ত্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ সকল মূর্ত্তিতেই আদর প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষগ্রাহী নহেন বলিয়া যে কোন রূপেরই সেবক হইয়া থাকেন। যাঁহারা লক্ষ্মীপতির অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে স্ব-স্ব দেহাবসানে এই বৈকুণ্ঠলোক আশ্রয় করেন। পরস্পর স্ব-স্ব রসের অনৈক্য ও তারতম্য থাকিলেও তাঁহার যথাভিলাষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট-সুখলাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীঅযোধ্যা-বর্ণন

শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপকুমার! এই বৈকুণ্ঠের অল্পদূরে শ্রীরঘুপতির অযোধ্যা-নাম্নী পুরী বিলসিত হইতেছে। ঐ দেখ অযোধ্যাপুরীর দূরদেশে শ্রীমথুরাপুরীর সদৃশী দ্বারাবতী নাম্নী যদুপতির পুরী প্রকাশ পাইতেছে। তুমি ঐ দ্বারাবতীতে গমন করিয়া নিজ-প্রিয়দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন কর। শ্রীরামচন্দ্র-পাদপদ্মরসিক সেবকগণ যেরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, অযোধ্যাগমনের সেই উপায় প্রথমে শ্রবণ কর।

সর্ব্বাবতারবীজ গোকুলপতি সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-বিশেষে অর্থাৎ শ্রীমদগোপালদৈবত দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা শ্রীরঘুনাথ-পাদপদ্মাদি যদিও লাভ করা যায় বটে, তথাপি শ্রীরঘুবীরের দণ্ডকারণ্য কণ্টক-চিহ্ন-কৃত-শোভাযুক্ত চরণারবিন্দ যুগলের রসলাভার্থ পৃথগ্ ভাবেই উপদেশ করিতেছি। যদ্যপি সর্ব্বাবতারবীজ শ্রীমদনগোপালদেবের প্রতি ভক্তিবলে সমস্তই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি অবতারত্ব-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাঁহার প্রতি ভক্তি-বিশেষ ব্যতীত শ্রীরঘুবীরসম্বন্ধি রসতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

হে সীতাপতে! হে রঘুনাথ! হে লক্ষণজ্যেষ্ঠ! হে প্রভো! হে হনুমানের প্রিয় ঈশ্বর! এইরূপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর এবং বেদপুরাণাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ শ্রীরামচন্দ্রের লজ্জা বিনয়াদি গুণসৌন্দর্য্য এবং বৈভব মনে মনে চিন্তা কর। যদি বল শ্রীমদনগোপাল দেবই আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তখন কিরূপে প্রেমভরে অন্যদেবকে হৃদয়ে স্থান দিব? যে প্রকারে নিজ ইষ্ট লাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই চতুরের কর্ম্ম, কারণ নীতিশাস্ত্র বলে,—

"স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা"। অগ্রে মার্গস্থিত অযোধ্যা দর্শন কর, পরে দ্বারকা যাইবে। যেমন শ্রীশিবের অনুগ্রহে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ শ্রীরঘুনাথের অনুগ্রহ বিশেষেই ভগবান্ শ্রীগোপালদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে পাতিব্রত্যভঙ্গ হয় না, কারণ যথায় নিজ ইষ্টদেবের স্বল্পসম্বন্ধও থাকে, তথায় তদেকনিষ্ঠ ভক্তগণ পরমা প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্রের পাদাব্জযুগল অবলোকন করিয়াও যদি তোমার দর্শনোৎকণ্ঠা শমিত না হয়; তবে করুণা-পূরিত-হৃদয় শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃকই সুখে দ্বারাবতীতে প্রেরিত হইবে।

যাঁহাকে চিরকাল দেখিতে ইচ্ছা কর; দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া যাদব-বর্গ-পরিবৃত সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিবে, তিনিই তোমার পরমমনোহর নিজপ্রিয় ঈশ্বর। সুস্বরে তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনই সেই দ্বারকা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

অযোধ্যা দ্বারকা শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠের প্রদেশবিশেষ সুতরাং তত্তৎস্থানে গমন করিতে হইলে বৈকুণ্ঠপতির অনুজ্ঞা লইবার অপেক্ষা নাই। সর্ব্বহৃদ্বৃত্তিজ্ঞ সেই বৈকুণ্ঠপতির আজ্ঞামতেই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমার মুখের কথাই তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান কর।

শ্রীগোপকুমার বলিলেন,—"আমি দূর হইতে দেখিলাম, পরম চঞ্চল বানর সকল ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদান করিতেছে ও মুখে "জয় রাম জয় রাম" বলিতেছে। সেই বানরদিগের সহিত অগ্রে গমন করিতে করিতে তাহারা আমার হস্তস্থিত বংশী আকর্ষণ করিল। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদগণ মধ্যে কাহারও হস্তে বংশী নাই। পরে বৈকুণ্ঠপার্ষদ সকল হইতেও অতি সুন্দর মনুষ্যসমূহ নিরীক্ষণ করিলাম। পরমবিনীতাচার রামসেবকগণ মৎকৃত প্রণাম বন্দনাদির অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে পুরীর বাহ্য প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তথায় দেখিলাম, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান্ প্রভৃতি পার্ষদ এবং মনোহর নর সকল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমান্ভরত শত্রুঘ্ন সহিত সুখে উপবেশন করিয়া আছেন। আমি ভরতকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভ্রমে জয় মহারাজাধিরাজ। জয় শ্রীরাঘবেন্দ্র! জয় জানকী বল্লভ! এইরূপে স্তব করিলে শ্রীমান্ভরত কর্ণযুগলে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আমায় বারম্বার নিষেধ করিয়া বলিলেন, আমি তাঁহার দাস। আমি তাঁহার সম্মুখে ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলি অবস্থিত হইয়াছিলাম। অনন্তর হনুমান্ বহির্গত হইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পুরী মধ্যে প্রবেশ করাইলে আমি অদৃষ্ট-অশ্রুত-পূর্ব্ব পরমসৌন্দর্য্যযুক্ত নরবরাকৃতি প্রভু রঘুবীরকে দর্শন করিলাম।

তিনি অখিল মাধুরীময় প্রাসাদবর মধ্যে সুখে সাম্রাজ্য-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাপুরুষ-লক্ষণে সুশোভিত। অবয়ব-সৌষ্ঠব বর্ণাদিশোভায় তিনি শ্রীনারায়ণেরই অনুরূপ। তিনি শ্রীনারায়ণ হইতেও কোন কোন বিশেষ মাধুর্য্যপ্রভাবে মনোহর। তাঁহার হস্তে মনোহর ধনু শোভা পাইতেছে। তিনি লজ্জাবিনয়যুক্ত মধুর মধুর দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার লীলা সমুদয় রাজচক্রবর্ত্তীর অনুরূপ। তিনি মুখে সংকর্ম্মাচরণের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য ভূপতিত হইবামাত্র তাঁহার দর্শনজনিত আনন্দভরে মূর্চ্ছিত হইলাম। সেই মোহ অশেষ পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হনুমান তথায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পরায়ণতা বশতঃ একলম্ফে প্রভুর সমীপে গমন করিলেন। আমি জাগরিত হইয়া দেখিলাম, প্রভুর বামে অনুরূপা প্রিয়া সীতাদেবী, দক্ষিণ পার্শ্বে অনুজ লক্ষ্মণ ও সম্মুখে হনুমান্ বিরাজ করিতেছেন। সেই হনুমান্ কোন সময়ে শুভ্র চামরে বীজন করিতেছেন, কোন সময়ে বা অগ্রে গুণগান কখন বা কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বরচিত বিচিত্র শ্লোকে তাঁহার স্তব করিতেছেন। কখন প্রভুর মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধারণ, কখন শ্রীচরণ সম্বাহন, কখন বা যুগপৎ লঘু লঘু বহুপ্রকার সেবা অর্থাৎ গুণগান, বীজন, স্তবন, পাদসম্বাহনাদি বিস্তার করিতেছেন। আমি পরম হর্ষভরে জয়গান পূর্ব্বক বারম্বার প্রণাম করিলাম। অনন্তর করুণার্দ্র চিত্ত-ভগবৎকর্ত্তৃক পরমাদ্ভুত মৃদুবাক্যে পরিতর্পিত হইয়াছিলাম। শ্রীভগবান্ কহিলেন, "হে সুহৃত্তম! তুমি স্নেহবশতঃ এস্থানে

সমাগত হইয়াছ। তুমি এক্ষণে বিশ্রাম কর, প্রণামাদি দুঃখভোগ করিও না, তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত হইতেছি, কারণ আমি তোমার বন্ধু। তুমি সম্ভ্রম ত্যাগ কর। হে সখে! আমি তোমার প্রেমরূপে সর্ব্বদাই যন্ত্রিত আছি।" অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় শ্রীহনুমান্‌কর্ত্তৃক আমি শ্রীমৎপাদপদ্মপীঠে নীত হইয়াছিলাম তখন আমার—দীর্ঘ আশা ফলিত হইল। এমন কি বাঞ্ছাতীত ফললাভ ও করিলাম। তথায় কিয়ৎকাল বাস করিলাম।

শ্রীরঘুসিংহের মহারাজাধিরাজতা ও তদনুরূপা ধর্ম্মানুসারিণীলীলা অবলোকন করিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় শ্রীমদনগোপাল দেবের বেণুবাদন গোপীমোহনাদিরূপা ক্রীড়া ও বিহারমাধুরী অবলোকন করি নাই এবং আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপা কৃপাও লাভ করি নাই। অনন্তর আমার দ্বারকা গমনের ইচ্ছা প্রবল হইল। তখন করুণা-কোমল-হৃদয় জগতের চিত্তবৃত্তিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র প্রণয়মৃদুবাক্যে আমায় আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, তুমি সুখে দ্বারাবতী গমন কর, এই বলিয়া জাম্ববানের প্রতি আমায় লইয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

দ্বারকাপুরী বিবরণ

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, অনন্তর সেই দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া দলে দলে বিভক্ত কুমারবর্গের সহিত মিলিত কতিপয় মাথুর ব্রাহ্মণ সহিত ক্রীড়নশীল যাদববর্গকে দর্শন করিলাম। আমি বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই যাদব বর্গে যে মাধুরী-পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিলাম, তাদৃশী মাধুরী অন্য কুত্রাপি দর্শন করি নাই। আমি হর্ষভরে প্রণামাদি মৎকর্ত্তব্য বিষয়ে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। অনন্তর সেই সর্ব্বজ্ঞপ্রবরগণ আমাকে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। অনন্তর দুর হইতে দেখিলাম সুধর্ম্মাখ্য-সভামধ্যে মণি-স্বর্ণময় বরাসনের তুলিকায় বিরোচমান ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীদ্বারকানাথ সেই বৈকুণ্ঠ পতির সমগ্র বিচিত্র-মাধুরী-সারে-সুশোভিত অর্থাৎ ইঁহার শ্রীমুখ লোচনাদি ও ভূষণাদির সাদৃশ্য বৈকুণ্ঠপতিতে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু কোন কোন মাধুর্য্য-বিশেষে ও শোভাতিশয়-সমুদায়ে ইনি সেই বৈকুণ্ঠনাথ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কৈশোর সমন্বিত যৌবন উপাসকের ন্যায় ভক্তিভরে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ভক্ত সকলের প্রতি তাঁহার চারু ভুজযুগল সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত হইতেছে। ভক্তভিন্নের প্রতি তিনি চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হয়েন। তাঁহার কান্তি-লাবণ্যাদি ও হসিতালাপ ভ্রূভঙ্গ কটাক্ষাদি, এই সকলের মাধুর্য্যভঙ্গি সেবক সকলের অন্তরিন্দ্রিয় হরণ করিয়া লইতেছে। অর্থাৎ ভক্তহৃদয়ই সেই মাধুর্য্যভঙ্গি অনুভব করিতে পারে। তিনি বাক্যমনের অতীত বিনোদের সাগর স্বরূপ। ভগবানের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ মান এবং পার্শ্বদ্বয়ে চামরদ্বয় আন্দোলিত হইতেছে। ভগবানের সম্মুখে স্বুবর্ণপাদপীঠে শ্রীপাদুকা-যুগল বিরাজ করিতেছে।

শ্রীরাজরাজেশ্বরতার অনুরূপ ভুষন ও পরিচ্ছদ সমূহ চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। নিজ অনুরূপ পরিচারকবর্গও চতুর্দ্দিকে স্বস্বকর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। রথ, অশ্ব, নিধি, পারিজাতাদি এবং নৃত্যগীতাদি মহাবৈভবপংক্তি চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। এই শ্রীভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে উৎকৃষ্ট আসনে শ্রীবসুদেব, বলরাম, অক্রূরাদি উপবিষ্ট হইয়াছেন। বামপার্শ্বে অধিপ উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া গদ সাত্যকি উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাহার বামপার্শ্বে সেনাপতি কৃতবর্ম্মার সহিত শ্রেষ্ঠতম ভোজ-অন্ধক-আদি বৃষ্ণিপ্রবরাদিগণ এবং অন্যান্য নৃপতিবৃন্দের সহিত মন্ত্রী বিকদ্রু উপবিষ্ট আছেন। শ্রীনারদ কৌতুককর গীতের সহিত বীণাবাদ্যে প্রভুকে হাস্য করাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীগরুড় সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া স্তব করিতেছেন। ভগবানের প্রিয়তম সেবক সেই শ্রীউদ্ধব প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতেছেন এবং গোকুল-সম্বন্ধিনী বার্ত্তার বিজ্ঞাপনে প্রভুর চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। সভাস্থ কেহই সেই গোকুল-রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই। কেবল মাত্র শ্রীভগবান্ই সেই গোকুল-রহস্য শ্রবণ করিতেছিলেন। বৃহস্পতিশিষ্য উদ্ধব এমনই

কৌশলে বাগ্‌বিন্যাস করিতেন যে, অপরে তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না। গোকুলপ্রিয় শ্রীউদ্ধব আমাকে গোকুলোদ্ভব জানিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মোপরি আমার মস্তক স্থাপিত করিলেন।

সেই প্রাণনাথ স্বীয় করপদ্ম দ্বারা আমার অবয়ব স্পর্শ ও পরিমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এতাদৃশ অনুগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। অনন্তর ভগবান্ আমাকে লইয়া অন্তঃপুর প্রবেশকালে বহির্নির্গমনোন্মুখ যদুমত্তদিগকে তাম্বুল বিলেপনাদি দ্বারা সম্মানন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমার বদ্ধাঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক বলরাম ও উদ্ধব সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেবকীকে অগ্রে করিয়া রোহিণী অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী স্ব-স্ব-পরিচারিকা সঙ্গে পতির অভ্যর্থনার্থ অভিমুখে অগ্রগমন করিয়াছিলেন। রুক্মিণী ও ভগবৎপ্রিয়তমা দেবী সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রাবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষণা এই অষ্ট প্রধানা মহিষী এবং অন্যান্য যাহাদিগকে নরকাসুরের গৃহ হইতে আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের অনুরূপ গুণে পরিপূর্ণা।

শ্রীদেবকী রোহিণী এবং মহষীবর্গ কর্ত্তৃক আবৃত এবং প্রদ্যুম্নাদি কুমারবর্গ কর্ত্তৃক শোভিত হইয়া প্রভু নিজ প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। আমি সেই সময় দ্বারকানাথকে আশ্চর্য্যরূপে দর্শন করিলাম। দেখিলাম, শ্রীদেবকী যশোদারূপিণী হইয়াছেন। রোহিণী পূর্ব্বের ন্যায়ই আছেন। প্রদ্যুম্নাদি কুমারগণ গোপবালকের ন্যায় হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্‌ও আমার হস্তস্থিত বেণু গ্রহণ করিয়া গোকুল ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ভগবান্ স্কন্ধস্থিত উপবীত উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। গোকুলভাব স্মরণে তিনি এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে ভোজনকাল সমাগত হইলেও ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু জননীর অনুরোধক্রমেই মধ্যাহ্নব্যাপার সমাপন করিলেন। অনন্তর স্বীয় হস্তদ্বারা আমায় ভোজন করাইলেন এবং আমার সন্তোষের নিমিত্তই পশ্চাৎ তিনি কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন। পরে আমি শ্রীউদ্ধবগৃহে নীত হইলাম।

যেমন সেবারা-বিশেষনিষ্ঠা দ্বারা বৈকুণ্ঠ হইতেও অযোধ্যাতে সুখাধিক্য সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বারকাতে সৌহৃদ্‌রসবিশেষ-নিষ্ঠা দ্বারা অযোধ্যা হইতে সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকারে শ্রীগোলোকে প্রেমরস বিশেষ নিষ্ঠা দ্বারা দ্বারকা হইতে সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই শ্রীগোলোকেই সুখের পরমান্ত্যকাষ্ঠার নিষ্ঠা অধিষ্ঠিত আছে।

আমি তথায় বাস করিলে শ্রীযাদবগণ বলিলেন। হে সখে! বৈকুণ্ঠ হইতেও পরমৈশ্বর্য্যসম্পত্তি-যুক্ত এই দ্বারকাপুরীতে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া কিজন্য বন্যবেশে পরম দুঃখিতের ন্যায় কাল যাপন করিতেছ? তুমি আমাদের ন্যায় ভোগ-বিলাসাদিযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার কর। এই দ্বারকাপুরীতে ইচ্ছা করিবামাত্র স্বতই ভোগসামগ্রী উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বচিত্তের এবং অচ্যুতের অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অকিঞ্চনের ন্যায়ই অবস্থান করিয়াছিলাম। সভাদিতে তাঁহার নিকট যাইতে লজ্জিত ও ভীত হইতাম। কোন সময়ে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির অনুনয়ে কখন বা নারদ অর্জ্জুনাদির সহিত মিলন হইলে নিজ প্রিয়তমকে চতুর্ব্বাহু সুশোভিত দর্শন করিতাম। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে গোচারণাদি শ্রীবৃন্দাবনলীলার অনুষ্ঠানে বিরত হইতেও দেখিতাম। কোন সময়ে বা অল্পদূরে বর্ত্তমান প্রিয়বান্ধব পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য একাকীই গমন করিতেন। বৈকুণ্ঠের অসীম-বিস্তীর্ণতা-হেতু পাণ্ডববর্গ দূরে বর্ত্তমান থাকিলেও অদূরে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রভু পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিতে গমন করিলে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিত না। তখন দর্শনাভাবে চিত্ত ব্যথিত হইত। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ রূপ ও গুণে আমার সেই ব্যাথা তিরোহিত হইত। এইরূপে শ্রীউদ্ধবের গৃহে কতিপয় দিন যাপন করিলাম। যদ্যপি কোন কোন সময় নিজভূমি স্মরণ জনিত এবং নিজ ইষ্টদেবের বিনোদবিশেষের অদর্শনজনিত শোক হৃদয়ে উপস্থিত হইত, তাহা সম্বরণ করিতাম।

একদা দ্বারকাপুরীতে সমাগত শ্রীনারদকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মুনীন্দ্রবেশ! আপনি নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার ভাব তদুপযুক্ত নাই। আপনাকে স্বর্গাদিতে যেমন বৈকুণ্ঠেও সেইপ্রকার দেখিতেছি ইহার কারণ কি?

শ্রীনারদ বলিলেন, যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়া থাকেন, সেইরূপ "তাঁহার সেবক সমূহ" আমরাও বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি। বৈকুণ্ঠের শ্রীগরুড়াদি পার্ষদ সকল, শ্রীরঘুনাথের হনুমান্ জাম্ববানাদি, শ্রীদ্বারকানাথের উদ্ধবাদি যাদববৃন্দ, ইহারা সকলেই তাদৃশ অর্থাৎ এক হইয়া নানা স্থানে একসময়ে বিরাজ করেন। শ্রীহনুমান্ কিম্পুরুষবর্ষে এবং বৈকুণ্ঠঅযোধ্যাতে নিত্যই অবস্থান করেন, পাণ্ডব সকলও সেই ভাবেই এখানে বিরাজ করেন। শ্রীগোলোকবাসির তত্ত্ব এস্থলে ব্যক্ত করিলেন না, কারণ গোলক-তত্ত্ব গোপ্য হইতেও পরম গোপ্য। আমরা সকলেই তাঁহার পার্ষদ এবং সর্ব্বদা তাঁহার ভজন তৎপর। তিনি যখন যেরূপ ক্রীড়া করেন, আমরা তদনুসারে তদনুরূপ হইয়া থাকি। এইজন্যই আমরা ভগবানের ন্যায় প্রত্যেকেই বহুরূপ হইয়াও একরূপ। কৌস্তভ সুদর্শনাদি নানাবিধ পরিচ্ছদ, লীলাসমুদয়, নামসকল, প্রিয়ভূমি সকল, ইহারা সকলেই নিত্য সত্য। ইহাদিগকে অনেকরূপে দেখিলেও একরূপ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে।

শ্রীনারদ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! তুমি এই বৈকুণ্ঠ দ্বারকাতে অবস্থান করিয়াও অতৃপ্ত ও দুঃখিতের ন্যায় অবলোকিত হইতেছ। প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি চিত্তসংলগ্ন পীড়াকর শোক পরিহার করিতে পারিতেছ না। এই শ্রীগোলোকাখ্য স্থান বৈকুণ্ঠ হইতেও দুর্ল্লভ এবং গোলোকনাথ শ্রীনন্দনন্দনের সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত বিহারাদিরূপ সুখানুভবও সুদুর্ঘট। ইহা আমাদেরও সুদুর্ঘট। ইনি ইহা অপেক্ষা আরও সুদুর্ঘট ও উন্নততম বস্তুর প্রার্থী। হে উদ্ধব তুমি ইহার যথাযথ ব্যবস্থা কর। তখন উদ্ধব বলিলেন আমি জাতি-স্বভাব-বলে ক্ষত্রিয়। ভক্তিমার্গের গুরু আপনিই ইহার উপযুক্ত পাত্র। তখন শ্রীনারদ বলিলেন কি আশ্চর্য্য! ভৌম ভারতবর্ষেই জাত্যাদি বিচারের সম্ভব হইতে পারে। এই বৈকুণ্ঠেও তোমার ক্ষত্রিয় বুদ্ধি আছে।

শ্রীউদ্ধব বলিলেন, সত্য, আমাদের কথা কি বলিব? আমাদের প্রভুরও ক্ষত্রিয়াভিমান প্রবল। ভৌম-দ্বারকার ন্যায় এই বৈকুণ্ঠ দ্বারকাতেও ইনি সদ্ধর্ম্মের পরিপালন, গার্হস্থ্য, শক্রজয়, জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবাদি এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মানন, ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে উত্থান ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীনারদ বলিলেন—কি আশ্চর্য্য! ভগবানের লীলা ও মাধুরীর মহিমা যেমন অদ্ভুত, সেবকবর্গেরও তদেকনিষ্ঠার গাম্ভীর্য্য তাদৃশ অদ্ভুত। এই প্রভু মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া যেরূপ ক্রীড়া করেন, এই বৈকুণ্ঠ পদে অবস্থিত হইয়াও নিজ প্রিয়সকলের পরিতোষার্থ সেইরূপই ক্রীড়া করিতেছেন। যে লীলার অনুভব করিয়া আমাদের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞগণেরও এই ভ্রম হইতেছে যে, আমরা কি বৈকুণ্ঠ দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছি? অথবা মর্ত্ত্যলোকস্থ দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছি?

শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপাল-দেবপ্রিয়! বৈকুণ্ঠলোকে বর্ত্তমান্ যে যে অযোধ্যাদি প্রদেশ আছে, তাহাদের সকলেরই চূড়ামণি এই যে দ্বারকাপুরী, ইহারও দূরদেশে বর্ত্তমান সকলের শেষসীমাস্বরূপ গোলোক নামে কোন এক স্থান আছে। সেই গোলোক মথুরামণ্ডলবর্ত্তি-শ্রীব্রজভূমিস্বরূপ। তথায় দ্যোতমানা দেবী মথুরা পুরী বিরাজ করিতেছেন। সেই মথুরাপুরী নিজের সারস্বরূপ বৃন্দাবনাদি ব্রজভূমি ব্যতীত থাকিতে পারেন না।

শ্রীমথুরা বর্ণন

নগর-গ্রাম-বনাদি সুশোভিতা শ্রীমথুরা গোপ্রধানদেশ বলিয়াই গোলোক নামে কথিত হয়েন। সেই গোলোক ভগবানের রহস্য ক্রীড়াদির আস্পদ বলিয়া গূঢ় হইলেও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। হরিবংশে ইন্দ্রস্তুতি আদিতে গোলোক বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ব্রজবাসির অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদাদির অথবা শ্রীরাধিকাদির

নন্দনন্দন-বিষয়ক শ্রীমৎপ্রেমের অনুগমন করেন, তাঁহারাই সেই জ্ঞানগন্ধাদিরহিত শুদ্ধতর ভাবদ্বারা সেই গোলোক লাভ করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বর বলিয়া দৃষ্টি অর্থাৎ অনুভব করিলে তাদৃশ প্রেম কদাচ লাভ করা যায় না। কারণ পরমেশ্বর বলিয়া অনুভব করিলেই ভয়গৌরবের সঞ্চার হইয়া থাকে। কেবল লোক ব্যবহার অনুসারে শ্রীনন্দনন্দনকে জীবনবন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিলেই সেই প্রেম সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বল লৌকিক প্রিয়বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিলে প্রেম ও লৌকিক-রূপে পরিণত হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিও না; কারণ সেই প্রেম "চতুর্দ্দশ ভুবন স্বরূপ লোক ও লোকবাহ্য আবরণস্বরূপ আলোকে" এই সকল লোকে বর্ত্তমান প্রেম হইতেও শ্রেষ্ঠ। এমনকি প্রপঞ্চলোক এবং অপ্রপঞ্চলোক এই উভয় লোককে অতিক্রম করিয়াছে যে বৈকুণ্ঠ, সেই বৈকুণ্ঠেও এই প্রেম বর্ত্তমান নাই।

সেই গোলোকনাথ ও গোলোকবাসিনীবৃন্দের পরস্পর প্রিয়তা লোকানুসারিণি হইয়াও লোকস্বভাব অতিক্রম করিয়া থাকে। সেই প্রেম-গৌরবে শ্রীযশোদার পুত্র-স্মরণমাত্রে অসময়েও স্তনধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে, পিতা শ্রীনন্দের নয়নযুগল হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে থাকে। গোপবর্গেরও ধনসম্পত্ত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যার্থেই বিনিয়োজিত হইয়াছিল। কোন কোন বৃদ্ধা গোপী কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া যশোদার ভাব অঙ্গীকার করিতেন। কোন কোন বৃদ্ধা গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আচরণার্থ নিজ নিজ বধূ ও কন্যাদের বেশ রচনা করিয়া দিতেন। বয়স্থ গোপকুমারগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অভিনিবিষ্টচেতা যে তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শন-বিষয়ে গুল্মাদিরূপ দর্শনব্যবধানও সহ্য করিতে পারেন নাই। ভগবতী গোপিকাগণ বিচ্ছেদকালে, অভিসরণে, এমন কি সংযোগেও বিবিধ দশা ভজন করিতেন। সেই অন্যোন্য-প্রিয়তা মধুরা এবং অত্যদ্ভুতা। কারণ উক্ত অন্যান্য-প্রিয়তা "ঐশ্বর্য্য ও লৌকিকত্ব" এই উভয় ধর্ম্মে বিমিশ্রিতা। লীলানুসরণে পরমবৈদগ্ধ্যাদির প্রকাশনই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সহজ-ভোজন-পানাদি প্রীতি-ব্যবহারই লৌকিকত্ব। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"যিনি নিজ গোপকুমারলীলা আশ্রয় করিবার জন্য নিজমায়া অর্থাৎ শক্তিবলে আত্মগতি অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়াছেন এবং রমা যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, তিনি গ্রাম্যজনের ন্যায় গ্রাম্য জনবর্গের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সেই ভগবানের ও ভক্তবৃন্দের ব্যবহার সমুদয় পরস্পর প্রেমবর্দ্ধক। পরমৈশ্বর্য্যপ্রদ এই বৈকুণ্ঠে এতাদৃশ ভাব সঙ্ঘটিত হইতে পারে না।

এই বৈকুণ্ঠ মধ্যে যে অযোধ্যা তাহাও বৈকুণ্ঠসদৃশী। এই দ্বারকা সেই অযোধ্যা হইতে ও অধিকা অর্থাৎ অত্যন্ত পারমৈশ্বর্য্যময়ী। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই লোক দূরদেশে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাদৃশ প্রেমের আস্পদ সেই গোলোকেই তাঁহার ও তত্রত্য ভক্তবৃন্দের মাধুর্য্যের অন্ত্যসীমাস্বরূপ সুখক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই গোলোকেই ভগবান্ শ্রীহরি, পরমরহস্য-ভগবত্তার সর্ব্বসার প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথা সেই লোকে সর্ব্বোপরিবর্ত্তিত্বের সম্ভব হইতে পারে না। বৈকুণ্ঠেরও উপরি বর্ত্তমান জগতের একমাত্র শিরোমণি সেই গোলোকের মহিমা যে অধিক হইতেও অধিক হইবে, এ বিষয়ে অধিক কি বর্ণনা করিব? কারণ মর্ত্ত্যলোকমধ্যবর্ত্তী মথুরা-মণ্ডলস্থ ব্রজভূমিও স্বীয় মাহাত্ম্যবলে বৈকুণ্ঠাদিকে অতিক্রম করিয়া থাকে। সেই গোকুলের শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য মাহাত্ম্যই বা কে বর্ণন করিতে পারে?

সেই সুপ্রসিদ্ধ ভগবান্ গোলোকনাথ স্বীয় সমগ্রবিভূতি অর্থাৎ ভগবৎ-শব্দ প্রতিপাদিত যাবতীয় অর্থ এবং ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ হইয়াও অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রেমবিহারে অভিলাষপূর্ব্বক ব্রাহ্মকল্পে সপ্তমমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগবর্ত্তী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সহিত চতুঃশতোত্তর দিব্যবর্ষসহস্রদ্বয় পরিমিত দ্বাপর যুগের শেষে সেই মথুরাগোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নানারূপে বর্ত্তমান বিষ্ণু আদি স্বীয় সর্ব্ব স্বরূপের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গ-বৈকুণ্ঠদ্বারকা-বৈকুণ্ঠাদিস্থিত ভূষণ আয়ুধাদি নিত্যপরিচ্ছদ এবং গৃহাসনাদি দূরে পরিহার করিয়া আনুষঙ্গিকপারমৈশ্বর্য্য অনন্তশরণা মহালক্ষ্মী এবং অনন্যগতি মাদৃশ ভৃত্যবর্গকেও অনাদর পূর্ব্বক মর্ত্ত্যমাথুর-গোকুলে

অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অন্যত্র অন্যের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভগবৎ-সহ ক্রীড়োপযোগি-স্বভাববিশিষ্ট মথুরাব্রজবাসিগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিয়া সেই সুখলাভ করিবার জন্যই শ্রীমথুরা ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ কৃপা অন্য কোন কালেও প্রকাশিত করেন নাই, তাদৃশ আত্মকৃপাভরে জগতের সাক্ষাৎ দৃশ্য হইয়া সেই গোলোকনাথ তৎকালীন দৃঢ় ভক্তিভাক সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই জন্যই কোন কোন সময়ে এই বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেহ বলেন বৈকুণ্ঠনাথ, কেহ বলেন সহস্রশীর্ষাপুরুষ, কেহ বলেন নরসখ নারায়ণ, কেহ বা বলেন ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাঁহারা যে যে লোকের বৃত্তান্ত গ্রহণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকের সেই সেই লোকনাথকে দর্শন করিতে না পাইয়া স্ব-স্ব মতি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মথুরায় অবতীর্ণ সেই ভগবানেই ঈশ্বরোপযুক্ত-মাহাত্ম্য, মাধুর্য্য, বিচিত্রত্ব, দুর্জ্ঞিতর্ক্যত্ব অবলোকন করিয়া স্ব-স্ব মতানুযায়ী সকলেই আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, বিচার করিয়া থাকেন। সমগ্র শ্রীভগবদ্রূপের অখিলমাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণাবতারেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা হইয়া থাকে। বিচারপটু শাস্ত্রবিদ্গণ ও সিদ্ধান্তকারগণ সরলবুদ্ধিত্ব হেতু বিশেষাপেক্ষা না করিয়াই শ্রীভগবানের যে কোন রূপের অবতরণ অঙ্গীকার করিলেই সর্ব্ববিষয়েই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে বলিয়া ঐপ্রকার স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, সেই শ্রীগোলোকেশই বিশেষ বিশেষ ক্রীড়া সকল দ্বারা ভূলোকস্থ শ্রীমাথুর ব্রজভূমি সর্ব্বদা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন।

সেই শ্রীমথুরা ব্রজভূমিতেই প্রভুর পরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তা পরম-প্রকট-বিভূতি, বিবিধ-কৃপালুতা, সুরূপতা, অশেষ মহত্ত্বের মাধুরী এবং বিলাস-লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। সেই নন্দব্রজ স্বকীয়-সৌশীল্যাদিগুণ-প্রভাবেই মহালক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছে। যে মহালক্ষ্মীর কটাক্ষপাতেই জগতের এমনকি ব্রহ্মরুদ্রাদিরও ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া থাকে। যে মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠনাথের গৃহলক্ষ্মী, সুতরাং তথায় গৃহকৃত্যে কোন সময়ে বিলাসের ব্যাঘাত হইতে পারে, কিন্তু নন্দব্রজে অসঙ্কোচে সেই মহালক্ষ্মী বিলাস করিতেছেন। ব্রজভূমিস্থ যে কোন একটি বৃক্ষ বা পত্র-পুষ্পাদিরূপ যে কোন একটি দ্রব্য দ্বারা, যাচকসকলের সমগ্র অভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া থাকেন।

পরমেশ্বর স্বীয় বিহারের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়াই মহাবৈভব-প্রকটরূপ ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা প্রকাশিত করেন না। কোন কোন সময়ে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষ্যেই প্রকটিত করিয়া থাকেন। লৌকিকবন্ধুতা-রক্ষার জন্যই সেই সেই মধুর বিনোদই সর্ব্বদা বিস্তার করিয়া থাকেন।

কৃপালুতা :—সেই ভগবান্ সদ্বেশমাত্র অর্থাৎ ব্রজবাসীর ন্যায় ভক্তবেশ মাত্র দেখিয়াই—বালঘাতিনী পুতনাকে ধাত্রীর ন্যায় গতিপ্রদান করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি সেই রাক্ষসীর বান্ধব সাধুদ্রোহী বক ও কংসাদিকেও পরমমধুর গোপবালকোচিত মধুর ক্রীড়া দ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

ভক্তবশ্যতা :—সেই ভগবান্ স্বীয় উদরে উদূখলচরণে লগ্ন গোবন্ধন রজ্জুদ্বারা বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রজবাসিনীগণের প্রোৎসাহনে পরমাদ্ভুত নৃত্যাদি বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ জ্ঞানপর সকলকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন যে, আমি ভক্ত সকলেরই বশীভূত। জ্ঞানাদিদ্বারা আমায় প্রাপ্ত হওয়া সুলভ নহে। একমাত্র ভক্তিবলেই আমি অধিকৃত হইয়া থাকি।

রূপ :—শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া গো, পক্ষী, দ্রুম, লতা ও তরুসকল পুলকাশ্রু-আদি সাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হইয়া থাকে। ভগবানের সেইরূপ গোপিকাদেরও ধৈর্য্যহরণ করিয়াছিল। সংসারে যাবতীয় কুলস্ত্রী তাঁহাদের (গোপীদের) চরণ সেবা, করিয়া থাকেন, কোন পুরুষই পরম-কুলস্ত্রী-স্বরূপ সেই গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম নহেন। এমনকি তাঁহারা "সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবসায়, বৈদগ্ধ্যাদিকর্ম্ম", এই সকল দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন। শ্রীগোপালদেবের একমাত্র

প্রিয় সেই গোপিকাদের ভগবদ্রূপ-দর্শনে ধৈর্য্যহানি হইয়াছিল। যাঁহার রূপদর্শন করিয়া অন্যান্য লোকও প্রতিবন্ধক পক্ষ্মসকলের রচনকারী-বিধাতাকে নিন্দা করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকেও সহস্রাক্ষ বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন, কারণ দেবরাজ সহস্রলোচনে ভগবদ্রূপমাধুরী উপভোগ করিতে পারেন। ব্রজভূমির সেই অসাধারণ মহিমা কি বর্ণন করিব? সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে পরমাদ্ভুত যে নিজ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকেন, তাদৃশ-সৌন্দর্য্য-সুশোভিত হইয়া তিনি অন্যত্র গমন করিলেও বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাদি-বাসিগণ ব্রজবাসিগণের সেই ভাব ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। কালবিশেষের ন্যায় দেশবিশেষেও ভগবানের মাহাত্ম্যবিশেষ প্রকটিত হইয়া থাকে।

বয়ঃশোভা :—শ্রীকৃষ্ণের বয়স পরমাশ্চর্য্য শৈশবশোভাবিশিষ্ট অর্থাৎ পরম সৌকুমার্য্য, চাপল্য, শ্মশ্রুর অনুদ্গম প্রভৃতি বাল্যলক্ষ্মী কর্ত্তৃক আশ্রিত। তদ্রূপ বিবিধ বৈদগ্ধ্যাদিও সর্ব্বদাই যৌবনলীলা কর্ত্তৃক আদৃত। অতএব জগচ্চিত্তহারি-কৈশোর-(পঞ্চদশবর্ষান্তর্গত অবস্থা) দশাকর্ত্তৃক অবলম্বিত সেই বয়ঃক্রমকান্ত্যাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ নূতন হইতেও নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। দ্রষ্টৃবর্গ সেই বয়ঃসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। যদিও ব্রজমণ্ডলে ভগবান্ কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর এই তিন অবস্থাতেই ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তথাপি কৈশোর-দশাই তাঁহার ও ভক্ত সকলের অভীষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি শ্রীনৃসিংহ শ্রীরঘুনাথাদি যাহা পুর্ব্বে করিতে পারেন নাই এমন কি তিনি স্বয়ংও শ্রীবৈকুণ্ঠাদি কোন স্থানেও করেন নাই, এতাদৃশ মহাদৈত্যহননাদি দুষ্কর-কর্ম্ম সুন্দর বাল্য চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! তৎসঙ্গে নিজভক্তি বিস্তারও করিয়াছিলেন।

বৃহদ্বনলীলা—সেই ভগবান্ ত্রৈমাসিক শিশুরূপে শকটভঞ্জন করিয়াছিলেন। তৃণাবর্ত্তবধে পরম মহামধুর লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। রিঙ্গন ভঙ্গিকা, গোরস অপহরণ লীলাদ্বারা মধুরাতিমধুর লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন॥ গোপীভয়ে ভীতাবলোকন চাতুরী, মৃদ্ভক্ষণ কৌতুক এবং দধিমন্থন-কালে জননীর হস্তস্থিত দণ্ডধারণাদি ক্রীড়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। সেই প্রসিদ্ধ রোদন, সেই দধিভাণ্ড ভঞ্জন, শিক্যস্থিত নবনীতাপহরণ, জননীর ভয়ে প্রভুর মহাদ্ভুত পলায়ন আমাদিগকে রক্ষা করুন। দামবন্ধন স্বীকার, উদুখলাকর্ষণ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন এবং নলকুবর ও মণিগ্রীবের প্রতি বরদান মনোহরণ করিতেছে।

শ্রীবৃন্দাবন লীলা :—যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বৎসচারণ ক্রীড়া করিতে করিতে বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। যিনি বেণুবীণাদি বাদ্যের গুরু, যিনি শিখিপুচ্ছগুঞ্জাদি বন্যভূষণে ভূষিত হয়েন এবং জন্তুগণের স্বরানুকরণ করিয়া থাকেন সেই শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করুন। যিনি সখাবর্গের সহিত বৃন্দাবনে প্রবেশপূর্ব্বক বন্য বেশ-ভূষণ, শিক্য-চৌর্য্যাদি এবং মহাসর্পের মুখ প্রবেশ, সর্পকে মুক্তিদান প্রভৃতি সরসবিহার করিয়াছিলেন। সেই সকল বিহারের বন্দনা করিতেছি। তথাকার সেই পুলিন-ভোজন-লীলা ও ব্রহ্মার গোবৎস ও সখাগণকে হরণ করিলে স্বয়ংই বৎস ও বৎসপাল মুর্ত্তি ধারণ! তাহা ব্রহ্মাই ভাগ্যবশে দর্শন সৌভাগ্য লাভে স্তব করিয়াছিলেন।

পৌগণ্ড লীলা :—সেই প্রভু গোপালন দ্বারা, ভ্রমর গানের অনুকরণ দ্বারা, শুক জল্পের অনুকরণ দ্বারা, গম্ভীর বাক্যে দূরস্থিত পশু সকলের আহ্বান দ্বারা, পল্লব-শয্যা বিস্তারণ দ্বারা যে যে মধুর লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন সেই অপূর্ব্বলীলা সর্ব্বক্ষণ ভজনীয় হউক। তালীবনে যে লীলা, ধেনুকাসুর বধে যে লীলা, সায়ংকালে ব্রজনারীগণের মিলনে যে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্তব করিতে অক্ষম মাত্র অভিবাদন করিতেছি। কালীয়দমন লীলা অদ্ভুতরূপা লীলা। দুষ্ট-চেষ্ট সেই খলের প্রতি ক্রোধভরে কোথায় শ্রীপার্ষ্ণি প্রহারাদি দ্বারা তাহার মস্তক সকল ভঞ্জন করিবেন, তাহা না করিয়া তাহার সুন্দর নৃত্যলীলাদ্বারা পরম দুর্ল্লভতর শ্রীচরণাম্ভোজের রজঃ-পাতনাদি অনুগ্রহই বিস্তার করিলেন। যাদৃশ অনুগ্রহ সহস্র বদন ও বর্ণন করিতে পারেন না। যে কালীয় ও নাগ পত্নীগণ ভগবানের পুজা ও স্তুতি করিয়াছিলেন, আমি সেই কালীয় ও নাগপত্নী সকলকে নমস্কার করিতেছি।

বস্ত্রহরণ, যাজ্ঞিক পত্নীগণকে কৃপা, গোবর্দ্ধনধারণ, ব্রজবাসীদিগকে বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন, বরুণলোক হইতে শ্রীনন্দ মোচন, বেণুবাদন, বৈদগ্ধী, গোপীমোহন, রাসক্রীড়াদিরূপ ভগবত্ত্ব-মাধুরী পরাকাষ্ঠা অন্যাবতার চেষ্টিত হইতে শ্রেষ্ঠ লীলা বর্ণনে অক্ষর সকল শ্রবণেও শ্রোতার হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হইয়া থাকে, অর্থানুসন্ধান-পূর্ব্বক বহু বিচারে প্রেমোদয় হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি ? এই লীলার প্রকৃতিই এইরূপ। অগ্নিসংযোগে উষ্ণতা সঞ্চারের ন্যায় সহজেই প্রেম সঞ্চার হইয়া থাকে।

বংশী মাধুরী ঃ—ভগবান শ্রীমুখদ্বারা উপনিষদ্রূপ মুখদ্বারা, পুরাণাদিরূপ বাক্যামৃতদ্বারা, যাহা করিতে পারেন নাই, কি আশ্চর্য্য ! সেই দারুময়ী মোহনবংশী ভগবানের বিম্বাধরযোগে তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। বিমানারূঢ় সুর-সিদ্ধ সমুদয় স্ব-স্ব প্রেয়সীসহ ভগবানের প্রতি অনুরাগবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহেন্দ্র রুদ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণও বিস্মৃততত্ত্ব হইয়াছিলেন, মহেন্দ্রাদি দেবগণ ও মুনীশ্বরগণ সেই বেণুবাদ্য মন্দ্রমধ্যতারভেদে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মস্তক ও চিত্ত নমিত করিয়াছিলেন। গোপসকল স্ব-স্ব দেহ, দৈহিক অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদি এমনকি আত্মা পর্য্যন্তও কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

মাথুর-ব্রজ সম্বন্ধি ভূমিতে সেই ভগবান্ যেরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, গোলোকেও সেইরূপই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। কেবল ঊর্দ্ধ অধোভেদেই মাথুর গোকুল ও গোলোকের ভেদকল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভেদ নাই। সেই ব্রজভূমিতে শ্রীনন্দাদির সহিত বিরাজমান ভগবান্ সর্ব্বদা সকলের নয়নগোচর হয়েন না। কিন্তু কোন দ্বাপর যুগের শেষে সকলেরই দৃশ্য হইয়া থাকেন। অন্য সময়েও কদাচিৎ কোন পরমৈকান্তিক বর-কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হয়েন। কিন্তু গোলোকে সর্ব্বদাই সকলের নয়নগোচর হইয়া থাকেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র

শ্রীনারদ বলিলেন—এই বৈকুণ্ঠলোকেও নিকটেই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে, মর্ত্ত্য-ভূমিতে যেমন শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র আছে, এই বৈকুণ্ঠলোকেও তদ্রূপই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র বিরাজমান। সেই পুরুষোত্তম কালিন্দী-তীরে বৃন্দাবনে ও গোবর্দ্ধনে যে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রেও সেই সেই বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সমগ্র অবতারের একমাত্র নিধান-স্বরূপ সেই ভগবান্ সমস্ত অবতারেরই চরিত্র অভিনীত করিয়া থাকেন। কারণ যে ভক্ত তাঁহার যেরূপ রূপদর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি সেই ভক্তকে সেই রূপই প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদেবের শ্রীমথুরা যেরূপ প্রিয়, পারমৈশ্বর্য্যরাশির প্রকাশসত্ত্বেও লোকানুসারি ব্যবহারে মনোরম সেই ক্ষেত্রকেও তাঁহার তদ্রূপই প্রিয়। প্রভু শ্রীদেবকীনন্দনই দারুব্রহ্মময় শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপূর্ব্বরূপ-প্রভাবে আর্দ্রচিত্ত ক্ষেত্রবাসি লোকসকলের সর্ব্বদা হর্ষবর্দ্ধনার্থ স্থৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় ক্রীড়া করিতেছেন। সেই পুরুষোত্তমে যে বস্তু সংসিদ্ধ হয়, বৈকুণ্ঠ গোলোকেও সেই বস্তু সংসিদ্ধ হইতে পারে। অতএব পুরুষোত্তম ও দ্বারকায় কোন ভেদ নাই। সেই ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ মুখ কমলের নিরীক্ষণ ও সর্ব্বদা মহাপ্রসাদলাভ যাত্রা-উৎসবাদির অনুভব হইয়া থাকে, এই সকল কারণে হৃদয়ে উল্লাসেরই সঞ্চার হইবে। দীনতার সঞ্চার হইবে না।

দীনতা বিনা গোলোক-প্রাপক প্রেম উদিত হয় না। শ্রীমথুরা-বিভূষিত গোকুলে শ্রীনন্দনন্দনের-ক্রীড়ামণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনাদি অরণ্য, শ্রীযমুনাদি সরিৎ, শ্রীগোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, সরোবর, দ্রোণ এই সকল শূন্যময় অবলোকন করিয়া সাধুদিগের স্বতই দৈন্য ও প্রেম সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে। তথায় ইতরজনের অলক্ষ্যরূপে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় সাধুসকল হাহারবে আক্রান্তবদন ও মহাসন্তাপ-দগ্ধ হইয়া নিজ ইষ্টদেবকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ভৌম পুরুষোত্তম অপেক্ষা ভৌমব্রজে সত্বর ইষ্টসিদ্ধি হয়। সেই ব্রজভূমি দ্বারকা হইতেও মহত্তরা শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয়া। দ্বারকাতে সাক্ষাৎ সেবা করিলেও তাঁহার যাদৃশী প্রীতি উৎপন্ন না হয়,

ব্রজভূমিতে অবস্থান করিলেই তাঁহার তদপেক্ষাও দৃঢ়প্রীতি জন্মিয়া থাকে। ব্রজগমনে ব্যাকুলতা দেখিলে স্বয়ং দ্বারকানাথই তাঁহাকে ব্রজে লইয়া যান।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য-কথন

শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তিবিতরণে নিপুণ তারণকারী ও ভবসিন্ধু পারকারী বিদ্যাদ্বয় যাহাতে শোভিত এবং নিখিল জগন্মণ্ডলের শিরোরত্ন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি লীলাস্থান, সেই বৈকুণ্ঠৈকমান্যা শ্রীমথুরাপুর তোমার কুশল সমূহ বিস্তৃত করুন॥১॥ যাঁহার কান্তি কোটিসংখ্যক চন্দ্র হইতেও উৎকৃষ্ট এবং সাতিশয় বেগবান্ সংসারের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশরূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ যথায় বাস করিলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যে পুরীর বাসমাহাত্ম্যে মায়াবী দেবগণও ত্রাসযুক্ত হয়, এবং শুক শৌনকাদি মুনিগণের চিত্তহারিণী কৃষ্ণলীলা যাঁহার নিত্যসিদ্ধ, এবং উপাসকদিগের কামনাকে যিনি প্রসূত করেন এবং শিবাদিদেবগণও যে নগরে প্রতিহারীকার্য্য অভিলাষ করেন এবং বরাহদেবও যাঁহার কীর্ত্তিগান করিয়াছেন, সেই মথুরাপুরী তোমাদিগের প্রেমভক্তি প্রদান করুন॥২॥ মুক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ ও অনর্থ পরম্পরার নিস্তারকারী এবং সমূহ অমঙ্গল হইতে রক্ষক এবং প্রেমরসের আস্পদস্বরূপ, এবং সকল কামনা পূর্ণকারী, এই শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় চিচ্ছক্তিযুগল যাহাতে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সেই শ্রীমথুরাপুরী, তোমাদিগের লিঙ্গ শরীর পর্য্যন্ত পাপরাশির ধ্বংস করুন ও প্রেমভক্তি বিধান করুন॥৩॥ হে অবন্তি! তুমি অদ্য পিকদান হস্তে গ্রহণ কর, হে মায়াপুরি! তুমি চামর ব্যজন কর, হে কাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর, হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর, হে অযোধ্যা! তুমি আর ভীত হইও না, হে দ্বারকে! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না, যেহেতু কিঙ্করীস্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজ মহিষী হইয়াছেন॥৪॥

মথুরা মহিমা

হে মাতঃ মথুরে! পৃথিবীতলে নিয়ত তুমি ধন্যা, তোমাতে অকপটে আমাদের শত শত অষ্টাঙ্গ নমস্কার থাকুক, যেহেতু পদ্মলোচন হরি উৎকণ্ঠাবশতঃ নিতান্ত অদ্ভুত গুণবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইস্থানে নন্দের গৃহ ছিল, এইস্থানে শকটভঞ্জন হইয়াছিল এবং যিনি বন্ধন ছেদন করিয়া থাকেন, সেই দামোদরও এইস্থানে রজ্জুদ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এইরূপে মথুরার বৃদ্ধলোকদিগের মুখ হইতে বিগলিত মধুধারা পান করিতে করিতে আনন্দাশ্রুধারণপূর্ব্বক ধন্য হইয়া কবে আমি মধুপুরীতে বিচরণ করিব॥ এইস্থানে নিখিল লোকের আদিগুরু পদ্মসম্ভব ব্রহ্মাও তৃণ ও গুল্ম মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই হরিরাজধানী মথুরা অদ্য চক্র, ধ্বজ ও অঙ্কুশদ্বারা দেদীপ্যমান পদপঙ্‌ক্তিতে রমণীয়া হইয়া বিরাজ করিতেছেন॥ তোমার মুরারি-ভজনশীল-জনকে কখনই যাহা প্রদান করেন না, আহা! হে মুরারে! তুমি যদি সেই ভক্তিযোগ বিতরণ কর, তাহা হইলে তোমার আর মহিমার ইয়ত্তা থাকিবে না॥

শ্রবণে মথুরা, নয়নে মথুরা, বদনে মথুরা, হৃদয়ে মথুরা, অগ্রে মথুরা, পশ্চাতেও মথুরা, মথুরাই মধুরা ও মথুরাই মধুরা॥ তুমি হিরণ্যগর্ভকে ভজনা কর, তুমি হরিকে ভজনা কর এবং সেই পরমব্রহ্মকে ভজনা কর, কিন্তু আমি যাহাতে কৃষ্ণানন্দ অর্পিত আছে, সেই বৃন্দাটবীকে বন্দনা করি।

শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ কর্ত্তৃক যাঁহার কদম্বাদিকুঞ্জ পূরিত হইতেছে এবং কলিন্দ-গিরি-নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দের সঞ্চালক সমীরণ দ্বারা যাঁহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় হউন॥১॥

বৈকুণ্ঠে পর ব্যোমস্থিত মোক্ষ হইতেও উৎকৃষ্ট অতএব সহস্র গুণাধিক শ্রেয়স্ অর্থাৎ দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসাত্মিকা সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, সুতরাং জগদ্গুরু চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে স্থানের তৃণাদি হীন জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়নীয়া হউন ॥২॥

যিনি নিয়ত পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময় সম্পাদন করিতেছেন, এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণের সমস্ত ভ্রমণকারী ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥৩॥

যাঁহার সমূহ অবয়ব, সৌদামিনীও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নিত পদপঙ্‌ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখর শ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুর দ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়নীয়া হউন ॥৪॥

নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজের দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দাসখী যে স্থানের স্থাবর জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণিদিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণবাসিত-বংশীকাকলি (সূক্ষ্মমধুর ধ্বনি) রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যেস্থানে বিচরণ করিতেছেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় হউন ॥৫॥

ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শন পূর্ব্বক যে স্থানে কৌতূহল সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ্ বৃষভানু রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার" এই প্রীতিসূচকবাক্যে, লতা এবং মৃগ পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যেস্থানে উল্লাসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়নীয়া হউন ॥৬॥

অগণ্য গুণগ্রামসম্পন্না শ্রীরাধিকার কামযুদ্ধ চাতুরীতে যাঁহার কুঞ্জসকল সূচিত হইতেছে এবং ত্রিভুবনের প্রধান কলাকৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকার্য্যে পদচালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥৭॥

জনদুর্ল্লভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন স্বয়ং যেস্থানে বাস করিতেছেন, এবং মধুসূদন বধূ গোপাঙ্গনাদিগের অথবা রুক্মিনী—সত্যভামা প্রভৃতির চমৎকারকারি—রাসমণ্ডল যেস্থানে স্থিত রহিয়াছে এবং অপ্রকট কাননশোভা বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্য কুলদ্বারা উজ্জ্বলকান্তি, সেই বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥৮॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক

শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভিত মুরলীধ্বনি শ্রবণান্তে নৃত্য করিতে করিতে উৎকণ্ঠিত ময়ূরগণ দ্বারা তুমি বেষ্টিত রহিয়াছ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উন্নত তরঙ্গমালাদ্বারা তোমার অভিনব হরিত তৃণলতা অঙ্কুরিত হইয়াছে, অতএব হে শৈলরাজ ! গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্পাদিত উৎকর্ষপ্রযুক্ত বিস্ময়াপন্ন গোপীগণ যাঁহার হরিদাস্য বর্ণিত করিয়াছেন, বিবিধ বর্ণ চন্দ্রকান্তাদি মণিগণের কান্তিপটলদ্বারা তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার বাঞ্ছা সফল কর ॥২॥

যে, মন্দিরতুল্য কন্দরসমূহ দ্বারা ও সুধাংশুতুল্য সুস্বাদু কন্দদ্বারা এবং বৈদূর্য্যতুল্য সপ্রভ নির্ঝর-বারি-ধারাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতেছ, সেই গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার সকল প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥৩॥

জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মণ্ডন ব্যাপারে সুলভ, সুতরাং প্রেম প্রক্ষালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা যাহার সানুপ্রদেশ উদ্দীপিত হইয়াছে এবং কীচকাখ্য বেণুধ্বনিরূপ আনন্দবশতঃ যাঁহার কন্দর সকল সর্ব্বদাই শব্দায়মান, সেই গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার কামনা সফল কর ॥৪॥

তোমার উপলমালা শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনবশতঃ সাতিশয় শোভা পাইতেছে এবং তুমি গো-গণের পালন জন্য বদ্ধ হইয়াছ, সুতরাং তোমার ধর্ম্ম অতি-পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব হে শৈলপতে ! গোবর্দ্ধন ! আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥৫॥

সংহারকারী জলধরবৃন্দের জয় হেতুই যিনি সর্ব্বত্র বিজয়শালি ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক স্বকীয়-জাতিবর্গের অর্থাৎ সমূহ পর্ব্বতের শত্রুবিনাশ করিয়াছ, সেই ইন্দ্রবিজয়িন্! হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার কামনা সিদ্ধ কর।৬॥

যে শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ডোপরিস্থিত হইয়া স্বকীয় গিরিরাজ এই নামের সার্থকতা করিয়াছ, অর্থাৎ ছত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ এ ং যে গিরিরাজের যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরও প্রথম পরিজ্ঞাত সেই গোবর্দ্ধন! তুমি আমার বাসনা পূর্ণ কর ॥৭॥

তুমি গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধিকার কেলিকলার সাহায্যকারী এবং নিকুঞ্জনিপতিত সেই রাধিকার কঙ্কণ ও মাল্যদ্বারা তোমার অঙ্গ বিভূষিত হইয়াছে, ও তোমার আসন্ন ভূখণ্ড শ্রীকৃষ্ণের রাস ক্রীড়াতে মণ্ডিত, অতএব হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর।৮॥

হে পর্ব্বতরাজ! হে গোবর্দ্ধন! যেজন তোমার এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন তাঁহাকে তোমার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় প্রেমানন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক স্বকীয়জন পুরস্কারে গ্রহণ করেন ॥৯॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক (২) (শ্রীরূপপাদের)

নীলস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল-কান্তি-পটল-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ছত্র শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অঘহন্তা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে যিনি সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিলেন এবং জলধরবৃন্দের জলবর্ষণবশতঃ ব্যাকুল গোকুল ও গোপকুলের রক্ষিতা সেই গিরিবর গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥১॥

পার্ব্বতী-পূর্ব্বজ অর্থাৎ মৈনাক পর্ব্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বকীয় বন্ধুবর্গের অন্যান্য পর্ব্বতেরা স্নেহ পরিগণিত না করিয়া অর্থাৎ বন্ধুত্যাগী হইয়া শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জম্ভশত্রু ইন্দ্রেরও যিনি গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, সেই প্রগল্‌ভচেতা গোবর্দ্ধন আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন ॥২॥

প্রকটরূপে মুকুটের আটোপ (অর্থাৎ অহঙ্কারযুক্ত অতি স্থূলতর কার্য্যে বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্দ্ধন" ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্ব্বতরাজের প্রতি গোপগোপীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন সেই ধন্যতম গোবর্দ্ধন আমাদিগের সর্ব্বদা মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৩॥

অদ্যাবধি কার্ত্তিক মাসের প্রতিপৎ তিথিতে যাঁহার কৃষ্ণ-পরিজ্ঞাত অন্নযজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গো মহিষাদি পশুগণ যাঁহাতে ক্রীড়া করে এবং নিরতিশয় অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্বস্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধন পুনঃ পুনঃ আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন ॥৪॥

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের পদ্ম সৌরভ্যরূপ রত্ন অপহরণ জন্য অত্যন্ত শঙ্কাকুল, সুতরাং নিঃশব্দ এবং জলবিন্দু স্বরূপ প্রহরিগণ কর্ত্তৃক অনুধাবিত, অর্থাৎ শীতলত্বাদি গুণসম্পন্ন বায়ু দ্বারা পরিসেবিত, সেই গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৫॥

যাঁহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকাপণ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধীনতার আস্পদস্বরূপ আভীরীদিগের প্রণয়বর্দ্ধনকারিণী, সেই মানসী গঙ্গার তরঙ্গমালাতে যাঁহার উপলসকল ক্ষালিত হইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৬॥

মরকত শিলা নির্ম্মিত ঘট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সমূহ ঘট্টস্থিতগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ঘট্টের চক্রবর্ত্তী (কর্ত্তা) হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্য কোন পণগ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্দ্ধনরাজ আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৭॥

যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল বলয়, ময়ূর পিচ্ছ নির্ম্মিত অবতংস (কর্ণভূষণ) যেস্থানে পতিত এবং শয্যার উপরি বৈজয়ন্তীমালাও লুণ্ঠিত, সুতরাং শ্রীরাধার নৈশস্মরত কলহের প্রকাশকারি কুঞ্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৮॥

যে ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ ও নির্ম্মল শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই মনোহর গোবর্দ্ধনের পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, সেই গোবিন্দের পাদপদ্ম যুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গোবর্দ্ধনে বাস করেন ॥৯॥

উপদেশামৃতে :—মথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ হেতু (অজশ্রীনারায়ণের ধাম) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন উদার পানির (শ্রীকৃষ্ণের) রমণ বা কেলিবশতঃ শ্রেষ্ঠ; এই গোবর্দ্ধনপ্রদেশেও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীগোকুলপতির প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবনহেতু শ্রেষ্ঠ। অতএব কোন ভজন-বিচার-নিপুণ জন শ্রীগোবর্দ্ধন তটে বিরাজমান এই শ্রীকুণ্ডের সেবা না করিবেন?

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সকল প্রেয়সী অপেক্ষাও অধিকতর প্রেমপাত্র। ইঁহার কুণ্ডও অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপাত্র—ইহা মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তিসেবি সাধক ভক্তগণের কথা আর কি বলিব—শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠগণের পক্ষেও যে প্রেম অতি দুর্ল্লভ, এই শ্রীরাধাকুণ্ড একবারমাত্র স্নানকারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া দেন ॥

শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয় দশকং

যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মস্থিত কণিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধ ভ্রমরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতিবৃষ্টি-কারি শক্ররূপ নক্রমুখ হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই গোকুল বান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে কোন্ প্রাণী সেবা না করে? ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত গোবর্দ্ধন হইতে গোকুল রক্ষা হইল বলিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক অনুনীতা সুরভী, নিভৃতভাবে যেস্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাজলদ্বারা গোগণের ইন্দ্রত্বপদে অর্থাৎ গোপালন কর্ত্তৃত্ব পদে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং যাহার কচ্ছ প্রদেশে অর্থাৎ সমীপে অদ্যাপি সর্ব্বজন নয়নানন্দপ্রদ গোবিন্দকুণ্ড বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রাম স্থান শ্রীগোবর্দ্ধনকে কোন্ পণ্ডিত আশ্রয় না করেন? ॥২॥

বহুবহু তীর্থের আশ্রয়ত্বপ্রযুক্ত গোবর্দ্ধন সর্ব্বদাই সেব্য এই অভিপ্রায়ে দুই শ্লোকে কহিতেছেন, গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষা হৃদয়ঙ্গম এবং ভক্তি, মঙ্গল ও কান্তি প্রদান করিয়া থাকেন এমন শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, হর ও অপ্সরাদিগের প্রীতিজনক এবং শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ডসকল যাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে এবং মহামান্য মুনিবর শুকদেব কর্ত্তৃক যাঁহার গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতপরায়ণ জনের আশ্রয়নীয় নহে? ॥৩॥

যাঁহার চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্না, মোক্ষণ, মাল্য, হার, সুমনঃ, গৌরী, বলারিধ্বজ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সরোবর সকল ও নির্ঝর গিরি বিরাজ করিতেছে এবং স্বয়ং ভগবান্ গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেস্থানে বিহার করিতেছেন এবং যিনি শৃঙ্গার রসের সিংহাসন স্বরূপ, তথা যিনি গো, মৃগ, পক্ষি ও বৃক্ষাদি দ্বারা অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়স্থান হইয়াছেন সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে ॥৪॥

হরিভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত গোবর্দ্ধন অবশ্য সেবনীয় এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, যিনি নত মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড (শ্যামকুণ্ড) এবং অমূল্য মণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও অতিশয় মাননীয় হইতেছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত অনুগ্রহের ভাজন হইয়া ভক্তবৃন্দের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই সংসারে কোন্ব্যক্তি সেই গোবর্দ্ধনকে আশ্রয় না করে? ॥৫॥

ব্রজ নবীন কিশোরদ্বয়ের খেলার স্থান প্রযুক্ত এবং ঐ দুইয়ের দর্শন নিমিত্ত তদাশ্রয়ের অবশ্য সেবা করিবে

এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া রসবতী শ্রীরাধিকাকে নৌকামধ্যে গ্রহণপূর্ব্বক তরঙ্গময় জলমধ্যে নৌকার কম্পন হেতু ভয়বিহ্বলা শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মুখ চুম্বনাদিরূপ নিজাভীষ্টপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবম্বিধ মানস গঙ্গা সর্ব্বদা যেস্থানে প্রবাহিত হইতেছে এবং যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থ স্বরূপ ঈদৃশ শ্রীগোবর্দ্ধনকে কে কোন জন আশ্রয় না করে ? ॥৬॥

যেস্থানে রাসক্রীড়ায় শতশত লক্ষ্মীর বন্দনীয় অতিরমনীয় সখীগণে পরিবৃত ও শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ শোভিত বাহুতে সংসক্তকণ্ঠ হইয়া মাধবপ্রিয়া শ্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়াছিলেন, এ নিমিত্তই যেস্থানে অদ্যাপি দ্বিতীয় রাসস্থলী বিরাজ করিতেছে, অতএব হে ভক্তগণ! এতাদৃশ অত্যুন্নত সেই গোবর্দ্ধনকে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি আশ্রয় না করে ? ॥৭॥

যেস্থানে স্বীয়গণের বিক্রমপূর্ণ বাক্যদ্বারা অর্থাৎ মধুমঙ্গল ললিতাকে কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ এই বৃন্দাবনের রাজা এবং তোমরা ইহার প্রজা, ললিতা কহিলেন শ্রীরাধাই বৃন্দাবনের রাজ্ঞী তোমরাই ইহার আশ্রিত, এইরূপ পরস্পর আত্মীয়গণের বাক্‌কলহে হৃষ্টচিত্ত এবং পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হাস্য ও কুটিলতর অপাঙ্গচালনরূপ বান বর্ষণে পরস্পর বিদ্ধ যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নূতন দান সৃষ্টিজনিত বাক্‌কলহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং যেস্থানে এইরূপ রাধা-কৃষ্ণের নব নব-লীলাসূচক শিলাসকল পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই গোবর্দ্ধনকে কোনজন আশ্রয় না করে ? ॥৮॥

যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণও বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে রাধা ইত্যাকার মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাহার নিভৃত গুহামধ্যে রঙ্গস্থল করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত কন্দর্পকেলি করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সৌভাগ্যশালী সেই গোবর্দ্ধনকে কোনজন আশ্রয় না করে ? ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ রবিতনয়া কালিন্দীকেও অত্যুন্নত গিরিগণকে এবং ব্রজবাসিজনের আশ্রয়ীভূত ও ঈপ্সিতপ্রদ নন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবনরক্ষার্থ পর্ব্বতগণের শিরোভূষণস্বরূপ যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে ? ॥ ১০ ॥

যাঁহার অনুগ্রহে জীর্ণান্ধ ব্যক্তির বদন হইতেও এই রমনীয় গোবর্দ্ধন বাসপ্রদ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের দশক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই আভ্যুদয়িক ও উন্নতোন্নত খনি গোবর্দ্ধনের সন্তোষ বিধানার্থ এই দশক সমর্থ হউক ইহাই আমি প্রার্থনা করি ॥ ১১ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন বাস প্রার্থনা দশকং

হে গোবর্দ্ধন! তুমি শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডের ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া মদমত্ত, উদ্ধত শচীপতির গর্ব্ব-খর্ব্ব করিয়াছ, এবং বৃহৎ বৃহৎ গিরিসমূহের রাজা হইয়াছ। আমাকে অতিশয়প্রিয় তোমার নিকট বাস দান কর ॥১॥

হে গোবর্দ্ধন! রাধাকৃষ্ণযুগল তোমার প্রতি কন্দরে আহ্লাদের সহিত উৎকটরূপে রতিক্রীড়া করিতেছেন, এই নিমিত্ত আমিও সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল দর্শনার্থে উৎসুক, অতএব আমাকে তোমার নিকট বাস দানকর ॥ ২ ॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমাকে আমার নিতান্ত প্রীতিকর তোমার নিকট বাস দান কর, উৎকৃষ্ট মণির বেদীরূপ সিংহাসনে এবং বৃক্ষের ঝরে, গর্ত্তে ও সমান দেশে কাষ্ঠাম্বুবাহিনীসমূহে শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের সহিত রঙ্গে খেলা করাইতেছ ॥৩॥

হে গোবর্দ্ধন! তোমার নিকট বাস আমাকে দেও, তুমি রসিকশ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের দানক্রীড়ার সাক্ষীস্বরূপ এবং কান্তিমতি ও সুগন্ধি শ্যামবেদী প্রকাশ করিয়া রসিক কৃষ্ণভক্তগণের আহ্লাদবর্দ্ধন করিতেছ ॥৪॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমাকে তোমার নিজের নিকটস্থ তাদৃশ স্থান দান কর, যেস্থানে তুমি নিজের অতিশয় প্রিয় রাধাকুণ্ডকে কৌতুকবশতঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে থাকিয়া নির্জ্জনে নবযুবযুগলের লীলা দেখিতেছ ॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি স্থল, জল, তল, ঘাস এবং বৃক্ষচ্ছায়া এই সকলের দ্বারা গো সকলকে সংবর্দ্ধনা করতঃ এই ত্রিভুবনে নিজের নাম খ্যাপন করিতেছ, অতএব আমাকে তোমার নিজের নিকটে বাস দান কর, তাহা হইলে গোচারণপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন না কোন কালে আমার দেখা হইবেই হইবে ॥৬॥

হে গোবর্দ্ধন! অঘাসুর বকাসুর শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নূতন গৃহস্বরূপ তোমার মধ্যস্থানে স্বকীয় গোষ্ঠকে ইন্দ্র জিঘাংসা হইতে রক্ষা করতঃ তোমার মান সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন, তোমার নিকট বাস প্রদান কর ॥৭॥

হে গিরিরাজ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে "হে অবলাগণ! এই পর্ব্বত হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার এই নামামৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সকল শাস্ত্র কর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর ॥৮॥

হে গোবর্দ্ধন! তুমি সখীজনবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের মিত্রতারূপ বৎসযুক্ত যে সমস্ত ব্রজস্থিত নব পশু পক্ষিসমূহ তাহাদিগের একমাত্র সুখদাতা, অতএব ঈদৃশদয়ালু স্বভাববশতঃ অতিশয় ক্লান্ত আমাকেও অঙ্গিকার করিয়া তোমার নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।৯।

হে গোবর্দ্ধন! যদ্যপি তোমার যোগ্যাযোগ্য পাত্রভেদে নিজ নিকট নিবাস দানে আপত্তি থাকে, সে আশঙ্কাও নাই যেহেতু কপটিশ্রেষ্ঠ হইয়াও আমি, পরমদয়ালু তোমার অতিশয় প্রিয় শচীনন্দন কর্ত্তৃক তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি এই প্রকার ঘোষণা হইলে, আমার যোগ্যাযোগ্যতা সম্বন্ধে তোমার কিছুই দোষ হইবে না, অতএব আমাকে নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।১০॥

যে ব্যক্তি মহীধরপতি গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ এই দশক যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন তিনি শীঘ্রই সুখপ্রদ এই গোবর্দ্ধনের রসলাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদসেবারূপ রত্ন প্রাপ্ত হন ॥১১॥

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক

যে শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীনন্দনন্দন কর্ত্তৃক আমোদপূর্ব্বক প্রকাশিত হইলেন, বৃষাসুর নাশহেতু পরিহাসগর্ভবাক্যে রঙ্গ করিতে করিতে নিজসখীগণ কর্ত্তৃক স্বহস্তানীত জলদ্বারা পূর্ণ হইয়াছেন, এবং যাহা অতিশয় রমণীয়, সেই রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥১॥

যে রাধাকুণ্ড স্নাতৃজনের হৃদয় প্রদেশে শীঘ্র প্রসিদ্ধ প্রেমরূপ কল্পদ্রুম উৎপাদন করিতেছেন, যে প্রেম কল্পবৃক্ষ ব্রজভূমি তথা সুরশত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী সমূহ কর্ত্তৃকও দুষ্প্রাপ্য এবং যে রাধাকুণ্ড অতিশয় প্রিয়, সেই রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥২॥

অন্যের কি কথা, স্বয়ং অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নাতিশয় হেতু শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রকাশিত কটাক্ষের প্রাপ্তি বিষয়ে অভিলাষী হইয়া স্নান সেবানুবন্ধন হেতু যে রাধাকুণ্ডের অনুসরণ করিতেছেন, সেই অতিশয় কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউক ॥৩॥

ব্রজমধুর কিশোরী গোপ সুন্দরীদিগের মস্তকস্থিত রত্নসমূহের ন্যায়, যে রাধাকুণ্ড ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রেমাস্পদ এবং শ্রীরাধার নাম দ্বারা সঙ্কেতিত যে রাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের পরিচিত হইয়াছে, সেই অতি মনোরম রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।৪।

এই সংসারে বিবেকাদিশূন্য অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিও যে রাধাকুণ্ডের প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদ রূপ কল্পলতা হয়, যে কল্পলতা শ্রীরাধার দাস্যরূপ পুষ্প দ্বারা শোভিত অতএব সকলের প্রশংসনীয়, ঈদৃশগুণান্বিত অতি মনোহর রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥৫॥

শ্রীরাধার পরিজনবর্গ ললিতাদি সখীগণ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে কল্পিতনামবিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বতটে চিত্রাসুখদ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা সুখদ ইত্যাদি নামবিশিষ্ট এবং সেই ললিতাদিসখীগণ কর্ত্তৃক বিভাগক্রমে আশ্রিত এবং ভ্রমর গুঞ্জনরম্য অতএব সকলেরই বাঞ্ছনীয় তটস্থিত শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক নিকুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন্ ॥৬॥

যে রাধাকুণ্ডের বেদিবিশিষ্ট তটস্থানে ঈশ্বরী রাধিকাদেবী প্রাণসখীদিগের সহিত গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মধুর বাক্যভঙ্গি ক্রমে বলিতেছেন, সেই সর্ব্বজন মনোহর রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় হউন ॥৭॥

মনোহর জল পূর্ণ যে রাধাকুণ্ডে সেই প্রমত্ত দম্পতী রাধাকৃষ্ণ যুগল, প্রতিদিন পদ্মগন্ধ-বিরাজিত ; প্রেমমত্ত সখীদিগের সহিত অতিরঙ্গে বিহার করিতেছেন, সেই রাধাকুণ্ডই আশ্রয় হউন ॥৮॥

যে ব্যক্তি সেই শ্রীরাধার দাস্য কর্ম্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক স্থির বুদ্ধি হইয়া শ্রীরাধার মনোহর রাধাকুণ্ডাষ্টক সর্ব্বতোভাবে পাঠ করেন তাঁহাকে এই সাধকশরীরেই শীঘ্র সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদপূর্ব্বক পরমহর্ষযুক্তা প্রেয়সী শ্রীরাধাকে দেখাইয়া দেন ॥৯॥

স্বনিয়মদশকে

শ্রীগুরুদেবে, তৎপ্রদত্তমন্ত্রে, নামবিষয়ে, শ্রীগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে, স্বরূপগোস্বামীতে, শ্রীরূপগোস্বামীতে, শ্রীসনাতন গোস্বামীতে, গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে, মথুরাপুরিতে, বৃন্দাবনে, গোষ্ঠে, ভক্তে এবং ব্রজজগণের প্রতি আমার পরমানুরাগ নিত্য অবস্থান করুক ॥ সদ্বৈষ্ণবের মুখক্ষরিত রসসপ্রেমে আস্বাদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহযুক্ত হইলেও অন্যত্র ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু এই ব্রজভুমিতে ইতরজনের সহিতও বাক্যালাপ করিতে করিতে জন্মে জন্মে বাস করিব ॥ সয়ং কৃষ্ণাদেশে ও সদা রাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক লীলা স্থানে সুশোভিত ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া বহুকাল কৃষ্ণ বিরহী হইলেও যদুপতিকে দর্শনার্থ দ্বারকাতে ক্ষণকালও যাইব না। অনাদি বা সাদি পটু বা মৃদু এবং কারুণ্যশালী অথবা অকরুণই হউন পরব্যোমনাথ নারায়ণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই নররূপী ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রজধামে জন্মে জন্মে আমার প্রভুবর হউন ॥ আমি নিরহঙ্কারে ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাদি ভোজন, পরিধানাদি নির্ব্বাহ করত নিয়মপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনান্তিকে শ্রীরাধাকুণ্ডেই বাস করিব ও তথায় প্রাণত্যাগ করিব।

মনঃ শিক্ষা :—শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমক্রীড়ায় রতিদায়করূপে স্মরণ কর। শ্রীরূপের সহিত যখন শ্রীনন্দ নন্দনের ইজ্যা, আখ্যা, ধ্যান, শ্রবণ ও গতি এই পঞ্চামৃত পান করি কেহ গোবর্দ্ধনকে ভজনা কর।

কবিকর্ণকৃত শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন-চম্পূঃ গ্রন্থে—শ্রীবৃন্দাবন বর্ণন

"আহা! সেই বৃন্দাবন নিখিল বৈকুণ্ঠধাম হইতেও পরম ঐশ্বর্য্যময় ও শ্রেষ্ঠতম। তথায় তাদৃশ পরমৈশ্বর্য্য বিদ্যমান সত্ত্বেও তদ্দারা তত্রস্থ মহামাধুর্য্যের কোনরূপ সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না। ইহা নিত্য। এই বৃন্দাবন সামান্য ক্ষেত্রে সমুৎপন্ন নহে ; নিত্য নবোল্লাসমান প্রচুর চিজ্জ্যোতির্ম্ময় ক্ষেত্রে সমুৎপন্ন। এস্থলে প্রতীতি মাত্র জ্ঞাপনের নিমিত্তই সমুৎপন্ন কথিত হইয়াছে, বস্তুতঃ অনাদি সিদ্ধ। ইহা অকৃত্রিম কতক অর্থাৎ সুখজনক এবং প্রকৃতি সিদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি সিদ্ধ হইয়াও অপ্রকৃতি সিদ্ধ অর্থাৎ মায়া শক্তিসিদ্ধ নহে। নিত্যভুত বা নিত্যস্বরূপ হইয়াও অ-নিত্যভুত। 'অ' শব্দে বিষ্ণু, তাঁহার নিত্যরূপ প্রাণীসমূহ বা পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ ইহাতে বিদ্যমান। 'সুরমার্থ' অর্থাৎ সুরসাল ফলাদি বস্তু বা শৃঙ্গারাদি রস বহুল হইয়াও 'সুর-সার্থ' অর্থাৎ দেবগণেরও দুর্ল্লভ। যে

সকল তরুরাজি দ্বারা এই শ্রীবৃন্দাবন সমাকীর্ণ, সেই সকল তরুবিশিষ্ট পল্লব-সমন্বিত হইয়াও "বিপল্লবের অপদ" অর্থাৎ বিপদের লেশমাত্রেরও আস্পদ-স্বরূপ নহে, অপ্রসব অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত বা নিত্য স্বরূপ হইয়াও 'সুপ্রসব' অর্থাৎ মনোহর পুষ্প ফলাদি দ্বারা সুশোভিত এবং লীলার আয়তন অর্থাৎ লীলাভবনস্বরূপ হইয়াও অলিকুলের 'ইলার' বা বাক্যের 'অয়তন' বা স্থূলভতা বিশিষ্ট অর্থাৎ যে সকল তরুরাজি সর্ব্বদাই অলিকুলের গুঞ্জনে মুখরিত। এইরূপ তরুরাজি সমাকীর্ণ শ্রীবৃন্দাবনে বহুতর মন্দার বা দেবতরু বিরাজমান আছে, তথায় অমন্দ বা সাধুগণই গমন করেন। অপিচ, এই বৃন্দাবন 'নবকুল' যাহাদের সমস্তই নূতন এবম্ভূত বকুলশ্রেণী এবং নতমাল অর্থাৎ নত-শ্রেণী তমাল-তরু দ্বারা সুশোভিত।

বৃন্দাবন স্বয়ং যেরূপ 'অশোক' অর্থাৎ শোকরহিত এবং 'অতিমুক্ত' 'পুরুষ' অর্থাৎ মুক্তাতিক্রান্ত ভক্তজন তথায় প্রায়ই অবস্থিতি করেন, সেইরূপ এই বৃন্দাবনে নিরন্তর অর্থাৎ অন্তর বা অবকাশ শূন্য নিবিড় অশোকতরু, অতিমুক্ত মাধবীলতা ও পুরুষ পুন্নাগতরু বহুলরূপে বিরাজিত॥ যদিও তথায় নিরন্তরাল অর্থাৎ নিবিড়রূপে জ্যোতি-শ্চক্র বিরাজমা আছে, তথাপি এই বৃন্দাবন 'অবিকর্ত্তন'—সূর্য্যরহিত, 'অ-নিশেশ-নিশানাথ চন্দ্র বিরহিত অর্থাৎ প্রাকৃত জ্যোতিশ্চক্রের ন্যায় সূর্য্য, চন্দ্র নাই, 'অভৌম' অর্থাৎ মঙ্গল নহে বিবুধ—বুধনাই, 'অজীব'—বৃহস্পতি নাই, 'অকবিনম্য'—শুক্রেরও সঞ্চরণ নাই, 'অমন্দ'—শনি নাই, 'বিকেতু—কেতুনাই, 'বিতমঃ'—রাহুও নাই এবং 'নিস্তারক'—নক্ষত্রাদি কোন জ্যোতিকই নাই। জ্যোতিশ্চক্র আছে অথচ রবি শশি কোন গ্রহই নাই, ইহা কিরূপ জ্যোতিসমূহ নিবিড়রূপে বিরাজমান, তাহা নিরন্তর 'অলবি'—অবিনশ্বর। অথবা তথায় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রদীপ্ত যে 'সুদর্শন' চক্র বিরাজমান, তাঁহার জ্যোতি সর্ব্বদা তেজোরূপও প্রকাশমান। কারণ, বেদে উক্ত হইয়াছে "চক্রেণ রক্ষিতা মথুরেতি" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রদ্বারা মথুরামণ্ডল রক্ষিত। শ্রুতি বলেন—"নতত্র সূর্য্যো ন চ চন্দ্র তারকে ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদি অর্থাৎ তথায় সূর্য্য, চন্দ্র এমন কি নক্ষত্রও নাই এবং সূর্য্যও সে স্থানকে উদ্ভাসিত করে না। একারণে কথিত হইয়াছে যে, এই বৃন্দাবন, 'অবিকর্ত্তন,' অর্থাৎ কালাদি দ্বারা অবিনাশ্য বা ধ্বংস নাই, 'অনিনেশ'—অনিশ শ্রীকৃষ্ণই ইহার ঈশ্বর, 'অভৌম'—প্রাকৃতভূমিবিকার নহে—অপ্রাকৃত, বিবুধ—বিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্যক্তিগণই অবস্থিতি করেন; সুতরাং 'অজীব'—অবিদ্যাবৃত বদ্ধজীবের কোন অধিকার নাই, অতএব 'অকবিগম্য'—সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণেরও দুর্জ্জেয় তজ্জন্য ইহা অমন্দ—সর্ব্বোত্তম, বিকেতু—সর্ব্ব উৎপাত লক্ষণ-রহিত এব বিতম—তমোগুণ শূন্য, অতএব নিস্তারক—ইহার শ্রবণ-মনন দর্শনাদি দ্বারা জীব সংসার হইতে আশুনিস্তার লাভ করে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বৃন্দাবনেও সূর্য্যাদি প্রাকৃতের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইলেও উহারা বৃন্দাবনের স্বকীয় তেজোরাশি দ্বারা উত্তমরূপ দীপ্তিশালী এবং চিৎ-শক্তির প্রকাশ বিশেষময় বলিয়া অপ্রাকৃত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও যেমন অপ্রাকৃত ও চিন্ময়, সেইরূপ তদীয় পরিকরগণের লীলাদিও অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপ। তথায় চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ ভগবল্লীলার অন্তর্ভুক্তহেতু প্রাকৃত গ্রহগণ হইতে পৃথক্-স্বরূপ হইলেও উহারা প্রাকৃতের ন্যায়ই অনুমিত হইয়া থাকে। এইজন্যই বৃন্দাবনে 'সুভাস্বৎ'—শোভনসূর্য্য, পীযূষময় কিরণবর্ষী শোভন শশী, শোভন মঙ্গল, শোভন বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, কেতু, রাহু ও তারকারাজি সকলেই শোভন স্ব-স্ব তেজে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কথিত হইয়াছে যে, এই বৃন্দাবন স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা 'সুভাস্বৎ' 'শোভন কান্তিযুক্ত, সুপীযূষকিরণ—উত্তম সুধানিস্যন্দি-কিরণধারা দ্বারা অভিষিক্ত, 'সুমঙ্গল'—সুকল্যাণ জনক, 'সুবুধ'—সুপণ্ডিতগণ নিত্য অবস্থান করেন, সুজীব—সকলজীবই উত্তম মায়ামুক্ত, সুকবিগম্য—ইহার মহিমা কেবল সুবিজ্ঞ সাধুগণেরই অধিগম্য, 'সুভানব—শোভন প্রভারাশিদ্বারা নিত্যাভিনব, সুকেতু—শোভন পতাকা যুক্ত, সুতমঃ—ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণাভিসারের সাহায্যকারী বলিয়া এই বৃন্দাবনের অন্ধকার ও শোভন বা সুখদায়ী এবং ইহা 'সুতারক'—এই বৃন্দাবনে এক অপূর্ব্ব মোক্ষদায়ক শক্তি বিশেষ বিদ্যমান আছে। এইজন্যই এই বৃন্দাবন

পৃথিবীর তিলক স্বরূপ হইয়াও প্রাকৃত ভূমি বিশেষ নহে। মহাবৈকুণ্ঠনাথাদির অংশীস্বরূপ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তদীয় লীলাধামে শ্রীবৃন্দাবন, মহাবৈকুণ্ঠধামাদির অংশী-স্বরূপ হইয়াও ভূবিশেষ-লীলাবিশিষ্ট। শ্রীবৈকুণ্ঠধাম হইতে এই শ্রীবৃন্দাবনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। যেহেতু, বাস্তব ও মিথ্যা এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এস্থলে যুগপৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্যই ইহা অকৃত্রিম হইয়াও কৃত্রিম, ক্ষণরহিত হইয়াও সক্ষণ, পরিচ্ছন্ন হইয়াও ব্যাপক। অতএব এই শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বদা 'সক্ষণ'—উৎসববিশিষ্ট হইয়াও ক্ষণ রহিত অর্থাৎ বিকারের হেতুভূত কালের সংস্রব রহিত। অথবা সর্ব্বদা উৎসবময় হইয়াও নির্ব্যাপার-স্থিতি রহিত অর্থাৎ তথায় ভগবল্লীলাময় ব্যাপার সর্ব্বদা বিদ্যমান। 'ব্যাপক' হইয়াও 'নব্যাপক' অর্থাৎ নব্য—স্তবযোগ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের প্রাপক এবং এইরূপে এই 'বৃন্দাবন' নামক কানন নিখিল গুণবৃন্দের পালক বা আশ্রয়স্বরূপ।

বিবিধ বর্ণের সমাবেশে তথায় যে সৌন্দর্য্যের বিচিত্রতা বিদ্যমান আছে, তাহা কথিত হইতেছে। সেই বৃন্দাবনের কোথাও মরকত মণিময় অকৃত্রিম ভূমি—তাহাতে স্বর্ণময়ী তরু-গুল্ম-লতাবলী বিরাজিত, কোথাও বা কনক-বীথিকা (সুবর্ণময় রাস্তা) অথবা কোন বনভূমি কেবল স্বর্ণেরই শ্রেণী—তাহাতে মৃত্তিকার লেশমাত্রও নাই এবং তাহাতেও মরকতমণিময় লতা-গুল্ম তরুরাজি সুশোভিত, কোথাও বা পদ্মরাগ মণিময় ভূমি—তাহাতে স্ফটিকময় তরু-গুল্ম-লতা বিদ্যমান এবং কোন স্থানে স্ফটিকের বাটিকা—তাহাতে পদ্মরাগ মণিময় তরু-গুল্ম-লতা-নিচয় বিরাজিত রহিয়াছে।

এইরূপে তথাকার ভূমি-তরু-লতাদি পরস্পর বিজাতীয় বর্ণ মণিময় বলিয়াই যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট তাহা নহে, পরন্তু বৃক্ষ ও বল্লীর পরস্পর সম্মিলনেও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ সূচিত হইতেছে। যথা—কোথাও মরকতময় তরুসকল কনকলতাজালে পরিব্যাপ্ত, কোথাও বা কনক—তরুসমূহ মরকতময়ী লতাজালে সুমণ্ডিত, কোথাও বা স্ফটিকময় তরুরাজি, পদ্মরাগমণিময়ী লতার সুষমায় উদ্ভাসিত, কোথাও বা পদ্মরাগ মণিপ্রভ তরুনিচয় স্ফটিকময়ী লতাসমূহের সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। বক্ষ্যমান বৃক্ষজাতির মধ্যে কোন কোন মরকতময়ী বৃক্ষজাতিকে কেবল পত্রের আকৃতি ও স্কন্ধ বিন্যাস দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়; আবার কতকগুলি স্বরূপেই অবস্থিত। এই সমুদয় ভগবানের-বিচিত্র-লীলারই উপযোগী জানিতে হইবে। ইহা পুরাণাগম-শ্রুতি সংহিতাদিতে এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনের এক একটি বৃক্ষের বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইতেছে। তথায় মণিময় এমন কোন বৃক্ষ নাই, যাহার শাখাসমূহ বিবিধ রত্নময় নহে, এমন কোন শাখা নাই যাহা বহুবর্ণ মণিময় পল্লবরাজি দ্বারা সুশোভিত নহে এবং এরূপ কোন বিচিত্র্য মণি-পল্লব নাই যাহাতে বিবিধ রত্নময় কুসুমসমূহ বিকসিত না আছে, এমন কোন পুষ্প নাই, যাহা বিবিধ গন্ধের বন্ধু নহে। এস্থলে মালত্যাদি পুষ্পের গন্ধ, স্বগন্ধের সজাতীয় বলিয়াই অথবা বিবিধ গন্ধের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়াই 'বন্ধু' কথিত হইয়াছে।

আবার তথায় তরুসমূহের মূলদেশে যে সকল জলসেচনার্থ বন্ধনী আছে, তাহা বিহার-সম্বন্ধীয় মণিময় পর্ব্বত-নিচয় হইতে নির্গলিত মণিদ্রবের ন্যায় সুন্দর নির্ঝর সকল দ্বারা স্বতঃই ইতস্ততঃ পরিপূর্ণ এবং তথাকার ভূমি ও তত্রস্থ বৃক্ষরাজি যে যে মণিময় তদ্ভিন্ন অন্য মণিসমূহ দ্বারা সুনির্ম্মিত এবং সেই আলবালসমূহ মণিময় বিহঙ্গ নিকর-দ্বারা সর্ব্বদাই বিলসিত।

এই তরুসকল ব্রহ্মার ন্যায় স্বয়ং উৎপন্ন (স্বয়ম্ভু), সুতরাং নিত্য ধূর্জ্জটী মহাদেব যেমন সুজটা এই বৃক্ষ সকলও সুজটা—সুন্দর শিখাযুক্ত। তরণী—সূর্য্য সমূহ যেমন সুচ্ছায়া—উত্তমকান্তিবিশিষ্ট, বৃক্ষসকলও সুচ্ছায়া অর্থাৎ শোভন ছায়া সমন্বিত, সনকাদি ঋষিগণ যেমন সদা বালভাববিশিষ্ট, তরু সকলও নিত্য তরুণ অথবা "সৎআবাল"—শোভন আলবালযুক্ত। চন্দ্র সমূহ যেমন সমাহ্লাদ পায় সম্যক আহ্লাদজনক কিরণবিশিষ্ট, বৃক্ষ-

সমূহও অতীব প্রমোদজনক মূলবিশিষ্ট। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিগণ যেরূপ 'কাণ্ড'—শর-সম্বলিত, বৃক্ষসকলও উত্তম 'কাণ্ড' (গুড়ি) বিশিষ্ট। বিলাসী ব্যক্তিগণ যেরূপ 'সুবল্কল'—সুন্দররূপে চতুঃষষ্টি কলাভিজ্ঞ, তরুরাজিও সুন্দর বল্কলবিশিষ্ট। দেবসেনাগণের ন্যায় 'সদাচ্ছ—বিশাখ—সদা কার্ত্তিকেয়-সম্বলিতের ন্যায়, নিরন্তর কান্তিময়ী শাখা-বিশিষ্ট। 'কান্ত'—শরণিকর যেমন 'সুপত্র'—শোভন পক্ষবিশিষ্ট এবং যোদ্ধৃগণ যেরূপ 'সুপত্র'—সুন্দর বহিন যুক্ত, বৃক্ষগণও 'সুপত্র'—সুন্দর পত্রবিশিষ্ট। স্বর্গ যেমন 'সুমনস্'—দেবগণদ্বারা সুশোভিত, বর্ষাকাল যেমন 'সুমনস্'—মালতী কুসুমসমূহে বিলসিত, সেইরূপ এই তরুরাজিও 'সুমনস্' অর্থাৎ পুষ্পনিচয় পরিশোভিত।

বৃক্ষসকল অব্যর্থ ফলশালী, অনাদিসিদ্ধ হেতু বীজ ব্যতীত সমুৎপন্ন ও ভগবদিচ্ছাক্রমে স্বভাবতই শ্রেণীবদ্ধ। কাহারও দ্বারা পালিত না হইয়াও বৃক্ষরাজি সদাবিবর্দ্ধিত ও সদাস্নিগ্ধ তাহাদের পুষ্প ফল জন্মিবার সময়ের কোন নিয়ম নাই। তাহা দোষ রহিত ও কেহ ছোট বড় নহে সকলগুলিই সমান। সুতরাং সকল বৃক্ষই এক সময়ে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত, ফলিত, কতক পাকিতেছে, কতক সুপক্ক এইরূপ ফলবিশিষ্ট হইয়া তদবস্থায় সদা অতিপ্রকাশমান।

আবার সেই সকল বৃক্ষের মূলদেশ প্রবৃদ্ধ স্ফটিকের আলবালে সুবেষ্টিত, তাহাতে স্ফটিকের প্রভারাশি অঙ্কুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্ফুরিত হইতেছে। আলবালসমূহ জলশূন্য হইলেও স্ফটিকের স্বচ্ছ প্রভায় যেন সদা জলপূর্ণ। জলভ্রমে পক্ষীগণ স্নানার্থে পক্ষবিস্তার এবং কখন বা স্নান করিতেছে। সেই বৃক্ষের পল্লবসমূহ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে যেন সেই সকল বৃক্ষ উর্দ্ধদিকে অতীব বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন বৃক্ষের আলবাল উজ্জ্বল ইন্দ্র নীলমণি নির্ম্মিত, কোনটী বা কুরুবিন্দ নামক রত্ন বিশেষে নির্ম্মিত। এবম্বিধ বৈচিত্র্যময় বলিয়া সকল লোকই যে প্রকটভাবে দর্শন করিতে পান না, তাহা নহে। তাহা অলোকিক হইলেও মায়া বিজৃম্ভিত নহে, পরন্তু শাস্ত্রে অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপে সাধকের উপাস্যরূপে নির্নীত হইয়াছে, প্রাকৃতবৎ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। সেই বৃক্ষগণ পত্র ও অঙ্কুরাদি দ্বারা অতীব রমনীয় সেই পত্র ও অঙ্কুর সমূহও সুন্দর তরুরাজি দ্বারা নিরন্তর আলিঙ্গিত, উৎকৃষ্ট কলিকাবিশিষ্ট ও শোভনপর্ব্ব বিশিষ্ট। পুষ্পবতী লতানিচয় মালিন্য-বিরহিত। বক্রা হইয়াও ক্রূরা নহে সকলেরই প্রিয়াচরণ করিয়া থাকে। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রভাময়ী নহে। দেবগণও তথায় প্রবেশাধিকার পায় না। সকল লতিকাই সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িনী। উপবন।—উপবনের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতীব রমনীয় নারিকেল তরু দ্বারা সুশোভিত। কণ্ঠাভরণরূপে ফলরাশিশোভিত গুবাকবৃক্ষসমূহ ফলভরে নতমুখী রহিয়াছে। তাহা হস্তদ্বারা ফলগ্রহণ করা যায়। কোন স্থানে সুপক্ক ফলশালী নারঙ্গলতার ফলগুলি একেবারে গলিত হইয়া যায় নাই। নভস্থলকে লোহিতরাগে রঞ্জিত করিতেছে। কোথাও বা নবলীলতা শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও দাড়িম্বলতার বন অতি চমৎকাররূপে শোভা পাইতেছে। তাহাদের সুপক্ক ফলনিচয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হওয়ায় বীজ সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে তদুপরি শুক পক্ষিগণ আসিয়া উপবেশন করায় সমধিক অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এই ষড়োর্ম্মিবিরহিত হইয়াও উর্ম্মি (খর্জ্জুর) বৃক্ষরাজিদ্বারা সুশোভিত। দ্রাক্ষা, প্রিয়ঙ্গুলতাবলী, কামরাঙ্গা, রম্ভাতরু, তালবৃক্ষ, কাঁটাল গাছ, বিল্ব বৃক্ষ, জম্বুবৃক্ষ, ও বদরী বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম কালাতীত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলোপযোগী করিয়া ছয়টি ঋতুদ্বারা ছয়টী বিভাগ সূচিত করিয়াছেন। উহা অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। এই ছয়টী বিভাগ, যথা—বর্ষাকালে হর্ষ, শরতে আমোদ, হেমন্তে সন্তোষ, শিশিরে সুখকর বা সুখের আকর, বসন্তে কান্ত এবং নিদাঘে (গ্রীষ্মে সুভগ অর্থাৎ শোভন ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা সুদৃশ হয়)।

বর্ষাদ্বারা যে বিভাগের হর্ষ উপস্থিত হয় বা অন্যের হর্ষ উৎপাদন করে সেই বর্ষা-হর্ষ নামক বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। ভগবদ্ভক্তিযোগ যেরূপ সতত ঘন রসদ অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিবিড় অনুরাগরস প্রদান করেন, সেইরূপ ইহাও ঘন রসদ অর্থাৎ মেঘবারি প্রদান করিয়া থাকেন। সদানন্দ ব্রহ্মানন্দের ন্যায় বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ময়ূরগণ (নীলকণ্ঠ) পার্ব্বতী দর্শনাভিলাষে উৎকণ্ঠিত নীলকণ্ঠ শিবের ন্যায় জলদদর্শনাভিলাষে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। কোলাহলপুর্ণ বর্ষা হর্ষে ডাহুক পক্ষীর কলরবে মুখরিত। সদাবলবৎ পক্ষধারী গরুড়ের ন্যায় বর্ষাহর্ষ ও সদা চাতক পক্ষীর মধুর শব্দে নিনাদিত। বর্ষাহর্ষে দিবাকরের ন্যায় অর্জ্জুন বৃক্ষ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আছে।

লীলার উপযোগীরূপে অল্প অল্প বর্ষা হওয়ায় নব নব তৃণাঙ্কুরসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। চমুরু মৃগকুল সেই তৃণাঙ্কুর নিচয়কে মরকত শিলার কিরণাঙ্কুর ভ্রমে ভোজনাভিনয় দ্বারা বর্ষাহর্ষ বিভাগ শোভমান হইয়াছে। ইন্দ্রগোপ নামক কীট দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। মালতী কুসুম সমূহদ্বারা মধুরহাসিনী ধরনী, কদম্বতরুর কলিকাসমূহদ্বারা পুলকিতা বনশ্রেণী এবং জলধরের জলবিন্দু নিচয়দ্বারা অবিরত গলদশ্রু ধারাধারিণী স্বর্গরূপ রমণী এই বর্ষাহর্ষ বিভাগে হাস্য, পুলক ও অশ্রু এই তিনই হর্ষ নামক অনুভাবব্যঞ্জক অনুরাগ বিস্তার করিয়া থাকে। মেদিনী, বনশ্রেণী ও স্বর্গরূপা রমণী এই তিনই অনুরাগিণীর ন্যায় উৎপ্রেক্ষিত হইল। পরিপক্ব ফলভরে অবনত-শাখা রসাল তরুরদ্বারা উদ্যানের মধ্যস্থল পীত বর্ণ, সুপক্ব জম্বূফল প্রভাপটল দ্বারা বহির্মণ্ডল শ্যামবর্ণ এবং কেতক সমূহের সুচিতুল্য পুষ্পদলসমূহদ্বারা সর্ব্ব শেষপ্রান্ত পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, এইরূপে উদ্যানশ্রী যেন বন হরিতালাদি বিবিধ বর্ণক পদার্থ দ্বারা চিত্রিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

জলধর ধ্বনি, চাতকীকুলের কাকুধ্বনি, নৃত্যশীল মত্তময়ূরসমূহের মৌরজশব্দ, ডাহুক পক্ষীর শব্দ টিঠী পক্ষীগণের কলরব, ভেকের কোলাহল, শিখি সকলের কেকারব এবং আকাশের জলদ ধ্বনি ও ঝপৎ ঝপৎ বারিধারা শব্দে বর্ষাহর্ষকে মুখরিত করিতেছে।

শরদা মোদ নামক দ্বিতীয় বিভাগ—শ্রীভগবানের চরণ কমল যেরূপ "কমলাকর" কমলাদেবীর কর-যুগল দ্বারা মৃদু সম্বাহিত, সেইরূপ শরদামোদ বিভাগ "কমলাকর তড়াগসমূহ দ্বারা অতীব সুন্দর, ভক্তজীবন যেরূপ নির্দ্দোষ, এই বিভাগে জীবন—জল নির্ম্মল ভক্তজনের আশাভক্তিবিষয়িনী বলিয়া পরম নির্ম্মল, এই বিভাগের আশা—দিক সমূহও অতীব নির্ম্মল। জলাশয়ে চক্রবাক্ পক্ষী, প্রস্ফুটিত পদ্ম, মনোহর হংস ও সারসীগণের মধুরালাপে অতীব রমনীয়। কুবলয় অর্থাৎ নীলোৎপলের সৌরভে আমোদিত, পুণ্ডরীক—শ্বেত পদ্ম সমূহ বিকসিত, কুমুদ পুষ্পে মধুকরবৃন্দ আনন্দোৎফুল্ল এবং হল্লকনামক পুষ্প বিশেষ বিকসিত হইয়া চারিদিগে এই প্রকার জলাশয় বিরাজ করিতেছে।

চন্দ্রের প্রকাশ ও সদোৎফুল্ল বৃষ সমূহের ক্রীড়া শরদামোদকে শোভমান করিতেছে। যেমন সাধু ব্যক্তিগণের দুর্জ্জনদিগের কটুবাক্যে বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ও অন্তরে শীতলতা অর্থাৎ চিত্ত বিকার শূন্যতা। সেইরূপ শরদামোদ বিভাগে 'মহাহ্রদ' সমূহ রবিকরে উত্তপ্ত হইয়াও অন্তরে শীতলতা ধারণ করিয়া আছেন। অতিশুভ্রমেঘখণ্ডসমূহ আকাশমণ্ডলে সঞ্চারিত হওয়ায় বোধ হইতেছে পবনকন্যাগণের সূত্র নির্ম্মাণ যোগ্য তুলাখণ্ডসমূহ সূর্য্যতাপে বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে। আবার সেই মেঘখণ্ডের প্রতিবিম্বসমূহ যমুনার স্বচ্ছ-সলিলে বিলাস সন্তাররূপে প্রতিভাত হওয়ায়, বোধ হইতেছে বালুকাময় পুলিনসমূহ শ্রীযমুনার সলিলগত হইয়া শোভা পাইতেছে। অথবা মেঘের চাঞ্চল্যবশতঃ প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্যদ্বারা অনুমান করিতেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবগাহন সৌভাগ্য লাভের অভিলাষে গঙ্গাদেবী যেন এই যমুনা গর্ভে আসিয়া বাস করিতেছেন। প্রফুল্ল কমল-কহলার-হেলা পুষ্পের মনোহর গন্ধে সুস্নিগ্ধ, ছাতিম বৃক্ষের সৌরভে মদগন্ধ বিশিষ্ট, সুতরাং ভ্রমরগণের ব্যাকুলতা সাধক এবং

দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকার বিধায়ক বায়ুকোণবর্ত্তি দিক্ হস্তী (পুষ্প দন্ত নামক) এই শরদামোদ বিভাগে পরমামোদ অর্থাৎ সৌরভ ও আনন্দ বিস্তার করিতেছে। এই বিভাগে শরৎ সুন্দরী যেন মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। কূজনশীল সারস পক্ষিগণ ইহার কটিভূষণ—কাঞ্চিকা; কলনাদী কলহংস কুলই ইহার পাদভূষণ—অঙ্গদ, চক্রবাক পক্ষিগণই ইহার স্তন-মণ্ডল, দর-বিকসিত কমল-কোষই ইহার আনন; নীলাব্জ সমূহই ইহার নয়ন, ভ্রমর শ্রেণী-ই ইহার চঞ্চল ভ্রূলতা; এবং পুষ্প পরাগ সমূহই ইহার দর্শকজন মনোরঞ্জনকারী বসন।

পরন্তু এই বিভাগে অতুল শোভাশালী শরৎ ঋতু রাজার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে যেহেতু স্থল কমলের কানন মধ্যে পতিত পুষ্পদলরশ্মিই তাঁহার সুকোমল শয্যা, অগনিত নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল মণ্ডিত গগন মণ্ডল তাঁহার মুক্তাময় চন্দ্রাতপ এবং বায়ু বিকসিত-প্রফুল্ল কাশকুসুম সমূহই চামর স্বরূপ।

হেমন্ত সন্তোষ নামক—তৃতীয় বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। এই বিভাগ মহামহা পুষ্পের মধুর সৌরভে স্নিগ্ধ, পীতঝিণ্টী পুষ্পসমূহ বিকসিত, নীলঝিণ্টী সমূহ ও লোধবৃক্ষসমূহ বিরাজমান, শুকপক্ষিগণের মধুর কূজনে মুখরিত, হরিতাল পক্ষিনিচয়ে সমাকুল, লাবপক্ষী-নিচয় বিদ্যমান এবং জল শৈত্যপ্রভাবে উত্তরোত্তর শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মরকত মণিময় ভূমি প্রদেশের পরিসর-সমূহ-নবনব অঙ্কুরের আকারে কিরণ-কন্দলে-উদ্ভাসিত হওয়ায় চমরু নামক হরিনীনিচয় সেই কিরণ সমূহকে তৃণাঙ্কুর বোধে বিচরণ করিতে করিতে ব্রজের চমরু-নয়না রমণীগণের নয়ন-বৈচিত্র্য-বিধান করিতেছে। হেমন্তকালে অঙ্গরাগে কলম্বক লেপন, লীলাভবনে কেবল ধূপের ধূম এবং তাম্বুলে এলাচাদি কটুদ্রব্য প্রয়োগই প্রশস্ত। কারণ শৈত্য এই হেমন্তকালে গুণ নহে পরন্তু দোষাবহ।

শিশির সুখাকর নামক চতুর্থ বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। দোপহরিয়া নামক পুষ্প-সমূহ প্রফুল্ল হইয়া থাকে। কুন্দপুষ্পে সম্যকরূপে প্রভা আরোপিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা নবনব দমনক (দোনা) নামক পুষ্পবিশিষ্ট এবং মরুবক নামক পুষ্প সমূহের সুগন্ধে সদাসমুল্লসিত। ভরদ্বাজ পক্ষীসমূহ সদাপ্রমুদিত। দিবসের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সূর্য্য উত্তরায়ণ পথে গমন করেন। সূর্য্যদেবের শীতনিবর্ত্তক কিরণরাশি সকলেই সেবা করিয়া থাকে। এইকালে বধূগণ অঙ্গে মণিময় ভূষণ ধারণ না করিয়া কেশ কলাপের উপর বন্ধুজীব পুষ্পের মালা, দমনক পুষ্পের পল্লব রচিত কর্ণভূষণ এবং বক্ষস্থলে নবকুন্দকলিকা নির্ম্মিত মালা ধারণ করেন।

বসন্তকান্ত নামক পঞ্চম বিভাগ কথিত হইতেছে। উদ্গত-কলিকা-নিচয়-শোভি আম্রতরু, মাধবীলতা বিকসিত, রক্তাশোকতরু বিকসিত রহিয়াছে। নবনব গুচ্ছযুক্ত কোবিদাবর-কঞ্চিনার বৃক্ষ শোভিত রহিয়াছে। বিকসিত পুন্নাগতরু, সুগন্ধ-যুক্ত মন্দার বৃক্ষ বিদ্যমান। কোকিলকুলবিদ্যমান। সুখদায়ক লবঙ্গলতা নিজভাবে আমোদিত। বকুল বৃক্ষ, করীর বৃক্ষ বিদ্যমান। এই বসন্তকান্ত বিভাগে সর্ব্বদা কুসুমসম্বন্ধি বায়ু মন্দমন্দ প্রবাহিত। মধু-রজনী, মধু-রাকা প্রকাশিত। মলয়মারুত পুষ্পোদ্যান বিকম্পিত করিতেছে, পুষ্প-চয়নছলে ব্রজরামাগণ উপবনে আগমন করিয়াছেন, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে প্রমোদিত হইয়াছেন।

এই বিভাগে পুষ্পময়ী বাসন্তী-শ্রী, পুন্নাগপুষ্পের কর্ণভূষণ, মাধবীমালা, বকুলের গুচ্ছার্দ্ধনামক হার, ললাটে পলাশ-পুষ্পের সিন্দুর, বক্ষে চম্পাকর-কঞ্চুলী এবং কটিতটে অশোকের রক্তাম্বর ধারণ পূর্ব্বক যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া নিত্য পরমোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত। এই বসন্তকালে বনলতিকাসকল যেন প্রেম-ভাববতী রমণীগণের ন্যায় কতই না শোভা পাইতেছে। বিকসিত কুসুমকলাপই যেন উহাদের হাস্য, মকরন্দই যেন নয়নের অশ্রুজল এবং বিলসিত অঙ্কুর-সমূহই যেন উহাদের পুলকরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

নিদাঘসুভগ নামক ষষ্ঠ বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। শিরীষবৃক্ষ, প্রস্ফুটিত মল্লিকা-পুষ্প, পাটলাপুষ্প ও কুটজবৃক্ষ এই নিদাঘে শোভা বিস্তার করে। শতপত্রক পক্ষী, ফিঙ্গাপক্ষী বিরাজিত। সূর্য্যদেব অতি প্রখর। সকলেই চন্দ্র

কিরণ স্পৃহা করিয়া থাকেন। জলমজ্জনে সুখোদয়। রাত্রিক্ষণ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পবন সকলেরই প্রিয় হয়। চন্দনদ্রবের বিলাস অতীব সুখকর। বৃক্ষগণ ছায়া বিস্তারে নিজতল প্রদেশস্থের শ্রান্তিহরণ করে। রাত্রিতে শৈত্যসুখানুভব হয় বলিয়া সকলে নিদাঘে রাত্রিকালের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি প্রকাশ করে। এই নিদাঘ-কালে শিরীষ কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ, পাটলী-পুষ্প-দ্বারা শিরোভূষণ, মল্লিকাপুষ্প-দ্বারা মাল্য এবং কুটজপুষ্প-দ্বারা অঙ্গাভরণ-সম্পাদন করিয়া নিদাঘ শ্রী যেন সমান ভূষাধারিণী সখী বনরাজির সহিত দিবাবসানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করিয়া থাকে।

বৃন্দাবনে এইরূপ ছয়টী বিভাগ থাকিলেও অপর আরও চারিটী বিভাগ সূচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ শরৎ হেমন্ত প্রভৃতি দুই দুইটী ঋতুদ্বারা তত্তৎ লক্ষণবিশিষ্ট তিনটী বিভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা - ১ম, শরৎ—হেমন্ত—সন্তোষ। ২য়, শিশির—বসন্ত—কান্ত। ৩য়, নিদাঘ—বর্ষা—হর্ষ এই বিভাগত্রয় সূচিত হয়। এই কারণেই বৃন্দাবন **নবকানন**। কিন্তু যাহা মূলভূত তাহা ষড়্‌ঋতুদ্বারা উপশোভিত; সুতরাং অঙ্গাঙ্গিভাবে বৃন্দাবনের দশটী বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ষড়ঋতু সম্পন্ন যে বিভাগ তাহাই সর্ব্বঋতুসুখদ নামক অঙ্গী এবং বর্ষাহর্ষাদি উহার অঙ্গ। এই ষড়ঋতু সম্পন্ন বিভাগে ব্রজসুন্দরীগণ প্রতিদিন সীমন্তে বর্ষা লক্ষণসূচক নবকদম্বপুষ্প, করতলে শরৎ লক্ষণসূচক লীলা-কমল, কপোলদেশে হেমন্ত লক্ষণসূচক স্নিগ্ধ নব লোধ্রপুষ্পের পরাগ, কণ্ঠে শিশিরসূচক বন্ধূকপুষ্পের মালা, কর্ণে বসন্ত লক্ষণসূচক স্তবকিত অশোক পল্লব এবং কুন্তলে নিদাঘ লক্ষণসূচক মল্লিকা মালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন॥

উক্ত লক্ষণান্বিত শ্রীবৃন্দাবনে বহুতর মনোহর কুঞ্জ-মণ্ডপ আছে। বৈদূর্য্যাদি বিবিধ মণিময় আলয়ের সহিত স্পর্দ্ধাতেই ঐ সকল মণ্ডপের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইতেছে এবং এই মণ্ডপসমূহ কোকিলকুল ও ভ্রমর নিচয়ের কলনিনাদে সর্ব্বদা মুখরিত। এই কোকিলাদি যেন গুণগাথা কীর্ত্তনের নিমিত্তই স্তাবকের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছে। এই বৃন্দাবনে রাত্রিকালে ওষধি সকল দীপের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয় এবং কস্তুরী মৃগীগণ সৌরভজাল বিস্তার ও চামরীগণ পুচ্ছদ্বারা সম্মার্জ্জনীর কার্য্য করিয়া থাকে। এবম্ভূত বৃন্দাবনের মধ্যে লাবণ্যে ইন্দ্রনীলমণি-হার-লতার ন্যায়, শৈত্য, সৌগন্ধ্য ও সৌকুমার্য্যে ইন্দীবর-মালার ন্যায়, লোচন-রোচকত্বে কজ্জল-পরিখার ন্যায় এবং অব্যভিচারী নেপথ্য-সাধকরূপে কৃষ্ণবর্ণ শাটির ন্যায়।

যমুনা বৃন্দাবন-দেবীর 'যমুনা' নাম্নী এক নদী আছেন। এই যমুনা 'স-তরঙ্গা' অর্থাৎ তরঙ্গ বিশিষ্টা হইলেও 'নতরঙ্গাধায়িকা অর্থাৎ নম্র স্বভাবযুক্ত ভক্তজনের প্রেম-সুখের আধায়িকা অর্থাৎ অর্পয়ত্রী। এই নদী কমল-কুল-শোভিতা হইয়াও 'নশ্যৎ-কমলা' অর্থাৎ ইহার জল কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। 'স-সারসা' অর্থাৎ ইহাতে সারসপক্ষীসমূহ বিরাজিত থাকিলেও ইহা 'বিসার' অর্থাৎ মৎস্যগণের সারস্য বা বলবিধান করিয়া থাকে এবং সজ্জনে সুখদায়িনী হইলেও ইহা 'নমজ্জন-সুখদা' অর্থাৎ প্রণতজনের সুখদায়িনী।

শ্রীযমুনার বক্ষঃস্থল-বিলাসী চক্রবাকযুগল নিমগ্ন হইয়া ভাসমান হওয়ায়, চিদ্রূপ-মণিময়ী শৈবাল, লতিকাজালে পরিবৃত হইয়া যেন বিবিধ লতিকাকৃতি চিত্র-চিত্রিত কঞ্চুলিকা মণ্ডিত পয়োধর-যুগলরূপে শোভা পাইতেছে, কহ্লারাদি বিবিধ পুষ্পপরাগপটলই যেন ইহার বিচিত্র বসন, ভ্রমণ-শীল ভ্রমরকুল দ্বারাই যেন ইহার বেণীবন্ধ হইয়াছে, নীলোৎপলই ইহার নয়ন, বিকসিত শতদলই ইহার বদন, প্রফুল্লহেলা পুষ্পই ইহার ওষ্ঠাধর, ইহার পুলিনরূপ নিতম্বদেশে কুজনশীল সারসপক্ষীই যেন কাঞ্চীরূপে পরিশোভিত, কলহংসই যেন ইহার পাদভূষণ, এইরূপে শ্রীযমুনা যেন মূর্ত্তিমতি সৌন্দর্য্য দেবীর ন্যায় চঞ্চলতর তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক জলজাত-কুসুমসমূহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা অবাধে সর্ব্বদা সম্পন্ন করিয়া সমধিক প্রকাশ পাইতেছেন।

ইহার উভয় কুলস্থিত কুসুমভারে ভগ্নশাখ বিটপীবৃন্দের-প্রতিবিম্বদ্বারা এই শ্রীযমুনা, জলমধ্যে যেন অন্য একটি

কুসুমিত কানন প্রকাশিত করিয়াছেন; সেই বিটপীবৃন্দের সহিত প্রতিবিম্বিত বিহঙ্গকুলকে ভক্ষণেচ্ছু মৎস্যসকল মুখাগ্রভাগদ্বারা আঘাত করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিতেছে। আবার রজনীতে প্রতিবিম্বিত গ্রহনক্ষত্রনিকর দেখিয়া শফরী মৎস্য সকল চারিদিকে যেন কেহ রাশি রাশি খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া তাহা ভক্ষণোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। যমুনার মধ্যদেশে নব নব পুলিন সকল শৈত্য, সৌগন্ধ্য ও শুভ্রতায় যেন কর্পূর-প্রবাহের ন্যায় বোধ হইতেছে। সেই পুলিননিচয় যেন তিমিরনিচয়-উদ্গীরিত কমনীয় শশিকলার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সকল পুলিন যেন বৃন্দাদেবীর চন্দনখণ্ডের অঙ্গরাগপটলের ন্যায় বোধ হইতেছে। সেই পুলিননিচয় যেন স্খলিত বেণীদণ্ডের মধ্যে মধ্যে বিরাজমান মালতী মাল্য-খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

সেই সকল পুলিনের মধ্যে কোন কোন পুলিন নব নব প্রকাশমান মরকতাঙ্কুরের ন্যায় তৃণাঙ্কুর-সমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন; আবার কোন কোন পুলিন তৃণগুল্মাদিরহিত স্বচ্ছ বালুকাময়,—যেন কেবল রাসলীলা-নাট্যের নিমিত্তই শোভা পাইতেছে। কোন কোন পুলিনে বিবিধ কুসুম-উপবনসমূহ বিরাজিত, মধ্যে মধ্যে মনোহর কুঞ্জ এবং প্রত্যেক পুলিনস্থ উপবনে চিন্ময় মণিমণ্ডপসমূহ বিদ্যমান। ঐ সকল মণি-মণ্ডপের অঙ্গনে সারস, সরারি, কুরর, চক্রবাক, কলহংসাদি জলচর পক্ষিকুলের সহিত সেই কাননচর শুক, পিক, জীবঞ্জীব ও চকোর প্রভৃতি স্থলচর পক্ষীসকলও সানন্দে কৃষ্ণকথালাপে মধুর সম্ভাষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। যমুনার উভয় পার্শ্বে বিবিধ মণিবদ্ধ তটের মধ্যে মধ্যে মরকত, পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য, বিদ্রুমাদি বিবিধ মণি-নির্ম্মিত ঘাট বিদ্যমান আছে, ঐ সকল ঘাটের সম্মুখে সমান ভাবে গঠিত উভয়তটে সোপানশ্রেণীদ্বয়, যেন শোভাদেবীর দশনপংক্তিদ্বয়রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সকল ঘাটের প্রত্যেক বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে লতামন্দির সকল, মণিমণ্ডপসমূহকে তিরস্কার করিয়া শোভা পাইতেছে।

সেই লতামন্দিরগুলি এইরূপ, যথা—তাহাদের চারিকোণে চারিটী বৃক্ষ আছে—তাহারা পরস্পর একই রূপ অর্থাৎ স্থূলতায়, দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে ও সৌন্দর্য্যে পরস্পর সমান এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধোদেশে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী লতা প্রিয়াদ্বয়ের ন্যায় উপরিভাগে ও চারিদিকে যথাযোগ্যরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং তরুচতুষ্টয়কে আক্রমণ করিয়া পরস্পর জড়িতদেহা সেই অষ্টলতিকা, পুষ্প, পল্লব ও ফলভারে মণ্ডিত হইয়া যেন সঙ্গোপাঙ্গ মণি-মণ্ডপ-সমূহের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। সেই মণি-মণ্ডপগুলি এই প্রকার, যথা—পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ চারিটি তরু, ভূমি হইতে সরলভাবে উত্থিত হওয়ায় যেন চারিটী স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছে। এই তরুচতুষ্টয়ের স্কন্ধ ও শাখা সকল নিয়ত সুষ্ঠুরূপে বক্রীভূত হইয়া পরস্পর মিলিত হওয়ায়, চারিটী বড়ভী (পাইড়) স্বরূপ হইয়াছে। পুষ্পিতা লতাসমূহের পল্লবরাশিদ্বারাই যেন তাহাদের ছাউনী কল্পিত হইয়াছে। কোন কোন বল্লীর পল্লবরাজি দ্বারা সন্নিবেশ-কৌশলে সুন্দর চারিটী দ্বার এবং অপর কোন কোন বল্লীর পল্লবরাজি দ্বারা ঐরূপ ভঙ্গীতে ভিত্তিসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার তাদৃশ বিন্যাসবৈশিষ্ট্যে অবস্থিত কোন পুষ্পরাজি দ্বারা সেই মণিমণ্ডপের প্রালম্ব অর্থাৎ ছাদ হইতে লম্বমান মাল্য, কোন কোন পুষ্পদ্বারা চূড়াকলস, কোন কোন পুষ্প দ্বারা বিরচনা অর্থাৎ বিবিধ পত্রাবল্যাদি রচনা এবং কোন কোন পুষ্প দ্বারা চামরাদি কল্পিত হইয়াছে।

শ্রীগোবর্দ্ধন ঃ—অনন্তর এই বৃন্দাবনের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন নামক এক পর্ব্বত আছেন। পুরুষাবতার যেমন সহস্র-শীর্ষ ও সহস্রপাদবিশিষ্ট, সেইরূপ এই গিরিবরেরও অসংখ্য শৃঙ্গ ও অসংখ্য প্রত্যন্ত-শৈল বিদ্যমান আছে। মহাবিলাসী ব্যক্তি যেরূপ নির্ম্মল মণিময় 'কটক' (বলয়) এবং বিবিধ মণিময় কর্ণাভরণ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ গিরিরাজেরও বিমল 'মণি-কটক' অর্থাৎ মণিময় নিতম্বপ্রদেশ ও বিবিধ মণিময় 'কুণ্ডল' অর্থাৎ কুণ্ড-নিচয় ধারণ করিয়া আছেন। শব্দসমূহ যেরূপ বিবিধ ধাতুযোনি, সেইরূপ গিরিরাজ ও মনঃশিলা-গৈরিকাদি ধাতুর উৎপত্তিস্থান। ধ্রুব রাজকুলের ভূষণ স্বরূপ হইলেও যেরূপ ভগবদনুগ্রহে সকলের উপরিতন লোকে স্থানলাভ করিয়াছেন, এই গিরিরাজও পর্ব্বতকুলের ভূষণস্বরূপ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সকল লোকের উপরিস্থিত শ্রীবৈকুণ্ঠধামকেও লঙ্ঘন করিয়াছেন। ইন্দ্রসেনা

যেমন (কার্ত্তিকেয়) 'গুহ' দ্বারা অলঙ্কৃত, গিরিবরও দুর্গম গুহানিচয় দ্বারা সুশোভিত। মলয়পর্ব্বত যেমন চতুর্দ্দিকে চন্দনতরুতে সুশোভিত এই গিরিরাজও সর্ব্বাপেক্ষা 'ভদ্রশ্রী' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিশালী অথচ মলয়পর্ব্বতের ন্যায় বিষধরের আবাসস্থলী নহে। মহাদেবের ন্যায় চন্দ্রচূড় হইয়াও সৌম্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আপাদবিলম্বি-বিচিত্র বনমালার ন্যায় এই গিরিরাজও বিচিত্র বনরাজিদ্বারা সুশোভিত। আনন্দ যেরূপ মহোৎসবে প্রশস্ত— এই গিরিরাজও 'মহোৎস-বেষ্ট' অর্থাৎ সুন্দর উৎস-সমূহ-বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ভূমণ্ডল যেরূপ লোকালোক নামক পর্ব্বতদ্বারা রমণীয়, সেইরূপ এই গিরিবরও নিখিল লোকের 'আলোকে' অর্থাৎ দর্শন সম্বন্ধে অতীব মনোহর। আবার ইহাতে যে সকল বটবৃক্ষ আছে, তাহারা আনন্দের কন্দর অর্থাৎ মূল দান করিয়া থাকে, পরন্তু ইহাতে আনন্দরূপ কন্দরে অবট অর্থাৎ গর্ত্তও বিদ্যমান আছে। এই গিরিগাত্র-শোভি-বনরাজি মধ্যে যে সকল মৃগাদি জীবজন্তু আছে, তাহাদের পরিপালনের নিমিত্তই যেন এই গিরিরাজ বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই গিরিরাজ এমনই অতুলনীয় যে রূপক দ্বারাও উহার বর্ণন করা যায় না এবং তুলনা করিতে ত্রিজগতেও ইহার উপমা দৃষ্ট হয় না। 'অরূপ্যত্ব' অর্থাৎ রজতময় নয় বলিয়া ইহা কখনই কৈলাশ-পর্ব্বতের সহিত তুলিত হইতে পারে না ; কারণ কৈলাশপর্ব্বত কেবল রজতময় ; কিন্তু এই গিরিরাজ বিবিধ মণি-শিলাময়, আবার ইহা সুমেরু-পর্ব্বতের সহিত উপমিত হইতে পারেনা, যেহেতু, সুমেরু "জাতরূপ" অর্থাৎ প্রকৃতিজন্যরূপ, কিন্তু এই গিরিবর 'অজাতরূপ' অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধরূপ অথবা সুমেরু 'জাতরূপ'—সুবর্ণময়, কিন্তু এই গিরিরাজ অজাতরূপ অর্থাৎ সুবর্ণময়রূপ-বিশিষ্ট নয়, পরন্তু বিবিধ মহামূল্যমণিশিলাময়। এই গিরিরাজের উপত্যকা কালীয়ক বা কলম্বক নামক তরুমূলবাহী নির্ঝর দ্বারা সুবাসিত হওয়ায় তথাকার সমস্ত তৃণজাতিই গন্ধতৃণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কোথাও বা মরকতমণিদ্রুমের মূলবাহী শুক-পক্ষ-কান্তির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নির্ঝরের জলে যখন রুরু, চমরু, ময়ূর, গবয়, গন্ধর্ব্ব, সৃমর, রোহিষ, শশ, সম্বর প্রভৃতি সর্ব্ববিধ হরিণজাতিই অবগাহন করিয়া উঠে, তখন মনে হয়, যেন সকল হরিণই মরকতমণি-গঠিত, এই জন্যই তাহারা পরস্পর কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে না। কোথাও বা মহানীলমণি শৈলের কিরণ-প্রভায় স্ফটিক-মণিময় গণ্ডশৈল উদ্ভাসিত হওয়ায় গিরিরাজ যেন নীলাম্বরধারী হলধরের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবার কোথাও বা মনোহর কনকশিলার কিরণ-প্রভায় মহামরকতমণিময় গণ্ডশৈলের অধোভাগে উদ্ভাসিত হওয়ায় বোধ হইতেছে, এই গিরিরাজ যেন পীতাম্বর নারায়ণের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

কোনস্থানে স্বর্ণমণির শিলাপট-সন্মীলনে হীরকপ্রস্তর-ভিত্তি-সকল প্রদীপ্ত হওয়ায়, হরগৌরী বিগ্রহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কোথাও বা মরকতমণিময় গণ্ডশৈলের উপর নির্ঝরের জলধারা মণ্ডলাকারে উভয়দিকে পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন ধনুকখানি বক্রভাবে স্থাপিত করিয়া সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র শোভা পাইতেছেন। কোথাও বা রজতময় গণ্ডশৈলের উপর পদ্মরাগমণির শিলাপট্ট সন্নিবিষ্ট থাকায় বোধ হইতেছে যেন, কমলযোনি ব্রহ্মা মহাহংসের উপর আরোহণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। আবার কোনস্থানে মণিগণ্ডময়শৈলের শিখরদেশ হইতে নির্ম্মল নির্ঝর, পীতরক্ত-নীলাদি বিবিধ মণিময় কিরণ-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া প্রবলতর বেগে নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, ইন্দ্রধনু সরলভাবে লম্বমান রহিয়াছে। কোথাও বা এই গিরিবরের সানুপ্রদেশ, বিবিধ মণি-শৈলের সংমিশ্রণ-জনিত বিবিধ মিশ্র-কান্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়াছে এবং সেই সানুপ্রদেশ হইতে সমুদ্ভাসিত কিরণ-পটল দ্বারা যেন আকাশমণ্ডলে ইন্দ্রধনু নির্ম্মিত রহিয়াছে। কোথাও বা বৈদূর্য্যমণির শিখরাগ্রপ্রদেশ হইতে যে প্রভারাশি উদ্গত হইতেছে, তাহাতে এই গিরিরাজ সমাচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, সেই প্রভারাশিকে নিরবচ্ছিন্ন ধূমলেখা ভ্রমে ধূমলবর্ণ ফিঙ্গাপক্ষি সকল ভ্রমণ করিতেছে।

কোথাও এই গিরি-গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের মণিময় সিংহাসনের ন্যায় শোভন সীমাযুক্ত শীতল শিলাপট্ট শোভা

পাইতেছে। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসবিশেষের উপযোগী মণিময় ভূ-পরিসর এবং কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের ন্যায় গিরি-কন্দর সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন স্থানে বায়ু-বিক্ষিপ্ত বিবিধ পুষ্প-পরাগরাশি আকীর্ণ থাকায় বোধ হইতেছে, যেন লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্বেতবর্ণ চন্দ্রাতপ বিস্তৃত রহিয়াছে। আবার কোথাও বা আমূল-বিকসিত লোধতরুনিচয় দ্বারা কোন ভূভাগের চারিদিকে সুবেষ্টিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন চারিদিকে বস্ত্র-বেষ্টিত কুট্টিম অর্থাৎ শিল্পচাতুর্য্যে উচ্চীকৃত-মণিবদ্ধ-ভূভাগ-বিশেষের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

ধব, খদির, পলাশ, শল্লকী নামক গজভক্ষ্য-গন্ধতরু, নিচুল (হিজোল), শিংশপা (শিশুবৃক্ষ), করঞ্জ, মধুক, কাঁটাল, পিয়াল, তাল প্রভৃতি বনরাজি দ্বারাই এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আতপ তাপ অপগত হইয়াছে। ব্যাঘ্র ও মৃগাদি বিসদৃশ প্রাণিকুল, তাহাদের স্বাভাবিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনের চারিদিকে উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতেছে। অধিকন্তু অপর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী আছে, তাহারাও গোবর্দ্ধনের ন্যায় গুণরাজি বিভূষিত॥

নন্দীশ্বর পর্ব্বত ঃ—অদূরে গোবর্দ্ধনের ন্যায় নন্দীশ্বরের (মহাদেবের) ন্যায় শুভ্রকান্তি নন্দীশ্বর নামক আর একটী পর্ব্বত আছে। এই নন্দীশ্বর পর্ব্বতে অতি সুশোভন 'ধবাক্রীড়' অর্থাৎ ধব নামকবৃক্ষের উদ্যান বিরাজিত থাকিলেও ইহা মাধবাক্রীড় অর্থাৎ ইহাতে মাধব শ্রীকৃষ্ণের সম্যক ক্রীড়া-বিলাস হইয়া থাকে। ইহা 'কিংশুক' তরু-বিশিষ্ট হইয়াও 'ন কিং-শুকবান্' অর্থাৎ ইহাতে কি শুকপক্ষী সকল বিদ্যমান নাই ?—অবশ্যই আছে। এই গিরিবরের শোভন সানু-প্রদেশ অতীব সুন্দর হইলে ও এথায় প্রাণধারণোপযোগী ভক্ষ্যপেয়াদি বস্তুর সৌলভ্য-লক্ষণাশোভা নিরন্তর যেন বিরাজিত। ভগবান্ বামনদেব যেরূপ 'সু-রসার্থ'—শোভনা ত্রিপাদ ভূমির নিমিত্ত অথবা-সুর-সার্থ সমূৎ, অর্থাৎ দেবগণের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ সহর্ষে উত্তোলিত পাদ পদ্ম, সেই পাদপদ্মের নখ-নির্গলিত সলিল-নির্ঝর অর্থাৎ গঙ্গাধারা দ্বারা মহাদেব শীতলতা লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই পর্ব্বতে সুরস-বস্তুসমূহের সমুৎপাদন খনি সকল বিদ্যমান আছে। মহাদেব যেরূপ 'শৈলজা'—পার্ব্বতীকে সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই নন্দীশ্বরের সমীপদেশে 'শৈলজা' অর্থাৎ শিলাজতুরস সর্ব্বদা নিগূঢ় রহিয়াছে। এই নন্দীশ্বর পর্ব্বতেই ব্রজপুর-পুরন্দর শ্রীনন্দরাজের এক রাজধানী আছে। এই রাজধানীতে রমণীগণের মেখলা, শৃঙ্খলাদিতেই 'খল' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রূর-বাচক খল-শব্দ তথায় কদাচ শুনিতে পাওয়া যায় না। তথায় নিজ নিজ সরোবরকেই 'মৎসর' অর্থাৎ আমার সরোবর বলিয়া থাকেন, কিন্তু অবিদ্যাজনিত 'মৎসর' অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রেই 'দোষাকর' অর্থাৎ দোষাশব্দে রাত্রি অর্থে কিন্তু দোষের আকর অর্থে নহে। পরিমল, কমল, শ্যামলাদি শব্দেই 'মল' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কলঙ্ক-মালিন্যাদি অর্থে মল শব্দের প্রয়োগ শুনিতে পাওয়া যায় না। ছত্রদণ্ড, চামরদণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, ভুজদণ্ড কি তিথিনক্ষত্রাদিতেই 'দণ্ড' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু রাজদ্বারে অপরাধীর দণ্ড এরূপ শব্দ কখনও শুনা যায় না। নীবীবন্ধ, কেশবন্ধ, মেখলাবন্ধ কি কাব্যবন্ধাদিতেই 'বন্ধ' শব্দটী বিদ্যমান, অপরাধে বন্ধন শুনা যায় না। চন্দন-কস্তুরী-কুঙ্কুমে 'পঙ্ক' শব্দ, কিন্তু জল-মৃত্তিকাদিতে নাই। 'আধি' শব্দ রাজাধিকারাদিতে কিন্তু মনঃপীড়াদিতে নাই। 'কৌটিল্য' শব্দ কুন্তল-কটাক্ষাদিতে, কিন্তু হৃদয়ে নাই। হার বস্ত্রাঞ্চলাদিতে লৌল্য কিন্তু চিত্তে নাই। কর চরণ নেত্রান্তাদিতে 'রাগ' কিন্তু বৈরিতা-প্রযুক্ত রাগদ্বেষের গন্ধলেশ নাই। 'পলিত' শব্দ পলপরিমিত সময়ে, কিন্তু বার্দ্ধক্যহেতু পলিত কেশাদি নাই। ধূলি-কুসুম-কর্পূরাদিতে 'রজঃ' শব্দ, কিন্তু রজগুণ তথায় নাই। অন্ধকারেই 'তমঃ' গুণাদিতে নাই। রত্ন-শিলা-নখাদিতে 'কাঠিন্য' কিন্তু হৃদয়ে নাই। যুগ্ম অর্থে স্ত্রী-পুরুষাদিতে 'দ্বন্দ্ব' শব্দ, কলহ, সুখ দুঃখ কি ভদ্রাভদ্রাদিতে নাই। তথায় কেবল সুখ আছে দুঃখ না থাকায় 'দ্বন্দ্ব' নাই। পবনাদিতে মন্দতা কিন্তু বুদ্ধিতে মন্দতা নাই। কটিদেশাদি ক্ষীণ, ধন-সামর্থ্যাদিতে ক্ষীণতা নাই। নয়নাদিতে 'চাঞ্চল্য', ইন্দ্রিয় বিকার জনিত চাঞ্চল্য নাই। ব্যভিচারী ভাবাদিতে কেবল গ্লানি, শঙ্কা, দৈন্য ও বিষাদাদি আছে,

কিন্তু শ্রমাতিশয্যে গ্লানি, আপদাদি জন্য শঙ্কা, ধনজনাদিনাশ জন্য বিষাদ-দৈন্য কদাচ লক্ষিত হয় না। মুক্তা শৃঙ্গ ও বংশীনলেই 'ছিদ্র' কিন্তু পরদোষানুসন্ধানরূপ ছিদ্র তথায় নাই। কটাক্ষ, বুদ্ধি ও নখাগ্রাদিতে তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। রস বিশেষেই 'কটুতা' আছে কিন্তু বাক্যাদিতে শ্রুতিকটুতা নাই। জাতিতেই সামান্য কিন্তু তুচ্ছার্থে নহে। সৌপ্যাদিতে দুর্ব্বর্ণতা, কুৎসিৎ বর্ণ, রূপ বা শূদ্রাদি দুষ্টবর্ণ তথায় নাই।

তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতামহাদি সকল পরিজনবর্গই বার্দ্ধক্য-যৌবন-পৌগণ্ড-বাল্যনিষ্ঠ-বাৎসল্যাদি রস-পোষক বিবিধ গুণের খনিস্বরূপ হইয়াও কালকৃত বিকার-রহিত ; সুতরাং তাঁহারা চিন্ময় স্বরূপে একই রূপ—একই অবস্থায় অবস্থিত। অতএব তাঁহারা সগুণ হইয়াও গুণাতীত বা মুক্ত।

এই রাজধানীতেই শ্রীনন্দরাজের ভ্রাতা উপনন্দাদির পুর-সমূহ বিদ্যমান আছে। এই পুর-নিকর দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টনে অগম্য ; সুতরাং সহজে কেহ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। এই পুরনিকর বিস্তৃত মণিময় 'তোরণ' অর্থাৎ সিংহদ্বার সমন্বিত। এই পুরমধ্যে 'রথ্যা' অর্থাৎ গলিপথ সমূহ হরিদ্বর্ণ—মণি-শিলার কিরণ-প্রভায় উদ্ভাসিত এবং অত্যুচ্চ-অট্টালিকা সমূহ সুশোভিত রহিয়াছে। এই সকল পুরের মধ্যে শ্রীনন্দমহারাজের পুরীটীই সর্ব্বপ্রধান। এই পুরীর-প্রাচীর ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত, গৃহসকল মরকত মণিময়, আচ্ছাদন সমূহ স্বর্ণময় স্তম্ভসকল প্রবাল-নির্ম্মিত, বেষ্টনী,স্ফটিক মণিময়, গৃহচূড়া বৈদূর্য্যমণি-রচিত, অট্টালিকা সমূহ মহানীলকান্তমণি নির্ম্মিত এবং দীর্ঘদ্বার সমূহ, বিমল পদ্মরাগমণি-শৈলে গঠিত। এই বিচিত্র পুরীর মনোহারিতায় বিবিধ বর্ণে বিচিত্র বিমান সকলও হার মানিয়া যায়। বিবিধ মণিশ্রেষ্ঠ-রচিত এই পুরভিত্তি-প্রদেশে অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যে চিত্রিত শুকপক্ষিগণের সহিত গৃহ-পালিত জীবন্ত শুকপক্ষির ভ্রম হয়।

এই পুরমধ্যে মূর্ত্তিমান বাৎসল্য রসের ন্যায়, শরীরধারী শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায়, সকল সৌভাগ্যের সারভাগের ন্যায় এবং আনন্দসাগরের দ্বীপের ন্যায় ব্রজপতি শ্রীনন্দরাজ অবস্থান করেন। শ্রীনন্দরাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভাব-ভাবুক বলিয়া মহাসৌভাগ্যশালী এবং চিদ্বিলাসের ন্যায় সর্ব্বদা একই অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ চিন্ময়-লীলা-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ চরম-কৈশোরে নিত্য স্থিতি, সেইরূপ শ্রীনন্দরাজেরও তিল-তণ্ডুলিত-কেশত্ব-প্রতিপাদক প্রথম বার্দ্ধক্যে নিত্য-স্থিতি বুঝিতে হইবে। অনাদিকাল হইতে সাধকগণ যখন শ্রীভগবানের একই কৈশোর রূপ ধ্যান করিয়া আসিতেছেন এবং তদীয় ঐ একইরূপ সাক্ষাদ্দর্শন করিয়াও ধন্য হইতেছেন, পরন্তু শ্রুতি স্মৃতি ও তন্ত্রাদিতেও যখন তাঁহার কেবল যৌবন-কৈশোর ও পৌগণ্ড বয়সই নিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন তিনি যে নিত্য-কিশোরাকৃতি তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবানের সমস্ত পরিবারবর্গও স্ব-স্ব রস-পোষকরূপে নিত্য একই স্বরূপে অবস্থিত, কদাচ তাঁহাদের সে অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না।

শ্রীনন্দরাজের সহধর্ম্মিনীর নাম শ্রীযশোদা। তিনি মূর্ত্তিমতী বাৎসল্য-রসলক্ষ্মী, সঞ্চরণশীল তেজোমঞ্জরী, শ্রীভগবৎ-প্রকাশরূপ-ফলশালিনী-কল্পলতিকা-স্বরূপা এবং এইজন্যই নিজবংশের যশোদায়িনী।

এই রাজধানীতে বহুতর গোপের বাস। তাঁহারা সকলেই পশুপালক হইয়াও চৌর-রহিত, সংসার বা জন্ম-মরণাদি শূন্য, এবং সকলেই সৌম্যমূর্ত্তি। গব্য তাঁহাদের উপজীবিকা হইলেও তাঁহারা গব্য অর্থাৎ পার্থিব জীব নহেন, পরন্তু সকলেই চিন্ময়-স্বরূপ। আবার শ্রীকৃষ্ণ সহচর গোপ-বালক সকলেই সনকাদি ঋষিগণের ন্যায় নিত্য কৌমার অবস্থায় অবস্থিত।

তন্মধ্যে কোন কোন গোপ ব্রজরাজের জ্ঞাতি, কেহ কেহ বা আত্মীয়। তাঁহাদের সন্তানগণ শ্রীকৃষ্ণের সহচর, আবার কোন কোন গোপ যেন মূর্ত্তিমান্ ভগবদ্ধর্ম্ম, তাঁহাদের পত্নীগণও যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তিবৃত্তি। তাঁহাদের কন্যাসকল শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী।

সকল গোপকুমার সমবয়স্ক, পরস্পর সমান সৌহার্দ্দগুণবিশিষ্ট, নির্ম্মল ও প্রফুল্ল। তাঁহাদের কেশপাশ সর্ব্বদা সুদৃশ্য ও মনোহর, ও তাঁহাদের শোভন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল মৃগমদচর্চ্চায় বিভূষিত। এই সকল গোপবালকগণের

বদন হইতে চরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গই যেন নিরুপম। ইঁহাদের বদন প্রফুল্ল কমল সদৃশ, শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণ পরস্পর সমান ও শোভন-নাসিকাবিশিষ্ট। সকলেই চঞ্চল নয়ন-বিশিষ্ট, তেজস্বী এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুককরণোপযোগী শোভন গ্রীবাযুক্ত। ইঁহাদের বক্ষঃস্থলের আভা প্রফুল্লতাময়ী। ইঁহাদের কটিদেশ স্থূল, মহান্ উরুদেশ বিশিষ্টও শ্রীচরণ অতি সুকোমল। এইরূপে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম ও সুবল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণসহচরবৃন্দ সকলেরই সর্ব্বদা একই অবস্থা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরম-কৈশোর-আবির্ভাবকালে যাঁহাদের যেরূপ বয়স, তাঁহারা সেইরূপ বয়সেই নিত্য অবস্থিত অর্থাৎ কৈশোর-প্রায় অবস্থায় নিত্য অবস্থিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কেহ ৩ দিনের কেহ ১০ দিনের; কেহবা ১ দিনের অধিক বয়স্ক কেহবা মাসাধিক বয়স্ক।

শ্রীকৃষ্ণ-সহচরগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের ও চরণাদি কেশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেমন সুন্দর! এই গোপকন্যাগণও সুকুমার-চরণা, জঙ্ঘালতা অনুপম; সকল সৌভাগ্যে স্ব-স্ব-সুন্দর জানুদ্বয়ে যেন লগ্ন রহিয়াছে এবং ইঁহাদের নিবিড় উরুদেশের সৌন্দর্য্যে রম্ভাতরুর সুষমাকেও বিলুপ্ত করিয়াছে। ইঁহাদের কটিতট অতি সুন্দর; উদর-প্রদেশ অশ্বত্থপত্রবৎ উন্নতাবনত, নাভীপ্রদেশ শোভন আবর্ত্তবিশিষ্ট ও মধ্যপ্রদেশ অতীব ক্ষীণ। ইঁহারা নব-পয়োধরা; ইঁহাদের বাহুযুগল সুবলিত ও আয়ত, ইঁহারা কম্বুকণ্ঠী এবং বিমলীকৃত কমলবদনা। ইঁহাদের নাসিকা তিলফুলের ন্যায় অতি সুশোভন, নয়নযুগল নীলকমলকে অনুকম্পা করিয়া থাকেন। শ্রবণ যুগল অতি সুন্দর, চূর্ণ-কুন্তলরাজি দ্বারা সুশোভিত ও রমণীয় কেশপাশ ধারিণী।

শ্রীরাধা:—এই সকল গোপরামাগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা নাম্নী যে গোপাঙ্গনা আছেন, তিনি সকল রমণীর শিরোমণির মাল্য-স্বরূপা, মাধুর্য্যাদি সকল গুণবিশিষ্টা, সকল অলঙ্কার বিভূষিতা এবং সমস্ত রসভাব পরিপূরিতা। তিনি প্রেম-কাননের কনক-কেতকী, মাধুর্য্যমেঘের তড়িন্মঞ্জরী স্বরূপা। তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি যেন সর্ব্বসৌন্দর্য্যগুণের সহিত পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; তিনি আনন্দচন্দ্রের কৌমুদী-স্বরূপা, তিনি যেন কন্দর্পের বাহুদর্পের শ্রেণী-স্বরূপা। নিজ বিজয়ি নরনারায়ণাদি যাঁহা হইতে অবতার গ্রহণ করেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও যিনি অনায়াসে জয় করিয়া থাকেন, এমনকি জগতের নিখিল কান্তাগণও যাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন না, তিনি অনায়াসে সেই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তরোধ করিয়া থাকেন। তিনি অখিল লাবণ্যসমুদ্রের মূলভূত সম্পত্তি এবং বসন্তের শোভা-গরিমার প্রকাশলক্ষ্মীস্বরূপা। তাহাতে তদীয় কামতান্ত্রিকতার অর্থাৎ প্রেমতত্ত্বজ্ঞতার সময়গত বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও তাঁহার সার্ব্বদিকত্বেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। তিনি চতুঃষষ্টি কলার যেন আকরভূমি। তদীয় বৈদগ্ধীর প্রকাশ-লব হইতেই যেন নিখিল বৈদগ্ধ্যগুণের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি দয়া, ক্ষান্তি প্রভৃতি যাবতীয় গুণেরও আকরভুমি স্বরূপা। তিনি গৌরবর্ণা হইলেও সহস্র পার্ব্বতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। তথাপি তিনি শ্যামা—শ্যামবর্ণা নহেন; যে রমণী শীতকালে উষ্ণাঙ্গী, গ্রীষ্মকালে শীতলাঙ্গী এবং যাহার স্তনযুগল সুকঠিন, তাহাকে শ্যামা বলে। তিনি অনাদিকাল হইতে কিশোরী; তিনি শোভন রূপবতী হইয়াও সখীসমূহের প্রাণ-স্বরূপা। ঐ সৌকুমার্য্যবতী কুমারী শ্রীরাধা এই জগতে সকল প্রকার সৌভাগ্যই বশীভূত করিয়াছেন। কোন কোন শাস্ত্রবেত্তা তাঁহাকে মহালক্ষ্মী বলিয়া নিশ্চয় করেন, কেহ বা লীলাশক্তি বলিয়া থাকেন এবং কোন কোন তত্ত্ববিদ্ তাঁহাকে সর্ব্ববিধশক্তি-বরীয়সী হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ যিনি মহালক্ষ্মী; তিনি শ্রীরাধার ঐশ্বর্য্য-বৈভবময়াংশভূতা, এইরূপ লীলাশক্তিও বুঝিতে হইবে। হ্লাদিনীর সারভূতা মহাভাব-স্বরূপিণীই শ্রীরাধা। শ্রীরাধার বিশাখা ললিতাদি কতিপয় প্রিয়সখী আছেন, তাঁহারা শ্রীরাধারই অনুরূপ, রূপগুণশালিনী এবং তাঁহারই প্রতিবিম্বস্বরূপা। ললিতা জ্যেষ্ঠা হইলেও শ্রীরাধার সহিত সাদৃশ্য হেতু এস্থলে বিশাখারই প্রাধান্য সূচিত হইয়তছে।

শ্রীচন্দ্রাবলী:—আবার শ্রীচন্দ্রাবলী নাম্নী আর একটী রমণীরত্ন আছেন, তিনিও যুথেশ্বরী এবং চন্দ্রশ্রেণীর ন্যায় পরমাহ্লাদপ্রদায়িনী। ইনিও নিখিল গুণভূষিতা, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী; অপূর্ব্ব রসময়ী, অতীব উদার-

স্বভাবা। পদ্মা, শৈব্যাদিই এই চন্দ্রাবলীর প্রিয়সখী। শ্রীরাধার সপক্ষা শ্যামানাম্নী আর একটি যুথেশ্বরী আছেন, তাঁহারও অধীনে বহুতর যুথেশ্বরী বিদ্যমান আছেন।

সেই রাজধানীতে মূর্ত্তিমান্ ভগবদ্ধর্ম্মের ন্যায় যে সকল ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করেন তাঁহারা পরম দয়ালু, শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি প্রভৃতির মূর্ত্তি নিচয়স্বরূপ হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের সুবক্তা এবং তদনুকূল বেদাভ্যাসে একান্ত অনুরক্ত। কেহ কেহ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রোক্ত-ধর্ম্মপরায়ণ। ব্রজরাজ শ্রীনন্দ যাহা দান করেন, তাঁহারা কেবল তাহাই প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা কেবল ব্রজপতিরই যাজকতা করেন, অন্য কাহারও যাজন-কার্য্য করেন না। সকলেই অপ্রতিহত সিদ্ধান্তাভিজ্ঞ, অষ্টাদশ বিদ্যার বিচার চতুর। তাঁহারা মায়িক ত্রিগুণাধিকৃত নহেন সকলেই শুদ্ধসত্ত্বময়।

অধিকন্তু সেই গোকুলে যে তেলী, তাম্বূলী, মালাকার; শঙ্খবণিক্, গন্ধবণিক্, ; স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও তন্তুবায় প্রভৃতি নাগরিকবৃন্দ বাসকরেন; তাঁহারা সকলেই চিৎ-স্বরূপ হইলেও মনুষ্যধর্ম্মাবলম্বী, ধনৈশ্বর্য্যপ্রদত্ত, পুণ্য-জনেশ্বর কেহই পিঙ্গলবর্ণ বা কুৎসীৎ শরীরী নহেন এবং বিনা বেতনে, কি বেতন লইয়া কোন ভারবহনজনিত ক্লেশ-ভাগী নহেন। সেই ব্রজধামের পুলিন্দগণও দেবতাগণেরও প্রীতিপ্রদ।

গোগৃহঃ—এই রাজধানীতে যে সকল গো-গৃহ বিদ্যমান আছে, তাহা অতি দীর্ঘাকার। তাহাদের ভিত্তি-চতুষ্টয় দীর্ঘতর মহাস্ফটিকমণি-নির্ম্মিত এবং সেই ভিত্তি-চতুষ্টয়ে মকরতমণিময় চারিটী গোপানসীখণ্ড (পাইড়) দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং দীর্ঘপ্রান্ত কনকময় বংশ অর্থাৎ বরগানামক কাষ্ঠখণ্ড সমূহ দ্বারা গৃহ সকল সমাকীর্ণ। তাহাদের চারিকোণে চারিটী সুদীর্ঘ মরকতময় পাইড় অবস্থিত। তাহাতে নিশ্চল পদ্মরাগমণিময় চারিটী কোণাইচ সুন্দরভাবে সংলগ্ন, তাহাতে রোগুলি সংযুক্ত আছে। সেই গো-গৃহগণের ছাউনী সুন্দর বিবিধ মণিরত্ন-ভূষিত, তাহাতে কোন খুঁটি নাই। কিন্তু নির্ম্মল ও অসঙ্কুচিত, সুতরাং প্রসরতর। ঐসকল মহাগোগৃহের চারিদিকে ধূলিপটল, পবন কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে। গো-গৃহপ্রাঙ্গণে উত্তম ধেনুবৃন্দ শুভ্রবর্ণ, উহাদের শৃঙ্গ নীলকান্তমণির শৈলাগ্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পুচ্ছের পূর্ব্বাভাগ নিবিড় ও দীর্ঘ এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দোৎসবে নিরন্তর প্রসারিত রহিয়াছে। অতিদীর্ঘ গলকম্বল দ্বারা অবনত, পালান অতিশয় স্থূল, কেহই বন্ধ্যা নহে। সকলেই সুখে সম্পূর্ণরূপে দোহনযোগ্য, সকলেই কামধেনু, সদাপ্রফুল্ল বৎসগণ পরিবৃত ও শ্বেত-নীল-পীতাদি বিবিধ বর্ণযুক্ত। পূর্ব্বে শ্বেতবর্ণের একদল, এখানে নানা বর্ণের অন্যদল। সকলেই অপ্রাকৃত।

মহাবৃষঃ—তথায় যে সকল মহাবৃষ আছে, তাহারা স্ফটিক পর্ব্বতের ক্ষুদ্র গণ্ডশৈলের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুদৃঢ়, মহাসমুদ্রের মহাতরঙ্গের ন্যায় দুর্ব্বার বেগশালী, যথেচ্ছ বিচরণশীল ও বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট; স্কন্ধের উপর মহাককুদ, নয়ন স্তব্ধ ও অরুণবর্ণ, সর্ব্বদা হাম্বা রবকারী, গলকম্বলযুক্ত, শৃঙ্গসকল নানাবর্ণের বিচিত্র রেখান্বিত, ধূলিধূসরান্বিত বিশালকায় বৃষভগুলি চতুষ্পাদ ধর্ম্মের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। এবম্বিধ গোকুল নগরের কলার কলাংশ দ্বারা গোলোক-ধাম সমুৎপন্ন হইয়াছে।

এই গোকুল নগরের প্রান্তভাগে যে সকল চতুষ্পথ বিদ্যমান আছে, তাহার চারিদিকেই সমসূত্রপাতে বিবিধ রত্নরাজিপূর্ণ বিপণি (দোকান) সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইতেছে। মহারাজগণের বিজয়কালে সেনা সকল যেরূপ উল্লসিত হয়, সেইরূপ এই সকল বিপণিতেও পতাকাশ্রেণী সুশোভিত রহিয়াছে। মুক্তার মালা সকল ঋজুভাবে বিলম্বিত রহিয়াছে। এই বিপণির অলিন্দ সকল প্রবাল মণিনির্ম্মিত।

এই ব্রজপুরের মধ্যস্থলে এক মহানগরী আছে, তাহাতে শ্রীমন্নন্দমহারাজ বাস করেন। এই নগরের চারিদিকে বিবিধ বনরাজি বিদ্যমান। তাহাতে বিশিষ্ট তরুরাজি বিদ্যমান। এই সকল বনমধ্যে বিবিধ কুঞ্জ শোভিত আছে। বিভিন্ন লতা-গুল্ম বিদ্যমান ও তথায় বিহঙ্গকুল আনন্দে বাস করে। কোথাও বন্যমেষ, বন্যমহিষ ও হস্তি-শাবক

বিচরণ করিতেছে। কোথাও বন্যধেনুগণ ; কোথাও পুলিন্দ রমণীগণ অবস্থান করিতেছে। কোথাও বানর সকল দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতেছে। এবম্বিধ লক্ষণান্বিত শ্রীবৃন্দাবন ভিন্ন অপর কাম্যবনাদি যে সকল বন আছে, সেই সকল বনও আম্র, কাঁটাল, অর্জ্জুন, সুপারি, নারিকেল, পলাশ, বট, পাকুড়, খদির, বেল, জাম প্রভৃতি এবং মধুক, গিরিমল্লিকা, বকুল, নাগ, পুন্নাগ, অশোক, বক, পারুল, কনকচাঁপা এবং চম্পকবৃক্ষ সমূহ দ্বারা পরিবৃত। শিরীষ, ধব, শিশু, মাদার, লোধ, কোষাতকী, পিয়াল, নট, শল্লকী, শরল, শাল, পীলু, কপিত্থ, করমচা, প্রিয়ক, তিন্দুক (গাব), আমড়া, করীব, করবীর, কদলী, নোড়, তমাল, নবমালিকা, স্বর্ণযূথিকা, যূথিকা, কুরুণ্টক, লবঙ্গ, দমনক, মাধবীলতা, স্থল-কমলিনী, মল্লিকা, কন্দলী, প্রিয়ঙ্গু ও তুলসী প্রভৃতি বিচিত্র বৃক্ষে ঐসকল বন সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সকল বৃক্ষই মঙ্গলময়। আবার বিমল বারিপূরিত বাপী, তড়াগ ও সরোবর প্রভৃতি জলাশয় সমূহ দ্বারা ঐ সকল বন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকল জলাশয়ে শ্বেত, নীল-লোহিতবর্ণের উৎপল, পদ্ম, কহ্লার পদ্ম সকল সুশোভিত আছে, চক্রবাক, বক, সারস, কুরর, হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে এবং সর্ব্বক্ষণই তরঙ্গ সকল বিরাজিত রহিয়াছে।

এই সকল বনের মধ্যে 'বৃহদ্বন' শ্রীনন্দের নন্দীশ্বরের ন্যায় অন্য এক রাজধানী আছে। এই সমুদয় স্থান অপ্রাকৃত ও কেবল সচ্চিদানন্দ-রসময় হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ ইচ্ছাক্রমে যোগমায়া কল্পিত প্রপঞ্চের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। চর্ম্মচক্ষে মানবগণ যেরূপ পিত্তপ্রকোপ জন্য নয়ন দোষে শ্বেতবর্ণ শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখে, তদ্রূপ এই অলৌকিক বস্তুকেও লৌকিকরূপে দর্শন করিয়া থাকে।

তাদৃশী লীলা স্থিতির হেতুই ভগবানের ইচ্ছা। ইচ্ছামাত্রেই বিলক্ষণ-মাধুর্য্যপ্রতিপাদক প্রকটাপ্রকট এই দ্বিবিধ লীলা উদিত হইয়া থাকে। শ্রীভাগবতামৃতোক্ত এই দ্বিবিধ লীলায় নিত্যস্থিতি পরিপাটী এইরূপ যথা— সেই গোকুলে যে দুইজন অধীশ্বর নিত্য বিরাজ করেন, তন্মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভাবে শ্রীনন্দনামে এবং অন্যজন মাতৃভাবে শ্রীযশোদা নামে বিখ্যাত। তাঁহাদের এই মঙ্গলময়ী খ্যাতি শ্রীবাসুদেব দেবকী অপেক্ষাও আধিক্যরূপে সূচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-কিশোর হইয়াও কেবল বাৎসল্যরস-পোষণার্থে কৈশোরকে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক শ্রীনন্দযশোদার নিকট শিশুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া নিরন্তর প্রমোদিত হইতেছেন। কৈশোরাবস্থার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের এই শৈশব অবস্থায়ও নিত্য। অপ্রকট লীলাতে পরস্পর অসংপৃক্তস্বরূপ বহুপ্রকাশ দ্বারা, প্রকটলীলায় কদাচিৎ কোন ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে একটী মাত্র প্রকাশ দ্বারা এবং প্রত্যেক লীলার অন্তরে অন্তরে অপ্রকটিত বহু অবান্তর প্রকাশ দ্বারা নিরন্তর লীলা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠনাথাদি ভগবদ্গণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠও নিখিল লীলানিধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিতে সকলই সুসাধ্য ও সম্ভব। ভক্ত-বিনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব মাধুর্য্য দ্বারা প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশে নানা লীলা করেন।

কেবল বাৎসল্য-অনুমোদনের নিমিত্তই যে তিনি এইরূপ লীলাকরেন, তাহা নহে, তাহাতে মধুর রসের প্রাধান্য আছে। সেই প্রসিদ্ধ মহাবৈকুণ্ঠসম্বন্ধীয় গোলোকধাম প্রপঞ্চাতীত হইলেও তাহাতে গো-গোপ-গোপীগণের সহিত শৃঙ্গাররসনিষ্ঠ বিলাস সঙ্গতরূপেই হইয়া থাকে। তবে লৌকিকে যেরূপ মাধুর্য্যের পোষণ দ্বারা লীলাবিলাস হয়, সেরূপ লীলাবিলাসের তথায় সম্ভাবনা নাই। তথায় সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের দেবলীলা দ্বারা ঐশ্বর্য্যের পোষণাধিক্যই পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি ঐ সকল তথায় অতি শোভনরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু বাল্যাদি লীলা-এবং অসুরনাশ-লীলা এই দুইটী লীলা লোক ব্যতীত কদাচ শোভা পায় না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের গোলোক লীলা দৈবীলীলার মহৈশ্বর্য্য প্রকাশে যে বাৎসল্যাদি কি অসুরনাশ-লীলাদি প্রকাশ পায়, তাহা নাট্যবৎ অকিঞ্চিৎকর। অতএব গোলোক লীলা অপেক্ষা। গোকুল-লীলার পরমোৎকর্ষ অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবন ধামসম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের বর্ণন।

(গোপালচম্পূঃ)

ইহা চিরপ্রসিদ্ধ যে, বৃন্দাবন নামে এক বন আছে। ঐ বন যেন ধরাদেবীর সর্ব্বপ্রিয় সৌভাগ্যস্বরূপ। ঐ বন সকল লোকের রক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ বন পবিত্রতাকারক হইলেও ঐ পবিত্রীকরণ বিষয়ে বায়ুকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। পরম ত্রিবর্গ দানে বাধাশূন্য হইলেও ঐ বৃন্দাবন সর্ব্বদা অপবর্গসমূহ দান করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনবাসিগণের নির্ব্বাণমুক্তি বিরুদ্ধ। বৃন্দাবনের লেশমাত্র সম্বন্ধে মুক্তির সন্ধান হইলেও স্বীয়গুণরাশিদ্বারা বন্ধন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং নির্ব্বন্ধন হইয়া অর্থাৎ অনাসক্ত থাকেন। এস্থান সর্ব্বদা সজ্জনগণের বরেণ্য ব্যক্তির ভক্তিপ্রদ হইলেও কদাপি ভক্তিভঙ্গ দান করেন না। ব্রহ্মা বৃন্দাবনে জন্ম বাঞ্ছা, অত্যন্ত পুজিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের সমস্ত আনন্দোৎসব, সর্ব্বাদাই পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধনগিরিএবং যমুনা-পুলিন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উত্তম প্রীতি হইয়াছিল।

গোবর্দ্ধনঃ—গোকুলেশ্বর বলিয়া যিনি পুরাণে বিখ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুলই বাসস্থান; গোগণ ঐ স্থানে বাস করে বলিয়া গোকুল শব্দের অর্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কিন্তু গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সকল বিষয়েরই আস্পদস্বরূপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, মানসগঙ্গা গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ভেদ করিয়া থাকেন বলিয়া বিদিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ-জনিত ধারা গোবর্দ্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে মিলিত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড শোভা পাইতেছেন, তাঁহাদের পরস্পর সঙ্গও সৌরভ হেতু এই বোধ হইতেছে, কুণ্ডদ্বয়চ্ছলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম প্রকটিত হইয়াছে, কারণ ঐ কুণ্ডদ্বয় বায়ুসমূহদ্বারা কম্পান্বিত, জড়তাযুক্ত ও ভক্ত সম্বন্ধেআর্দ্রভাবের স্থিতিকারী হওয়ায় জলরূপে সেই প্রেম দৃষ্ট হইতেছে।

যমুনাঃ—সূর্য্যনন্দিনী যমুনা কেবল যে মুরারির স্নানজন্য পুণ্যফলে মানবগণের আনন্দদায়িনী, এরূপ নহেন, পরন্তু তাঁহার দর্শনেও ঐ যমুনা শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তির উৎকৃষ্ট মাধুরী-সার ধারণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যে সকল স্বজনগণ আছেন, তদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি এবং তাহার মহিমায় কৃষ্ণশরীর হইতে কি প্রসারিত ঘর্ম্মকণা নির্গত হইল? কিম্বা স্নিগ্ধলোকসমূহের যে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম আছে, তাহা দ্বারা কৃষ্ণবিষয়ক মধুরভাবে স্বভাব উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা হইলেন? যমুনার পুলিন সকলও মহা প্রেমোল্লাস প্রকটিত করিতেছেন।—অদ্যাপি যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরচিত রাসলীলা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া দর্শনমাত্র দেবতাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সূর্য্যতনয়া যমুনা উৎকৃষ্ট দিব্যরসায়নচূর্ণদ্বারা এই স্থানে তাঁহাদিগকে কি নিজ পুলিন বলিয়া চয়ন করিতেছেন?

আর সেই ভাণ্ডীরবৃক্ষও মন ব্যাকুল করিতেছে। কৃষ্ণবিষয়ে ভাণ্ডীরের প্রেম আর প্রকাশ্যে কি বর্ণন করিব। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান করিলে, যে ভাণ্ডীরবৃক্ষ, এই জগতে অবস্থান করিতে সক্ষম নহি ভাবিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই বৃন্দাবনের প্রেমগাম্ভীর্য্য অবলোকনীয়। কারণ, কোন কোন স্থলে পর্ব্বতের ছলে সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন স্তম্ভিত হইয়া আছেন, কোথায় বা অশ্বত্থবৃক্ষের ছলে কম্পন স্বভাব প্রাপ্ত হইতেছেন এবং কোথায় বা অঙ্কুরের ছলে রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছেন।

ব্রজমহিমাঃ—সেই ব্রজরাজ কুমার শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজবাসিজনগণের সহিত পরিবৃত হইয়া আবির্ভূত হইলে, তাঁহার আবির্ভাব সূচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া কোন্ কোন্ বস্তু না আবির্ভূত হইয়া থাকে? নিশ্চয়ই ব্রজপদ, সমস্ত সমীচীনবিষয় সকল সূচনা করিয়া থাকে। যথাঃ ভা ১০।৫।১৮,—নন্দব্রজ শ্রীহরির বাসস্থান বলিয়া নিজগুণে

নিত্য সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিবান, আবার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল হইতে সেইস্থান মহালক্ষ্মীর বিহারস্থল হইয়াছিল। "এই ব্রজের মধ্যে গোবর্দ্ধন, মানসগঙ্গা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, যমুনা, যমুনা পুলিন, ভাণ্ডীরবট, বৃন্দাবন এবং ব্রজ এই সকলের ভূতলে আবির্ভাব হইয়াছিল। পদ্মপুরাণের মতানুসারে প্রত্যেক কল্পেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। দন্তবক্রবধলীলার শেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোহর এই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইবে। সেই বৃন্দাবনের বৈভববিশেষ প্রকাশ পাইলে তথায় সংসারের সমস্ত লোকের মন এবং শরীরের স্পর্শ পর্য্যন্ত ঘটেনা। বরাহাদি পুরাণে যাঁহার, প্রচুর কীর্ত্তিরাশি কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাদৃশ কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষে ঐ বৈভব পরিপূর্ণ। পদ্ম ও স্কন্দপ্রভৃতি পুরাণগত যে সকল স্পষ্টাক্ষরে শ্রুত হইতেছে তত্তৎ সনাতন স্বভাবের কথা শ্রবণ করাতে যাহা রমণীয় এবং যিনি বলরাম এবং গোপগণের সহিত বিদ্যমান সেই গোপালের লীলার আস্পদস্বরূপ বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যবিশেষ হইতে ঐ স্থান অসীম বলিয়া গণ্য এবং যে আবির্ভাব প্রাকৃতিক নিয়মকেও অতিক্রম করিয়াছে।"

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে পদ্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণাদির সংক্ষিপ্ত অর্থ ন্যস্ত হইয়াছে। যথা—"এই বৃন্দাবন পরমরমণীয় এবং ইহা কেবল আমারই আবাস স্থান। এই বৃন্দাবনে যে সকল পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, মানব ও অমরগণ বাস করে, তাহারা আমারই অধিষ্ঠানে বাস করে এবং মৃত্যুর পর আমার আলয়ে গমন করে। বৃন্দাবনের গোপকন্যাগণ আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া নিত্যই আমার সেবাপরায়ণা। এই বৃন্দাবন পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ এবং ইহা আমার দেহ-স্বরূপ। এই যমুনা সুষুম্না নামধারিণী এবং সর্ব্বদাই ইহাতে পরম অমৃত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইস্থানে দেবগণ ও জীবগণ অলৌকিক দেহ ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন। আমি সমস্ত দেবতাস্বরূপ, এই কারণে কখনও আমি এই বন পরিত্যাগ করি না। এই স্থানে প্রত্যেক যুগে আমার আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। এই রম্য বৃন্দাবন তেজোময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, সুতরাং চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। বৃন্দাবনের বৈভববিশেষ সকল প্রকার সারভাগে পরিপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে কৃপাসিন্ধু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বরুণলোক হইতে আগত হইয়া গোপগণের স্বীয়লোকে অর্থাৎ বৃন্দাবন হইতে আনয়ন করিয়া অক্রুর কর্ত্তৃক যেস্থানে বৈকুণ্ঠ বিশেষের অনন্ত ঐশ্বর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মহ্রদে মজ্জন এবং সেই হ্রদ হইতে উন্মজ্জন দ্বারা ব্রজবাসিজনগণের কৌতুক উৎপাদন করেন। তখন তিনি ছন্দোদ্বারা আপনি রক্ষকরূপে আশ্চর্য্যসংস্তুত হইয়াছিলেন। এই বৃন্দাবনেই নরলীলার বেশ ধারী বলিয়া যাঁহারা তাঁহাকে সাধারণ মানব বলিয়া বোধ করিত, সেই সকল মানবদিগকেও তিনি বৃন্দাবনের বৈভব পরিদর্শন করান। যে বৈভবের প্রতি ভক্তিরসবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রপন্ন হইয়া চিত্তদ্বারাও যেন প্রত্যক্ষ তত্তৎলীলা সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে বৈভবকে লক্ষ্য করিয়া হরিবংশগ্রন্থে গোবিন্দের অভিষেক ঐশ্বর্য্যের অংশে, সুরপতি ইন্দ্র শ্রীমান্ ব্রজরাজপুত্রের শরীরের মত যথার্থ সর্ব্বব্যাপকতা শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সকল পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইলেও, তত্তৎ পদার্থের বর্ণনানুসারে উহাকে প্রাকৃতিক আবরণ হইতে ভিন্ন এবং পরম আকাশের উর্দ্ধস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। অতএব লীলার অনুরূপ থাকাতে যাহার ভূমিসকল ব্যাপক এবং অব্যাপক ভাব পাইয়া থাকে। এই বৈভবের অনন্ত হইতে কোন বিশেষ না থাকাতে এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মত ঐ বৈভবের আকার থাকাতে ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মহাত্মাগণ ইহাকে মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই বৃন্দাবন প্রকটিত, অপ্রকটিত ও প্রকাশময় এবং ইহার নানাবিধ সংস্থান থাকাতে নানাবিধ শাস্ত্রে ইহার কথা শ্রুত হওয়া যায়।

অপ্রকটিত প্রকাশ :—বৃহদ্বামনে উক্ত হইয়াছে,—"যথায় শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত বিরাজমান এবং ঐ পর্ব্বতে রত্নময় ধাতু সকল বিদ্যমান আছে। নদী প্রধানা যমুনার উভয় তট রত্নদ্বারা নিবদ্ধ।" যে লোকের কথা বলা হইয়াছে, উহার নাম গোলোক। ইহা গো এবং গোপগণের আবাস-স্বরূপ। ইহাকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ইহার স্বরূপ পরমশুদ্ধতা দ্বারা উদ্বোধিত, যে শুদ্ধতা অন্যের স্পর্শযোগ্যও হইতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্ব-

সম্পন্ন কতিপয় জ্ঞানবান্, কেবল গোলোকের স্বরূপ অবগত আছেন। এই পরম গোলোকের নামই পরম শ্বেতদ্বীপ। যথায় স্বচ্ছন্দতারূপ আনন্দদায়ক বহুবচনবাচক গোপী পদার্থ সকল শ্রীদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাঁহারা অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় একবচনের অর্থে কুণ্ঠিত নহে। সেই মহাবাক্যের অর্থের সারভাগ আকর্ষণ করিবার যন্ত্রস্বরূপ, গৌতমীয়তন্ত্রস্থিত দশাক্ষরীয় মহামন্ত্রে গোপীজনের বল্লভরূপে শ্রীকৃষ্ণের জপ, ঋষিগণ উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব সেই সকল শ্রী যে গোপীপদার্থ, ইহা সিদ্ধ হইল।

পদ্ম, স্কন্দ, বরাহ ও মৎস্যাদি পুরাণ এবং বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রশাস্ত্রেও গোবিন্দ এবং বৃন্দাবনের নাম যে কথিত হইয়াছে, তাহার কিরূপে অন্যথা হইবে। চারিদিকেই স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধানা লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। গোপীগণ প্রধানা লক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত। এবং যদি শ্রীরাধা গোপীদিগের মধ্যে প্রধানা হয়েন, তাহা হইলে কোন্ রমণীই বা এই শ্রীরাধার সমান হইতে পারেন ?"

অতএব এই প্রকার সেই সমস্ত গোপীর তিনিই একমাত্র রমণ। সেই কারণেই তাঁহার গোকুল ধাম এবং গোবিন্দ নাম। যে সকল রমারমণ নামে পুরুষ আছেন এবং যাঁহারা প্রত্যেক রমার মধ্যে এক এক রমাকে রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই পরমপুরুষ। যদি রমণ শব্দে পাণিগৃহীতা পতিকেই বোধ করায় তবে কি হেতু ঔপপত্যভাব শুনা যায়, তদুত্তরে—মধ্যে অর্থাৎ অবতার সময়ে মায়াদ্বারা প্রতীত যে উপপতিভাব তাহা অবান্তর হেতু পরে অবধ্বস্ত হইবে। এই বাক্য শ্রী এবং পরমপুরুষ শব্দদ্বারা অনুমিত হইয়াছে।

তথায় যে সমস্ত বৃক্ষ আছে তাহারা সকলেই কল্পতরু, ইহারা সঙ্কল্পিত দানে সমর্থ। ভূমি সকল, আদর্শ (দর্পন) তুল্য নির্মল ঐশ্বর্য্যে তথা নানাবিধ দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্যের ভূমিকাস্বরূপ হইয়া এবং রমণীর মত অভিলাষবৃত্তির সৃষ্টি করিয়া চিন্তামণিরত্নের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

বৃন্দাবনে যে সকল গৃহপ্রভৃতি স্থান আছে, তাহার ভূমি মহাচিন্তামণিরত্নে ব্যাপ্ত ও সুশোভিত, ঐ ভূমির কমনীয় ভাবের তারতম্য এবং মহিমা অগম্য। কারণ, বৃন্দাবনে সম্ভূত তরুগুল্মাদি উদ্ভিদ্ সকল, বৃন্দাবনে নিজনিজ উৎপত্তিভূমির শোভা প্রকাশ করিয়া থাকে। যেস্থানে বৃক্ষ এবং বিহঙ্গগণ, দৃষ্টি এবং শ্রবণ পথের অগোচর হইলেও কেবলমাত্র জাতি এবং রূপের দ্বারা তদ্গোচরিত হইয়া বৃন্দাবনবাসি ব্যক্তিদিগের প্রতিদিন নব নব ভাবে আশ্চর্য্য দেখাইয়া থাকে। বৃন্দাবনের জলও অমৃতের মত, সুতরাং অমৃতের কথা আর কি বলিব। কথাও যখন বৃন্দাবনে সঙ্গীতের কার্য্য করে এবং কর্ণযুগলে খণ্ডমরিচাদি মিলনে অদ্ভুত পুর্ব্বরসের মত হইয়া থাকে, তখন স্বয়ং সঙ্গীতের কথা আর কি বলিব। গমনকার্য্যেও যে স্থানে নৃত্যচাতুরীর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে, তথায় স্বয়ং নৃত্য যে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে তাহার আর কথা কি ? যে-স্থানে কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের বংশী, আশু সুখবিলাস প্রকাশ পুর্ব্বক সহায়তারূপে শোভা পাইয়া প্রিয়সখীর ন্যায় যে বিদ্যমান আছে। সুতরাং ইহার মত অন্য আর কেহই ধন্য নহে। তথায় কেবল চিদানন্দ নামক এক পরম জ্যোতি নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্ন শক্তিপ্রকাশ বলে বস্তু বিশেষ-রূপে প্রকাশিত হইয়া গোকুল শব্দের শক্তিলব্ধ লৌকিক কেবলমাত্র লীলা রচনা করিবার জন্য, জ্যোতিঃ শব্দোক্ত চন্দ্র সূর্য্যাদির লক্ষণ প্রকাশ করাতে তত্তৎ প্রকাশ যোগ্য কুমুদ, পদ্মপুষ্প প্রভৃতির লক্ষণ দ্বারা আস্বাদন যোগ্য হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু মর্ত্তালোকের মত বিপরীত পরিণামের প্রণালী দ্বারা ব্যাপ্ত থাকিয়া বীভৎসরসাত্মক দ্রব্যরূপে পরিণত হয় না।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—গন্ধরূপ, স্বাদরূপ এবং যাহা কিছু পুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য আছে তথা রসযুক্ত ভৌতিকদ্রব্য, এই স্থানে রসরূপ হইয়া থাকে। ভাঃ ১০।১৪।৩৭—হে ভগবন্! আপনি বস্তুতঃ নিষ্প্রপঞ্চ, কেবল ভক্তজনের আনন্দ বিস্তারার্থ এইরূপ প্রপঞ্চ বিস্তার করিতেছেন। প্রভো! কপট পুত্রাদি কি তাদৃশী ভক্তির বিনিময় হইবে ? ব্রহ্মার এই বাক্যের অনুসারে প্রপঞ্চানুকারী সারপূর্ণ লীলাকার্য্যে তাঁহার এবং তদীয় আশ্রিত জনগণের যেরূপ

আবেশ হইয়া থাকে সেরূপ নিত্যাকার লীলাসারেও হয়না, ইহাই লাভ হইতেছে। অতএব প্রপঞ্চের অনুকরণে তাঁহার আবেশ এবং নিত্যাকারে প্রবেশ হইয়া থাকে। তদীয় ইচ্ছানুসারে লীলাশক্তি নিত্যাকারে প্রায়ই প্রপঞ্চ সদৃশ সকল বস্তু প্রকটিত করিয়া থাকে, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর যে কলী অর্থাৎ অল্প অব্যক্ত মধুরধ্বনি তাহার যে খুরলী অর্থাৎ অভ্যাস তাহা স্বীয় মাধুরীদ্বারা মধুর অপেক্ষা মধুর ও সুগন্ধযুক্ত দুগ্ধক্ষরণকারিণী সুরভি সকলের স্তনরূপ পর্ব্বত হইতে নদী বিস্তার করিয়া সকল দিকে পরিখার ন্যায় ক্ষীর সমুদ্রকে বিস্তার করিতেছে। তথায় যে সকল ধেনু আছে তাহারা সকলেই কামধেনু। এই কারণে তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধক্ষরণ হয় বলিয়া তাঁহাদের ক্ষীরবাহিনী শক্তি প্রচুর পরিমানেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ সেই সকল নদীকে নানা রসবাহিতারূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বেদেও উক্ত আছে যে, গোকুলই বনবৈকুণ্ঠ। শ্রীমান্ ব্রজরাজের পুত্রত্ব স্বভাবসম্পন্ন মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোকুল নামক কমলের কর্ণিকার মধ্য অধিকার করিয়া নানাবিধ বর্ণের আশ্রয়স্বরূপ হওয়াতে মণিময় মহাগৃহ, যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে, যাহা স্বয়ং অনন্তের অংশ সমুৎপন্ন বলিয়া প্রকাণ্ডে অনন্তভাগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে গৃহের প্রাচীরের অঙ্গস্বরূপ কেশর সমূহের নিকটে চারিদিকেই উপাসনাকারী দয়াযুক্ত জ্ঞাতিস্বরূপ গোপালগণ বাস করিতেছেন। গোকুল শব্দের বলে তাহাও সঙ্গত হইয়া থাকে। অতএব গোপ-জাতির সেই সকল ভাগ (অংশ, বকাসুরনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণের উপর বিদ্যমান আছে, তাহাতেই তাঁহারা অংশবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, তাঁহাদের জীবনোপায়ের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া উপযুক্ত। ভাগবতে ১০।২৬।১৫—অরিষ্টাসুরকে বিনষ্ট করিয়া স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিরম্ভিত হয়ত শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সহ গোকুলে প্রবেশ করিলেন। তিনি গোপীদিগের নয়নের মূর্ত্তিমান উৎসব ছিলেন। এই সকল আত্মীয় বর্গকে শ্রীকৃষ্ণের সমান জাতিত্ব—তজ্জাতিত্ব বলিয়াছেন।

সেই গোকুল নামক কমলপুষ্পে লক্ষ্মীস্বরূপা গোপীদিগের স্ব-স্ব অংশ দ্বারা কমলপত্র সকল কেলিবন হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত চিন্তামণি রত্নরাশি নির্ম্মিত বহু সংখ্যক গৃহের মধ্যে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপনে বিহার করিয়া থাকেন। সেই গোকুল মধ্যে সত্যই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার রাজ্যসুখ দান করিয়া ছিলেন, ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু শ্রীরাধিকার গুণে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত রমণীগণের মধ্যে ব্রজরাজসুত শ্রীকৃষ্ণের বধূভাব যদি প্রসিদ্ধি লাভ না করিত, তাহা হইলে ব্রজের সমস্ত কমলপত্র রাশির আধিপত্য সফল হইতে পারিত না। অল্পমাত্র কুঞ্চিত যে পদ্মপত্র, তাহার মত উন্নত যে পার্শ্ব দ্বয়ের অবয়বদ্বারা বহির্ভাগে অলঙ্ঘ্য শৃঙ্গবিশিষ্ট মণিময় আলবালের শোভাই যাহার আশ্রয় হইয়াছে, সেই গোকুলপদ্মের পত্র সকলের মধ্যে মধ্যে কেশর হইতে বহির্গত সুবিস্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পুরের পথ সকল শোভা পাইতেছে। পত্রের অগ্রবর্ত্তি সন্ধিস্থলে স্পষ্টরূপে মধ্যদেশ অধিকার করিয়া অবস্থিত সর্ব্বাধীশ্বর শ্রীনন্দরাজের গোষ্ঠের অর্থাৎ গোস্থানের ন্যায় গোষ্ঠসকল শোভা পাইতেছে। যেহেতু ঐ পদ্মের সেইস্থান পর্য্যন্তই গোকুল নামে অভিহিত।

সেইস্থানেও সমবয়স্ক গোপালগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া গোদোহনসময় দর্শন করেন এবং পদ্ম সংখ্যক কল্পবৃক্ষ পরিবৃত চিন্তামণিনির্ম্মিত ভবনসকলে সুরভীদিগকে প্রতিপালন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং সমীপগামি গোপগণের আলয়রূপ গোকুল পদ্মের চতুষ্পার্শ্বে যে চতুষ্কোণ স্থান আছে, পণ্ডিতগণ সে সমস্ত স্থলকেই বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন, ঐ বৃন্দাবনের বাহির ও অন্তরকে দীপের ন্যায় প্রকাশ করিয়া মহাদীপতুল্য পরম সুন্দর স্থল সকল শ্বেতদ্বীপ ও গোলোক শব্দে কথিত হয়েন। সেই বৃন্দাবনের যে বহির্ভাগ সমুদ্রের ন্যায় পরিচ্ছেদ রহিত, সেইস্থানে যে সকল লোক আছে তাঁহাদের শোক নাই, তাহারা পৃথিবী সম্বন্ধীয় সংসারিলোকদিগের ন্যায় এবং সকলেই যেন অন্য বৈকুণ্ঠবাসি লোক সকলের মত। আর পণ্ডিতেরা পত্রস্থিত বন সকলকে কেলিবৃন্দাবন বলেন। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে—সেইস্থানে মহাবৃন্দাবন এবং কেলিবৃন্দাবন সকল অবস্থিত।

অনন্তর বৃন্দাবনের দক্ষিণ এবং পশ্চিমভাগে সকল স্থানেই পর্ব্বতরূপ ভ্রমরদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। চতুষ্কোণ লক্ষ করিয়া কমল হইতে নিতান্ত পতিত হইয়া চারিদিকে মধুধারাবাহিনী যে সমস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে, ঐ সকল পর্ব্বতরূপ মধুকরগণ সেইসকল নদীদিগকে যেন পান করিতেছে এবং অপর লোকে তাহা পান করিবে বলিয়া যেন তাহারা মধুধারা-বাহিনী নদীদিগকে বমন করিতেছে। যে চতুষ্কোণে ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে মহামণিময় শৃঙ্গদ্বারা নিবিড় শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত কুটীভূত অর্থাৎ রাশীকৃত মহামণির ন্যায় সর্ব্বাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় আনন্দ-গর্ব্ব উৎপাদন করিতেছেন।

এই হরিদাসশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবর্দ্ধন নামক পর্ব্বত রমনীয় মণিশিলাদ্বারা উপবেশনস্থান, পক্ষিগণের মধুরশব্দ-দ্বারা সুখহেতুক জ্ঞাত স্বাগত, শ্যামাধান্য, দুর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা সহিত সকলদিকে ক্ষরিত ও বক্র নির্ঝর জলদ্বারা নিষ্পন্নপাদ্য। ইতস্ততঃ গমনশীল মৃগের চরণ পাতে অবনত অথচ অক্ষত কুশাঙ্কুর ও দুর্ব্বাঙ্কুরদ্বারা সুলভ অর্ঘ্য। তীর সমীপ সমুদ্ভূত লবঙ্গ ও কঙ্কোলযুক্ত কুণ্ডজলদ্বারা আচমনীয় জল। নূতন নূতন অপেক্ষা নবপ্রসূত ধেনুগণের ক্ষরিত ক্ষীরের রূপান্তর দধি এবং দধি জনিত ঘৃত মিশ্রিত বৃক্ষদণ্ড মধু সংযুক্ত মধুপর্ক। শৃঙ্গাগ্রশিলা হইতে ক্ষরিত প্রখর ধারা পাতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রণয়যুক্ত জনকে আহ্লাদিত করিয়া স্নানীয়জল। পট্টবস্ত্রের ন্যায় প্রিয় সুগন্ধ পরিপাটী-যুক্ত ভূর্জ্জাদি বৃক্ষবিশেষের বল্কলদ্বারা কলিত সুখবসন। স্বভাবসিদ্ধগন্ধে সুগন্ধ শিলাশত মিলিত হরিচন্দন, হরিতাল ও গৈরিকাদিদ্বারা সামান্য গন্ধাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গন্ধ। প্রফুল্ল মালতীলতাদিদ্বারা নন্দিত দেবগণের আহ্লাদদায়ক পুষ্প। গোগণের খুরভগ্ন জাইফল অগুরু ও দেবদারুধূমদ্বারা ব্যাহত সর্ব্বধূপ অর্থাৎ সমস্ত সন্তাপ নাশক ধূপ। দিবসেও সমুজ্জ্বল মণিসমূহের জ্যোতির্দ্বারা সর্ব্বসম্পৎ প্রকাশক দীপ। মনোহর গুঞ্জা, ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পগুচ্ছে বাঞ্ছিত বস্তুর নির্ম্মাণদ্বারা কৃত পোষকে আভরণ। অভিলাষ যোগ্য ফলমূলসমূহদ্বারা সর্ব্বসুখের একত্র মিলনরূপ আহার। পশ্চাৎ পুষ্পবাসিত শীতলজল সংসৃষ্ট পুনরাচমনীয় জল, বিমল ও তুলনারহিত গন্ধযুক্ত তুলসীপত্র দ্বারা মুখবাসন তাম্বূল। বায়ুভরে চঞ্চল প্রফুল্ল পুষ্প সম্পদযুক্ত চম্পকরূপ দীপশ্রেণী দ্বারা রাত্রি পর্য্যন্ত আরতি। নিবিড় পল্লবসমূহ সম্পন্ন বকুলপ্রভৃতি বৃক্ষনিকরদ্বারা যাহার অত্যুত্তম শোভাবিশেষ হইয়াছে তাদৃশ পত্রযুক্ত আতপত্র। মলয়পবন হেতু ঈষৎ চঞ্চল পল্লববিশিষ্ট বৃহৎ শালবৃক্ষদ্বারা ভব্যজনের আহ্লাদক ব্যজন। নিজের কেকারবহেতু সর্ব্বসমক্ষে বিখ্যাত কেকি (ময়ূর) গণের হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতাদিভেদে অনেকাঙ্গ কেকাধ্বনির সহিত ব্যাপ্তমুখ হইয়া নৃত্য। কীচক (রবকারি বংশ) গণের কলধ্বনি শ্রুতি পথে শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব-ভ্রমে সমাগত রমণীগণ সমন্বিত রমনীয় শয্যার ন্যায় পতিত পুষ্পের ক্রমদ্বারা সমস্ত শয্যার অতি শ্রেষ্ঠ শয্যা। কাকলী অর্থাৎ সুমধুর অস্ফুট মধুর ধ্বনি সমন্বিত কলকোকিলসমূহদ্বারা লব্ধ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ করিয়া গান অর্পন করেন। শ্রীগোবর্দ্ধন এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ সকল সমর্পণ করিয়া আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব হরিদাসবর্য্য অর্থাৎ হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া মানসগঙ্গার সর্ব্বসুখাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মানসদ্রব হইয়াছে, তন্নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে মানসগঙ্গা নামে বর্ণন ও স্তব করেন। যখন অঘাসুরবিজয়ি শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীবামনদেবের অল্পমাত্র চরণ স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগঙ্গা দেবী সর্ব্বপাপ বিনাশিনী এবং শ্রীশিবশিরে আরূঢ়া হইয়াছেন, তখন বিধি, শিব ও লক্ষ্মীবিজয়ি প্রশস্ত ব্রজবাসিজনের সহিত সর্ব্বদা বিহারি, সর্ব্বপাপহারি স্বয়ং অঘজয়ি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা মানসগঙ্গা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা আর কি বলিব ?

বৃন্দাবনের উত্তর পশ্চিম দিকে 'কস্থ' অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় আনন্দরাশিস্বরূপ ব্রজধামের আঙ্গিনার সমীপে বর্ত্তমান হেতু কালিন্দী এই নামে যমুনা বিলাস করিতেছেন। যিনি কখন কখন স্রোতদ্বারা গলিত নীলকান্তমণির ন্যায় শোভা বহন, কখন কখন হরিদ্বর্ণ রত্নভূমির ন্যায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া মুরলীর মধুরধ্বনি শ্রবণ এবং মুরলীধ্বনি

না হইলে স্বয়ং শব্দ করিয়া থাকেন, এইরূপে সেই সূর্য্যতনয়া জল ও স্থলে হরিসেবন বিধিতে মঙ্গল প্রসব করিতেছেন।

শ্রীযমুনা প্রফুল্ল কমল নেত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুরী দর্শন, জলের ঘূর্ণারূপ শ্রুতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত শ্রবণ, মৎস্যরূপ নাসিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ আঘ্রাণ, তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আলিঙ্গন, হংস ও চক্রবাকরূপ বদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রহস্যবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! এই প্রকারে জলরূপিণী যমুনা যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, তখন দেবমূর্ত্তিতে কিরূপে সেবা করেন তাহা বোধগম্য নহে। সর্ব্বত্র বর্ত্তমান সরোবর সকল যমুনায় এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করে যে—হে বান্ধবগণ! দর্শন কর, ব্রজবিপিনে যাঁহার নিশ্চল বাস তিনি স্বয়ং অন্যের পোষক হইয়া থাকেন, ইহা মনোমধ্যে অবধারণ করিয়া সরোবর সকল স্রোতজলরাশিদ্বারা যমুনাদিনদীগণকে বিস্তার করিতেছেন। ঐ যমুনার পার্শ্বস্থ ভূমি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে একভাগে প্রফুল্ল কমল ও কৈরব-পুষ্পসমূহদ্বারা সুপ্রকাশিত নদীগণ এবং অন্যভাগে বহুবিধ পুষ্পবৃক্ষ সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য সকল শোভা পাইতেছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডই ময়ূরের কেকারবে, ভ্রমরের ঝঙ্কার ও কোকিলের কুহুরবে অতি সুমধুর এবং রমণীদিগের চন্দনাদি অঙ্গরাগদ্বারা ব্যাপ্ত ও রাসলীলা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া নাসিকা, নয়ন, শ্রবণ ও ত্বগিন্দ্রিয়ের আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

ভাণ্ডীরবট ঊর্দ্ধ বিস্তৃত হেতু সূর্য্যপদে গমন করেন নাই, কিন্তু পার্শ্বদেশের বিস্তৃতি দ্বারা যমুনাতে নৌকাপদ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোপগণ বিহার করিতে করিতে ঐ ভাণ্ডীরের শাখা সকলকে আশ্রয় করিয়া কালিন্দীর পরপারে বারম্বার গমনাগমণ করেন। কোন অঙ্গে গৃহতুল্য অত্যুত্তম কোটরসমূহ প্রকট করিয়া, কোন অঙ্গে পর্য্যঙ্ক সদৃশ সুখতম স্থূল শাখা বিস্তার করিয়া এবং কোন অঙ্গে দোলাতুল্য গ্রথিত লতাশ্রেণী সম্বলিত হইয়া সর্ব্বদা এই ভাণ্ডীরবট কোন্ হরিকেলিকে না বিস্তার করিয়াছেন?

ভাণ্ডীরবটের উত্তর দিকে রামঘট্ট নামক প্রদেশ সুখ সমূহ বিস্তার করিতেছে। যে স্থানে ক্রীড়াকারী বলরাম রমনীয় শোভা বিশিষ্ট হইয়া সুখানুভব করিয়া থাকেন। এই গোলোকের আকাশমণ্ডলে লোকপালদিগের পুজনীয় ও পরমশ্রেষ্ঠ আবরণদেবতাগণ বিমানচারী হইয়া অতিশয় রূপে আবরণ করিয়াছেন। যে স্থানে বাসুদেবাদিনামক চতুর্ব্ব্যূহবৃন্দ স্বয়ং লোকপালের ন্যায় হইয়া সেনাসমূহের কার্য্য স্বীকার করিতেছেন, সেই গোলাকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কথা কি? তাহারাত অতি ক্ষুদ্র। এইরূপ হওয়ায়, এই গোলোক নামক লোকপরম মান্য, সামান্যরূপেও কেহ তাহার বর্ণনা করিতে সক্ষম হয় না। যাহাকে দেবগণ অমৃতসিন্ধু, কবিগণ যশতুল্য, বিশ্বকর্ম্মাগণ আশ্চর্য্যরূপ, ব্রহ্মানুভবিগণ সর্ব্বানন্দ মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার এবং ভগবদ্ভক্তগণ স্বয়ং প্রেমপ্রকাশ হইয়াছে এই বলিয়া অনেক পরামর্শে দর্শন করিয়া থাকেন। এ কি তেজ, কিম্বা চিত্র, অথবা নটকলা, কিম্বা কোন লোক, অথবা শুক প্রগীত প্রেমই কি সুন্দর শরীর প্রকটন করিয়াছেন, এই বলিয়া গোলোক-লোকপাল প্রভৃতি দেবতাগণ বিতর্ক করিয়া সেই গোবিন্দধামে প্রতিদিন সংভ্রম ও ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেছেন। এইরূপ এই গোলোকধাম বুদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া সহসা বুদ্ধির মধ্যস্থানে আরোহণ করিতেছেন। আহা! যে লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ বিস্তার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার প্রতি নিরন্তর স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন. সেই গোলোকধাম হঠাৎ আমাকে নিরন্তর দর্শন-বিষয়ে অভিলাষী করিতেছেন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ও বৈকুণ্ঠ সকলে যাঁহার শ্রবণ অতি বাঞ্ছনীয়, অন্য কি! যাঁহার শ্রবণে লক্ষ্মী দেবীও লালসা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে গোপগণের প্রধান বান্ধবরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যে আমার হৃদয় নিমগ্ন হইয়া বারম্বার আসক্ত হইতেছে।

বেণুধ্বনি ঃ—বেণুধ্বনিঘটা বৃক্ষসকলকে অঙ্কুরিত করুক, পর্ব্বত সকলকে শীঘ্রবীভূত করুক, নদী সকলের জলকে স্তম্ভিত অথবা উজান গামিত্ব করুক, কিন্তু সে অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া কিজন্য হঠাৎ বলপূর্ব্বক কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণধ্যানকারি ভক্তগণকে কম্পিত ব্যক্তির ন্যায় করিতেছে। এই বেণুরব অনুভবকারি ভক্তগণের মনোমধ্যে সুখ-

স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইলেও তাহা বলিতে সক্ষম হওয়া যায় না। বেণুবাদন তৎপর শ্রীকৃষ্ণ বিহার নিমিত্ত যে স্থানে গমন করেন তথায় বৃক্ষও আহ্লাদে প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা নাই ও বক্তৃতা নাই এবং ইহাতে জিজ্ঞাস্য নাই, তথা বলিবার বিষয়ও কিছু দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণসখা :—সেই গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের সখাবর্গ গোচারণ করিতে করিতে সজলনয়নে সুমধুর রাগ সহকারে গোপগীতি গান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতেছে। তাঁহারা সকল জন্মলীলা অবধি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের চারিত্র সকল স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মোহগ্রস্ত হইতেছেন। উত্তম কস্তুরীর দ্যুতি ও সৌরভের ন্যায় প্রচুর গোময়রূপ উত্তম চূর্ণে, গৃহ সদৃশ শরীরবিশিষ্ট উত্তম উত্তম তরুসমূহে দিবাভাগে নব নব বৎসগণে এবং রাত্রিতে সুরভি জয়কারি গাভীসমূহে উপলক্ষিত গোষ্ঠ সকল প্রতি শত প্রকার স্মৃতিকে আদেশ করিতেছে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে, বৎসগণকে মোচন কর, গাভীগণকে দোহন কর, দুগ্ধ সকল সঞ্চয় কর, গো সকলকে দেখ, গৃহের প্রতি গমন কর, শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে কর, কৃষ্ণলীলা গান কর এবং সপুলক অশ্রুবিস্তার কর, এইরূপে গোপগণের অত্যন্ত হর্ষ-বিশিষ্ট চরিত্র আমার চিত্তকে ব্যাকুল করিতেছে। এবং এই সকল রাজপথ সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনরূপ প্রাঙ্গণের ন্যায় বলপূর্ব্বক আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। কারণ, রাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ এইরূপ সুস্পষ্ট বাক্যগুলি যাতায়াতকারি ব্যক্তিমাত্রের স্বেচ্ছাস্বরূপ আলাপ সেই সেই রাজপথে সততই শ্রুত হইতেছে।

গোকুল নামক সহস্রদল কমলের পত্র সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীদিগের অন্তঃপুরোচিত উপবন স্বরূপ। সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট কৃষ্ণপ্রেয়সী প্রমদাদিগের অন্তঃপুরোচিত উপবন স্বরূপ কমলপত্র সকল পণ্ডিতগণ বর্ণন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। কারণ, তথাকার সমস্ত বস্তুই আশ্চর্য্য, অতিকষ্টে তাহা প্রতীত হইয়া থাকে।

যে সকল কমলদলে, কোন স্থানে গুঞ্জালতাগণ নিজ অবয়ব দ্বারা গৃহসমূহের ভ্রান্তিজনক কান্তিযুক্ত হইয়াছে, কোন স্থানে শত শত গৃহ সকল বিচিত্র অবয়বদ্বারা গুঞ্জালতাতুল্য হইয়াছে, কোন স্থানে জলরাশি প্রফুল্ল কমলাবৃত এবং স্থল সকল স্থলকমলে আবৃত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে শোভা পাইতেছে।

সূর্য্যাদির কান্তিবিজয়িরত্নময়ধরণীতলে বৃক্ষগণের মধ্যবর্ত্তি সুরম্যভবনে মহাসিংহাসন অবস্থিত আছে, যাহার কান্তি অন্যের অগোচর, কেবল পরমাত্মীয় জনবৃন্দের নেত্রে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যাহার চতুষ্পার্শ্বে সহচরীগণ চামরদ্বারা অঙ্গগন্ধ লোভে লুব্ধ ভ্রমর সকলকে নিবারণ করিতেছেন, সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীরাধা-মাধবের মাধুরীসুধা তৃষ্ণাকে বৃদ্ধি করিতেছে।

সদানন্দপ্রদ গোকুলরূপ কমলপত্রের আদিস্থিত ও উপরি নিবিড় শাখাসমূহদ্বারা অলক্ষ্য তলস্থল, যাহা উচ্চতর লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষের মধ্যভাগে রাজসভার ন্যায় সুশোভিত সংস্তত মনোহর কিঞ্জল্ক ও কর্ণিকার মধ্যস্থলে বাসকারি ও সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, তথা পরিবারবর্গ সমন্বিত সুরভীপালভূপাল সকলের অচিন্ত্য চিন্তামণিময় বৃহৎ সপ্ত কক্ষ মনোহর ধাম (সপ্তখণ্ড গোলাকার বাটী) নিকাম অতিশয় তেজবিস্তার করিয়া নেত্রের বিস্ময় জন্মাইতেছে! সেই কর্ণিকা মধ্যে ভাসমান (স্বপ্রকাশ) শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থানের সকলদিকেই সতত পরার্দ্ধ সংখ্যার উপরিগণিত সজাতীয়দিগের যে অদ্বিতীয় পুরী আছে, তাহা অতি স্নেহযুক্ত বন্দিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সন্দিগ্ধ হইতেছেন ও স্তুত হইতেছেন। যে ব্রজবাসিগন তাঁহাদিগের দাসরূপে গোকুলে বাস করিতেছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় কৃষ্ণসেবি গোপদিগের সেবকরূপে বর্ত্তমান আছেন, যে হেতু গোপগণের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ ও আশয় শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই হইয়াছে। নেত্র, শ্রোত্র, চিত্ত ও অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণপর হইয়াছে। সেই গোকুলে 'চক্ষুষশ্চক্ষুঃ' অর্থাৎ চক্ষুর চক্ষু এই শ্রুতি সম্বন্ধিনী বার্ত্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্ববিস্ময়ের নিমিত্ত কি সূত্র সঞ্চারিত বিগ্রহ প্রতিমা শোভা পাইতেছে অথবা গোপগন নিজ অন্তরে শ্রীকৃষ্ণভাবদ্বারা বদ্ধ হইয়া সেই সেই স্থলে ভ্রমণ করিতেছেন।

ব্রজমণ্ডলে বুধারি কৃষ্ণের আত্মীয়গণের যে খ্যাতি প্রকাশ আছে, কৃষ্ণপ্রেম পথিকগণকে অর্থাৎ সিদ্ধভক্তদিগকে অভিলাষানুসারে ঐ খ্যাতি নিরন্তর অর্পণ করিতেছেন।

যে স্থানে নগর সকল, বহুবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ দীর্ঘপুরদ্বার বিশিষ্ট হইয়াই যেন বিরাজ করিতেছে। যাহাদের পথ সকল সেই পদ্মকেশর রূপ পুরদ্বারের সীমা স্বরূপ হইয়া চারিদিকে বিরাজ করিতেছে। যে স্থানে সুন্দর ও দীর্ঘ সেই সকল গৃহ, পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পরস্পর অত্যাচ্চ শোভা দর্শনের জন্য যেন অভিলাষী হইয়া রহিয়াছে। যে স্থানে উৎকৃষ্ট অঙ্গ এবং সৌন্দর্য্যে সমবেত হইয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন এবং তাঁহাদের নিশ্চল চরণযুগল, যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, সেই সকল মহাসিংহাসন, বিচিত্রভাবে দর্শকগণের নেত্রসমূহের ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছে। যে স্থানে প্রথম এবং দ্বিতীয় কক্ষ্যানিবাসী লক্ষলক্ষলোক এক সঙ্গেই নেত্রগোচর হইয়া পরস্পর শত শত সুখ বর্ষণ করিয়া থাকে। যে স্থানে একত্র উপবিষ্ট জনসকলের রূপরাশি রূপককাব্যের ন্যায়, অন্যস্থলে প্রতিরূপ ছলে প্রতীত হইতেছে। কেবল যে তাঁহাদের প্রতিবিম্বরূপস্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিধ্বনি সকল, অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ধ্বন্যাত্মক কাব্যের মত, ধ্বনির স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হইতেছে। যে স্থানে কখনও যে সময় শ্রীমান্ নন্দকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকেন। যাঁহার দেহকান্তি দেখিলে পরমানন্দনির্ঝরের প্রবাহ পরিপুরিত হইয়া উঠে এবং যাঁহার কান্তিপ্রবাহ দেখিবামাত্র সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠে। তিনি যখন স্বয়ং দর্শনসুধাপ্রদানে জনগণের নেত্রচকোরদিগের তৃপ্তি পরিপূর্ণ করেন, তখন কিন্তু উৎসবদিগেরও মহোৎসব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৎপরে পঞ্চকক্ষ্যা (প্রকোষ্ঠ) বলিয়া বিখ্যাত সকলের চিত্তাকর্ষক সেই ব্রজরাজের অন্তঃপুর বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মাতা পিতাপ্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়বর্গের সহিত, সেই অন্তঃপুরেই বাস করিয়া থাকেন। যে স্থানে সভাশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত চারিটি হইলেও মধ্যে লক্ষ অন্তঃপুর সমবেত কক্ষ্যা সকল লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্য আর একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চমকক্ষ্যা, সকলের মধ্যে নিহিত হইয়া যে স্থানে চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চমকক্ষ্যা, মহাপ্রাঙ্গণে পরিপূর্ণ আছে। ইহার পশ্চিমদিকে স্বীয় অন্তরঙ্গস্বরূপ প্রত্যেক প্রাঙ্গণের চারিদিকে গৃহসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়িনী শ্রীব্রজরাজের প্রেয়সী যশোদাদেবী ঐ সকল গৃহ অবলম্বন করিয়া আছেন। তাহার উত্তরদিকে রোহিণীদেবী সুখকিরণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহসমূহ অবলম্বন করিয়া আছেন। তাহার পূর্ব্বদিকে সর্ব্বজনপূজ্য শ্রীব্রজরাজ, গৃহসকল আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছেন। এবং তাহার দক্ষিণ দিকে আত্মীয়বর্গের সম্মান, ভোজন এবং দানসামগ্রীদ্বারা গৃহ সকল পরিপূর্ণ আছে। অনন্তর তাহার বাহিরে যে চতুষ্টয় কক্ষ্যা বিদ্যমান আছে, ঐ সকল কক্ষ্যা নানাবিধ বাহ্য এবং অন্তঃপুর বিভাগে পরিপূর্ণ তথা পরম সন্তুষ্ট জনসমূহে পরিপুষ্ট আছে। ঐ চতুষ্টয় কক্ষ্যা, প্রণাৎ পশ্চিমাদিদিক্ নিশ্চয় করিয়া দিতেছে। ঐ সকল কক্ষ্যার উত্তরাতি অবলম্বন করিয়া সকল শুভদর্শনকারিণী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যমান আছেন। উত্তরদিকে রামঘট্ট স্থলে ক্রীড়াকারী শ্রীবলরাম বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকগতি শ্রীযদুরাজাধিপতি বাস করিতেছেন এবং যে স্থানে দক্ষিণ-দিকে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের আনন্দদায়ী শ্রীমান্ নন্দনন্দন পতিরূপে অতিশয় বিরাজ করিতেছেন।

তথায় অহরহঃ বিরহরহিত রহস্য কেলিতে তৃষ্ণাযুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব-স্ব নামে বিখ্যাত কক্ষ্যারূপ ধামদ্বয়ে অর্থাৎ সভামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি পঞ্চকক্ষ্যার তৃতীয় ও চতুর্থ কক্ষ্যাতে পরমলক্ষ্মীগণের শ্রেষ্ঠা প্রেয়সীগণের গৃহশ্রেণী প্রকাশ পাইতেছে।

এই কক্ষ্যাদ্বয়ে এক শিল্পশালা আছে। ঐ শিল্পশালায় সখীগণ, আবেশের সহিত নানাবিধ শিল্পকলা রচনা করিতেছেন। তাঁহারা নিজ নিজ যুথস্বামিনীর পরম অপূর্ব্ব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুরাগাদির কথা সকল গান করিতেছেন। ঐ সকল সখীগণ, মধু অপেক্ষাও সুমধুর কাকলী অর্থাৎ মধুর অথচ অস্ফুট ধ্বনিসমূহ এবং তরুপর্য্যন্ত, তত্রত্য সমস্ত

বস্তু যখন আর্দ্র করিতেন, তখন তাঁহারা যে বহু কষ্টসৃষ্টে মিথুনীভাব প্রাপ্ত মিথুনদ্বয়কে অর্থাৎ রাম ও রামপত্নী এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপত্নীগণকে আর্দ্র করিবেন ইহা বিচিত্র নহে।

সেই তৃতীয় ও চতুর্থরূপ কক্ষ্যাদ্বয়ের আবরণরূপে লক্ষিত যে অন্যতর প্রথম ও দ্বিতীয়রূপ কক্ষ্যাদ্বয়, সেই কক্ষ্যাদ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের যথা উত্তরে শ্রীরামের ও দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের বাহির ও অন্তররূপ উপবেশন স্থান হইয়াছে। উক্ত কক্ষ্যাদ্বয়ের সম্মুখদ্বার সকল মধ্যবর্ত্তি শ্রীনন্দ ও যশোদার গৃহখণ্ডের দ্বার পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। সপ্তকক্ষ্যা সুসজ্জিত এই পুরী, অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্যকক্ষ্যা লইয়াই সপ্তকক্ষ্যা ঘটিয়াছে। প্রত্যেক কক্ষ্যার অভ্যন্তরে একভূমি, দ্বিভূমি, ইত্যাদি নিয়মে অধিক ভূমিকা বা বেশসজ্জাদ্বারা অত্যুচ্চ প্রণালীপূর্ণ দেহ ধারণ করিয়া এবং সমান সম্মানভাজন গৃহের স্ব-স্ব বীথিকাধারণ করিয়া, এই গোলোকের ধরণী জনগণের মন হরণ করিতেছে। তথায় যে সমস্ত গৃহশ্রেণী বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যেরেখা, মণিময় ভিত্তিতে সংক্রান্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সকল গৃহেরই চারিদিকে উভয় পার্শ্বে দ্বার থাকতে, পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এইরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে যে, সেই শোভায় দিঙ্‌মণ্ডল আনন্দিত হইয়া থাকে এবং তাহা দেখিয়া সকলেই "ইহা কি" বলিয়া মুগ্ধ হইতেছে।

গোলোকের সর্ব্বমধ্যস্থল অধিকার করিয়া একটী গৃহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গৃহটী সমুদয় গোলোক নগরীর মুকুটস্বরূপ মনোহর। তন্মধ্যে সোপানশ্রেণীযুক্ত অন্তর্ব্বর্ত্তি ছিদ্রের ঊর্দ্ধভাগে বর্ত্তমান শুক্লবর্ণ দ্বার গমন বিষয়ে আনন্দ-দান করিতেছে। এবং মেরুসদৃশ উচ্চও মনোহর শৃঙ্গবিশিষ্ট গৃহের ঊর্দ্ধভাগে চতুঃপার্শ্বস্থিত স্তম্ভসমূহে আন্দোলায়মান পতাকা সকল দৃষ্ট হইতেছে। যখন সমস্ত রাজচিহ্নে পুজিতত্ব স্থানের উপরিভাগে প্রচুর অলঙ্কারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্ত্তমান হয়েন, তখন সর্ব্বজয়ী অথচ তাঁহার উপরে সঞ্চরমান, সর্ব্বপ্রভাবিজয়ী নীলকান্তমণির মত তিনি দেহপ্রভা-পটলদ্বারা গোলোকস্থিত সকলকেই পালন করিয়া থাকেন। এই নগরীর অধোভাগে অন্য এক পুরী আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের মনোহর ধাম এবং নিজ অঙ্গনতুল্য যে পত্র পঙ্‌ক্তি সীমাভাগেই বদ্ধ বলিয়া সকলেরই তাহা অজ্ঞাত। সেই পুরীর গৃহসমূহ সূর্য্যসদৃশ বস্তুরাশিদ্বারা সমুজ্জ্বল। পবনদেব সুন্দর পুষ্পরাশির পরিমলধারা আনয়ন করিয়া তথায় মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছেন। নির্জ্জন বলিয়া লোকের মনে যেরূপ স্বাধীনতা জন্মে, সেই স্বাধীনতা দ্বারা অবিরত সুখ উৎপন্ন হইতেছে। শয্যা, আসন, ছত্র এবং চামরাদি সামগ্রীর সম্যক্ রীতিদ্বারা ঐ নগরী বহুশত প্রীতি প্রদান করিতেছে। তথায় মণ্ডপ সকল, নানাবিধ ক্রীড়াভাণ্ডসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আছে। তত্তৎ চেষ্টার আধারস্বরূপ বা বহুবিধ চেষ্টাশীল লক্ষ লক্ষ মানব, পশু এবং পক্ষির প্রতিমায় সেই পুরী সুশোভিত। ঐ পুরীর মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ বিশেষ প্রদেশে, প্রেয়সীদিগকে বহুবিধ গৃহ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। যে পথ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণসহ পত্রস্থ বনশ্রেণীতে গমন করিয়া আনন্দিত হয়েন, সেই উদ্যান হইতে প্রচ্ছন্নদ্বার দিয়া চতুরস্র স্থান ও প্রত্যেক উদ্যানেই গমন করেন।

এইরূপে শ্রীবলরামের রামঘট্ট নামক নিজ ক্রীড়া বনে গমন কার্য্যও তলপথদ্বারাই ঘটিত। সংক্ষিপ্তভাবে নিহিত, পত্রসমূহ পর্য্যন্ত আলবালদ্বারা আচ্ছাদিত তলপথ দ্বারাই তাঁহার তথায় গমন হয়। সেই উপরিস্থিত পুরীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বর্ণনা করিতেছেন,—যে পুরীতে পতাকা সকল মৃদুপবনে সঞ্চালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নানা সুখ ধারণ করিয়া থাকে, সমস্তদিকের মধ্যে যে দিক্ হইতে যখন সৌরভ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পতাকা সকল দিক্ সকলের মধ্যে এই দিক্‌কেই যেন দর্শন করে। যে স্থানে নিত্যই চন্দ্রজাতকিরণের সঙ্গহেতু সম্পূর্ণ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রকান্ত-মণিনির্ম্মিত কুম্ভসকল শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ অন্তর্গৃহের মুকুটের ন্যায় অবস্থিত আছে। যে পুরীতে নির্ম্মল ও সুপ্রকাশক হীরকাদি রত্ন নির্ম্মিত ছাদশ্রেণী বিম্বস্থলে আকৃষ্ট গগনমণ্ডল স্থিত চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকলের সাযুজ্য ভূমিরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে যেমন জীবগণের সযুজ্য ভূমি পরমাত্মা। যে পুরীতে ময়ূর, পারাবত এবং কোকিলপ্রভৃতি বিহঙ্গকুল বিনা যত্নে বাস করিয়াও বনবাসি ময়ূর কোকিলাদির সহিত শব্দ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের

ন্যায় আচরণ করিতেছে। যে স্থানে সুবর্ণময় ভিত্তি, বিচিত্র রত্নখচিত চিত্রদ্বারা চর্চ্চিত হইয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি বিলাসমাধুরী এবং অন্যান্য শিশুদিগকে যেন সাক্ষাতের ন্যায় দর্শন করাইতেছে। যে স্থানে গৃহ সকল বিস্তৃত ক্রোড়তুল্য আনন্দ অর্থাৎ বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠসমূহদ্বারা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং যে সকল গৃহমধ্যে ভক্তগণ নিরন্তর বাস করেন সেই এই গৃহসমুদায় ভক্তধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

গৃহশ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া মণিময়-দর্পণপ্রভ প্রাঙ্গণ সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাঙ্গণে নববধূ, লজ্জায় নতমুখী হইয়া বকাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকে। চন্দ্রকান্তমণিসংযুক্ত ভূমিতলের সকল পার্শ্বে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সরোবর সকল শোভা পাইতেছে। আহা! শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি সখীগণের মুখপ্রভার প্রবাহ ঐ সকল সরোবরকে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ করিতেছে। এই গোলোকলোক বৈকুণ্ঠলোকের সকল শোভা পরাজয় করিতেছে। লক্ষ্মী বৃন্দাবনকে বাঞ্ছা করিয়াও প্রাপ্ত হয়েন নাই। বৈকুণ্ঠলোকের অখিল শুভ শোভার বাস হইয়াছে। গোলোকবাসিগণ সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বিষয়ের ভোক্তা এবং তাঁহার সেই প্রেম মাধুরীই সর্ব্বদা উপভোগ্যবস্তু। এইরূপে এই শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রত্যেক সমস্ত পদার্থই অন্তঃকরণ অতিক্রম করিয়াছে। কে তাঁহার অন্ত পাইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রেমসুখের সর্ব্বাতিশয় ধর্ম্ম। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দ, ব্রজেশ্বরী যশোদা এবং অন্যান্য দেবগণ যে কঠিন হৃদয়কে অল্পমাত্রও কোমল করিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের যে বলবান্ প্রেম আছে এবং তাঁহাদিগের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের যে বলবান্ প্রেম আছে, সেই প্রেমেই কেবল সর্ব্বদা কঠিন মনকে আর্দ্র করিতে পারে। অতএব জগতে সকল পদার্থে যে সকল মঙ্গল আছে, তাহাদের মধ্যে সেই প্রেমই কেবল সকল স্থানে বিরাজ করিতেছে। দেখ, শ্রীকৃষ্ণই কি সাক্ষাৎ প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন? অথবা ব্রজজনই কি সাক্ষাৎ প্রেমশরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তজন ইহাঁদের মধ্যে একমাত্র স্ফূর্ত্তি হইলে আমাদের সম্বন্ধে সেই প্রেম নিত্য স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। বিধি, শিব এবং দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এই প্রেম পদার্থকে বারম্বার প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু সেই প্রেম পরম আশ্চর্য্য। কারণ, যদিচ ব্রজজনের প্রেম ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অতিরিক্ত সুখস্বরূপ তথাপি তাহা কৃষ্ণ পাইবার সাহায্য বিষয়ে প্রবল কারণ হইয়া থাকে। যেরূপ বেদপ্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম জগৎরূপ কার্য্যের প্রতি কারণ। ইহাতে ন্যায় এই যে, যে ভাব চিন্তার অগম্য, তাহা কখন মিথ্যা তর্ককে সহ্য করেন না। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, সেই প্রেমই চিত্তকে আকর্ষণ করে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক তৃষ্ণা হয়, সেইরূপ কর্ম্ম, প্রথমে স্বয়ং অথবা পরের নিকট হইতে জানিতে হইবে। গোপরাজের অন্তঃপুরে সর্ব্বদা বাহিরে এবং ভিতরে যাঁহারা বারম্বার যাতায়াত করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখিব বলিয়া যাঁহাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত ও নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে, সেই সমস্ত আদরনীয় গোপগণের মানসিকভাবই ইচ্ছনীয়। কিন্তু গোকুলবাসি সমস্ত লোকের দর্শন অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক।

গোপরাজ শ্রীনন্দ এবং তাঁহার আপনার দ্বিতীয়স্বরূপ পত্নী শ্রীযশোদা এই দুইয়ের যথাযোগ্য অনুগত স্নিগ্ধ স্বভাব-যুক্ত প্রিয়জন সকল নক্ষত্রসমূহরূপে এবং শ্রীনন্দ ও যশোদা রবি শশি মূর্ত্তিরূপে প্রেম নামক প্রবল রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কান্তিরূপ জ্যোতিশ্চক্রে উদ্ঘূর্ণিত অর্থাৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এবং তাঁহাদিগের সঙ্গীত সাধারণ হইলেও কোন এক বিশেষকে বহন করিতেছে। যথা—বৃদ্ধগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি বাল্যলীলা, সুহৃৎ-সভায় পৌগণ্ডাদি বয়সে কৃত দেবগণের বিজয় লীলা, ভক্তগণের সভায় কালিয়াদি দুর্জ্জন সকলে কৃত বহু রূপা-রূপ লীলা এবং প্রেয়সীদিগের সভায় প্রায় অদ্ভুত পূর্ব্বরাগাদি লীলা সকল সর্ব্বতোভাবে গীত হইতেছে। তন্মধ্যে সঙ্গীতকালে শ্রীকৃষ্ণের সাধারণভক্তমাত্রেই যখন মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন এবং সেই মোহ তাঁহাদের সুখ কি অসুখ হইতেছে, দর্শকবৃন্দ তাহা অনুমান করিতে পারেন না। সুতরাং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস কিরূপে দর্শকদিগের হৃদয়ে কিরূপে মিলিত দুগ্ধ জলের ন্যায় পৃথক্ পরীক্ষা প্রাপ্ত হইবে? অহো! এই দুইটী পদ্য অচঞ্চল

মনে উদিত হইয়া সেই মনকেই আন্দোলিত করিতেছে—যথা—হে মাতঃ! হে মাত! হে জননি! আমাকে নবনীতাদি প্রদান করুন! এইরূপ শব্দ দ্বারা এবং হে বৎস! হে আয়ুষ্মন! হে সুত! হে প্রাণাধিক! কি বলিতেছ, এইরূপ আর্দ্রবাক্যদ্বারা কেমন নানাবিধ আলাপ এবং প্রণয় সংযুক্ত স্নেহ মুদ্রা সেই গোষ্ঠস্থলে মাতা ও পুত্রকে অর্থাৎ যশোদা ও কৃষ্ণকে স্মরণ করাইতেছে!

শ্রীনন্দবাক্য যথা—হে গৃহেশ্বরি! যশোদে! তুমি পূর্ব্বজন্মে কত কত না পুণ্য করিয়াছিলে। আহা কি সুখের বিষয়। বৎস কৃষ্ণ তোমার অগ্রে সকল কথাই বলিয়া থাকে, নিজের অভিলাষ প্রকাশ করে, নবনীতাদি যাচ্ঞা করে এবং পুনঃ পুনঃ হাস্য করিয়া থাকে, এইরূপ স্নেহপূর্ণ অর্দ্ধবাক্য হেতু স্থগিত বচন ব্রজেশ্বর নন্দকে ধ্যান করত আমার মন স্থির ভাবকে লাভ করিতেছে না, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে।

শ্রীজীবপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যায়:—"এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেরূপ প্রিয়পুরী সমূহের অবস্থিতি আছে, সেই প্রকার পুরীত্রয় তাঁহার লীলার উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত"—এই স্কন্দপুরাণের বাক্যানুসারে বৈকুণ্ঠে যে সকল স্থান বর্ত্তমান সেই সেই স্থানই প্রপঞ্চে এরূপ জানিতে হইবে। প্রাকৃত সৃষ্টির উপরিভাগে অখিল বৈকুণ্ঠের স্থান। স্বায়ম্ভুব তন্ত্রে, স্বতন্ত্রভাবেই সকলের উপরে বৈকুণ্ঠের স্থান, কথিত হইয়াছে, যথা—"নানা কল্পলতাকীর্ণ, ব্যাপক, অখণ্ড বৈকুণ্ঠ স্মরণ করিবে। তাহার অধোভাগে গুণসাম্যাবস্থা সর্ব্বজড় কারণের কারণ প্রকৃতি অবস্থিতি।' সেজন্য যে প্রকারে পৃথিবীতে হরিধামসমূহ বর্ত্তমান, তথায়ও সেই প্রকার, এই ন্যায় হইতে দ্বারকা এবং গোকুলাত্মক কৃষ্ণলোকের স্বতন্ত্রতারই উপলব্ধি হয়। স্বয়ং ভগবানের বিহারক্ষেত্র বলিয়া ঐ ধামসমূহ যে সর্ব্বোপরি—ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব বৃন্দাবন-গোকুলই সর্ব্বোপরি বিরাজমান গোলোক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতায়—'সহস্রপত্রবিশিষ্ট, পদ্মাত্মক, মহৎপদ 'গোকুল' বলিয়া খ্যাত, তাহার চতুরস্র অর্থাৎ চারি ঋজু রেখাদ্বারা বেষ্টিত অদ্ভুত ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া সংজ্ঞিত। সেই কৃষ্ণের ধামে নন্দ যশোদাদির সহিত বাসযোগ্য কৃষ্ণের মহা অন্তঃপুর আছে। তাহার স্বরূপ এরূপ কথিত হইয়াছে—'বলদেব প্রভুর অনন্তাংশ হইতে সেইধাম নিত্য উদ্ভূত।' তন্ত্রশাস্ত্রে সেই প্রকার বুঝা যায়—বলদেবের অংশ অনন্তদেবের যথায় সম্ভব ও নিবাস, তাহাই ভগবদ্ধাম। গোকুলের আবরণসমূহ এরূপ কথিত হয়। সেই গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিক্‌স্থিত চতুরস্র স্থল চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্বেতদ্বীপাংশে 'গোকুল'-এই নাম নাই, কিন্তু চতুষ্কোণের অভ্যন্তর-মণ্ডল 'বৃন্দাবন' নামে খ্যাত; কেবল বাহিরের বৃত্ত 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া জানিতে হইবে; ইহার অপর নাম 'গোলোক'। 'ব্রহ্মলোক' শব্দে 'বৈকুণ্ঠ'কে বুঝায়। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে যে,—সেই ধাম সকলের উপরিভাগে গোলোকে সর্ব্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দদেব, পরমানন্দে বিহার করেন। তাহা হইলে সর্ব্বলোকোপরি কৃষ্ণলোকের স্থিতিই সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণলোকই যে সেই লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশ ভেদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাত্মক 'দ্বারকা' 'মথুরা' ও 'গোকুল' নামক স্থানত্রয়—তাহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহও তদ্রূপই শুনা যায়; যেহেতু, অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য অলৌকিকরূপবিশিষ্ট ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হওয়ায়, তাহাদিগকেও অভিন্ন জানিতে হইবে।

ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আঃ ৫):—প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্॥ সর্ব্বগ, অনন্ত বিভু-বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥ তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি দ্বারকা-মথুরা-গোকুল, ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥ সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক,

শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥ সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা। উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥ চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥ প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ। গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥ মথুরা-দ্বারকায় নিজ-রূপ প্রকাশিয়া। নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ॥ এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥ পরব্যোম-মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ। নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস॥ স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, মহৈশ্বর্য্যময়। শ্রীভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয়॥ যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম। তথাপি জীবেরে কৃপায় করে এত কর্ম্ম॥ সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-প্রকার। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবেরে নিস্তার॥ ব্রহ্ম সাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা, নাহি গতি। বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি॥ বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥ 'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার। চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥ সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ। ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥ তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস। নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় সেই লয়॥ পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে। দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে॥ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। 'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ॥ তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ। চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ। চিচ্ছক্তিবিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম। শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম॥ ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়। সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয়॥ ১৪-৪৪। বৈকুণ্ঠ-বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম॥ বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি॥ বৈকুণ্ঠের পৃথিব্য সকল চিন্ময়। মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥ চিন্ময়-জল সেই পরম-কারণ। যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন॥ সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ। আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥ মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ। আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন॥ মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥ ঐ ৫১-৫৭॥ সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হঞা॥ ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥ নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥ ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন। আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম॥ জলে ভরি' অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজ বাস। তার অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ। তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম। শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম॥ অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন। সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥ সহস্র-চরণ হস্ত, সহস্র-নয়ন। সর্ব্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ॥ তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম। সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম॥ সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন। তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥ (ঐ—১০৩)। নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী। ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি॥ তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ' নাম। পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম॥ (ঐ ১১০-১১)। সর্ব্ব স্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে। পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে। শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটী-যোজন। এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥ সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক, আনন্দ-চিন্ময়। পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ সব হয়। অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার। সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোকে 'কর্ণিকার' গণি॥ এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য, স্থান, অবতার। ব্রহ্মা, শিব, অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার॥ (চৈঃ চঃ ম ২১।৩-৮)। কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি॥ এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ। কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, তার গণন॥ বেত্র, বেণু,

দন্ড, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার। গোপগণের যত, তার নাহি লেখা-পার॥ সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি। পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥ এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে। ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে-প্রবেশে॥ (ঐ ১৯।২৩)। তিন আবাস স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার॥ অন্তঃপুর—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন। যাঁহা নিত্য-স্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ॥ মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার। যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার। তার তলে পরব্যোমে 'বিষ্ণুলোক'-নাম। নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম। মধ্যম-আবাস কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার। অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার-কোঠরি। পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি'॥ তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার॥ 'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী। জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়া-দাসী॥ এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর। গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥ চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য-নাম। মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান॥ ঐ ২১।৭২—৫৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুধাম-সমূহ

পৃথিবীতে প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রে সাতটী পরিখা দ্বারা সপ্তসাগর রচিত হইয়াছে, ঐ সপ্ত সমুদ্র হইতে পৃথিবী-মধ্যে সপ্তদ্বীপও হইয়াছে। ভগবানের যে গুণময় স্থূল স্বরূপে অর্থাৎ বিরাট বিগ্রহে নিবেশিত মন ও শুদ্ধ সত্ত্বময়, অপ্রাকৃত, স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবে নিবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়। ভগবানের সত্ত্বাদি-পরিণাম-রূপা ব্রহ্মাণ্ডাত্মিকা মায়া-বিভূতির অন্ত নাই। তন্মধ্যে ঐ বিভূতির অন্তর্গত **ভূগোলোক** বর্ণিত হইতেছে ;—ভূমণ্ডল একটী পদ্ম-স্বরূপ। সপ্তদ্বীপ উহার কোশ। জম্বুদ্বীপ ঐ কোশের মধ্যস্থলবর্ত্তী। উহার বিস্তার দশলক্ষ যোজন পরিমিত। উহা পদ্মপত্রের ন্যায় সমবর্ত্তুলাকার। ইহাতে নয়টী বর্ষ আছে। (ভদ্রাশ্বরও কেতুমাল বর্ষব্যতীত) প্রত্যেক বর্ষের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন। আটটী সীমানির্দ্দেশক পর্ব্বতদ্বারা ঐ নয়টী বর্ষ সুন্দররূপে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ নববর্ষের অন্তর্গত ইলাবৃত নামক বর্ষ মধ্যভাগবর্ত্তী। ঐ বর্ষের মধ্যভাগে কুলাচল শ্রেষ্ঠ সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত বর্ত্তমান। ঐ মেরুর বিস্তার জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান অর্থাৎ লক্ষ যোজন। ঐ পর্ব্বত ভূমণ্ডলরূপ পদ্মের কর্ণিকা-স্বরূপে অবস্থিত। উহার শিরোভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র ও পাদদেশ ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তৃত। পৃথিবীতে উহা ষোড়শ সহস্রযোজন পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। বহির্ভাগে উহার উচ্চতা চতুরশীতিসহস্রযোজন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইলাবৃত বর্ষের ক্রমশঃ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই পর্ব্বতত্রয় ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষত্রয়কে বিভক্ত করিয়াছে। তিনটী পর্ব্বতই পূর্ব্বদিকে আয়ত ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে লবণ-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহাদের বিস্তার দ্বিসহস্র যোজন পরিমিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর্ব্বতগুলি অপেক্ষা পর-পর পর্ব্বতগুলি কেবল দৈর্ঘ্যেই একাদশাংশে ন্যূন উচ্চতায় বা বিস্তারে কম নহে। ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিষেধ, হেমকূট ও হিমালয় এই পর্ব্বতত্রয় যথাক্রমে বিরাজিত। তিন পর্ব্বতই নীলাদ্রির ন্যায় পূর্ব্বদিকে আয়ত এবং দশ সহস্র যোজন উন্নত। উহারা হরিবর্ষ কিংপুরুষ ও ভারতবর্ষের সীমা নিরূপক পর্ব্বত। ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিমে মাল্যবান ও পূর্ব্বে গন্ধমাদন সীমাপর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতদ্বয় উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দুই সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ, এবং কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব-বর্ষের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। সুমেরুর চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটী পর্ব্বত মেখলার ন্যায় সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ চারিটী পর্ব্বতের প্রত্যেকটীর বিস্তার ও উচ্চতা দশসহস্রযোজন। এই পর্ব্বত চতুষ্টয়ে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ চতুষ্টয় চারিটী ধ্বজার ন্যায় অবস্থান করিতেছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত ও উচ্চতা একাদশ শত যোজন। উহাদের শাখা সকলও একাদশশত যোজন বিস্তৃত। ঐ পর্ব্বত চতুষ্টয়ের মধ্যে

দুগ্ধ, মধু, ইক্ষুরস ও জলপূরিত চারিটী হ্রদ আছে। সিদ্ধচারণাদি উপদেবতাগণ তাহা সেবন করিয়া অনায়াসে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য ধারণ করিতেছেন। তথায় নন্দন, চিত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্ব্বতোভদ্র নামক চারিটী দেবোদ্যানও আছে। মন্দর পর্ব্বতের নিম্নদেশে একাদশ শত যোজন উন্নত দেবচূত নামক একটী আম্রবৃক্ষ আছে। উহার অগ্রভাগ হইতে গিরিশৃঙ্গের ন্যায় স্থূল অমৃততুল্য সুমিষ্ট ফলসকল পতিত হয়। ঐ সকল ফল উচ্চ হইতে পতিত হইয়া ফাটিয়া গিয়া অতিমধুর সুগন্ধ অরুণবর্ণরস নির্গত হইয়া অরুণোদা নামে নদী হইয়াছে। ঐ নদী মন্দর-পর্ব্বতের শিখর হইতে পূর্ব্বে ইলাবৃত-বর্ষ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। উহার রস সেবনে ভবানীর অনুচরী যক্ষবধূগণের গাত্রে সুগন্ধ জন্মে। সেই গন্ধ চতুর্দ্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করে। ঐরূপ জম্বুবৃক্ষের ফল সকল গজ শরীর সদৃশ এবং উহাদের অস্থি অতিক্ষুদ্র। উহা পতিত হওয়ায় উহার রসে জম্বুনদী হইয়াছে। জম্বুনদী মেরুপর্ব্বতের দশ-যোজন উচ্চ শিখরদেশ হইতে অবনীতলে পতিত হইয়া আপন উৎপত্তিস্থল ইলাবৃতের দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ইলাবৃত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর উভয় তটের মৃত্তিকা ইহারই রসে আর্দ্র হইয়া বায়ু ও সূর্য্য সংযোগে পরিপক্ক হইলে জাম্বুনদ নামে স্বর্ণ হয়। ঐ স্বর্ণে দেবলোকের অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষ আছে, তাহার কোটরদেশ হইতে পাঁচটী মধুধারা নির্গত হইতেছে। উহাদের প্রত্যেকের পরিনাণ পাঁচব্যোম (দুইহাত বিস্তার করিলে উহার মধ্যের পরিমাণকে ব্যোম বলে)। ঐ পাঁচটী মধুধারা সুপার্শ্ব পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে পতিত হইয়া স্ব-স্ব-উৎপত্তিস্থানের পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ইলাবৃত বর্ষকে আমোদিত করিতেছে। ঐ পঞ্চ মধুধারা যাঁহারা সেবন করিবেন তাঁহাদের মুখবায়ু শতযোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করে। এই প্রকার কুমুদ পর্ব্বতে শতবল্শ (শতস্কন্ধ) নামে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধ-দেশ হইতে কতকগুলি নদ প্রবাহিত হইয়া অধোমুখে কুমুদ-পর্ব্বতের শীর্ষ-দেশ হইতে পতিত হইয়া উত্তরদিকে ইলাবৃত-বর্ষবাসী জনগণের মহা-উপকার করিতেছে। ঐসকল নদ দধি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, গুড়, অন্ন, বস্ত্র, শয্যা, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত অভিলষিত দ্রব্যই উৎপাদন করে। উক্ত দুগ্ধাদি-দ্রব্য-সেবী প্রজাগণের কখনও বলী, পলিত, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, গাত্রে দুর্গন্ধ, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত ও গ্রীষ্মজনিত বিবর্ণতা এবং উপসর্গাদি হইতে সন্তাপ হয় না। আজন্ম সুখে কালযাপন করেন।

কুরঙ্গ, কুরর, কুসুম্ভ বৈকঙ্ক, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতি, বাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য্য, জারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর ও নীরদ—এই কুড়িটী পর্ব্বত সুমেরুর মূলদেশে চতুর্দ্দিকে বিরচিত হইয়াছে; তাহাতে ঐ সকল পর্ব্বত, কর্ণিকাস্বরূপ সুমেরু পর্ব্বতের কেশর সদৃশ হইয়াছে। সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বে জঠর ও দেবকূট নামক দুইটী পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতদ্বয় উত্তর-দক্ষিণে অষ্টাদশসহস্রযোজন দীর্ঘ এবং দুইসহস্রযোজন বিস্তৃত ও উন্নত। এই প্রকার সুমেরুর পশ্চিমদিকে পবন ও পারিযাত্র পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দুইটীও উত্তর-দক্ষিণে অষ্টাদশ সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং বিস্তার ও উচ্চতায় দুই সহস্র যোজন। আবার সুমেরুর দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর পর্ব্বত; এই পর্ব্বতদ্বয় পূর্ব্ব-পশ্চিমে অষ্টাদশ সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং দুইসহস্রযোজন বিস্তৃত ও উন্নত। এইরূপ উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দুইটীও পূর্ব্ব-পশ্চিমে অষ্টাদশসহস্রযোজন দীর্ঘ ও দুইসহস্রযোজন বিস্তৃত ও উন্নত। এই আটটী পর্ব্বতে বেষ্টিত হইয়া কাঞ্চনগিরি অর্থাৎ সুমেরুপর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে মধ্যস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মার পুরী বিরচিতা আছে। তাহার পরিমাণ সহস্র-অযুত যোজন। ঐ পুরী সুবর্ণনির্ম্মিত এবং চতুর্দ্দিকে সমান। পণ্ডিতগণ ঐ পুরীকে "শাতকৌম্ভী পুরী" বলিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মপুরীর চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাদি-দিকসকলে যথাক্রমে ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালের আটটী পুরী রচিত হইয়াছে। ঐ সকল পুরীর প্রত্যেকের পরিমাণ ব্রহ্মপুরীর পরিমাণের চতুর্থাংশ।

যজ্ঞমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলির যজ্ঞে গমন করিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যখন পাদক্ষেপ করেন,

সেই সময় দক্ষিণচরণদ্বারা ভূমি আক্রমণ করিয়া যেমন উর্দ্ধদিকে বাম পদে অঙ্গুষ্ঠনখে অণ্ড কঠাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া গেল, তাহাতে এক গর্ত্ত হইল ; ঐ গর্ত্তদিয়া পৃথিব্যাদি অষ্ট-আবরণের বহির্ভূতা কারণার্ণব সম্বন্ধিনী এক চিন্ময়ী জলধারা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। প্রক্ষালন হেতু ভগবানের পাদপদ্ম হইতে যে অরুণ-বর্ণ কুঙ্কুম বিগলিত হইয়া থাকে, তাহাই কিঞ্জল্ক-স্বরূপে ঐ জলধারার শোভা সম্পাদন করে। ঐ ধারা স্পর্শ-মাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাপ-রাশি ক্ষালন করিতে পারে ; কিন্তু উহা স্বয়ং অতিশয় নির্ম্মল। ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঐ ধারা সাক্ষাদ্ ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া "বিষ্ণুপদী" এই নামেই কীর্ত্তিতা হইতেন ; জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি ভিন্ন সংজ্ঞা ছিল না। সহস্রযুগ-পরিমিত সুদীর্ঘকাল পরে ঐ ধারা ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হ'ন। পণ্ডিতগণ সেই ধ্রুবলোককে কেহ বিষ্ণুপদ বলিয়া থাকেন।

দৃঢ়সঙ্কল্প উত্তানপাদতনয় পরমভাগবত ধ্রুব ঐ বিষ্ণুলোকে অবস্থান পূর্ব্বক "ইহা আমাদের কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীহরির চরণোদক"— ইহা মনে করিয়া এখনও পরমাদরে মস্তকদ্বারা ঐ বারিধারা (গঙ্গা) ধারণ করিতেছেন। ঐ মহাত্মার (ধ্রুবের) হৃদয় প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিশীল ভক্তিযোগের দ্বারা সাতিশয় আর্দ্র হইতে থাকে ; তজ্জন্য উৎকণ্ঠা-বশতঃ বিবশ এবং ঈষৎ নিমীলিতরূপ কুট্মল হইতে যে নির্ম্মল অর্থাৎ কপটতারহিত বাষ্পকলা বিগলিত হয় এবং সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ পুলকাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সপ্তর্ষিগণ গঙ্গার প্রভাব উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা "ইনিই তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি, ইহা অপেক্ষা অধিক আর নাই"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অদ্যাবধি ঐ বারিধারাকে স্ব-স্ব-জটাসমূহদ্বারা ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে অবিচ্ছেদ ভক্তিযোগ লাভ করিয়া অন্যান্য পুরুষার্থ ও আত্মজ্ঞান প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। মুমুক্ষুগণ যেমন মুক্তিকে বহুমাননা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহারা (সপ্তর্ষিগণ) বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভবা গঙ্গাকেই পরমাদরে অঙ্গীকার করেন।

ঐ ধারা সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে অনন্ত বিমান সহযোগে আকাশ মার্গদ্বারা নিম্নে অবতরণ করেন। পরে চন্দ্রলোক প্লাবিত করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের শিরোদেশে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিতা হন। তথায় চারিটি ধারায় বিভিন্ন হইয়া পৃথক পৃথক চারিটী নামে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবে গমন পূর্ব্বক সরিৎপতি সমুদ্রেই প্রবেশ করিতেছেন। এই চারিটী ধারার নাম সীতা, অলকানন্দা, বক্ষু ও ভদ্রা। তন্মধ্যে সীতা ব্রহ্মসদন হইতে বহির্গত হইয়া অত্যুচ্চতা নিবন্ধন কেশরাচলের প্রধান প্রধান শৃঙ্গে পতিতা হন, তৎপরে ঐ সকল শৃঙ্গ হইতে ক্রমে অধোভাগে প্রবাহিতা হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরিভাগে পড়িয়াছেন। পরে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়া লবণ-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন। এই প্রকারে বক্ষুনদী মাল্যবান গিরির শিখরদেশ হইতে নিপতিত হইয়া উহার অধঃপ্রদেশে প্রবাহিত হন এবং অপ্রতিহত বেগে কেতুমাল বর্ষকে প্লাবিত করিয়া পশ্চিম দিকে প্রবেশ করেন। 'ভদ্রা' নাম্নী ধারাও উত্তরদিকে সুমেরুশিখর হইতে নিপতিতা হইয়া কুমুদ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে উর্দ্ধে উচ্ছলিতা হইয়া নীলগিরি-শিখরে, তথা হইতে উচ্ছলিতা হইয়া শ্বেত পর্ব্বতের শৃঙ্গে, ও পরে তাহাও অতিক্রমণপূর্ব্বক শৃঙ্গবান পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিম্নে প্রবাহিতা হইয়া উত্তর কুরুদেশ ব্যাপিয়া উত্তরদিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছেন।

এই প্রকারে অলকনন্দাও দক্ষিণদিক দিয়া ব্রহ্মসদন হইতে পতিতা হইয়া বহু বহু পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম পূর্ব্বক অস্খলিত তীব্রবেগে হেমকূট ও হিমকূট লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দক্ষিণদিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছেন। ইহাতে স্নানার্থ আগমনশীল পুরুষের পদে পদে অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদি যজ্ঞের ফললাভ দুর্ল্লভ হয় না।

অন্যান্য বহুবিধ নদনদীও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতরাজি হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতি বর্ষে শত শত ধারায় প্রবাহিত রহিয়াছে। বর্ষগণেরমধ্যে এই ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্র বলা হয়। পণ্ডিতগণ বলেন,—অন্য অষ্ট-বর্ষ স্বর্গীয়—

পুণ্যাত্মগণের পুণ্যশেষে উপভোগ স্থান। দিব্য-স্বর্গ, ভৌম-স্বর্গ ও বিল-স্বর্গ এই স্বর্গ ত্রিবিধ, তন্মধ্যে ভৌমস্বর্গের স্থান ঐ অষ্টবর্ষ।

এই অষ্টবর্ষে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহাদিগের পরমায়ু মনুষ্য-প্রমাণের অযুত বৎসর। তাঁহারা দেবতুল্য। তাঁহারা অযুতহস্তীর বল ধারণ করেন; তাঁহাদের শরীর বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় এবং যৌবন, বল ও হর্ষসম্পন্ন। স্ত্রী পুরুষ তাদৃশ শরীরে পরমানন্দে মঙ্গসুখ সম্ভোগ করেন। সম্ভোগ শেষ হইলে পর, পরমায়ু একবর্ষমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাঁহাদের স্ত্রীগণ, একবার মাত্র গর্ভধারণ করেন। অতএব, তাঁহাদের পক্ষে যেন অদ্যাপি ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

ঐ সকল বর্ষে সর্ব্ব ঋতুর পুষ্পগুচ্ছ, ফল ও কিশলয়ভরে অবনত বৃক্ষ এবং তন্মধ্যে আশ্রম সকল শোভা পাইতেছে। তথায় বর্ষের সীমা নির্দ্দেশক পর্ব্বত দুইটীর মধ্যদেশে যে জলাশয় রহিয়াছে তাহাতে প্রস্ফুটিত নানাবিধ নবীন পদ্মের সৌরভে আমোদিত হইয়া রাজহংস, কলহংস, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণও মধুকরনিকর নানাবিধ শব্দ করিতেছে। এতাদৃশ উপবনে ও জলাশয়ে বর্ষবাসী দেবপতিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তৎকালে সুন্দরী সুরাঙ্গনাদিগের কামক্ষুব্ধ বিলাস, হাস এবং কটাক্ষাবলোকনে তাঁহাদিগের (দেবতাদিগের) মন ও নয়ন আকৃষ্ট হইতে থাকে। ঐ সকল দেবপতির যে সকল ভৃত্য আছে। তাহারা তাঁহাদিগকে স্রক চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ উপাচারের সহিত সেবা করে।

নয়টী বর্ষেই পরমপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ স্বভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সঙ্কর্ষণাদি নিজ ব্যূহতত্ত্বের সহিত অদ্যাপি সন্নিহিত হইয়া আছেন।

অর্থাৎ পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিকচতুষ্টয়ে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি চতুর্ব্যূহ যথাক্রমে অবস্থান করেন, আবার ভগবানের একপাদ বিভূতি অর্থাৎ এই জড়জগতের মধ্যে চারিটী স্থানে ক্রমান্বয়ে বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন, জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তরতীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন। কোন কোন সাত্বততন্ত্রে নবব্যূহের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা।

এইবর্ষে ভগবান্ ভব ভবানীর অর্ব্বুদসহস্র অনুচরীকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হন। ভগবান্ নারায়ণের বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ এই চারিটী মূর্ত্তির মধ্যে চতুর্থী মূর্ত্তির নাম সঙ্কর্ষণ। এই মূর্ত্তি শুদ্ধ চিন্ময়ী হইলেও জগৎসংহার প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া ঐ মূর্ত্তিকে আপনার অংশী বা মূল কারণ জানিয়া তাঁহাতে চিত্তসন্নিবেশপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে উপাসনা করেন।

ঐশ্বর্য্যশালী ভব এই মন্ত্রে শ্রীসঙ্কর্ষণকে স্তব করেন;—ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি। (প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক আমি সেই মহাপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। তিনি সর্ব্বগুণের প্রকাশক কিন্তু স্বয়ং অপ্রমেয় ও অনন্ত)।

হে ভজনীয়, আপনি—পরম ঈশ্বর। আপনার অভয় পাদপদ্ম ভক্তগণের ভয় বিদূরিত করে। আপনি—ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। আপনি ভক্তগণ সমক্ষেই আপনার নিজ ভক্তপালকস্বরূপ নিজরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনি ভক্তগণের সংসার মোচন করেন এবং অভক্তদিগকে সংসারে আসক্ত করান। হে পরমেশ! আমি আপনাকে ভজনা করি। আমরা ক্রোধবেগ জয় করিতে পারি নাই, সুতরাং আমাদের দৃষ্টি যেরূপ রাগদ্বেষাদিরদ্বারা মায়িক বিষয়ে লিপ্ত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বর শাসন করিবার নিমিত্ত বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিলেও

তাঁহার দৃষ্টি আমাদিগের ন্যায় ঐ মায়িক বিষয়ে অনুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়জয়াভিলাষী কোন্ মুমুক্ষুব্যক্তি সেই ভগবানের সেবা না করিবে?

যে ব্যক্তির দৃষ্টি—অসতী, তাহার সমক্ষে যিনি মধু ও আসব-পান-হেতু রক্তনেত্র বিবেকহীন উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় তাঁহার ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, (বস্তুত তিনি স্বয়ং নিত্যানন্দস্বরূপ, বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার বিবেকাদির অভাব হয় না)। অর্চ্চনসময়ে যাঁহার পাদস্পর্শ হইতেই নাগবধূগণ মুগ্ধমনা হইয়া পড়েন, লজ্জাবশতঃ আর অন্যান্য অঙ্গের অর্চ্চন করিতে সমর্থা হন না। সেই ভগবান্‌কে আর কে-ইবা সমাদর না করিবে? ঋষিগণ যাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, অথচ স্থিত্যাদি (সত্ত্বাদি) গুণরহিত বলিয়া যাঁহাকে 'অনন্ত' নামে অভিহিত করেন, সেই অনন্তদেবের সহস্র ফণারূপ ধামের একদেশে একটী সর্ষপের ন্যায় যে ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা যাঁহার গণনার মধ্যেই আসে না, সেই শ্রীভগবান্ অনন্তদেবকে কে-ইবা আদর না করিবে? যাঁহা হইতে বুদ্ধির আশ্রয়রূপ রজোগুণ-প্রধান মহত্তত্ত্ব-শরীর ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, আবার সেই ব্রহ্মা হইতে অহঙ্কারতত্ত্বরূপ আমি (রুদ্র) জন্মলাভ করিয়া থাকি। ত্রিগুণাত্মক স্বীয় তেজোবলে দেবতাবর্গ, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে, যে মহাত্মার বশবর্ত্তী হইয়া, যাঁহার অনুগ্রহে, দেবতা, ভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, ব্রহ্মা ও আমি রুদ্র আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই বিশ্বসৃষ্টি করিতে সমর্থ হই। সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার নির্ম্মিত মায়া আমাদিগকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করে, মায়াবিমোহিত মাদৃশব্যক্তি যাঁহার কৃপাব্যতিরেকে উহা হইতে নিস্তার লাভের উপায় জানিতে পারে না, যাহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি।

ভদ্রাশ্ববর্ষে ধর্ম্মপুত্র 'ভদ্রশ্রবা' নামে বর্ষপতি বাস করেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেবের অতিপ্রিয় ধর্ম্মময়ী 'হয়গ্রীব'-মূর্ত্তিকে 'ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নম' ইতি। এই (যিনি জীবের অবিদ্যারূপ মলিনতা দূরীভূত করিয়া বিশেষরূপে আত্মশোধন করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ ধর্ম্মকে নমস্কার করি)-মন্ত্রে স্তব করিয়া থাকেন। কল্পসময়ে দৈত্যরূপী অজ্ঞান বেদসমূহ অপহরণ করিলে, যিনি 'হয়গ্রীব'-মূর্ত্তি প্রকট করিয়া রসাতল হইতে ঐ বেদসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় তাহা ব্রহ্মাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন সেই সত্যসঙ্কল্প আপনাকে নমস্কার; ইত্যাদি।

হরিবর্ষে—প্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণের উপাস্যরূপে ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব অবস্থান করিতেছেন। ওঁ নমো ভগবতে শ্রীনরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্ রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ওঁ ক্ষ্রৌম্ ইতি। এই মন্ত্রে জপ ও পাঠাদি দ্বারা স্তব করেন। তেজঃ সকলের ও তেজঃ, হে বজ্রনখ, হে বজ্রদংষ্ট্র, আমাদিগের কর্ম্মবাসনাসমূহ দাহ করুণ, অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করুন, আপনা হইতে আমাদের আত্মাতে অভয় আবির্ভূত হউক, সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার।" নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক, খল ব্যক্তি-গণ অনুকূল হউক, প্রাণিসকল বুদ্ধিযোগে পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করুক; তাহাদিগের মন মঙ্গল (উপশমাদি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক।

হে প্রভো, কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদিগের আসক্তি না জন্মে। যদি জন্মে—গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না জন্মিয়া ভগবৎপ্রিয় পুরুষগণেই আসক্তি উদিত হয়। যে আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষ কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী আহার মাত্রে পরিতুষ্ট থাকেন, শীঘ্রই তিনি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। গৃহাদিবিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেরূপ হইতে পারে না। ভগবৎপ্রিয়-পুরুষগণের সঙ্গ হইতেই মুকুন্দের বিক্রমের কথা জানিতে পারা যায়। মুকুন্দের সেই বীর্য্যবৈভবের অসাধারণ ক্ষমতা আছে। যে সকল ব্যক্তি কর্ণাদি ইন্দ্রিয়েরদ্বারা তাঁহার নিরন্তর সেবা করেন, শ্রীহরি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মনোমল বিনাশ করিয়া থাকেন। গঙ্গাদি তীর্থ বারম্বার সেবন করিলে কেবল অঙ্গজ

মল নষ্ট হয়, কিন্তু ইতর-বাসনারূপ অনর্থ বিনষ্ট হয় না। ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলাভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বা বহির্বিষয়ে ধাবিত, তাহাতে মহদ্‌-গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

জল যেরূপ মীনগণের অভীষ্ট বস্তু, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরিও তদ্রূপ প্রাণিগণের আত্মা। মহদ্‌ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন, তাহা হইলে তুচ্ছ পার্থিব মহত্ত্বই ধারণ করেন,—জ্ঞানাদির দ্বারা যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুই থাকে না। অতএব সকলে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় শ্রীনৃসিংহের চরণারবিন্দ ভজনা কর। এই গৃহাসক্তিই রাগ, তৃষ্ণা, বিষাদ, ক্রোধ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্যপ্রভৃতির মূলকারণ (নিদান); অতএব উহা জন্মমরণাদি সংসারমালার আলবালস্বরূপ (চক্রবাল)।

কেতুমাল-বর্ষে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর এবং সংবৎসরের ষট্‌ত্রিংশৎ-সহস্র পুত্রকন্যার প্রিয়কামনায় প্রদ্যুম্নরূপে (কামদেবস্বরূপে) বিরাজিত আছেন। মহাপুরুষের মহাস্ত্র-দর্শনে মন উদ্বিগ্ন হওয়ায় বৎসরের কন্যাগণের গর্ভ নষ্ট হইয়া সংবৎসরান্তে পতিত হয়। উক্তবর্ষে ভগবান্ প্রদ্যুম্ন অতিশয় সুললিত গতিবিলাস ও সুন্দর মৃদুমধুর হাস্যের সহিত অবলোকনলীলা প্রকাশপূর্ব্বক ভ্রূমণ্ডল ঈষৎ উন্নত করিতে করিতে বদনকমলের শোভাদ্বারা রমাদেবীকে রমণ করাইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিতেছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী সংবৎসর-মধ্যে রাত্রিতে রাত্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ এবং দিবাভাগে দিবসাধিষ্ঠাতৃ-দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া পরম সমাধিযোগে ভগবানের সেই কৃপাময় রূপের উপাসনা করেন ও এই মন্ত্রাদি উচ্চারণ করি া থাকেন। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্ব্বগুণবিশেষ-বিলক্ষিতাত্মনে আকুতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে ষোড়শকলায় ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্ব্ব-ময়ায় সহসে ওজসেবলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ ইতি॥ "ভগবান্ হৃষীকেশকে নমস্কার করি। নিখিল শ্রেষ্ঠবস্তুরদ্বারা তাঁহার আত্মা লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি-—ক্রিয়া, জ্ঞান, চিত্ত ও তত্তদ্‌বিষয়ের অধিপতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, এই ষোড়শ পদার্থ—তাঁহার অংশ! তিনি—বেদময়, অন্নময়, পরমানন্দ প্রকাশতত্ত্বহেতু অমৃতময় ও সর্ব্বময়। তিনি—সাহস, তেজঃ ও বলের কারণ; এইজন্য এইসকল—তৎস্বরূপ। তিনি কান্ত এবং তিনিই কাম। তিনি আমাদের প্রতি ইহ ও পর, উভয় লোকে অনুকূল হউন। তাঁহাকে নমস্কার করি।

রম্যক-বর্ষে তদধিপতি মনুকে পূর্ব্বে (চাক্ষুষ-মন্বন্তরান্তে প্রলয়ে) ভগবান্ স্বীয় মৎস্যাবতাররূপ অতিপ্রিয়-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই মনু অদ্যাবধি ঐকান্তিক-ভক্তিসহকারে সেই মৎস্যাবতার-স্বরূপের আরাধনা করেন এবং এই মন্ত্রাদি জপ করেন। 'ওঁ নমো ভগবতে মুখ্যতমায় নমঃ; সত্ত্বায় প্রাণায়ৌজসে সহসে বলায় মহামৎস্যায় নম' ইতি। "শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। যিনি প্রাণ, বল, সাহস ও সামর্থ্যাদির নিয়ন্তা বলিয়া তত্তৎ-স্বরূপে অভিহিত হন, সেই মহামৎস্যাবতার ভগবান্‌কে নমস্কার করি।" এই বসুন্ধরা ওষধি ও লতাসমূহের আশ্রয়; এইজন্য যখন প্রলয়কালে এই পৃথিবী উত্তালতরঙ্গমালা-সঙ্কুল সাগরে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন আমার (মনুর) সহিত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া প্রবলবেগে যে অজস্বরূপ আপনি বিচরণ করিতেছিলেন, সেই জগৎস্থ প্রাণিগণের নিয়ন্তৃ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার।

হিরণ্ময়-বর্ষে'ও ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মশরীর প্রকাশ করিয়া বাস করিতেছেন। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা তদ্‌বর্ষবাসী পুরুষগণের সহিত ভগবানের ঐ প্রিয়তমা শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা করেন এবং এই মন্ত্র নিরন্তর জপ করিয়া থাকেন। "ওঁ নমো ভগবতেঽকূপারায় সর্ব্বসত্ত্বগুণবিশেষণায় নমোঽনুপলক্ষিতস্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমোঽবস্থানায় নমস্তে" ইতি। "ভগবার কূর্ম্মদেবকে নমস্কার; আপনি শুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্তি; জলচরত্বহেতু আপনার স্থান

কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন না ; আপনাকে নমস্কার। কালের দ্বারা আপনার অবচ্ছেদ হয় না, আপনাকে নমস্কার। আপনি—সর্ব্বগত ও সকলের আধার, আপনাকে নমস্কার।"

উত্তরকুরু-বর্ষে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ বরাহরূপ প্রকটিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই পৃথ্বীদেবী কুরুখণ্ড-বাসী জনগণের সহিত অবিচলিত-ভক্তিযোগে তাঁহাকে আরাধনা করেন এবং এই পরমা উপনিষৎ আবৃত্তি করিয়া থাকেন। "ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে মহাধ্বরাবয়বায় মহাপুরুষায় নমঃ কর্ম্মশুক্লায় ত্রিযুগায় নমস্তে" ইতি। "আমরা ভগবান্ মহাপুরুষকে নমস্কার করি। মন্ত্রদ্বারাই আপনার মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়, আপনি—যজ্ঞ, আপনি—ক্রতু, অতএব মহামহাযজ্ঞ সকল আপনারই অবয়বস্বরূপ ; আপনি—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ; কলিযুগে আপনি ছন্নাবতারী বলিয়া 'ত্রিযুগ'-নামে অভিহিত ; অথবা আপনি ত্রি-যুগল ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) বলিয়া আপনার নাম—'ত্রিযুগ'। আপনাকে নমস্কার।" হস্তি যেরূপ দংষ্ট্রাগ্রে পদ্মনাল লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে জলাশয় হইতে বহির্গত হয়, আপনিও সেইরূপ আদি-বরাহরূপে প্রতিদ্বন্দি-গজতুল্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রে রসাতলগত পৃথিবীকে ধারণপূর্ব্বক প্রলয়পয়োধি হইতে নির্গত হইয়াছিলেন।

কিম্পুরুষবর্ষে জগৎকারণভূত লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাপতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণসান্নিধ্যে নিবিষ্টচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া পরমভাগবত শ্রীহনূমান্ অপ্রতিহতভক্তিসহকারে কিম্পুরুষবর্ষবাসিগণের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। গন্ধর্ব্বগণ প্রভু-রামচন্দ্রের যে পরমকল্যাণময়ী চরিত গান করিয়া থাকেন, কিম্পুরুষপতি আষ্টিষেণের সহিত হনূমান্ তাহা অতিসাবধানে শ্রবণ এবং এই মন্ত্রাদি গান করিতেছেন। "ওঁ নমো ভগবতে উত্তমঃশ্লোকায় নম আর্য্যলক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মন উপাসিতলোকায় নমঃ সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম" ইতি। "আমি প্রণব উচ্চারণ-পূর্ব্বক সেই উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি ; যাঁহাতে আর্য্য-গণের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ-লক্ষণ, স্বভাব এবং আচার বর্ত্তমান, যিনি—সর্ব্বদা সংযত-চিত্ত এবং লোকরঞ্জনের নিমিত্ত লৌকিক আচরণের অনুবর্ত্তনকারী, যিনি—নিকষ-প্রস্তর(কোষ্টিপাথর) বৎ কৃপালু প্রভৃতি সদ্‌গুণের নির্দ্ধারণ-স্থান অর্থাৎ যাবতীয় সাধুদিগের শিরোভূষণ, যিনি—ব্রহ্মণ্য-দেব, মহাপুরুষ এবং মহারাজ, তাঁহাকে নমস্কার করি।" রাক্ষসাধি-পতি রাবণ মনুষ্য ভিন্ন অন্যের অবধ্য হওয়ায় তাহাকে বধ করিবার জন্য মানবাকারে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কেবল রাবণবধার্থে নহে—মর্ত্ত্যজীবগণকে শিক্ষা-প্রদানও অন্যকারণ। ধর্ম্মশীল ও ভক্তিমান্-ভেদে মর্ত্ত্যজীব দুই প্রকার। ধার্ম্মিকত্ব ও প্রেমাধীনত্ব ভাবদ্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ধার্ম্মিকগণের তদীয় সাধ্বী ভার্য্যাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহার জন্য দুঃখাদি ক্লেশও সহনীয়। আবার ভক্তগণকে "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ তাহা পরমানন্দ-সুখ॥" অর্থাৎ "স্থায়িভাবরূপ প্রেমাবস্থা বাহ্যতঃ বিরহজনিত অত্যন্ত ক্লেশের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তবিক কর্ম্মফল-জনিত দুঃখমাত্র নহে, কেননা বিপ্রলম্ভরসাস্বাদজনিত তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে'—শ্রীরামচন্দ্রের লীলার ইহাই তাৎপর্য্য জানাইয়া থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্রের লীলা কোন প্রাকৃত কামাদিসক্ত বদ্ধজীবের লীলা নহে। তিনি ত্রিলোকের মধ্যে কোন বিষয়েই আসক্ত নহেন ; তিনি—আত্মবিদ্‌ভক্তগণের আত্মা ও পরমবান্ধব এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বাসুদেব। তিনি স্ত্রীর জন্য দুঃখ পাইবেন এবং লক্ষ্মণ তথা জগন্মাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। দেব, অসুর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বানর প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে নরাকৃতি-পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের ভজন করা কর্ত্তব্য। তাঁহার ভজনের নিমিত্ত বহু ক্লেশের প্রয়োজন নাই, কেননা তিনি অত্যল্প-ভজনেই সন্তুষ্ট হন। তিনি অযোধ্যাবাসী সমস্ত প্রজাবর্গকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে (বদরিকাশ্রমে) নরনারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আত্মতত্ত্ববিৎ ভক্তদিগকে শিক্ষাদিবার জন্য ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও নিরহঙ্কার,—এই সকলের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া কল্পাবধি তপস্যাচরণ

করিতেছেন। এইরূপ তপস্যা দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ত্বং-পদার্থ জীবসম্বন্ধি জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যে পঞ্চরাত্র-নামক সাত্বত-তন্ত্রে ভগবদুক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, ও যোগাদির সহিত ভগবানের মহিমা বর্ণিত আছে, সেই পঞ্চরাত্র মনুকে উপদেশ করিবেন বলিয়া দেবর্ষি নারদ ভারতবর্ষবাসী বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গের সহিত পরমভক্তি-ভরে ভগবান্ নরনারায়ণের সেবা করেন এবং এই বচন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। "ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংস পরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম" ইতি। "সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নরনারায়ণকে নমস্কার; তিনি—জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, নিষ্কিঞ্চনের ধন, পরমহংস মহাভাগবতদিগের গুরু এবং আত্মারামগণের অধিপতি, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।" ইত্যাদি।

ইলাবৃত-বর্ষের ন্যায় ভারতবর্ষে অনেক পর্ব্বত ও নদী আছে;—মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকুট, ঋষভ, কুটক, কোঙ্ক, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, ব্যেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকুট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গোকামুখ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি ইত্যাদি।

ব্রহ্মপুত্র ও শোণ এই দুইটী নদ এবং চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণ্বা, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণ্বা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, অন্ধ, শোণ, মহানদী, বেদস্মৃতি, ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী ও বিশ্বা—এই সকল মহানদীই প্রধান। ভারতবর্ষবাসি-প্রজাগণ নামমাত্রেই পবিত্রকারিণী এই সকল নদ ও নদীর জল মানসে স্মরণ বা স্পর্শ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেজাত ব্যক্তিগণকে দেবতাগণ বলেন—ইহা আমাদের কাম্য। দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ু লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্মলাভ—শ্রেষ্ঠ; কারণ তাঁহারা অল্পকালমধ্যেই শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করেন, তাহা হইতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

কোন কোন পণ্ডিতগণ বলেন যে, জম্বুদ্বীপের আটটী উপদ্বীপ আছে। সগরসন্তানগণ অশ্বান্বেষণে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে খনন করায় ঐসকল দ্বীপের বিভাগ হয়। উহাদের নাম—স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্যক, সিংহল ও লঙ্কা।

জম্বুদ্বীপ—সুমেরু যেমন জম্বুদ্বীপের দ্বারা বেষ্টিত, জম্বুদ্বীপ লবণসমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের বিস্তার লক্ষযোজন-পরিমিত লবণসমুদ্রও লক্ষযোজন-পরিমিত। লবণসমুদ্র প্লক্ষদ্বীপদ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার দুইলক্ষ যোজন। উহাতে প্লক্ষনামক হিরণ্ময় বৃক্ষ বিরাজিত, উহার বিস্তার দুইলক্ষ যোজন। ঐ বৃক্ষের মূলে সপ্তশিখ অগ্নি অবস্থান করিতেছে; ঐ প্লক্ষবৃক্ষের নামানুসারে দ্বীপের নাম প্লক্ষদ্বীপ নাম হইয়াছে। প্রিয়ব্রত পুত্র ইধ্মজিহ্ব ইহার অধিপতি। তিনি ঐ দ্বীপকে স্বীয় সপ্তপুত্রের নামানুসারে সাতটী বর্ষে বিভাগ করিয়া এক একটী বর্ষ এক একটী পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং ভগবদ্ভক্তিযোগ লাভ করিয়া মুক্ত হন। সাতটী বর্ষের নাম যথা,—শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয়। সাতটী বর্ষে সাতটী পর্ব্বত যথা—মণিকুট, বজ্রকুট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল ইহারা সীমা পর্ব্বত। এবং অরুণা, নৃম্ণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা নামক সাতটী নদী আছে। ঐ নদীতে স্নান ও স্পর্শদ্বারা ঐ বর্ষবাসী হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়নও সত্য-সংজ্ঞক চারিটী বর্ণের রজ ও তমোমল বিদূরিত হয়; তাঁহারা সহস্রায়ুঃ হয়েন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যাদি দেবোপম হয়। এই সকল দেবোপম বর্ণচতুষ্টয় বেদোক্ত কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া ত্রয়ীময় সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত; অতএব সূর্য্যের আত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে ভজন করেন। তাঁহাদের উপাসনা মন্ত্র যথা—"প্রত্নস্য বিষ্ণোরূপং যৎ সত্যস্যর্ত্তস্য ব্রহ্মণঃ। অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি" ইতি। অর্থাৎ আমরা সেই পুরাণপুরুষ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ সূর্য্য-দেবের শরণাগত হই। তিনি অনুষ্ঠীয়মান ও প্রতীয়মান ধর্ম্ম, ব্রহ্ম-

বোধক বেদ এবং শুভাশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা। এই অধ্যায়ে প্লক্ষ শাল্মলী প্রভৃতি পাঁচটী দ্বীপের অধিবাসিগণ যথাক্রমে, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা ও বরুণ—এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা তত্তদ্দেবতার অন্তর্য্যামী পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুরই উপাসনা করেন, বুঝিতে হইবে। অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুর সাম্যজ্ঞান—অপরাধজনক। প্লক্ষাদি পঞ্চদ্বীপে পরমায়ু, ইন্দ্রিয়বল, সাহস, বুদ্ধি, বিক্রম এবং স্বভাবসিদ্ধবুদ্ধি,—সকলেরই একপ্রকার।

প্লক্ষদ্বীপ—দুইলক্ষ যোজন-বিস্তৃত ইক্ষুসমুদ্রে বেষ্টিত। শাল্মলীদ্বীপ চারিলক্ষযোজনপরিমিত বিস্তৃত। উহা আবার চারিলক্ষযোজনবিস্তৃত সুরাসমুদ্রে বেষ্টিত। শাল্মলীদ্বীপে শত যোজন স্থূল ও একাদশ-শত যোজন উন্নত শাল্মলী নামক এক বৃক্ষ বিরাজিত। এই বৃক্ষের নামানুসারে দ্বীপের নাম 'শাল্মলী' হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বলেন ঐ বৃক্ষে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। তথায় তিনি বেদ-মন্ত্রাদিদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিয়া থাকেন। প্রিয়ব্রত পুত্র যজ্ঞবাহু ইহার অধিপতি। তিনি নিজ সপ্ত পুত্রকে তাঁহাদের নামানুসারে সাতটি বর্ষে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে এক একটী বর্ষ প্রদান করেন। নাম যথা—সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন এবং অভিজ্ঞান। উক্ত সাতটী বর্ষে,—স্বরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষও সহস্রশ্রুতি—এই সাতটী পর্ব্বত এবং অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা ও রাকা—এই সাতটী নদী বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর, ইষুন্ধর, প্রভৃতি নামে বিখ্যাত এই বর্ষবাসি-পুরুষগণ বেদময় ভগবদাত্মক চন্দ্রকে স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মানুসারে উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই বলিয়া স্তব করেন—'স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণ শুক্লয়োঃ। অন্ধঃ প্রজানাং সর্ব্বাসাং রাজা নঃ সোম আস্ত্ব॥" ইতি। অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ, এই দুইটী পক্ষ—দেবগণ ও পিতৃগণকে অন্নাদি প্রদানের কাল। সোমদেব স্বীয় কিরণ দ্বারা ঐ দুইটী পক্ষের বিভাগ করেন। (শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে কালের অপেক্ষা আছে, অকালে "স্বাহা", "স্বধা" প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক দেব ও পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে হব্যকব্যাদি-প্রদান—নিষিদ্ধ; চন্দ্রই সেই কালের বিভাগকর্ত্তা)। তিনিই সর্ব্বপ্রজাগণের রাজা। প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের অনুকূল হউন।

কুশদ্বীপ—সুরোদ-সমুদ্রের বহির্ভাগে অষ্টলক্ষ-যোজন বিস্তৃত কুশদ্বীপ উহা অষ্টলক্ষযোজন বিস্তৃত ঘৃতোদ-সাগরের দ্বারাপরিবেষ্টিত। তথায় দেবনির্ম্মিত, দ্বিতীয় অগ্নিস্বরূপ, কোমলশিখার প্রভায় উদ্ভাসিত কুশস্তম্ব বর্ত্তমান। এই কুশস্তম্ব হইতেই "কুশদ্বীপ" নাম হইয়াছে। প্রিয়ব্রতপুত্র হিরণ্যরেতা—এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপকে,—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও দেবনাম—নামক সপ্ত পুত্রকে প্রাপ্যানুসারে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এই সপ্তবর্ষে বভ্রু, চতুঃ শৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্দ্ধরোমা ও দ্রবিণ এই সাতটী সীমাপর্ব্বত এবং রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা ও মন্ত্রমালা এই সাতটী প্রসিদ্ধ নদী আছে। কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক-সংজ্ঞক কুশদ্বীপবাসী বর্ণচতুষ্টয় ঐ সকল নদীজলে স্নানাদি করিয়া পবিত্র হইয়া ভগবদ্ভজনানুকূল কর্ম্মনৈপুণ্যদ্বারা অগ্নিরূপী ভগবদ্রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। "পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্। দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজ" ইতি॥ অর্থাৎ হে অগ্নে, তুমি—সাক্ষাৎ পরম-ব্রহ্ম শ্রীহরির অঙ্গস্বরূপ। তুমি সেই শ্রীহরির যজ্ঞীয়-হব্য বহন করিয়া থাক, অতএব প্রার্থনা করি, আমরা সেই পরমপুরুষ ভগবানের অংশস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে যে হব্য প্রদান করি, তুমি সেই দেবতাদিগের অন্তর্য্যামী অংশী ভগবান্‌কেই তাহা সমর্পণ কর।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ—ঘৃতোদ-সাগরের বহির্ভাগে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ। উহার পরিমাণ ষোড়শ লক্ষ যোজন। এবং উক্ত পরিমাণ বিস্তৃত ক্ষীরোদ সাগর দ্বারা বেষ্টিত। উহা ক্রৌঞ্চ নামক পর্ব্বতের নামানুসারে ক্রৌঞ্চদ্বীপ নাম হইয়াছে। যদিও এই ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতের তটপ্রদেশ ও তত্রস্থ কুঞ্জসকল কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রদ্বারা ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তথাপি উক্ত পর্ব্বত স্বীয় চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষীর-সমুদ্রের জলে অভিষিচ্যমান ও বরুণদেবকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ভয়শূন্য হইয়াছে।

এই দ্বীপের অধিপতি—প্রিয়ব্রততনয় ঘৃতপৃষ্ঠ; তিনি স্বয়ং জ্ঞানবান্ ছিলেন। তিনিও আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ ও বনস্পতি নামক সপ্তপুত্রকে সপ্তনামে সপ্তবর্ষে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং পরম-কল্যাণগুণী, আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। তথায় শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্ব্বতোভদ্র নামক সাতটী সীমাপর্ব্বত এবং অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী ও শুক্লা-নামে সাতটী নদী আছে। পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ ও দেবক-সংজ্ঞক এই বর্ষবাসী বর্ণচতুষ্টয় ঐসকল নদীর জল সেবনে পবিত্র হইয়া জলময় মূর্ত্তি ভগবানের উপাসনা করেন। "আপঃ পুরুষবীর্য্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃস্বরঃ। তা নঃ পুনস্থমীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনাভূবঃ॥" ইতি॥ হে জল, তোমরা ভগবান্ হইতে সামর্থ্যলাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমরা ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাক, আর তোমরা নিজ-স্বরূপের দ্বারাই পাপ হরণ করিয়া থাক, অতএব আমরা তোমাদিগকে স্পর্শ করিতেছি, আমাদিগের শরীর পবিত্র কর।

শাকদ্বীপ—এই ক্ষিরোদ-সমুদ্রের বহির্ভাগে শাকদ্বীপ দ্বাত্রিংশলক্ষ যোজন বিস্তৃত। স্ব-সমান দধিসমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। শাক-নামক মহাবৃক্ষের নামানুসারে শাকদ্বীপ হইয়াছে। শাকদ্বীপস্থ শাক বৃক্ষের সৌরভে ঐ দ্বীপ আমোদিত। ইহার অধিপতি—প্রিয়ব্রত-তনয় মেধাতিথি। তিনিও পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বধার-নামক সাত পুত্রকে নিজরাজ্য সতবর্ষে বিভাগ করিয়া দিয়া ভগবান্ অনন্ত-দেবে চিত্তসন্নিবেশ-পূর্ব্বক তপস্যার্থ তপোবনে প্রবেশ করেন। এই সপ্তবর্ষে ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোত, দেবপাল ও মহানস নামক সাতটী সীমা-পর্ব্বত ও অনঘা, আয়ুর্দ্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, সহস্রশ্রুতি ও নিজধৃতি-নাম্নী সাতটী নদী আছে। ঋতব্রত, সত্যব্রত, দানব্রত ও অনুব্রত নামক বর্ণচতুষ্টয় প্রাণায়ামাদি দ্বারা রজস্তমঃ বিনষ্ট করিয়া পরম-সমাধিযোগে বায়ুরূপী ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। "অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্ত্যাত্মকেতুভিঃ। অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্॥" যিনি প্রাণ, অপান প্রভৃতি বৃত্তিভেদে প্রাণীদিগের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতসকলকে ধারণ করিতেছেন, যিনি—সকলের অন্তর্যামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, পরিদৃশ্যমান জগৎ—যাঁহার অধীন, তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করুন।

পুষ্কর-দ্বীপ—এই প্রকার দধিসমুদ্রের বহির্ভাগে পুষ্কর-দ্বীপ। এই দ্বীপের পরিমাণ—শাকদ্বীপের পরিমাণের দ্বিগুণ এবং ইহা চতুর্দ্দিকে স্ব-সমান স্বাদুজল সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে একটী বৃহৎ পুষ্কর অর্থাৎ পদ্ম আছে। তাহাতে অগ্নিশিখারন্যায় অযুতাযুত নির্ম্মল কনকময় কমলপত্র দীপ্তি পাইতে থাকে। সেই কমল-পত্রে জ্ঞানবান্ পদ্মযোনির উপবেশন-স্থান কল্পিত হইয়াছে। ঐ দ্বীপে পূর্ব্বও পশ্চিম বর্ষদ্বয়ের সীমাপর্ব্বত-স্বরূপ মানসোত্তর-নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার বিস্তার ও উচ্চতা—অযুত-যোজন। এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের চারিটী পুরী আছে। মেরুর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণশীল সূর্য্যরথের সংবৎসরাত্মক চক্র উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নরূপ কালের ভোগ করিয়া দেবতাগণের ঐ পুরীচতুষ্টয়ের ঊর্দ্ধভাগে লৌকিক চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রিয়ব্রত-পুত্র বীতিহোত্র—এই দ্বীপের অধিপতি। বীতিহোত্র রমণক ও ধাতক-নামে পুত্রদ্বয়কে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বর্ষদ্বয়ের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং জ্যেষ্ঠভ্রাতা মেধাতিথির ন্যায় ভগবদুপাসনায় রত হইয়াছিলেন।

এই বর্ষবাসি-পুরুষগণ স্বয়ম্ভূ-মূর্ত্তি ভগবান্‌কে সকামভাবে বন্দনাদি দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি" অর্থাৎ নিজ-নিজ-বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ পুরুষ শতজন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন"। "যত্তৎ কর্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চ্চয়েৎ। ভেদৈনৈকান্তম-দ্বৈতং তস্মৈ ভগবতে নম" ইতি॥ এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে যিনি (ব্রহ্মা) কর্ম্মফলের মূর্ত্তিস্বরূপ, যাঁহা হইতে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ প্রকাশিত হন, পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়া যিনি তাঁহা হইতে অভিন্ন,

সুতরাং সেব্য-সেবকভাবের সহিত তাঁহারই সেবা করা কর্ত্তব্য ; অতএব আমরা সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবান্‌কে নমস্কার ক'রি।

তাহার পর শুদ্ধজল-সাগরের বহির্ভাগে সূর্য্যাদির আলোকবিশিষ্ট ও আলোকবিহীন দেশ। এই দুই দেশের বিভাগার্থ ঐ দুইয়ের মধ্যদেশে লোকালোক পর্ব্বত রচিত হইয়াছে। সুমেরু-পর্ব্বতের মধ্যদেশ হইতে মানসোত্তর-পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে পরিমিত ভূমি, শুদ্ধজল-সাগরের বহির্ভাগেও সেই পরিমিত ভূমি আছে। তথায় বহুপ্রাণীও অবস্থান করিতেছে। তাহার পর লোকালোক-পর্ব্বত ও শুদ্ধদধি-সমুদ্রের অন্তরালে এক কাঞ্চনময়ী ভূমি আছে। ঐ ভূমি—দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ ; তাহাতে কোন দ্রব্য রাখিলে পুনশ্চ কোনরূপ প্রত্যুপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ ভূমি—সর্ব্বপ্রাণিগণ-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত। এই লোক ও আলোকময় দেশদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটী পর্ব্বত আছে, তদ্দ্বারা ঐ দেশদ্বয় পৃথগ্‌রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পরমেশ্বর এই লোকালোক-পর্ব্বতকে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক,—এই ত্রিলোকের সীমাপর্ব্বতরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সূর্য্যাদিলোক হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের কিরণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলান্তবর্ত্তী ত্রিলোকপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত প্রতিবন্ধক হওয়ায় ঐ কিরণ কদাপি তাহার বহির্ভাগে গমন করিতে পারে না। এই পর্ব্বত—অতিশয় উচ্চ ও অধিকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহা ধ্রুবলোক হইতে অধিক উচ্চ হওয়ায় ত্রিভুবনের সীমা-পর্ব্বত-স্বরূপ হইয়াছে। সেই লোকালোক-পর্ব্বত—পরিমাণে পঞ্চাশৎকোটী-যোজন-পরিমিত ভূগোলকের-চতুর্থাংশ অর্থাৎ সার্দ্ধদ্বাদশকোটি-যোজন।

এই লোকালোক-পর্ব্বতের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে জগদ্‌গুরু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাপিত চারিটী গজপতি রহিয়াছে। ঐ গজপতি-চতুষ্টয়ের নাম—ঋষভ, পুষ্কর-চূড়, বামন ও অপরাজিত ; ইহারাই সকল-লোকস্থিতিরমূল।

পরমৈশ্বর্য্যরূপ পরব্যোমপতি, মহাপুরুষ, অন্তর্যামী ভগবান্ স্বীয় বিশুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত রূপ প্রকটিত করিয়া স্বপার্ষদপ্রবর বিষ্বক্‌সেনাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বাংশভূত দিগ্‌গজগণ ও মহেন্দ্রাদি লোকপালগণের বীর্য্যবর্দ্ধন এবং সর্ব্বজীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই লোকালোক-পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। সেই স্থানে ভগবানের ভগ-শব্দবাচ্য ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তথা অনিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধ্যাদির স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, এবং স্বকীয় অস্ত্রসমূহদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া ভুজদণ্ড-চতুষ্টয় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সকল বিবিধ লোক-যাত্রা—ভগবানের চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী যোগমায়া-বিরচিত। ভগবান্ স্বশক্তিদ্বারা বিরচিত লোকসমূহ পালন করিবার জন্য এইপ্রকার বিবিধ ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। লোকালোক-পর্ব্বতের বহির্ভাগে যে অলোক-বর্ষের কথা বলিয়াছে, উহা মধ্যভাগে বিস্তৃত। এই বর্ষের পরিমাণ, সার্দ্ধদ্বাদশকোটী-যোজন। ঐ আলোক-বর্ষের পর মুমুক্ষুগণের গন্তব্য-স্থান ; ঐ স্থান রজস্তমোমলরহিত, সুতরাং বিশুদ্ধ। দ্বিজপুত্রানয়ন-কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থান অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে সূর্য্য অবস্থিত। ভূর্লোক ও ভুবর্লোক—এই দুইয়ের যে অন্তর, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল অর্থাৎ অন্তরীক্ষ। সূর্য্য ও অণ্ডগোলকের মধ্যস্থানের পরিমাণ— পঞ্চবিংশতি-কোটি যোজন। এই অচেতন অণ্ডে বৈরাজ (স্থূল বা সমষ্টিশরীর)-রূপে প্রবিষ্ট হন বলিয়া তাহার নাম 'মার্ত্তণ্ড'। আবার তিনি হিরণ্যগর্ভ-নামেও কথিত হন ; যেহেতু সূক্ষ্ম বা মহতত্ত্ব শরীর হিরণ্যগর্ভ হইতেই তাঁহার বৈরাজরূপ স্থূল শরীর প্রকটিত হইয়াছে। (ব্রহ্মা দ্বিবিধ,—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি ; তন্মধ্যে জীবকোটি-ব্রহ্মার বিষয়ই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। জীবকোটি-ব্রহ্মাও হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ-ভেদে দুইপ্রকার। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—সূক্ষ্মসমষ্টিশরীর অর্থাৎ মহতত্ত্ব শরীর, দেবাদির অগোচর, এবং বৈরাজ ব্রহ্মা—স্থূলসমষ্টিশরীর ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ।—এই শ্লোকে সূর্য্য বৈরাজ-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।) সূর্য্যদ্বারাই দিক্, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য বিভাগ হইয়াছে। ভোগ ও মোক্ষ-স্থান, নরক এবং অতলাদি সর্ব্বলোক,—এসকলের বিভাগও সূর্য্য দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। দেব, মনুষ্য,

পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, লতা প্রভৃতি নিখিল জীবসমষ্টির আধার বলিয়া, ঐ সকল জীব হইতে অভিন্নাত্মস্বরূপ এবং নেত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।

উত্তরায়ণে সূর্য্যের দিবসে মন্দগতি ও রাত্রিতে ক্ষিপ্রগতি হয় বলিয়া সেই সময়ে দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে। দক্ষিণায়নে তদ্বৈপরীত্য হয়। উত্তরায়ণে প্রথমে সূর্য্য মকররাশিতে ক্রমে কুম্ভ ও মীনে গমন করেন। সূর্য্য যখন মেষ ও তুলা-রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিবারাত্র সমান হয়। সূর্য্যের কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশিস্থিতিকাল—দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুন রাশি পর্য্যন্ত স্থিতিকাল—উত্তরায়ণ। মানসোত্তর-পর্ব্বতে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে 'দেবধান'-নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে 'সংযমনী'-নামে যমের, পশ্চিমে 'নিম্লোচন'-নামে বরুণের, এবং উত্তরদিকে 'বিভাবরী'-নামে চন্দ্রের পুরী বর্ত্তমান। সূর্য্যের সেই সকল পুরীর মধ্যে যথাকালে উদয়, মধ্যাহ্ন, অস্ত ও নিশীথ হইয়া থাকে। যেস্থানে সূর্য্য নিশাবসানে লোকচক্ষুর গোচর হন, সেই সময় তাহারই সমসূত্রপাত-স্থানে তিনি তথাকার লোকচক্ষে অস্তমিতরূপে দৃষ্ট হন; আবার যেস্থানে তিনি মধ্যগগনে থাকিয়া তাপ প্রদান করেন, ঠিক তাহার সমসূত্রপাত-স্থানে অর্দ্ধরাত্র করেন। চন্দ্রাদি অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রাদির সহিত জ্যোতিশ্চক্রে উদিত ও অস্তমিত হন। সৌররথের 'সংবৎসর' নামক চক্রে সমুদায় কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার অক্ষের একপ্রান্ত সুমেরুর শীর্ষদেশে এবং অপর-প্রান্ত মানসোত্তরে অবস্থিত।

গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণীক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ ও পঙ্‌ক্তি—এই সাতটী ছন্দই সূর্য্যের অশ্ব। উহারা অরুণদেব-কর্ত্তৃক নবলক্ষযোজন-পরিমিত যুগে (যোয়ালিতে) যোজিত হইয়া আদিত্য-দেবকে বহন করিতেছে। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য-মুনি সম্মুখদিকে থাকিয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিতেছেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি চতুর্দ্দশসংখ্যক ব্যক্তি সপ্তগণে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মদ্বারা প্রতিমাসে বিভিন্ন-নামধারী সূর্য্য এবং সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। আদিত্যদেব নয়কোটি-একপঞ্চাশৎ-লক্ষযোজন-পরিমিত ভূমণ্ডল মধ্যে প্রতিক্ষণে ক্রোশদ্বয়াধিক-দ্বিসহস্রযোজন ভ্রমন করিয়া থাকেন।

(ভাঃ—৫।২২)—জগৎপতি নারায়ণের ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপা ত্রয়ীময়ী মূর্ত্তিই সূর্য্যরূপে অবস্থিতা। সেই সূর্য্যই স্বীয় আত্মাকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে বসন্তাদি ষড় ঋতু ও শীতোষ্ণাদি ঋতুর গুণসমূহের বিধান করিয়া থাকেন। যোগিগণ ও বর্ণাশ্রমী কর্ম্মিগণ অষ্টাঙ্গযোগ ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা সূর্য্যাভ্যন্তরস্থ নারায়ণের উপাসনা করিয়া আত্ম-কল্যাণ লাভ করেন। ভগবন্নারায়ণের সান্নিধ্য-বশতঃ সূর্য্যদেব স্বর্গ ও অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে কালচক্রস্থ মেষাদিরাশিতে অবস্থিত হইয়া রাশির নামানুসারে দ্বাদশ মাস ভোগ করেন। চান্দ্র-মাসে দুই পক্ষে একমাস। সৌর-মাসে সওয়াদুই নক্ষত্র-ভোগকাল—একমাস। সূর্য্যের সম্বৎসরের ষষ্ঠাংশ ভোগকাল একঋতু এবং নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ছয়মাস-ভোগকাল এক অয়ন বলিয়া কথিত। সূর্য্যদেব যে-কালে স্বীয় মন্দ, ক্ষীপ্র ও সমান গতি-অনুসারে স্বর্গ, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ভোগ করিতে থাকেন, সেই কালক সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর-নামে অভিহিত।

সূর্য্যমণ্ডলের লক্ষ-যোজন উপরিভাগে চন্দ্রগ্রহ। ষোড়শকল চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি-অনুসারে দেবলোক ও পিতৃলোকের অহোরাত্রের বিধান হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলের দুইলক্ষ যোজন উপরিভাগে কতকগুলি নক্ষত্র যোজিত আছে। এই নক্ষত্র-মণ্ডলের উপরিভাগে শুক্রগ্রহ; এই গ্রহ প্রাণিগণের প্রতি সর্ব্বদাই শুভদৃষ্টি করেন। এই শুক্রগ্রহের দুইলক্ষ যোজন উপরিভাগে বুধগ্রহ; ইনি—প্রাণি-গণের কখন মঙ্গলপ্রদ ও কখনও বা অমঙ্গলপ্রদ। এই বুধগ্রহের দুইলক্ষ যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতিগ্রহ। এই গ্রহ প্রায়ই ব্রাহ্মণকুলের অনুকূল। এই বৃহস্পতিগ্রহের উপরিভাগে শনৈশ্চর নামক অশুভ গ্রহ ও তদুপরি সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল সর্ব্বদা লোকের মঙ্গল চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুর পরমপদ ধ্রুব-লোককে প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

(ভাঃ ৫।২৩) সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ-লক্ষ যোজনান্তে শ্রীবিষ্ণুর পরম-পদ। তথায় অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্মের দ্বারা বহু সম্মানিত হইয়া ধ্রুব তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিতেছেন। মেধীতে আবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় কাল জ্যোতির্গণকে নিরন্তর ভ্রমণ করাইতেছে; ধ্রুব তাহাদিগের স্তম্ভ অর্থাৎ মেধীস্বরূপ। কালচক্রস্থ জ্যোতির্গণ ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়াই ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। বিরাট্-উপাসকের ন্যায় উপাসনায় চিত্তসন্নিবেশার্থ কোন কোন যোগী এই জ্যোতিশ্চক্রকে শিশুমারাকৃতি ভগবান্ বাসুদেবরূপে কল্পনা করেন। সেই শিশুমারের মস্তক অধোমুখে ও দেহ সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীভূত। উহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; পুচ্ছমূলে, ধাতা ও বিধাতা এবং কোটিদেশে সপ্তর্ষি অধিষ্ঠিত আছেন। উহার শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীভূত-অবস্থায় বর্ত্তমান। উহার দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ হইতে পুনর্ব্বসু পর্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সংযুক্ত আছে। পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপদে এবং অন্যান্য নক্ষত্র শিশুমারের বিভিন্ন অঙ্গে সংযোজিত, এইরূপ কল্পিত হইয়াছে। যোগিগণ চিত্তস্থির করিবার নিমিত্ত এই শিশুমারাকৃতি ভগবানের ত্রিসন্ধ্যা উপসনার বিষয় উপদেশ করিয়া থাকেন।

(ভাঃ ৫।২৪)—সূর্য্য ও চন্দ্র-মণ্ডলের অধোদেশে রাহুর অবস্থিতি। সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তরালে রাহুর অবস্থিতিই 'গ্রহণ'। ঋজু ও বক্রভাবে উহার অবস্থিতি ক্রমে সর্ব্বগ্রাস ও অর্দ্ধগ্রাস হইয়া থাকে। রাহুগ্রহের দশলক্ষ-যোজন-নিম্নে সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরদিগের স্থান। ঐ সকল স্থানের অধোদেশে যক্ষ রক্ষঃ, প্রভৃতির স্থান; উহার নিম্নে পৃথিবী এবং পৃথিবীর অধোদেশে প্রত্যেক দশ-যোজন-অন্তরে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল,—এই সপ্ত পাতাল বর্ত্তমান। এই সপ্ত পাতালের মধ্যে দৈত্য ও দানবগণ তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত নির্ভয়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ত থাকে। পাতালাদিতে সূর্য্যালোকের প্রবেশ না থাকিলেও তথাকার সর্প ও নাগ সকলের মস্তকস্থ মণির ছটায় অন্ধকার দূরীভূত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের অধিবাসিগণ জরা প্রভৃতি বয়োধর্ম্ম-রহিত হইয়া বসতি করিতেছে। তাহারা ভগবানের কালরূপী চক্র ব্যতীত, এমন কি মৃত্যু হইতেও ভীত হয় না। অতল ভূ-বিবরে ময়দানবের পুত্র 'বল' নামক দৈত্যের বাস। তাহার জৃম্ভন হইতে স্বৈরিনী, কামিনী ও পুংশ্চলী এই ত্রিবিধা নারীর উৎপত্তি। অতলের অধোভাগে বিতলে হরগৌরীর বাসস্থান। তাঁহাদের দ্বারা 'হাটক'-নামক স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বিতলের অধোদেশে সুতল; তথায় মহাভাগবত বলি-মহারাজ অবস্থান করিতেছেন। বলি প্রহ্লাদের পৌত্র বলিয়া তন্নিমিত্ত ভগবান্ বলিকে কৃপা করিয়াছিলেন। ভোগৈশ্বর্য্যাদি-প্রদান—ভগবানের দয়ার পরিচয় নহে; যেহেতু উহা মায়াময়, ভগবান্‌কে স্মৃতিপথে আনিতে দেয় না। সুতলের অধোভাগে তলাতল; তথায় ময়দানবের অবস্থান। পরম-ভাগবত মহাদেবের কৃপায় এই দানব তলাতলে ব্যবহারিক-রসে প্রমত্ত থাকিলেও ভক্তবর বলির ন্যায় পরমার্থ সুখ লাভ করিতে পারে নাই। তলাতলের অধোদেশে মহাতল—বহুফণাধারী সর্প-সকলের আবাসস্থল। মহাতলের নিম্নে রসাতল ও তন্নিম্নে পাতাল। এই পাতালে বাসুকীপ্রমুখ সর্পগণের অবস্থান।

(ভাঃ ৫।২৫)—পাতালের মূলদেশে ভগবান্ অনন্ত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি—বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী, তিনি রুদ্রের অন্তরে থাকিয়া সংহারকার্য্যাদি করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহার মূর্ত্তিকে 'তামসী-মূর্ত্তি' বলা হইয়াছে। তিনি—অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা। সর্ব্বজীবকে সম্যক্‌ভাবে 'আকর্ষণ' করেন বলিয়া সাত্বতগণ তাঁহাকে 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া থাকেন। অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণের ফণায় এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। সঙ্কর্ষণের ললাটদেশ হইতেই সংহারকারী রুদ্রের উৎপত্তি। নিখিল কল্যান-গুণের আশ্রয়, ভগবদভিন্ন অনন্ত-মূর্ত্তি ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে পাতালস্থ সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মুনিগণ সর্ব্বদা ধ্যান করিতেছেন এবং সঙ্কর্ষণও অতিশয় মধুর-বাক্যে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। তাঁহার সেই বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি—অতিশয় সুন্দর, গুরুমুখে অনন্ত

দেবের কথা শ্রবণ করিয়া যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার যাবতীয় প্রাকৃত অহঙ্কার বিনষ্ট হয়। অনন্তদেবের ঈক্ষণ প্রভাবে প্রকৃতির গুণত্রয় তাহাদের নিজ-নিজ-কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন-কার্য্যাদি করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং তিনিই সৃষ্ট্যাদির মূল কারণ। তাঁহার প্রভাবের অন্ত নাই, সুতরাং অনন্তমুখেও অনন্তের মহিমা বর্ণন করা যায় না। ধরণী-ধরেন্দ্র অনন্তদেব জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়াই তাঁহার এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রথমে 'দেবীধাম' অর্থাৎ এই জড়-জগৎ; ইহাতেই 'সত্যলোক' প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে। তদুপরি শিবধাম, 'মহাকাল-ধাম' নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা আলোকময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠ-লোক। উপনিষদ্‌গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। সে-সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জড়জগতে জলীয় পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু,—ইহারা যে জড়ীয় বিশেষ-ধর্ম্ম দ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ জড়ীয়বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে বিশেষ নাই, এরূপও কোন বৈদিক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ—ইহারা যুগপৎ সর্ব্বত্র অবস্থান করে।

চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত; কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি বিশদ ও চিদানন্দময়। বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামমূল-বীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর।

গোকুলে ও গোলোকে কিছু ভেদ নাই, কেবল এইমাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান। যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তবর্ত্তী মথুরাধাম, অপ্রকট-লীলার গোলোক। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজে সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয় রসের নিত্যাধিষ্ঠান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ৩য় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন—"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।" 'ব্রজের সহিতে' এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটী চিন্ময় ধামের অচিন্ত্য পীঠ আছে। সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই; কেন না, তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকট-ব্রজে অপ্রকট-ব্রজেরই বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এইমাত্র। কৃষ্ণের চিন্ময়ী লীলা নিত্য। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু-দর্শনে অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন; এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায়-পীড়িত, তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক-বিশ্ব দর্শন করেন।

কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই, সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দ-স্বরূপ; ফল, ফুল, কিশলয়ই তথাকার সম্পত্তি; গোধন-সমূহই প্রজা, রাখালগণ সখা; গোপীগণই সঙ্গিনী; নবনীত, দধি, দুগ্ধই খাদ্য-দ্রব্য; সমস্ত কানন ও উপবনই কৃষ্ণপ্রেমময়, যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্তা; সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণ-পরিচারিকা। যে বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখনও উপাসকের তুল্য, কখনও তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় অসুর-মারণাদি লীলা সেই অভিমান-মাত্রেই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। ব্রজই বল, বা

নবদ্বীপই বল, বহির্ম্মুখ-চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় প্রকাশিনী-বৃত্তিতে শ্রীধামসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন যথা—(২-৫) গোলোকরূপ গোকুল সৃজ্য বা প্রাকৃত নয়। আনন্ত্য-ধর্ম্মই কৃষ্ণের শৈষী শক্তি, এবং কৃষ্ণের বিলাস-ভাবময় বলদেবই সেই শক্তির আধার। বলদেবস্বরূপের আনন্ত্যভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ চিদানন্ত্য ও জড়ানন্ত্য। একপাদরূপ জড়ানন্ত্য-বিভূতি স্থানবিশেষে বিচারিত হইবে। চিদানন্ত্যই ভগবানের অশোক, অমৃত ও অভয়রূপ ত্রিপাদ-বিভূতি এবং জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ চিন্ময়ী বিভূতি। সেই বিভূতিই স্বরূপ-মহৈশ্বর্য্য-প্রকটরূপ মহাবৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমধাম,—যাহা জড়া প্রকৃতির অগোচরে বিরজার পারভূমিতে নিত্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজমান। তদূর্দ্ধদেশে সেই চিদানন্ত্য-বিভূতিই পরম-মাধুর্য্যময় গোকুল বা গোলোকধাম-রূপে জ্যোতির্বিভাগক্রমে অত্যন্ত-রমণীয়ভাবে নিত্য প্রকটিত। ইঁহাকেই কেহ কেহ মহানারায়ণ বা মূলনারায়ণ ধাম বলেন। সুতরাং গোলোকরূপ গোকুলই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট ধাম। সেই একধামই ঊর্দ্ধাধো-বিরাজমানতা-ভেদে গোলোক ও গোকুলরূপে দেদীপ্যমান। গোকুল—চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড়দেশকালাদি-দ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বরূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু প্রপঞ্চ-বদ্ধ জীবগণের জড়ধর্ম্মাবেশনিবন্ধন গোকুলসম্বন্ধেও জড়ীয়ভাব তাহাদের মায়িক ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া পড়ে। মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না। বহুভাগ্যক্রমে যাঁহার মায়িক-ধর্ম্মসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই গোকুলে গোলোক ও গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। অতন্নিরসনরূপ আত্মারামতা-জনক জ্ঞান কখনও শিথিল-সচ্চিদানন্দ-'চিন্মাত্র-ব্রহ্মে'র উপরিচর বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দেখিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা-দ্বারা গোলোক বা গোকুলদর্শনের সম্ভাবনা নাই; কেন না, জ্ঞানচর্চ্চাকারিগণ স্বীয় সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, পরন্তু অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপার অনুসন্ধান করেন না। গোলোক-বৃন্দাবন-প্রাপ্তি-বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-চেষ্টা নিরর্থক। কর্ম্মাঙ্গরূপ যোগ-চেষ্টাও তদ্রূপকৃপা-যোগ্য হয় না; কাজে-কাজেই 'কৈবল্য' ভেদ করিয়া তদুপরিচর চিদ্বিলাসের অনুসন্ধান করিতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন। কৃষ্ণ-কৃপাক্রমেই মায়িক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং গোকুল-দর্শনের ভাগ্যোদয় হয়। তন্মধ্যে ভক্তিসিদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধি ও বস্তু-সিদ্ধি; স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোকদর্শন হয়, এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল-দর্শন হয়—এই এক রহস্য। প্রেমলাভই স্বরূপসিদ্ধি; পরে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ, উভয়বিধ মায়িক আবরণ দূর হইলে বস্তুসিদ্ধি ঘটে। যাহা হউক, ভক্তিসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিন্তারূঢ় গোলোক হইতে গোকুলকে পৃথগ্‌রূপে দেখা যায়। অত্যন্তবৈচিত্র্য-রূপ সহস্র-সহস্র-পত্র-বিশিষ্ট চিদ্বিশেষের পীঠস্বরূপে গোকুলই কৃষ্ণের নিত্যধাম॥২॥

কৃষ্ণলীলা—প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ-মানবের নয়ন-গোচর যে বৃন্দাবনলীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা, এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট, এবং গোকুলে অপ্রকটলীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন। শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—"প্রাপঞ্চিক-লোকে প্রকট-লীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই 'গোলোক'-লীলা; সুতরাং শ্রীরূপের ভাগবতামৃতবচনই এই কথার সমাধান,—"গোকুলের তাদাত্ম্য-বৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি। অতএব গোলোক—গোকুলের বৈভব-মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অখিল-লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোকধামে নিত্য-প্রকট। সেই গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে বদ্ধজীব-সম্বন্ধে অপ্রকট-লীলার যে, প্রকটতা, তাহাই আবার দুই-প্রকার, অর্থাৎ মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং স্বারসিকী। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে তত্তদেকতর স্থানাদি—নিয়তস্থিতিক ও

তত্ত্বমন্ত্রধ্যানময়। একটি মাত্র লীলার উপযুক্ত-স্থানেই নিয়ত স্থিতিভাবে মন্ত্রধ্যান হইয়া থাকে, সেই ধ্যানগত গোলোক-প্রকাশই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা। আবার নানাক্রীড়া-বিহারে নানা-স্থানব্যাপিনী যে লীলা, তাহা—বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী, অতএব স্বারসিকী। এই শ্লোকে দুই প্রকারই অর্থ আছে। এক অর্থ এই যে,—অষ্টাদশাক্ষরময়ী লীলায় মন্ত্রগত পদ স্থানে-স্থানে ন্যস্ত হইয়া কৃষ্ণের একটি মাত্র লীলা প্রকাশ করে। এই ষড়ঙ্গ ষট্পদী উত্তরোত্তর ন্যস্ত করিয়া দেখাইলে মন্ত্রের অবস্থিতি হয়।

ষট্কোণ মহাযন্ত্র এইরূপ,—বীজ অর্থাৎ কামবীজ যন্ত্রকীলকস্বরূপে অভ্যন্তরস্থিত। এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া চিন্ময়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রধ্বজের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হয়। মন্ত্রোপাসনাময়ী একস্থানস্থিতা লীলানুভূতি হয়,—ইহাই মন্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য। সাধারণ তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণের চিন্ময়ীলীলায় প্রবেশ করিবার যাঁহার নিতান্ত বাসনা, তিনি ভক্তিরস-জনিত সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার সহিত স্বীয় চিৎস্বরূপগত কৃষ্ণসেবা বিধান করিবেন। (১) কৃষ্ণস্বরূপ, (২) কৃষ্ণের চিন্ময় ব্রজ-লীলা-বিলাস-স্বরূপ, (৩) তৎপরিকর গোপীজন-স্বরূপ, (৪) তদ্বল্লভ অর্থাৎ গোপীর অনুগতভাবে কৃষ্ণে আত্মনিবেদন-স্বরূপ, (৫) শুদ্ধজীবের চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ এবং (৬) চিৎ-প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-স্বভাব;—এই স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে সম্বন্ধ-স্থাপন হয়। তাহাতে আত্মসংযোগ-স্বরূপ অভিধেয়-নিষ্ঠা-ক্রমে পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পুরুষ ও শ্রীরাধার দাসীরূপা 'অহং' প্রকৃতি,—এই ভাগবত-সেবা-সুখই একমাত্র রস,—ইহাই অর্থ। সাধনাবস্থায় গোলোকে বা গোকুলে মন্ত্রোপাসনা-ধ্যানময়ী লীলা, এবং সিদ্ধাবস্থায় অসঙ্কোচিত-বিহার-রূপ লীলার উদয়;—ইহাই গোলোক বা গোকুলের স্থিতি, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। 'জ্যোতীরূপেণ মনুনা'—এই কথার অর্থ এই যে, মন্ত্রে চিন্ময় অর্থ প্রকাশ এবং তাহাতে অপ্রাকৃতকামরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সম্মিলিত করিয়া সেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসের সহিত অবস্থিতি হয়। এইরূপ নিত্যলীলাই গোলোকে দেদীপ্যমানা ॥ ৩॥

চিন্ময় গোকুল—পদ্মাকার। মধ্যগত কর্ণিকার—ষট্কোণময়াকৃতি; তাহাতে অষ্টাদশক্ষরাত্মক মন্ত্রতাৎপর্য্য-রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকে মধ্যবর্ত্তী করিয়াই তদনুগত স্বরূপশক্তিপ্রকটিত কায়ব্যূহসকল বর্ত্তমান। বীজই রাধাকৃষ্ণ গোপালতাপনী বলেন,—ওঁকার-অর্থে শক্তি ও শক্তিমান্ গোপাল, এবং ক্লীং-শব্দে ওঁকার। সুতরাং কামবীজ—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-বাচক ॥৪॥

গোকুল—মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিরই পীঠ, সুতরাং ভৌম-ব্রজমণ্ডলগত যমুনা, গোবর্দ্ধন, শ্রীকুণ্ড প্রভৃতি সমস্তই তাহার অভ্যন্তরে আছে। আবার বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তথায় দিগ্ব্যাপি-স্বরূপে প্রতীয়মান। চতুর্ব্যূহ-বিলাস-সকল তথায় যথাস্থানে আছে। সেই চতুর্ব্যূহ-বিলাস হইতে প্রকটিত হইয়াই পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ বিস্তৃত। বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি গত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মূল-বীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোক-গমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশদিকে দশটি নৈরাশরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দাম্ভিক লোকগণ পরাহত হন। ব্রহ্মধামে নির্ব্বাণই উপাদেয়; তাহাই শূলরূপে গোলোকের আবরণ। 'শূল'-অর্থে ত্রিশূল; জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই 'ত্রিশূল'। গোলোকাভিমুখে যে অষ্টাঙ্গ-যোগী বা নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী ধাবমান হন, তিনি সেই দশদিকস্থিত ত্রিশূলকর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া নৈরাশ-গর্ত্তে পতিত হন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যমূলক-ভক্তিমার্গে গোলোকাভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং মহাপদ্মাদি ঐশ্বর্য্যনিধি দেখিয়া শ্রীগোলোকের আবরণ-ভূমিরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্বেই মুগ্ধ থাকেন। যাঁহাদের বুদ্ধি আরও শিথিল, তাঁহারা মন্ত্ররূপী দশদিক্পালের অধীন হইয়া সপ্তলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপে গোলোক দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছেন। কেবল শুদ্ধপ্রেমভক্তি-দ্বারাই সমাগত ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য যুগধর্ম্ম-প্রচারক ভগবৎ-স্বরূপসকল তথায় সর্ব্বদা অগ্রসর; তাঁহারা নিজ-নিজ বর্ণানুরূপ পার্ষদ-পরিবেষ্টিত; গোকুলে শ্বেতদ্বীপই তাঁহাদের ধাম। এই জন্যই ব্যাসাবতার "শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-

গ্রাম," ইত্যাদি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপমধ্যেই গোকুল-লীলার পরিশিষ্ট নবদ্বীপলীলা নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড-তত্ত্ব; কেবল প্রেমবৈচিত্র্যগত অনন্তভাব-বিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন। ইহাতে আর একটি নিগূঢ়তত্ত্ব পরম-প্রেমভক্ত মহাজনগণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপা হইতে অবগত হইয়াছেন। তাহা এই যে জড়জগতে উর্দ্ধাধঃক্রমে চতুর্দ্দশ লোক; কামী কর্ম্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-রূপ ত্রিলোকী-মধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্ব্রত-ব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যপরায়ণ শান্তপুরুষগণ নিষ্কামধর্ম্ম-যোগে মহর্লোক জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। তাহারই উর্দ্ধভাগে চতুর্ম্মুখধাম এবং তদূর্দ্ধে ক্ষীরোদকশায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোক অতিক্রম করত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপ-রূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্যপ্রিয় জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরব্যোমাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম-মাধুর্য্যগত ভক্তগণ কেবল গোলোকধাম লাভ করেন। রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুদ্ধ-ব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুদ্ধ-নবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্যগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সুখ লাভ করেন। পরম-গোলোক এবং পরম-শ্বেতদ্বীপ-রূপ স্বরূপদ্বয়ই অখণ্ডরূপে গোলোকধাম। মূল তাৎপর্য্য এই যে ব্রজলীলারূপ কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াও রসের সর্ব্বাংশের আস্বাদনরূপ সুখ লাভ করিতে না পারিয়া কৃষ্ণরসাশ্রয়রূপিণী রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ আস্বাদরূপা যে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য শ্বেতদ্বীপরূপ গোলোক নিত্য প্রকটিত। যোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যেরূপ ভৌম-গোকুলে জন্মাদি, সেইরূপ যোগমায়া-বলেই শ্রীগৌরস্বরূপের ভৌম-নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মাদি-লীলা হইয়া থাকে;—ইহা স্বাধীন চিদ্-বিজ্ঞান তত্ত্ব, মায়াধীন-চিন্তা-প্রসূতা কল্পনা নয় ॥৫॥

চিন্তামণি-শব্দে এখানে চিন্ময় রত্ন বুঝিতে হইবে; মায়াশক্তি যেরূপ জড় পঞ্চভূত দিয়া জড়জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ-চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি—অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ-কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবা-মাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ শুদ্ধভক্ত জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দস্রাবী প্রেম-প্রস্রবণরূপ দুগ্ধসমুদ্র সর্ব্বদা ক্ষরণ করে। 'লক্ষ'-লক্ষ' ও 'সহস্রশত' এই সকল শব্দ—অনন্ত-সংখ্যা-বাচক; 'সম্ভ্রম' বা সাদরে অর্থাৎ প্রেমপরিপ্লুত হইয়া; 'লক্ষ্মী'-শব্দে গোপসুন্দরী; 'আদিপুরুষ' অর্থে যিনি সকলের আদি, তিনি ॥২৯

যে স্থান—জীবগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসভজনদ্বারা প্রাপ্য, তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নির্ব্বিশেষ নয়। ক্রোধ, ভয়, ও মোহ-দ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধাম লাভ হয়। ভক্তগণ রসানুসারে চিজ্জগতের পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ বা তদুপরিস্থিত গোলোক লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত-বিশুদ্ধ বলিয়া সেই ধামই 'শ্বেতদ্বীপ'। জড় জগতে যাঁহারা চরমরস ভক্তিসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা এই জগদন্তরস্থিত গোকুল-বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ত্বকে অবলোকন করত 'গোলোক' বলিয়া বলেন ॥ ৫৬ ॥

বৈকুণ্ঠ ঃ—গোলোকরূপ কর্ণিকারের দল-শ্রেণী-সম সংস্থিত এই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ নারায়ণ। বৈকুণ্ঠে তিনিই চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্রাদি ধারণ করিয়া পারিষদ্গণে পরিবৃত হইয়া মহালক্ষ্মীসহ সতত বিরাজমান। বৈকুণ্ঠে এই বিলাস-বিগ্রহ নারায়ণের চারিপার্শ্বে ও প্রথমকায়ব্যূহের বিলাস-রূপ দ্বিতীয় কায়-ব্যূহ—শ্রীবাসুদেবাদি চারিজন বিরাজ করেন। সকলেই কিরীট-কুণ্ডল-শোভিত শঙ্খ-চক্রাদি-কর চতুর্ভুজ-

মূর্ত্তি॥ দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ হইতে তদ্‌বিলাসরূপে আবার অপর চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হইয়া, উহার আবরণ-স্বরূপে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করেন। এই তৃতীয় চতুর্ব্যূহে বাসুদেবাদি প্রত্যেকেই পুনশ্চ তিন তিন মূর্ত্তি হইয়া দ্বাদশজন প্রকটিত হন। সকলেই নারায়ণ-রূপ; কেবল নাম পৃথক্। নানারূপ পর্য্যায়ে চতুর্ভুজে চক্রাদি ধারণ ভেদ এই পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ হয়। এই দ্বাদশ জন দ্বাদশ মাসের দেবতা। বৈষ্ণবগণ এই দ্বাদশ নামেই দ্বাদশ তিলক ধারণ করেন। ঐ তৃতীয়-ব্যূহ বাসুদেবাদি চারিজনের আরও অষ্ট বিলাসমূর্ত্তি উদিত হন। তাঁহাদের নাম যথা—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র। ইহারা পরব্যোমে পৃথক্ পৃথক্ ধামে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের আবরণরূপে অবস্থিত আছেন। তথায় তাঁহাদের নিত্যধাম, নিত্য অবস্থান হইলেও ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও নানা স্থানে আবির্ভাব হয়।

এই বৈকুণ্ঠ নানাবিধ জনপদ সমাকীর্ণ; এবং বিচিত্র প্রাকার, বিমান, চতুর্দ্বার, পুরদ্বার, পুর ও রত্নময় সৌধ-মালায় পরিবৃত॥ ইহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারগণের বিভিন্ন পুরী আছে। ঐ সকল পুরীতে তাঁহারা সৌধ্য-মালায় পরিবৃত। ইহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারগণের বিভিন্ন পুরী আছে। ঐ সকল পুরীতে তাঁহারা স্ব-স্ব-শক্তি ও স্বজনসহ নিত্য বিহার করিতেছেন। দ্বারে দ্বারপালগণ; অষ্ট দিকে অষ্ট দিকপাল বিদ্যমান। এই অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী মহা-পুরী কোটী-বৈশ্বানর-সদৃশ গৃহপরম্পরায় অবৃত; এবং আরূঢ়যৌবন অতিসুন্দর পুরুষ ও রমণীগণে পূর্ণ। তাহার মধ্যে শ্রীহরির লক্ষ্মীগণ পরিশোভিত পরমৈশ্বর্য্য চমৎকার অন্তঃপুর সদানন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া বিরাজমান। বহির্ভাগে অপ্রাকৃত-রত্নরাজি-বিমণ্ডিত রাজোচিত সভামণ্ডপ নিত্যমুক্তজনসমূহে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষিগণ-পঠিত স্তবস্তুতি ও সামগানে মুখরিত। এই সভামণ্ডপ মধ্যে সর্ব্ববেদময় নির্ম্মল-রমণীয়-সিংহাসনে মহালক্ষ্মীসহ শ্রীহরি সদাসুখে অবস্থিত আছেন। তাঁহার বামাঙ্কে অনপায়িনী পরম-রূপ-লাবণ্যবতী মহালক্ষ্মী করে লীলা-কমল ধারণ করিয়া বিরাজিতা। উভয়পার্শ্বে ভূ ও লীলা-শক্তিদ্বয় স্মিতমুখে উভয়ের বিবিধ সেবাসুখ সম্পাদন করিতেছেন। আরও কিঞ্চিৎ দূরে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞান, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ও ঈশানী সর্ব্বসুলক্ষণা অষ্টশক্তিও নারায়ণের যথাপ্রয়োজন সুখ-সাধনে রত হইয়া সতত আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। এই ধামে চিন্ময়বিগ্রহ মৎস্যাদি অবতারগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বিশ্বদেবগণ ব্রহ্মাদি দেবতারা এবং রতি, স্বরস্বতী, সাবিত্রী, দুর্গা-আদি দেবগণও দিব্যমূর্ত্তি শ্রুতিগণ, সকলে স্ব-স্ব স্থানে যথা নির্দ্দিষ্ট হরিসেবায় সদানন্দে কালযাপন করিতেছেন। যিনি সদাশিব নামে খ্যাত নারায়ণের বিলাস বিগ্রহ শম্ভু, তিনিও তথায় যথাযোগ্য বেশভূষায়মণ্ডিত হইয়া, ঈশানকোণে স্ব-স্থানে বিরাজ করিতেছেন। শান্তভাব ভক্তগণ জ্ঞানমিশ্রা রতিতে অন্তর্য্যামী নারায়ণের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, এই স্থলে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্যগতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানেসিদ্ধ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের গতি এখানে হয় না। "বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তা সবার স্থিতি॥"

ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীলসরস্বতী ঠাকুরের বর্ণন।

বৈকুণ্ঠ নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তরলোক। তাহা ভগবানের সবিশেষ লোক। দেবীধামে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে ভগবানের চিদ্‌বিলাস বা সবিশেষত্ব আক্রমণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দেবীধামস্থ মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত বহির্ম্মুখ লোকসকল আপনাদিগকেই বিলাসী অভিমান করে। আমরাই জগৎ ভোগ করিব, আমাদেরই চক্ষু-কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়সমূহ থাকিবে, আমরাই বিলাসী। এইরূপ বিচারে একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসীর অনুকরণে চিদ্‌বিলাসকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। অচিদ্‌বিলাসিগণ অদ্বিতীয় চিদ্‌বিলাসীর আনুকরণিক ক্ষুদ্র প্রতিযোগী হইয়া স্ব-স্ব-দুর্দ্দশা বরণ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে বিলাস করিতে পারিতেছে না, বিলাসের চেষ্টা দেখাইতে গিয়া বদ্ধ হইয়া যাইতেছে। দেবীধাম ব্যাপ্ত হইয়া যে জলধি 'বিরজা' নামে খ্যাত, তাহাতে

এই দেবীধামের মিশ্র-সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অর্থাৎ তথায় ত্রিগুণের সম্যাবস্থা হইলেও তাহা প্রারম্ভিক তটস্থ ভাব-নির্গত। শাক্যসিংহাদির বিচার বা অচিন্মাত্রবাদ যেস্থানে পর্য্যবসিত হইতে পারে, সেস্থানে বিলাসের কোন কথা নাই, কেবল স্থৈর্য্যভাব আছে মাত্র; সুতরাং বিরজাতেও চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত। তৎপরে ব্রহ্মলোক বা নির্ব্বিশেষধাম। এখানে অদ্বিতীয় বিলাসীর হাত-পা-নাক-কাণগুলি কাটিয়া ফেলিবার অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন, মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড। বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।" "সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥ বেদান্ত পড়ায়, মোর বিগ্রহ না মানে।*** সত্য সত্য কহোঁ তোরে এই পরকাশ। সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস॥" নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার—'বিলাস' কথাটী থাকিলেই উহাতে অচিৎএর হেয়তা মিশ্রিত হইতেই হইবে। চিৎএরই একমাত্র বিলাস হইতে পারে। পরিপূর্ণ, পরমোপাদেয়, নিত্য, অখণ্ড চিদ্‌বিলাসেরই অসম্পূর্ণ হেয়, অনিত্য, খণ্ড প্রতিফলনই যে অচিদ্‌বিলাস—ইহা মায়াবাদীর মস্তিষ্কে ধারণার বিষয় হয় না। সুতরাং নির্ব্বিশেষ লোকে চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত।

বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম্ম—কুণ্ঠজগতের চিন্তাস্রোত বিগত হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে চিদ্‌-বিলাসের কথা আরম্ভ হইল। এইজন্য শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ বৈকুণ্ঠ হইতে কথা আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বের যত কথা, সেগুলি পারমার্থিক রাজ্যের পথিকের গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না; কারণ, বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বে ভগবত্তার স্বরূপই আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল স্থানে অজ্ঞেয়তা, নাস্তিক্য, অহংগ্রহোপাসনার উদ্যোগভূমিকারূপ কুণ্ঠাধর্ম্ম বিরাজ-মান। দেবীধামের অচিদ্‌বিলাসী সুখ-দুঃখ-ভোগী, বিরজার অচিন্মাত্রবাদী-বোধিসত্তা-অঙ্গীকারী যোগী, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকের চিন্মাত্রবাদ-অঙ্গীকারকারী জ্ঞানী—কাহারও চিদ্‌বিলাসের উপলব্ধি না থাকায় চিচ্ছুদ্ধ ভাগবত-মধ্যেই গণ্য হইতে পারেন না। ঐ সকলের কুণ্ঠাধর্ম্ম যেস্থানে বিগত হইয়া চিদ্‌বিলাসের কথা—চিন্ময় বাস্তবধর্ম্মের কথা আরব্ধ হইল, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীরূপপাদ তাঁহার কথা আরম্ভ করিলেন। চিদ্বিলাসে অচিদ্‌বিলাসবিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া বিবর্ত্তবাদী "নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণযুত" পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলে—কেবল কল্যাণগুণগণ পুরুষোত্তমের অঙ্গকান্তির ঐশ্বর্য্যে বিমোহিতচক্ষুঃ হইয়া পড়িলে সত্যানু-সন্ধিৎসু পারমার্থিকের জন্য নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তর মহৈশ্বর্য্যলোক—যেখানে ভগবান্ বহু ভৃত্যাদি দ্বারা পরিসেবিত হইয়া বিলাস করেন, রত্নময় সিংহাসনে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত, লক্ষ্মীর সহিত বিহার করেন—যেখানে অসংখ্য বিলাসের উপকরণ—অসংখ্য ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ রহিয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠলোক আবিষ্কৃত হইল। সেই বৈকুণ্ঠলোকে বিলাসের কথা থাকিলেও মধুপুরীতে বিলাস আরও ব্যক্ত।

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ—'জনিতঃ'—অজের জন্মনিবন্ধন। বৈকুণ্ঠে অজের জন্ম নাই। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ মাতা-পিতা হইতে জাত নহেন। জন্মের উপাদেয়ত্ব ও নিত্যত্ব, নিত্যজন্মের নিত্যত্ব নারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠে ব্যক্ত নহে। যাহাদের চিদ্বিলাস আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি, তাঁহারা বলেন,—যেখানে জন্ম, সেখানেই হেয়তা। মাতা-পিতা হইতে প্রাপ্তদেহ—নশ্বর ও হেয়তাযুক্ত। নশ্বর মাতা-পিতার নশ্বর পুত্র। চিদ্‌বিলাসবিরোধীর এই আক্রমণের পূর্ণ বাস্তব প্রতিবাদ সম্পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠে প্রদত্ত হয় নাই। কেন না, সেখানে অজের জন্মকথা পরিব্যক্ত হয় নাই। কিন্তু অজের কিরূপে জন্ম হইতে পারে, যুগপৎ বিরুদ্ধ-ব্যাপার চিদ্‌বিলাসরাজ্যে কিরূপে অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হইয়া চিদ্‌বিলাসের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা মথুরায় প্রদর্শিত হইয়াছে, কাজেই বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা। মধুপুরীতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা চিদ্‌বিলাসসৌন্দর্য্য অধিকতর ব্যক্ত হইলেও বৃন্দারণ্যে তদপেক্ষা অধিক-ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মথুরায় রাসোৎসব হয় না। তথায় বসুদেব-দেবকী-নন্দনের ঐশ্বর্য্যময় বাৎসল্যরস প্রকাশিত থাকিলেও নন্দনন্দনের মধুর রতির মহোৎসব মথুরায় প্রকাশিত হয় নাই। গোপীজনবল্লভ নন্দনন্দন কৃষ্ণের মধুর

রসের মহামহোৎসব বৃন্দাবনীয় রাসক্রীড়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই রাসোৎসবে চন্দ্রাবলীর যূথ, সমঞ্জসা-রতির নায়িকাগণও উপস্থিত থাকায় রাসোৎসবের সমন্বয়-বিচার কৃষ্ণের পরমমুখ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার মনঃপূত হয় নাই। শ্রীমতী রাধিকা বিচার করিয়াছিলেন,—"আমি কি কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করি না যে, আমার জন্য কৃষ্ণ সকল নায়িকাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না? যদি পারেন, তবে জানিব আমি কৃষ্ণসেবা করিতেছি।"—এই বিচার করিয়া শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্য-বামতাহেতু রাস-মণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ—এইরূপ প্রকাশ হইয়াছিলেন। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটিল প্রেমের বামতা প্রকাশ করিলেন—ক্রোধ ও মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা, রাধিকা রাসরসোৎসবের রসপুষ্টি করেন, কিন্তু রাধিকা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাসমণ্ডলীতে দক্ষিণা ও বামার বিচার—সমঞ্জসা ও সমর্থা বিচারের সমন্বয় থাকায়, চন্দ্রাবলীর যূথ প্রবেশ করায় বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডলী অপেক্ষা গোবর্দ্ধনগিরিগুহা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ, গোবর্দ্ধন গিরিগুহা উদারপাণির রমণ-স্থান—ব্রজনবযুবদ্বন্দের নির্জ্জন কেলিকলার কন্দর। রাসোৎসবে কেবল মাধুর্য্য-প্রকাশ, কিন্তু গোবর্দ্ধনে মাধুর্য্যের অন্তর্গত ঔদার্য্য উদারপাণিরমণের দ্বারা প্রকাশিত। চন্দ্রাবলীর যূথস্বরূপ শ্রীরূপানুগবিরোধী দল শ্রীবার্ষভানবীর চরণসেবাকাঙ্ক্ষী—রাধিকার যূথস্বরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রতিযোগিতায় বালগোপালের উপাসনা হইতে কিশোর-গোপালের উপাসনা বা বৃন্দাবনে রাসোৎসব পর্য্যন্ত আসিবার চেষ্টা করিতে পারেন, আরও অধিকতর প্রতিযোগিতা-মূলে গোবর্দ্ধনে আসিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উঁহাদিগকে গোবর্দ্ধনে চতুর্ভুজ প্রদর্শন করান। তাঁহারা প্রকৃত নন্দনন্দনের সেবা বা বার্ষভানবীর আনুগত্য করিতে পারেন না; তাঁহারা বালগোপালের উপাসকসূত্রে গোকুল, প্রতিযোগিতামূলে কিশোরগোপালের উপাসনা দেখাইতে গিয়া বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত আগমন করিতে চাহেন; কিন্তু রাধাকুণ্ডে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড একমাত্র রাধিকা-যূথের দুর্গ। তাঁহারা প্রতীপ-জনকে কখনও সেই কুণ্ডের তীরে আসিতে দেন না। এখনও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ রাধাকুণ্ডের তীরে অপর বিচারাবলম্বীকে আসিতে দেন না। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভাগ্যহীনের প্রাকৃত দর্শন অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের অধিষ্ঠান কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অধিকৃত মনে করে! ভাগ্যহীন প্রাকৃত সহজিয়াগণ রাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতে পারে না—অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডের জল স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীরাধা-কুণ্ড অপ্রাকৃত ভাবজগতের শিখামণি-স্বরূপ। কেন না, সেই রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাহা প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র। সেই গোবর্দ্ধনতটে বিরাজিত রাধাকুণ্ডের সেবা বিবেকিগণই করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহাদের বস্তু-বিচারে কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেব্যাধার বিচারে কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেব্য—এই বিবেকোদয় হইয়াছে, তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা করিবেন। রাধাকুণ্ডের তীরে বাস—রাধাকুণ্ডতটস্থিত কুঞ্জকুটীরে বাস অপেক্ষা রাধাকুণ্ডে অবগাহনের আরও অধিকতর বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু তীরে বাস নয়—তীরস্থ কুঞ্জে বাস নয়, কুণ্ডে রাধিকার ভাব-বিশেষে অবগাহন করিয়া রাধাকান্তের সেবা আরও অনেক বেশী কথা। "রাধিকার ভাবে অবগাহন" শব্দে—আপনাকে মূলধনস্বরূপ আশ্রয় বিগ্রহের অভিমান নহে—উহা অহংগ্রহোপাসনা, ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির অভিমানও অহংগ্রহোপাসনা। রাধিকার ভাব-পোষণী অনুচরীর অভিমানে, ললিতার ভাব-পোষণী মঞ্জরীর পরিচারিকা-অভিমানে অবগাহন। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা—এই আটপ্রকার নায়িকার অন্যতমার ভাবানুসরণে মুক্ত আত্মা তাঁহাদের পরিচর্য্যামূলে রাধাকুণ্ডে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন। রামানন্দ-সংবাদে যখন রামানন্দরায় "ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর" বলিয়া মহাপ্রভুকে প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের কথা বলিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাপ্রভু নিজ-হস্ত দ্বারা রামানন্দরায়ের মুখ

চাপিয়া ধরিলেন। 'আত্মার চরম বিকাশের কথা ইহার পর আর জগতে প্রকাশিত হইতে পারে না'— এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" শ্লোকে যে বৈকুণ্ঠে মাত্র আড়াইটী রসের কথা আছে, তদপেক্ষা রসোৎকর্ষ বিচারে মথুরার শ্রেষ্ঠত্ব। বৈকুণ্ঠে বিধিভক্তি পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি বিধিভক্তি ছেড়ে দেয় তবে তা'রা অধঃপতিত হ'য়ে যায়। বৈকুণ্ঠের উপরেও গোলোক বৃন্দাবন। দ্বারকায় হরি পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, আর বৃন্দাবনে পূর্ণতম। পূর্ণভূমি অতিক্রম ক'রে যখন মথুরা-মণ্ডলে জ্ঞানশূন্যাভক্তিভূমিতে এ'সে উপস্থিত হওয়া যায়, তখন্ ব্রজরাজ নন্দনের সেবার যোগ্যতা হয়। যে আড়াই প্রকার রস সবিশেষ বিষ্ণু-প্রতীতিতে নাই, তা' শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় করলে পেতে পারা যায়। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পদাশ্রয়ে জাগতিক বিষয় বাসনা বিদূরিত না হ'লে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয় না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদাশ্রয় করিয়া মথুরা মণ্ডলে আসিতে হয়। সেখানে আসিয়া শ্রীরূপ রঘুনাথের চরণাশ্রয়ে কুণ্ডতটকে নিত্যবাসস্থান করিতে হয়।

মথুরায় সাক্ষাৎ ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নির্ব্বিশেষবাদি সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কংস সেই নির্ব্বিশেষবাদের আদর্শ। কংসের অনুগামী স্মার্ত্তসম্প্রদায়ও এখানে বিনষ্ট হইয়াছিল। রজক সেই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের প্রতীক। রজকের কার্য্য মলিন বসন পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া নানাপ্রকার রংএর দ্বারা রঞ্জিত করা। স্মার্ত্তবাদের প্রভুই নির্ব্বিশেষবাদ—যাহার প্রতীক কংস। স্মার্ত্তবাদ জগতের প্রাকৃত দুর্নীতির মলিনতা প্রায়শ্চিত্তাদি-জলে ধৌত করিয়া নানা ফলশ্রুতিবর্ণে রঞ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অস্বীকার-কারী কংসস্বভাব নির্ব্বিশেষবাদ প্রভুর সমীপে উপহার প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সমস্তের মালিক, এমনকি কংসেরও মালিক, স্মার্ত্তগণ তাহা বুঝিতে না পারায় কৃষ্ণ তাহা নিরাস করেন। পরতন্ত্রতার জন্যই নীতির নিগড়। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষোত্তমের জন্য তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য কল্পিত নীতির শৃঙ্খল নহে। তিনি তাঁহারই স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীযশোদার প্রীতিরজ্জুতে, গোপীগণের প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হন।

বৈকুণ্ঠে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মথুরাতে ইতিহাসের কথা আছে—ইতিহাসের কথা থাকিলেও তাহাকে ঐতিহাসিকতার দ্বারা আবৃত করিবাব কথা নাই। অপ্রাকৃত ইতিহাসকে প্রাকৃত ঐতিহাসিকতার হেয়তা কখনও গ্রাস করিতে পারে না। ইহা প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। মথুরার চারিপার্শ্বে রজোরহিত বিরজা আছে। মথুরার চারিপার্শ্বে বহির্ভাগে আলোকময় মণ্ডলের নাম ব্রহ্মলোক। কালত্রয়ের ভেদ—যাহা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে, বিরজা নদী পার হইলে আর সেইরূপ কালভেদের কথা নাই। সেখানে অখণ্ড কাল। অখণ্ড কালের ইতিহাসও অখণ্ড। সেখানে খণ্ড ঐতিহাসিকতার কোন হেয়তা নাই। মথুরা তর্কের মথুরা নহে। মথুরা পরমজ্ঞানময় রাজ্য। কংস—নির্বিশেষবাদী। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার নিত্যত্ব আছে—ইহা কংস গায়ের জোরে স্বীকার করিতে চাহেনা। কংস জানে না,—কৃষ্ণের নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবার ক্ষমতা মায়াদেবীর নাই, কৃষ্ণের রাজ্যে মায়াদেবীর যাইবার অধিকার নাই ; বহিরঙ্গা শক্তির সেখানে কোন প্রবেশ-পত্র নাই।

ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে যা' যা' প্রাপ্য, তা'তে ভজনের কথা নাই। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তির আলোচনা আছে। মথুরা মণ্ডলে না আসা পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির কথা প্রকাশিত হইবে না। কুণ্ঠরাজ্য চতুর্দ্দশ ভুবন—খণ্ডিত ভূমিকা। এক ভূমিকা উল্লেখ করিলে অপর ত্রয়োদশ ভূমিকা নিরস্ত হয়। কুণ্ঠধর্ম্ম যে আধার হ'তে বিলুপ্ত হয়েছে, সেই বৈকুণ্ঠ হ'তেও শ্রেষ্ঠ মথুরা। কেন না, সেখানে অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবিচিন্ত্য লীলাশক্তি প্রকটিত ক'রে অপ্রাকৃত জন্মলীলা প্রকাশ ক'রেছেন। বৈকুণ্ঠে বিষ্বক্সেন-গরুড়াদি আছেন। অযোধ্যা প্রভৃতিও বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত। বজ্রাঙ্গজী বৈকুণ্ঠের সেবক। মর্য্যাদা-পথে দাস্যরসে লক্ষ্মণদেশিক যে সেবার কথা বলেছেন,

মথুরা-ভূমিতে সেই সকল কথা ক্ষীণপ্রভ। মাথুর-মণ্ডলে গোলোকের কথা প্রচারিত হ'য়েছে, বিপ্রলম্ভ সখ্যের কথা তালবনাদিতে লক্ষ্য করি।

অজবস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্যবিরাজমান। সেখানে তাঁ'র পিতৃমাতৃবর্গের অনুসন্ধান নাই। কিন্তু মথুরাভূমিতে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে অজবস্তুর জন্মিত্ব। যেখানে মাতা-পিতা দেখিতে পাইতেছি না, সেখানে বস্তু বুঝিবার অসুবিধা হইতেছে। মথুরাভূমি কি? "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥" মথুরাভূমি প্রকৃতি-প্রসূত বস্তু নহে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥ যাহারা মথুরা-মণ্ডলকে প্রকৃতিজাত মনে করে, তাহারা অপ্রাকৃতের কোন খবর রাখে না। তা'রা অমানী মানদ' হইতে পারে না। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" বিষ্ণুকে গুণাবতার-মাত্র বিচার করিয়া প্রকৃতি-গুণজাত কোন বিচারে আবদ্ধ করিলে, বিষ্ণুর চিৎস্বরূপকে নিষেধ করা হইল। মদনমোহনের আলোচনা প্রসঙ্গে—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোক উপস্থাপিত হইতে পারে। জড়শরীরে কার্ষ্ণবুদ্ধি—প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষ-বুদ্ধিতে, জাতিবুদ্ধিতে, কার্ষ্ণআরোপ সুধীগণের বিচার নহে। যে ভূমি—আমাদের ভোগ্যভূমি, তাহা প্রসংশনীয় নহে। বহির্জ্জগতের সীমাবিশিষ্ট পদার্থে ধামের আরোপ কখনও ধামদর্শন নহে, তাহা সাক্ষাৎ স্বরূপের বোধাভাব। 'অশ্বনারায়ণ', 'দরিদ্রনারায়ণ' প্রভৃতি বিচার সেইরূপ বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতে উদিত হইয়াছে। 'আমার ভোগের পদার্থ ভগবান্',—ইহাই ভৌমে ইজ্যধী। মানবজ্ঞানের বিচারটুকু নিয়ে কৃষ্ণের বিচার করিতে গেলে কৃষ্ণ "প্রবেশ-নিষেধ" কথাটী চারি-ধারে লিখে রাখেন।

বৈষ্ণবের সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ আরাধনা-ব্যতীত আর কোন কাজ নাই। দ্বারকায় আবদ্ধ থাকিলে আমরা রসের উৎকর্ষ বুঝিতে পারি না। মথুরা-মণ্ডলে পূর্ণজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। দ্বাদশ প্রকার রসের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। আমি যখন পঙ্গু, তখন ভগবানের পাদপদ্মকে খুব গতিশীল না দেখিতে পাইলে আমার পঙ্গুত্ব দূর হয় না। তাই "ত্রেধা নিদধে পদং"। পুরুষোত্তম এই ত্রিসর্গ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন প্রকাশ ক'রেছেন—ত্রিবিধ লোককে আক্রমণ করিয়াছেন। একই তত্ত্ব মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—শব্দ হইতেই আনাবৃত্তি হইবে, নতুবা পুনরাবৃত্ত হইতে হইবে। সেই গর্ভবাস—পশুগর্ভ বা দেবীগর্ভ হইতে পারে। এজন্য শব্দকে আশ্রয় করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। পাপ-পুণ্যকে আশ্রয় করিলে পাপফলে পশুগর্ভ ও পুণ্যফলে দেবীগর্ভ লাভ হয়। আমরা গৌড়ীয়ার দাস। শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের একমাত্র সেব্য। মদনমোহনের পাদপদ্ম-দ্বারা আমাদের পঙ্গুতা ধ্বংস প্রাপ্ত হউক।

কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্‌বিলাসময়ী কান্ত-লীলা-মাধুরী প্রকাশার্থ আরিটগ্রামে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন, এবং কৌতুকে শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমতী রাধারাণী বাধা দিয়া বলিলেন—অরিষ্টাসুর দৈত্য হইলেও বৃষাকৃতি। বৃষবধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণের গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হইলে স্পর্শ করিতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তথায় পদাঘাত করিবা-মাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল এবং বিশ্বাসার্থে তীর্থসমূহ তাহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে এই শ্রীশ্যাম-কুণ্ড প্রকাশিত হইলেন। তখন শ্রীমতী সখীগণের সহিত শ্রীশ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে তৎক্ষণাৎ আর একটী কুণ্ড প্রকট করিলেন। কিন্তু তাহাতে জল না হওয়ায় শ্যামকুণ্ডের জলদ্বারা পূর্ণ করিতে শ্রীকৃষ্ণ আদেশ

করিলেন। কিন্তু শ্রীমতী বলিলেন—এই জল বৃষবধরূপ-পাপদ্বারা মলিন অতএব এইজলে পূর্ণ করিলে তাহাও পাতকযুক্ত হইবে। অতএব স্বগণসহ শ্রীমতী সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গার জল আনিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণ করিবেন। এই ব্যঙ্গোক্তি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ-সকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র; তীর্থ-সমূহ শ্রীমতী রাধার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ-কুণ্ডে তীর্থগণকে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশ-প্রাপ্তি-মাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল বেগে তীর ভেদপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে পতিত হইয়া পরিপূর্ণ করিল। অদ্যাপি দুইকুণ্ডের মধ্যভাগে তীর-ভেদ-চিহ্ন লক্ষিত হয়। যাঁহাদের শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত রসিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-সৌভাগ্যজনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উপরোক্ত লীলা-কথার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। কর্ম্মজড়-চিন্তা বা প্রাকৃত-সাহজিক-বিচারে বিপরীত বুঝা হইবে। এই কুণ্ডদ্বয় নানা বৃক্ষ-লতায় পরিবেষ্টিত শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পরমাশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব কেলিস্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের সকলদিকে অষ্টসখীর মঞ্জুল কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্ব্বদিকেও সুবলাদি নর্ম্ম-সখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবন-ভ্রমন-লীলা প্রকট করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া আরিট্-গ্রামবাসী ব্যক্তিগণকে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উহার নির্দ্দেশ দিতে পারিলেন না; সঙ্গী মাথুর-বিপ্রও কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্ত শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড দুইটী ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে জানিয়া, তথায় স্নান, স্তব ও তথাকার মৃত্তিকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলক করিলেন ও শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড লুপ্ত তীর্থদ্বয় প্রকাশ করিলেন। সে সময় উক্ত ধান্যক্ষেত্রদ্বয় 'কালী' ও 'গৌরী' নামে প্রকাশ ছিল। শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছায় উহার সংস্কার হয়। একজন শেঠ বদরিকাশ্রমে বহু অর্থ লইয়া শ্রীনারায়ণকে দিলে, তিনি স্বপ্নে ঐ অর্থ মাথুরমণ্ডলস্থ আরিট্-গ্রামে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডদ্বয় সংস্কারার্থে শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে দিলেন। তদ্দ্বারা কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার হয়। শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে শ্রীবজ্রনাভের আর একটী কুণ্ড আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশনস্থান তমাল-তলা; শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক, শ্রীরাধারমণজীউর মন্দির, রাসমণ্ডল বা বেদি, শ্রীগোপীনাথের মন্দির, শ্রীহনূমান্‌জী, শ্রীগোকুলানন্দজীর মন্দির, শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহের মন্দির, কুণ্ডেশ্বর মহাদেব, ঝুলনবৃক্ষ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমন্দির, কুণ্ড হইতে উত্থিত বিগ্রহের মন্দির, শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর স্থান, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ, শ্রীজাহ্নবী মাতার উপবেশন স্থান, শ্রীগোপীনাথ মন্দির, শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ঘেরা ও সমাধি, শ্রীগোপালভট্টগোস্বামীর ভজন কুটীর, শ্রীবঙ্কবিহারীর শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীভূগর্ভগোস্বামীরভজন-কুটীর ও সমাধি, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু ও শ্রীলদাসগোস্বামী প্রভুর সমাধিত্রয় ইত্যাদি বহুস্থান। শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বৃষভানু কুণ্ড, বলরাম কুণ্ড, ললিতাদি অষ্ট সখীর অষ্ট কুণ্ড, শিবখোর ও মাল্যহারী কুণ্ড। প্রভৃতি বহু মন্দির, ভজনস্থলী ও কুণ্ডাদি আছে।

জড়বুদ্ধিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমনই হইতে পারে না। ভোগন্মোত্ত ব্যক্তি মনে করিতে পারে যে, সে রাধাকুণ্ডে আসিয়াছে, দেখিতেছে, তাঁর জল স্পর্শ করিতেছে, ও তাহাতে স্নান করিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে ও অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। রাবণ অপ্রাকৃত লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে, মনে করিয়া মায়া দেবীকে হরণ করিয়াছিল, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ও সেইরূপই মনে করিয়া থাকে। যাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডের স্মৃতি অনুক্ষণ বিরাজিত থাকে। তাঁহ দেরই প্রকৃত রাধাকুণ্ড বাস ও মঙ্গল হয়।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অতি তরল পদার্থ, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু। সেই জিনিষ যেন Mother tinchure-এর (মূল আরক বা অরিষ্টের) ন্যায়। সেই

জলে যে-সকল পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অবগাহন করেন, তাঁহারা চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। জীবের চরম প্রাপ্য—জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষসীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চেতন-রাজ্যের শেষ কথা—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল কথা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীতে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত। অষ্টসখীর কুণ্ডে এক এক প্রকার ভাব পাই। কিন্তু শ্রীরাধাকুণ্ড স্নানে যুগপৎ আট প্রকার ভাব লাভ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু এই সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধার কৃপা হ'লে কুণ্ডতটে নিত্যস্নান পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্নান। তাই শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতের চরম উপদেশে কুণ্ডস্নানের কথাই বলিয়াছেন;—শ্রীরাধা কৃষ্ণের অন্যান্য প্রেয়সীগণ অপেক্ষাও সর্ব্বপ্রকারে অধিক প্রিয়তমা। শ্রীমতীর কুণ্ডই কৃষ্ণের প্রিয়তম, মুনিগণ একথা সকল শাস্ত্রেই বলিয়াছেন। সাধারণ সাধক ভক্তগণের সম্বন্ধে আর কি কথা, নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও যে প্রেম অত্যন্ত দুর্ল্লভ, শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁর স্নানকারীকে সেই প্রেম কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়া থাকেন। 'আমি শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিয়াছি, ডুব দিয়াছি, আমি রক্ত-মাংসের পিণ্ড, আমি পত্নীর ভর্ত্তা বা আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র'—এরূপ বিচার লইয়া কুণ্ড-স্নানের অধিকার হয় না। এমন কি, ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার লইয়াও কুণ্ডস্নান করা যায় না। শ্রীরাধার পাল্যদাসীগণের বিচার 'অনুসরণ' করিতে হইবে। 'অনুকরণ' করিতে হইবে না; 'সখীভেকী' হইলে মঙ্গল হয় না। পুরুষ শরীরকে স্ত্রীদেহ সাজাইলেই শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবায় অধিকার হয় না। বৈধমার্গে—ত্রিদণ্ড, আর অনুরাগপথে পারমহংস্য-বিচারে শ্বেতবস্ত্র। অনুরাগ-পথের পথিকের বৈধমার্গের বেষ 'রক্ত'বস্ত্র পারিতে না যুয়ায়'। কিন্তু কপটতা থাকিলে কোন পথেই মঙ্গল হইবে না। অন্তরে অনুরাগ-বিচার রেখেও কেউ কেউ বাহ্যে ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ করেন বা কাষায়বস্ত্র পরিধান করেন, অজ্ঞলোক তাহাতে বঞ্চিত হয়। 'রাধারস-সুধানিধি'র লেখক কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বাহ্যে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও হৃদয়ে অনুরাগের বিচার প্রবল করিয়াছিলেন প্রাকৃত-বিচার পরিত্যাগ করিতে হইবে। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত আত্মা অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা গুরুরূপা সখীর অপ্রাকৃত কুঞ্জে অপ্রাকৃত পাল্যদাসীভাবে অবস্থান করিয়া বাহ্যে অনুক্ষণ অপ্রাকৃত নামাশ্রয়-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্টকাল-সেবায় অপ্রাকৃত রাধার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ও স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি থাকিলে শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শন বা শ্রীরাধাকুণ্ড স্নান হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়া বা সখীভেকীগণ একথা বুঝিতে পারে না। চেতনের বৃত্তিতে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হইলে অপ্রাকৃত শরীর প্রকাশিত হয়; জড় কিন্তু চিৎ হয় না, চিৎ নিত্যকালই চিৎ, জড় কখনও চিৎ নয়। ভাবকে স্থূলে আনিতে হইবে না। "অপ্রাকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয়।" "শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নানই পরমার্থ-রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম কথা।" ব্রজের তিনটী পর্ব্বত প্রসিদ্ধ—গোবর্দ্ধন—বিষ্ণুতনু, নন্দীশ্বর—রুদ্রতনু ও বর্ষান—ব্রহ্মার তনু বলিয়া বিখ্যাত। গিরিরাজের অঙ্গ হইতে মানসী গঙ্গা প্রকটিত হইয়াছেন।

তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায়। ষষ্ঠ উপলব্ধি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরিপূর্ণ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। পরমতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ। গৌরতত্ত্ব অপ্রাকৃত। একমাত্র প্রপন্ন ভক্তগণেরই অধিগম্য। শ্রীগৌরসুন্দরের অতিঅন্তরঙ্গভক্ত শ্রীল-স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাবির্ভাবের তিনটী মূল প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়-

বিগ্রহ এবং শ্রীমতী রাধিকা আশ্রয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কেবল বিষয়জাতীয় সুখের আস্বাদ উপলব্ধি হইয়াছিল। তাঁহার আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদনে প্রবলা ইচ্ছা হইলে তিনি বিচার করিলেন যে—আশ্রয় জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমের আশ্রয় বিগ্রহ ধারণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই মনে করিয়া তিনি শ্রীরাধিকার ভাব কান্তি ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

দ্বিতীয় কারণ এই যে—অদ্ভুত, অনন্ত ও অসীম মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুরী শ্রীরাধিকার প্রেমদর্পনে দেখিয়া তাহা আস্বাদন করিতে প্রলুব্ধ হইলেন। সেই লোভ হইতে তিনি শ্রীরাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে চাহিলেন।

তৃতীয় কারণ এই যে,—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখে শ্রীকৃষ্ণ যাহা আস্বাদন করেন তদপেক্ষা অধিক শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সুখ লাভ করেন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে এমন এক রস-চমৎকারিতা আছে তাহা আস্বাদন করিবার জন্য রাধিকার সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু সেই সুখ আস্বাদন করা বিজাতীয় (বিষয়) ভাবে সম্ভবপর নহে। এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-অবতার—"সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্য-অবতার। যুগ ধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥" অতএব রাধাভাব বিভাবিত বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহের লীলাপ্রকাশকারীস্বরূপ। তাঁহাকে যাঁহারা 'নাগর' বলিয়া ভাব না করেন তাঁহারা কখনও শ্রীগৌরাবতারের প্রয়োজন ও কারণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ। এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥ এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব। ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥ অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।" গৌরাবির্ভাবের এই তিনটীই মূল প্রয়োজন; অসুর সংহারাদি-কার্য্য কৃষ্ণাবতারে যেমন স্বয়ং ভগবানের মূল প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঐ সকল কার্য্য অংশাবতার-গণের দ্বারাও সাধিত হইতে পারে কিন্তু শ্রীভগবান্ একমাত্র জগতে পরমমাধুর্য্যময় প্রেমভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়াছিলেন এবং বিষ্ণুদ্বারে আনুষঙ্গিকভাবে অসুরমারণাদিকার্য্যও সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাবতারেও নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন গৌরসুন্দরের নিজকার্য্য না থাকিলেও আনুসঙ্গিকভাবে জীবের ভাগ্যক্রমে সংঘটিত হইয়া পড়িয়াছিল। "এই মত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥ কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন। যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন॥ দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ। আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন। সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তনসঞ্চারে। নাম-প্রেম-মালা গাঁথি' পরাইল সংসারে॥ এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার, আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার॥

জীবের যাবতীয় কলুষরাশি দূর করিবার জন্য গৌরসুন্দরের আবির্ভাব। "চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার॥ সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥" চৈঃ চঃ আদি ৩য়, কল্মষ শব্দের অর্থ :—"ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ॥" ধর্ম্মই হউক্ বা অধর্ম্মই হউক্ ভক্তির বিরোধী কর্ম্মমাত্রেই কল্মষ। শ্রীগৌরসুন্দর—"জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে। অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে॥

ঈশ্বরসংস্রবচাতুর্য্যযুক্ত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ, সিদ্ধিকামিগণের পরমাত্মবাদ ও যাবতীয় অন্যাভিলাষ নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি অস্ত্রদ্বারা এবং গদাধর-দামোদরাদি পার্ষদবৃন্দদ্বারা দূরীভূত করেন। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর যথার্থ অনুগত ও গৌরগতপ্রাণ তাঁহারাও ঐসকল সকৈতব কল্মষযুক্ত-ধর্ম্ম নিরাস করিয়া একমাত্র জীবের স্বরূপধর্ম্ম শুদ্ধাভক্তিকেই সনাতনধর্ম্ম বলিয়া জানেন। শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ। এই সনাতন আত্মধর্ম্ম অতিপরিস্ফুটভাবে প্রচার করিয়া ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সনাতনভক্তিধর্ম্ম প্রচারের মত সর্ব্বাপেক্ষা উদারতার পরিচয় জগতে আর হয় নাই বা

হইতে পারে না। এই ভক্তিধর্ম্মে জীবমাত্রেরই অধিকার। কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে সকলের অধিকার নাই। যিনি বিত্তশালী তিনিই যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সম্পাদন করিয়া নশ্বর স্বর্গসুখের অধিকারী হইতে পারেন। যিনি সংসারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতগহ্বরে যাইয়া রেচক-পূরক-কুম্ভকাদিদ্বারা চিত্তসংযম করিতে পারিবেন অথবা বহুশাস্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া বেদান্তবিৎ হইতে পারিবেন, তিনিই যোগ বা জ্ঞানপথের অধিকারী। কিন্তু ভক্তিতে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের মত পঞ্চমবর্ষীয় বালক আবার খট্টাঙ্গ রাজার ন্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তি, বিদুরের ন্যায় দরিদ্র, আবার অম্বরীষের ন্যায় রাজচক্রবর্তী, গুহক, হনুমান, গরুড়াদির ন্যায় অবরকুলোদ্ভূত জীবের এবং স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত সমান অধিকার। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও সনাতন ধর্ম্ম ; কারণ আত্মাই একমাত্র সনাতন বা অবিনশ্বর বস্তু। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। ২।২৪ ও মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ১৫।৭। শ্রীগৌরসুন্দর সেই আত্মধর্ম্ম অতি পরিস্ফুট-ভাবে প্রচার করিয়াছেন। আত্মা নিত্য চিন্ময়ধামে অবস্থিত হইয়া পাঁচটী অপ্রাকৃত রসের একমাত্র বিষয় বিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নবনবভাবে যেরূপ সেবা করিয়া থাকেন তাহা শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ নিজে আচরণপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছেন।

তিনিই একমাত্র বৈদিকধর্ম্মের সমন্বয়কারী প্রচারক। জগতের অন্যান্য যেসকল আচার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানা মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আবার সাত্বত আচার্য্যগণের মধ্যেও কেহই বেদের সর্ব্বাঙ্গীন বিচার করেন নাই। কারণ ভগবৎকথিত ধর্ম্ম একমাত্র ভগবান্ই পরিপূর্ণভাবে অবগত আছেন। সুতরাং যাঁহার বস্তু তিনিই যদি স্বয়ং সেইবস্তু জগতে দান করেন, তাহা হইলেই পরমসত্যবস্তু লাভ হইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভজন স্বয়ং প্রচার করিয়াছিলেন। বেদশাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক মন্ত্রের সঙ্গে ভেদপ্রতিপাদক মন্ত্রসহ বিরাজিত। আচার্য্যগণ নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য কেহ কেবল অভেদপ্রতিপাদক কেহ বা কেবল ভেদপ্রতিপাদক বাক্য গুলিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর প্রমাণ শিরোমণি বেদশাস্ত্রের সমন্বয় বিধান করতঃ বেদের সন্মান রক্ষা করিয়াছেন। তিনি জগতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মে চেতনাংশে অভেদ এইজন্যই "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ব্রহ্মপ্রজ্ঞানং প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র আবার পরিমাণাংশে ভেদ জীব—অণু, ব্রহ্ম, বিভু ; তজ্জন্যই "দ্বাসুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্র। শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত সনাতনধর্ম্মের সার অতি অল্প কথায় গৌড়ীয় শ্রীবৈষ্ণবচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা তাঁহার শ্রীগুরুর নিকট পাইয়াছিলেন। "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্যবস্তু। ব্রজবধুগণ যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরমপুরুষার্থ ; ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত সেই সিদ্ধান্তে আমাদের পরমাদর অন্য মতে আদর নাই!

শ্রীচৈতন্যাবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে নির্দ্দেশ।

অথর্ব্ববেদীয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যোপনিষৎ

'হে ভগবন্। এ জগতে আমার শ্রেয়ঃ কি, বলুন'—পিপ্পলাদ এই প্রশ্ন লইয়া স্বীয় পিতা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—তুমি দীর্ঘকাল তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যে রত হইয়া মনকে নির্জ্জিত কর। পিপ্পলাদ তদনুসারে শুদ্ধচিত্ত হইয়া পুনঃ পিতা ব্রহ্মার নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভগবন্! কলিযুগের পাপাচ্ছন্ন প্রজাগণ কি প্রকারে মুক্ত হইবে?" 'কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে এবং ভজন মন্ত্রই বা

কি—বলুন।' ব্রহ্মা বলিলেন—এই পরম নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে বলিব। সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মস্বরূপ, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত; বিশুদ্ধসত্ত্বময়, দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতটস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপ-ধামে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তি প্রকাশ করিবেন। এই বিষয়ে এই শ্লোকসমূহ কথিত আছে॥

একো দেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা গৌরো রক্ত শ্যামল শ্বেতরূপঃ। চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তির্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ॥ অর্থাৎ:—একমাত্র পরম দেবতা সর্ব্বরূপী মহাপুরুষ গৌরচন্দ্র অন্য যুগত্রয়ে শ্বেত, রক্ত, শ্যামল রূপ ধারণ করেন।

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে। সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥ "সেই বেদান্তবেদ্য শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, সর্ব্বচৈতন্যস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে॥ পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অর্থাৎ:—বেদান্তবেদ্য, পুরাণপুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ, বিশ্বকারণ, মহান্তস্বরূপ একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। মায়া অতিক্রম করিবার আর অন্য উপায় নাই।

স্বনাম-মূলমন্ত্রেণ সর্ব্বং হ্লদয়তি বিভুঃ॥ দ্বে শক্তী পরমে তস্য হ্লাদিনী সম্বিদেব চ॥ ইতি॥ অর্থাৎ—"পরমেশ্বর তিনি—স্বীয় নাম-মূলমন্ত্রের দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করেন। তাঁহার দুইটি পরমা শক্তি—হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দস্বরূপিণী শক্তি, সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপিণী শক্তি॥"

'স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি॥" অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই হরি-কৃষ্ণ রাম অর্থাৎ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'—এই মূলমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥

হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ। কৃষিঃ স্মরণে তচ্চ ণস্তদুভয়মেলনমিতি কৃষ্ণঃ। রময়তি সর্ব্বমিতি রাম আনন্দরূপঃ। অত্র শ্লোকো ভবতি॥ মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ॥ অর্থাৎ—"যিনি জীবের বাসনা-রূপ হৃদয়গ্রন্থি হরণ করেন তিনি—'হরি'। কৃষ্ ধাতু স্মরণার্থক, তাহার উত্তর নিবৃত্তি-বাচক 'ণ'-প্রত্যয়,—এই উভয়ের মিলনে কৃষ্ণ-শব্দ; যাঁহার স্মরণে অশেষ-দুঃখনিবৃত্তি হয়, তিনি—'কৃষ্ণ'। যিনি সকলকে আনন্দ দান করেন, সেই আনন্দস্বরূপই—'রাম'। এইস্থলে এইরূপ শ্লোক আছে। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ্য।

"নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরমরহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি॥ অর্থাৎ—এই আট আট ষোল নাম পরম সুন্দর; যাঁহারা সেই সকল নাম নিত্য কীর্ত্তন করেন, সেই সকল ধীর ব্যক্তিই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারে না। নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণও এই পরমসার মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ পরমেষ্ঠী রুদ্রঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্ব্বম্। তদত্র শ্লোকাঃ॥ অর্থাৎ—শ্রীচৈতন্যদেবই সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব; তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সকল দেবতা, চরাচর সকল জীব, নিত্যানিত্য সকল বস্তু। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ। অতএব এই সম্বন্ধে এই সকল শ্লোক প্রসিদ্ধ॥

যৎকিঞ্চিদসদ্ভুক্তং ক্ষরং তৎ কার্য্যমুচ্যতে ॥ সৎ কারণং পরং জীবস্তবক্ষরমিতীরিতম্ ॥

ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ। চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণম্।

অর্থাৎ—যাহা কিছু অনিত্য কার্য্যরূপী ও ভোগ্য, তাহা অর্থাৎ এই জগৎ ক্ষর বলিয়া কথিত হয় ॥ জীব, সৎ অর্থাৎ নিত্য, কারণবস্তু, ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর বলিয়া কথিত ॥ যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয় বস্তু হইতেও শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুরুষোত্তম। সেই সর্ব্বকারণকারণ পরতত্ত্বেরই নাম—শ্রীচৈতন্যদেব।

য এনং রসয়তি ভজতি ধ্যায়তি স পপ্মানং তরতি, স পূতো ভবতি স তত্ত্বং জানাতি, স তরতি শোকম্। গতিস্তস্যাস্তে নান্যস্যেতি ॥ অর্থাৎ—যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রীতি করেন, তাঁহার সেবা ও ধ্যান করেন, তিনি অনর্থমুক্ত হন, তিনি পবিত্র হন, তিনি পরতত্ত্ব অবগত হন, তিনি শোকের অতীত হন, তাঁহার পরমগতি লভ্য হয়। সর্ব্বসদ্গতিরূপ শ্রীচৈতন্যে বিমুখ জনের গতি নাই ॥ ওঁ হরি শান্তি ॥

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ। শ্বেতা (শ্বঃ ৩।১২।) অর্থাৎ—সেই পুরুষ মহান্ প্রভু অর্থাৎ স্বামী। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মুর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়; সাধারণ মূর্ত্তপদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ (মুণ্ডক ৩.৩)। অর্থাৎ—যে কালে হেমবর্ণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরাবিদ্যালাভ-ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূতা পাপপুণ্য-ধারণা সম্যগ্-রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল ও সমতা লাভ করেন। এই শ্রুত্যুক্ত-রুক্মবর্ণ পুরুষই পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর।

আথর্ব্বণস্য তৃতীয় কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরম্—ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণতীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃ সহস্রাব্দোপরিপঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বর প্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যোবিদিত-যোগোঽস্য মিতি। অর্থাৎঃ—অথর্ব্ববেদশাখান্তর্গত উপনিষদের তৃতীয় প্রকরণে ব্রহ্মবিভাগ-নিরূপণের পরে কথিত আছে—"আমি স্বয়ংভগবান্ মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া কলির প্রথম সন্ধ্যায় চারিসহস্রবৎসরের পর পঞ্চম সহস্র বৎসরের মধ্যে এই গোলোক ধাম হইতে পৃথিবীস্থ নবদ্বীপ-মায়াপুরধামে গঙ্গার তীরে গৌরবর্ণ, চারিহাত-পরিমিত আয়ত দেহ, মহাপুরুষের সমগ্র বত্রিশলক্ষণযুক্ত, মিশ্রপদবীধারী ব্রাহ্মণরূপেঅবতীর্ণ হইব। তখন মহাভাগবতের সকল সদ্গুণে ভূষিত, বৈরাগ্যযুক্ত, নিষ্কিঞ্চন, শুদ্ধভক্তিযোগ-তত্ত্বজ্ঞ, নিজ-কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ রসাস্বাদক সন্ন্যাসী ভক্তরূপ হইব। তথাহি অথর্ব্ববেদে পুরুষ বোধন্যাং—

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য। প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনুশিক্ষয়তি ॥

অর্থাৎ—অথর্ব্ববেদে পুরুষবোধনীতে—"সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরে গৌরবর্ণ ভগবান্ (গৌরহরি) নিজ হলাদিনী-শক্তির (শ্রীরাধার) সহিত এক হইয়া (রাধা-কৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরসুন্দর) কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় স্বীয় পার্ষদসহ অবতীর্ণ হইয়া নিজগণকে হরে কৃষ্ণাদি নামশিক্ষা দেন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণত-

পালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগদারণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪)

অর্থাৎ :—হে প্রণতপালক, হে মহাপুরুষ, (মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী মহাজন) আপনিই একমাত্র নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিলভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চির (সদাশিবরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্ম হরিদাসঠাকুরের) বন্দ্য, আপনিই সর্ব্বশরণ, নামাপরাধাদি ভক্তার্ত্তি-হরণকারী এবং ভাব-সমুদ্রের একমাত্র ভেলাস্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি। হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণাপেক্ষাও দুস্ত্যজা স্বরাজ্যলক্ষ্মী (আপনার অবিচ্ছেদ্যা অভিন্ন শক্তি)—যাঁহার কৃপাকটাক্ষ) দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্যরক্ষার্থ সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শন, আবার বাহিরে আচার্য্য-রূপ মর্য্যাদা বা বৈধীভক্তি-পালনরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অন্যাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, কুতার্কিক পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি) সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহা-করুণা-প্রদর্শনাভিলাষে নিজচরণস্পর্শপ্রদানদ্বারা ভগবদ্ভক্তি-বিতরণ-রূপ (ভারতের সর্ব্বত্র) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন; আমি আপনার চরণাবিন্দ বন্দনা করি।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)।

অর্থাৎ :—যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ (অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে।), যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

"আসন বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ (ভাঃ ১০।৮।১৩)।

অর্থাৎ :—তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিন যুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব ঋষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তম্ ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ (ভাঃ ৭।৯।৩৮)।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর; হে মহাপুরুষ! কলিকালে যগান্ধবৃত্ত নামসংকীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।

ভারত-প্রমাণ :—সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ॥ (দানধর্ম্ম ১৪৯ অঃ)

অর্থাৎ—সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মাল শোভিত; এই চারিটী গৃহস্থ-লীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরহস্যালোচনারূপ সমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়তারূপনিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদী, অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।

পুরাণ প্রমাণ :—অমহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপ-হতান্নরান্॥ (উপপুরাণবচন)।

হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক, পাপহত মানব-সকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব। **আদিপুরাণ যথাঃ—"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভ-**

স্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ "হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আমার এই প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য। আমিই নিজরূপ গোপনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি। কৃষ্ণ যামলে— "পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপেভবিষ্যামি শচীসুতঃ।" ব্রহ্মযামলে—"অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্। মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ অনন্তসংহিতায়—য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকা প্রাণবল্লভঃ। সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে

শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদের উক্তি। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

১। ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন-আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেম-সিন্ধু-সমুত্থিত হর্ষাদি-মধুর-অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য, যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ "শ্রীনবদ্বীপ"-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি।

২। ধর্ম্ম যাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই অর্থাৎ পুণ্যের লেশমাত্রও যাহাতে বিদ্যমান নাই, যে সর্ব্বদা মহাপাপে নিমগ্ন, যে কখনও সাধুগণের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করে নাই, অথবা সজ্জনপ্রতিষ্ঠিত পাপপ্রবেশশূন্য কোন পবিত্রস্থলে কদাপি অবস্থান করে নাই, সেই পাপীয়ান্ ব্যক্তিও যাঁহার প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসপীযূষাস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া উদ্দাম নৃত্য, উচ্চকীর্ত্তন এবং ভূতলে বিলুণ্ঠন করে, তাদৃশ শক্তিমান্ কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে আমি স্তব করি।

৩। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে পারেন না, তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গযোগের প্রভাবে যাহা কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন না, বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না, অধিক কি শ্রীগোবিন্দ-প্রেমসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য (অর্থাৎ পারকীয় রসবিচার-চাতুর্য্যহীন, স্বকীয় প্রেমসেবারত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য), সেই গূঢ়প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামকীর্ত্তন দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি।

৪। যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণের স্মরণ, নমস্কার বা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার (বিপ্রলম্ভরস) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই দয়াল প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি স্তব করি।

৫। যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ ফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব পূর্ণসুখময়-ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

৬। সমস্ত সুরগণের বন্দিত গৌরভক্তগণ যাঁহার পাদপদ্ম-বিনিঃসৃত পরমোজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অতি-চমৎকার অমৃত রসের পরিপূর্ণ-পানজনিত প্রেমোন্মাদে বিভোর হইয়া ব্রহ্মাদিকেও লক্ষ্য করিয়া 'হায়, হায়! ইঁহারা গৌরসুন্দরের শ্রীপদকমল-মধুপান হইতে বঞ্চিত" বলিয়া হাস্য করেন; গৌরভক্তিহীন মহাবৈষ্ণবদিগকেও বহুমানন করেন না, এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গযোগিগণকেও তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

৭। রামনৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষসকুল ও দৈত্যকুলের যে বিনাশ-সাধন, তাহা এমন কি হিতজনক মহৎ কার্য্য! কপিলাদি অবতারে যে সাংখ্যযোগাদি ক্রিয়ামার্গ প্রদর্শন, তাহাই বা এমন কি গুরুতর! গুণাবতার ব্রহ্মাদির যে জন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলা, তাহারই বা মহত্ব কতটুকু! কিম্বা, বরাহাবতারে প্রলয়-জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার

সাধনাদি যে অনুষ্ঠান, তাহাও এমন কি কল্যাণকর বিষয়! (সে সকলকে আমরা বহুমানন করি না; তাহা গৌরসুন্দরের প্রেমদানের নিকট সামান্য মাত্র) আমরা শ্রীভগবানের প্রেমোজ্জ্বলা পরমভক্তির পথ-প্রদর্শক, সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যরূপের স্তুতি করি।

৮। যাঁহার শ্রীমুখকান্তি কোটি-কোটি পূর্ণচন্দ্রের শোভা হইতেও সুন্দর, যিনি প্রেমানন্দ-পয়োধির সুধাংশু-স্বরূপ, যাঁহার মুখপদ্মের মধুর হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমরা নমস্কার করি।

৯। একমাত্র যাঁহার পাদসরোজে অনন্যভক্তি হইতেই পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, তুমি সেই জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

১০। অহো! রাধাভাবে যিনি কৃষ্ণবিষয়ক পরম নিগূঢ়রসে নিমগ্ন, যিনি নৃত্যাবেশে কনকদণ্ড-সদৃশ প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় উর্দ্ধে তুলিয়া, কর-যুগল ও চরণযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন, অতিসুন্দর তাণ্ডব-নৃত্যে যাঁহার বরবপু বিচঞ্চল হইয়াছে, 'হরি! হরি!'—এই অনির্ব্বচনীয় শব্দোত্থ হর্ষগর্ব্বাদি-ভাব-সম্বলিত প্রেমানন্দধ্বনি দ্বারা যিনি অখিল-জগতের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন, সেই পদ্মপলাশ-প্রসর-নয়ন অবতারকুল-চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

১১। সেই আনন্দ-লীলা-রসময়-মূর্ত্তি, কনক-নিভ কমনীয় দিব্যকান্তি, অনর্পিতচর-উন্নতোজ্জ্বল-প্রেমরস-প্রদানকারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

১২। অহো! যিনি অজস্র অশ্রুপ্রবাহে কোটী নবজলধরসম নয়ন-যুগল ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেম-সম্পত্তি কোটি পরম-পদ বা বৈকুণ্ঠকেও প্রহসন-সম সামান্য প্রতিপন্ন করিতেছে, যাহার শ্রীঅঙ্গসৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন কোটি-কোটি অমৃত-সিন্ধু উদ্গীরণ করিতেছে, যিনি (লোকে সন্ন্যাসিরূপে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অজ্ঞাত-সুকৃতিফলে কৃষ্ণভক্তিলাভ করিবে বলিয়া, কৃপাপূর্ব্বক) ছল-ক্রমে সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমি বন্দনা করি।

১৩। কলিনিগ্রহে মত্ত তরুণ সিংহের ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট মনোহর নব-প্রস্ফুটিত-স্বর্ণকলিকা হইতেও সুকোমল, প্রেমসিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া বিশ্বপ্লাবনে চেষ্টাবিশিষ্ট কোন অনির্ব্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্রমা সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

১৪। যিনি সৌন্দর্য্যে কোটি কন্দর্প, সর্ব্বজীবের-সুস্নিগ্ধতাবিধানে কোটি চন্দ্র, স্নেহে কোটি মাতা, বদান্যতার পরাকাষ্ঠায় কোটি কল্পতরু, গাম্ভীর্য্যে কোটি সমুদ্র, মাধুর্য্যে কোটি অমৃতসার, কোটি দুগ্ধসার ও কোটি মধুসার, শৃঙ্গার-রসবিষয়ে কোটি চমৎকারিতা (রসবৈচিত্র্য)-প্রদর্শক, সেই লীলাময় গৌরহরি জয়যুক্ত হউন্।

১৫। স্বীয় পাদপদ্মযুগলের সর্ব্বোৎকর্ষিণী প্রেমভক্তি-লহরীপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সাধনভক্তিতে অবস্থিত ভক্তগণের এবং শিব-ব্রহ্মাদিরও অত্যন্ত বিস্ময়প্রদানকারী মহাভাবে আবেশ-নিবন্ধন উন্মত্তের ন্যায় চমৎকার নৃত্যশীল ভক্তগণের পরমাশ্চার্য্য-মহিমা যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দর সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করুন্।

১৬। কোটি মত্তকেশরীর হুঙ্কারের ন্যায় গম্ভীর স্বরযুক্ত, কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও তেজোময় কান্তিধারী, কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুশীতল, কোটি মত্তগজেন্দ্র-গমন অপেক্ষা সুন্দর গতিবিশিষ্ট, 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা কোটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির নিস্তারক, কোটি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, কোটি অদ্বৈতবাদিগণের উপাস্য, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের পরম পরাকাষ্ঠা পরম ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতিস্বরূপ শ্রীশ্রীশচীনন্দন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন্।

১৭। যে ভক্তিমার্গ প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর এবং কর্ম্মাদির ন্যায় বাহাড়ম্বরশূন্য, হায়! যাহা শুষ্কজ্ঞান ও কর্ম্মাগ্রহরূপ কণ্টকে অবরুদ্ধ সুতরাং অতিশয় দুর্গম, যাহা মিথ্যাবিষয়ে সত্যত্বরূপে দম্ভমোৎপাদক এবং আশুপ্রেমানন্দ-

রস-প্রবাহক, সেই ভক্তিমার্গকে যিনি সদ্য উদ্দীপ্ত করিয়া চিত্তগুহার অন্তঃস্থলীয় অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করেন এবং যিনি ভুক্তিমহিমা-প্রকটকারী, সেই স্নেহ-পূর্ণ, নবদ্বীপ-প্রদীপ কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ জয়যুক্ত হউন্।

১৮। যে অপ্রাকৃত-প্রদীপ দূর হইতেই কুতর্করূপ পতঙ্গ-সমূহকে দগ্ধ করিতেছেন, যাহা কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল ও জ্যোতিঃপুঞ্জের আবাসস্থল অতিশয় স্নিগ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরের অন্ধকার-নাশক, স্নেহযুক্ত, অন্তঃকরণরূপ বত্তিকা হইতে যাঁহার দিব্যতেজো বিনির্গত হইতেছে এবং যাঁহার কান্ত সুবর্ণের ন্যায়, সেই নবদ্বীপ-প্রদীপ (গৌরসুন্দর) কৃপাপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চে দীপ্তি পাইতেছেন।

১৯। হর্ষবিষাদে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া, উচ্চ শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে, অট্ট-অট্ট-হাস্যচ্ছটালহরী দ্বারা বিকসিত কুন্দ ও কুমুদ-কুসুমের ন্যায় গগনমণ্ডল পরম উজ্জ্বল করিতে করিতে, বায়ুচালিত চঞ্চল অশ্বত্থতরুর ন্যায় প্রকম্পিত অঙ্গসমূহ ধারণপূর্ব্বক প্রেমরসোত্থ হর্ষগর্ব্বাদিমদে উদ্দণ্ড নৃত্যশীল মত্ত গৌরহরি সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

২০। নিষ্কলঙ্ক সদোদিত, মনোহর নৃত্যশীল, মলিনতা ও বক্রভাবশূন্য, সর্ব্বজীবের তাপত্রয় দূরীকরণার্থ প্রেম-পীযুষবর্ষণকারী, ভক্তগণের চিত্তচকোরস্বাদিত-কিরণ-মাধুরী (অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তচকোর যাঁহার কিরণমাধুর্য্য আস্বাদন করেন) কোন অনির্ব্বচনীয় শ্রীগৌরচন্দ্র ভাগ্যবতী ও পরমা সুন্দরী শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীরাব্ধি হইতে উদিত হইয়া দীপ্তিলাভ করিতেছেন।

২১। যিনি ব্রজে কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীমতী রাধিকার মহাভাবামৃত-জলধিতে মগ্ন হইয়া নয়নজলে পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশের প্রান্তভাগকে পুনঃ পুনঃ সিঞ্চন করিতেছেন, অহো! যিনি মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে, অতি করুণ রসসূচক 'হা' 'হা' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, এতাদৃশ কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর নিজভাব প্রকাশ-পূর্ব্বক সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

২২। দহনোত্তীর্ণ-তপ্তকাঞ্চনসারের ন্যায় কোনও এক অনির্ব্বচনীয় বর্ণ ধারণ-পূর্ব্বক বালগোপাললীলা-প্রকাশ, কখনও বা কোন এক অনির্ব্বচনীয় চিন্ময়বিগ্রহে অতিশয় চমৎকারিণী কৈশোরলীলা আবিষ্কার-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর দীপ্তি পাইতেছেন।

২৪। মনুষ্যলোকে যিনি অবতীর্ণ হইলে, অহো! সুমহৎ পাপপুঞ্জে পরিবৃত দেহধারিগণের সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণনাম-তরঙ্গ অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়াছেন এবং অপরাধ-কঠিন অশ্মসার হৃদয়ও নবনীতের ন্যায় স্নেহে দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই গৌরসুন্দরই আমার একমাত্র গতি হউন্।

২৩। পরমদয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ--জগতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যাঁহার যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না, হায়! এমন কি, যাঁহার পাপাদি কর্ম্মে নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম হর্ষে পুরুষার্থ-শিরোমণি পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিতেছেন!

২৫। আশ্চর্য্যবিভবশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কর্ম্মিকুলের মন মহাকর্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেমলাভ করিয়া স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইতেছে এবং মহাপাষাণ হইতেও অতিশয় কঠিন মনও ভক্তি-রসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইতেছে। মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি (অক্ষজ)-সাধন হইতে বিরত হইয়া উর্দ্ধে নৃত্য করিতেছে অর্থাৎ অধোক্ষজ চিদ্বিলাস-রাজ্যে প্রেমাস্বাদন করিতেছে।

২৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন,

জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

২৭। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুকদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছে।

২৮। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনককান্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলে মহাপ্রেমবারিধির রসবন্যায় এই নিখিলজগৎ অকস্মাৎ সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুত-চর প্রেমবিকারদ্বারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল।

২৯। কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই'—এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থম্মন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদি-মার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিনবারমাত্র হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্ব্বের অবস্থা এই প্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম'ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইল।

৩০। সুরগণ যাঁহার পাদপদ্ম সেবা বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী সুমধুর প্রেমপীযুষলহরী (সর্ব্বত্র) প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি শোচনীয় নীচব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক অপূর্ব্ব চমকৎকারময় অদ্বয়জ্ঞানরস উদিত হইয়াছিল।

৩১। প্রেমরসরসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর, নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তরূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্বয়ংভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশস্বরূপ বলদেব (নিত্যানন্দ রায়রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, সুবলাদি-প্রমুখ সখাগণ এবং গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৩২। তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় আলৌকিত প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবল মধুর রসের নিত্যসিদ্ধ সেবিকা প্রেয়সীবর্গ,—ইঁহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।

৩৩। অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলবধূগণও (লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিনহৃদয়ও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্যকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্রজ্ঞ সমাজকেও ধিক্কার করিতেছে (অর্থাৎ অপরাবিদ্যানিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্কার প্রদান করিতেছে)।

৩৪। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এই প্রপঞ্চে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতন-বৃত্তি আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল। ইঁহারা সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্যা ও সন্দেহপ্রবণা। কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদুর্ব্বোধ, পরম-

চমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপুষ্টা উন্নতোজ্জ্বল মধুররসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে!

৩৫। শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জ-সুরত-লীলায় পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা-মাধুরী-আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র—এই দুই বস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৩৬। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় লোকের কোন্ কোন্ সম্পদ্‌ই বা লাভ না হইয়াছে? উদ্ধব প্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া, কেহ কেহ রক্তক, পত্রকাদির ব্রজদাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা প্রশংসনীয় শ্রীদামাদির বিশ্রম্ভ সখ্যপদ এবং কেহ কেহ বা ব্রজগোপীদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অপর ধন্যতম সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ রাধাপাদপদ্মমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

৩৭। সর্ব্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপ্রতিমপ্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ প্রতিপাদ্য পরমার্থ; তাহা কাহারাই বা নিশ্চয় না করিয়াছে?

৩৮। যাহা সমগ্র বিশ্বকে মহাপ্রেমরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুধারসসিন্ধুতে নিমগ্ন করিতেছে, আমি সেই গৌরচন্দ্রের নখরূপ চন্দ্রকান্তমণির ছটার অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য প্রভাব স্মরণ করিতেছি।

৩৯। বিশেষ সদাচারী ও পরম ধার্ম্মিক প্রাচীন মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই।

৪০। ধর্ম্মবিষয়িণী অতুলনীয়া নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠা ভক্তি সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের ন্যায় সুকঠিন হৃদয় ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে; (কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায়) অহো! গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি, (পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রুপ্রবাহ দ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিতেছে। আহা কেই বা কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দুর্ব্বিগাহ রঙ্গ জানিতে পারে!

৪১। বিপুলদুরবগাহ-প্রভাব শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্বকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বাল-কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়া জানু দ্বারা চঙ্‌ক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা গোপালকের চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া 'হরি'! 'হরি'!! 'হরি'!!!—এইরূপ বিরহপীড়াজনিত আর্ত্তি-সহকারে রোদন করিতেছেন।

৪২। গৌরহরির যে মূর্ত্তি স্বকান্তি-প্রভাবে শৈশব-ক্রীড়াতেও আশ্রিত-বিশ্বের একমাত্র সম্মোহনকারিণী এবং যে শ্রীমূর্ত্তি কিশোরীশ্রেষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীর রসের আধার রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ব্বভাবের অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী রাধিকার যে পরমচমৎকারময় প্রেম, তাহার সার দ্বারা স্ফূর্ত্তিমতী লীলায় (অর্থাৎ রসরাজ মহাভাবময় কৃষ্ণের রাধাভাবে দিব্যোন্মাদ-লীলায় আশ্রয়-জগৎকে আবিষ্ট করেন, লবণ-জলধির তীরে সেই গলিতকাঞ্চনময়ী এক অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি আমার রুচির বিষয় হইতেছেন।

৪৩। 'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ়মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন॥

রূপ—৪৪। যিনি পরিপূর্ণ-প্রেম-রস-সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গ-কাম্পিত-গৌরকান্তিকোটি দ্বারা বিশ্বকে আবৃত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে শিব-বিরিঞ্চি-ব্যাসাদি মনীষিগণ নিরন্তর স্তব করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য পরম-ব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর শ্রুতিকোটি গুহ্য ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া স্বয়ং লবণাম্বুধিতটে নৃত্য করিতেছেন।

৪৫। নিজ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে উদ্দণ্ড-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবতাগণ দুন্দুভি-বাদন করিতে লাগিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন, মনোহর স্তোত্র-পাঠকুশল-মহর্ষিবৃন্দ প্রীতির সহিত স্তব করিতে লাগিলেন।

৪৬। অহো! পদাঘাত-রবে দশদিক মুখরিত, অশ্রুবিন্দুদ্বারা পৃথ্বীতল কর্দ্দমাক্ত এবং অট্ট-অট্ট-হাস্যে নভোমণ্ডলের শুভ্রতা সম্পাদন করিতে করিতে চন্দ্রের ন্যায় গৌরকান্তিবিশিষ্ট, রুচির কটিতটে লম্বমান্ মনোহর গৈরিক বসনধারী কোন্ লীলাময় পুরুষ লবণ-জলধির উপকূলস্থ পুষ্পোদ্যানে নৃত্য করিতেছেন।

শোচকঃ—৪৭। নিখিল-শ্রুতিমৌলি রত্নমালা যাঁহার স্বরূপ সম্যগ্‌রূপে নির্দেশ করিতে পারেন না, যাঁহার অনর্পিতচরী অত্যাস্বাদনীয়া পদবী শ্রী' ব্রহ্ম, রুদ্রাদিরও দুর্জ্ঞেয়া অর্থাৎ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ দূরে থাকুন, তাঁহাদের মূলগুরুবর্গও যে উন্নতোজ্জল প্রেমপদবীর কথা জানেন না, অথচ যাহা তাঁহার কৃপাকটাক্ষ-পাত্রগণের অতি সুখসেব্যা অর্থাৎ গৌরভক্তগণের নিকট অতিসুলভ এবং যিনি অকস্মাৎ এই জগৎকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-মদিরায় মত্ত করিয়াছেন, সেই পরম-শোভাবিকাশী চৈতন্যচন্দ্রমা কি আমার বাক্য ও মনের গোচরীভূত হইবেন?

৪৮। হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে! তোমার শুদ্ধ নিগূঢ় উন্নতোজ্জলরস-ভক্তিমার্গ আর কোন সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয় না। কোন সম্প্রদায়ে কর্ম্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে তপ, জপ, যোগাদি; কোন সম্প্রদায়ে অর্চ্চনমার্গে গোবিন্দ-পূজন-বিধি, কোন সম্প্রদায়ে জ্ঞান-মিশ্রভক্তি এবং কোথাও বা উজ্জলভক্তি আচারবিহীন বাক্যমাত্রেই অবস্থান করিতেছেন। যে-কালে গলিত-কাঞ্চনকান্তি গৌরতনু শ্রীহরি প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রভাবে পৃথিবী প্রণয়রসে মগ্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হায়! সেই মধুরকাল আর কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে?

৪৯। পৃথিবীতে সেই এই ধন্যা গৌড়নগরী, সেই এই সমুদ্রের উপবনাদিযুক্ত-তীর, সেই এই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল 'হরেকৃষ্ণাদি' নামও বর্ত্তমান, হরি! হরি!! কিন্তু কোথাও ত' তাদৃশ প্রেমানন্দোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য, হা কৃপানিধে, তোমার বৈভব পুনরায় কি আমার নয়নগোচর হইবে? যদি বল গৌরচন্দ্র শ্রুত্যুক্ত মীনাদি অংশাবতারের ন্যায়, বস্তুতঃ তাহা তিনি নহেন; কেননা, মৎস্যাদি-অংশাবতার কোন এক বিশেষ শক্তি ও লীলার প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই অবিদিত-মহিম গৌরচন্দ্র অপ্রতিম-সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিয়া নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ।

(১৪) ৫০। যিনি নবীন-নীরদ-মালা বিলোকনে কৃষ্ণ-উদ্দীপনে উন্মত্ত হন, যিনি ময়ূরচন্দ্রিকা দর্শনে একান্ত আকুল হইয়া উঠেন, বলয়াকৃতি গুঞ্জাবলী অবলোকনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিকম্পিত হয়, যিনি শ্যামকিশোর-পুরুষ দর্শনে কৃষ্ণভ্রমে চকিত হইয়া চমৎকারিণী শোভা ধারণ করেন এবং এইরূপে যিনি সর্ব্বত্র স্ব-প্রেম প্রচার করিয়াছেন। যিনি সম্ভোগ রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ভাগবতগণেরও) দুর্জ্ঞেয় বিপ্রলম্ভরসের অতিশয্যে কূর্ম্মাকার প্রভৃতি আশ্চর্য্য ভাব-বিকারবিশিষ্ট, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি বিকশিত-কনক-কমলের কিঞ্জল্ক হইতেও রমণীয়। যিনি করুণার করিধে, যিনি সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় রক্তিম-বর্ণ রমণীয় বসন ধারণ করেন, যিনি উজ্জল, অখণ্ড, প্রেমামৃতময়, সাত্ত্বিকাদি-ভাবদ্যুতি-সম্বলিত, নিষ্কলঙ্ক, মনোহর ও বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্যাদি চতুঃষষ্টি-রসকলাবিশিষ্ট, শচীগর্ত্ত-ক্ষীরসিন্ধু-সম্ভূত। যিনি স্বীয় অখিললোকমঙ্গল 'হরে-কৃষ্ণ'-নাম জপ করিতে করিতে, এবং নাম-সংখ্যা রক্ষার জন্য স্বীয়

কটীসূত্রে গ্রন্থি দিতে দিতে প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাঁহার করযুগল কম্পিত হইতেছে, যিনি আপনারই অভিন্নরূপ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-লালসায় অশ্রুস্নাত-মুখে গমনাগমন করিয়া, লোকলোচনানন্দ বিস্তার করিতেছেন। যাহা নিখিলজীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি অকস্মাৎ উন্মূলিত করিয়া প্রবলবেগে প্রেমানন্দ-রস-বারিধিকে নিরবধি উচ্ছলিত করিয়া প্রবৃদ্ধ করে, যাহা তাপত্রয়ে নিরন্তর অভিভূত জীবজগৎকে প্রেমামৃত-সেচনে অত্যন্ত স্নিগ্ধ করেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেই শ্রীঅঙ্গকৌমুদী হৃদয়ে সতত দীপ্তি লাভ করুন ॥

গৌরভক্ত মহিমা

১। সুদূর অতীত-কালে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণও যে মধুররসাশ্রিত ভক্তি-মার্গে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সমগ্র ক্ষিতি-মণ্ডলে কাহারও বুদ্ধি যাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, শুকদেবও যাঁহার সন্ধানও অবগত ছিলেন না ; অধিক কি, নিজ-ভক্তগণের সকাশেও পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা উদ্ঘাটন করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরপ্রিয়-ভক্তগণ এখন পরমানন্দে বিহার করিতেছেন।

২। যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-পাদারবিন্দ-মকরন্দ-ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ-জন দর্শনের বিষয় না হন, সেকাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার এবং ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না ; সেকাল পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদ-মর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ লোকেও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্ম্মুখ-মার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতম্মন্য-ব্যক্তিগণের স্ব-স্ব মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদ-বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী।

৩। গৌরহরিই যাঁহাদের একমাত্র গতি, তাঁহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদনুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আর কোথায়! বিষয়বার্ত্তা বা গ্রাম্য-কথাতে নরকপতনের ন্যায় উদ্বেগই বা কোথায়! সেই বিনয়-নম্রতার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যলহরীই বা আর কোথায়! সেইরূপ অলৌকিক প্রভাবই বা আর কোথায়! আর সেইরূপ মহাভাবময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীরই বা সম্ভব কোথায়!

৪। বিপ্রলম্ভ-রসময় শ্রীগৌরসুন্দরের অশ্রুধারাপ্লুত প্রফুল্ল নয়ন-পদ্ম-পরিশোভিত প্রণয়-কাতর শ্রীমুখমণ্ডল যিনি একবারমাত্র অবলোকন করিয়াছেন, তিনি নিত্য নব-নব-অনুরাগোত্থ-হর্ষগর্ব্বাদি-ভাববিকারযুক্ত হইয়া অলৌকিকভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্রস্বরূপ সেই গৌরহরির শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিতে কখনও বাসনা করেন না।

৫। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শতশত তীর্থ-পরিভ্রমণ, নিখিলবেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্ল্লভ পদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না।

৬। উভয়কূলহীন অমৃতময় সমুদ্র যদি অত্যন্ত আধিক্যরূপে মন্থন করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় পরমোৎকৃষ্ট সারবান্ নিরুপমবস্তুও উত্থিত হয়, তথাপি তাহা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ মদনগোপালের অর্থাৎ শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণ-কিরণস্পৃষ্ট-জনগণের নিকট অত্যন্ত কটু বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে।

৭। তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান শূন্যতা, স্বাভাবিকী-স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থূৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

৮। গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠগুরুর আশ্রয়-গ্রহণই করুক অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট যত কিছুই না ভগবদ্ভজনমার্গ শিক্ষা করুক, অথবা (আগমনিগমাদি) কোটি-কোটি শ্রুতি-শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক (তাহাতে

নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই); কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষলব্ধব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ়-প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৯। প্রবল বৈরাগ্যই হউক্, শম-দম-ক্ষান্তি-মৈত্র্যাদি অসংখ্যগুণই থাকুক্, নিরন্তর ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যবিষয়িণী চিন্তা-কোটিই বা হৃদয় অধিকার করুক্, অথবা বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কোটী-ভক্তিই বর্ত্তমান থাকুক্, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়-ভক্তগণের পদনখজ্যোতিঃ-প্রমোদিত জনসমূহে যে স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী সদা বর্ত্তমান, তাহার কোটি-অংশের এক অংশও অন্যত্র অসম্ভব।

১০। প্রেমামৃতাস্বাদ-জনিত অসীম আনন্দজালে জড়িত হইয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তির অভাবে মুরারিগুপ্তপ্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ যেন ভূধর ও সাগরকেও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, শ্রীবাসপ্রমুখভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যনৃত্যোৎসবে সেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ (তাঁহাদের ন্যায় প্রবীন, পণ্ডিত ও আচার্য্য) কোন্ ভক্তগণই বা উদ্ধত হয়েন নাই !

১১। এই পৃথিবীমণ্ডলে ভগবৎ-পাদপদ্ম-রসে কাহারও যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ হয় নাই, হইবে না বা হইতেছে না, নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের সহিত ক্রীড়াশীল গৌরসুন্দরের কৃপা প্রকাশিত হওয়ায় তৎকৃপোদ্ভাসিত নির্ম্মৎসর-ভক্তগণ সেই সকল রসমাধুর্য্য অবগত হইয়াছেন অর্থাৎ যে গূঢ় কৃষ্ণপাদপদ্ম-রসসম্বন্ধ কাহারও কখনও হয় নাই, হইবে না, বর্ত্তমানে ও হইতেছে না, তাহা গৌর-পার্ষদগণই গৌরকৃপায় নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছেন।

১২। নিখিলশ্রুতির শিরোভূষণ উপনিষন্মালার মৃগ্য, নিজপাদপদ্মে অনভিজ্ঞ, মহাপুরুষাভিমানী, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবোত্তমগণের গর্ব্ববিনাশকারি-শচীনন্দনকে যিনি মাদৃশ জনেরও নয়নগোচর করাইয়াছেন, অহো ! ইহ জগতে ঈদৃশ ভূরি-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে ? সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও যিনি পরমাশ্চর্য্যবৈভববিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমর্পন করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিয়া পরিপূর্ণকাম হন, সন্দেহ নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদঃ—বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে—"যাঁহার শ্রীচৈতন্যাখ্য অবতার হইতে চরম-সীমান্ত-প্রাপ্ত নিত্য গোপীপ্রেম অনুভবের বিষয় হইয়াছেন।" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ও রসচমৎকারসীমাপ্রাপ্ত ও অনুভবের বিষয় বলিয়া বর্ণন করিয়া তৃতীয় শ্লোকেঃ—"নিজভাব হইতে স্বীয় ভক্তবর্গের আপনাতে সুমধুর ভাব আলোচনা করিয়া, তাদৃশ ভাবে লোভবশতঃ যিনি ভক্তরূপে এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি, যতিবেশধারী, এই শ্রীশচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক শ্রীহরি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।" এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে :—"হে শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ! হে গৌরাঙ্গসুন্দর ! তোমাকে বন্দনা করি। হে শচীনন্দন ! হে যতিচূড়ামণি ! প্রভো হে ! আমাকে ত্রাণ কর। তোমার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, তোমার বদনে মৃদুমধুর হাস্য, তুমি নীলাচলের বিভূষণ, জগতে তুমি অমৃত হইতেও পরমাস্বাদবৈচিত্রীযুক্ত ভগবন্নামকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ। তুমি অদ্বৈত-প্রকটীকৃত বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে কতই না শ্লাঘা করিয়াছ ! বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে কত প্রকারে আনন্দে দান করিয়াছ !! রামানন্দের সহিত প্রীতিবদ্ধ হইয়াছ, তুমি সর্ব্ববৈষ্ণবেরই বান্ধব। তোমা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলে প্রেমামৃতের মহাসমুদ্র প্রবাহিত হয়; হে মহাপ্রভো ! তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। দীনাতিদীন আমাকে কি কখনও স্মরণ করিয়া থাক ?

শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছেন এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে "যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী শ্রীহরির সঞ্চারিত শক্তিদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।" এবং স্তবমালা গ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকে প্রথমাষ্টকে যথাঃ—(১) শিব, বিরিঞ্চিপ্রভৃতি দেবগণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, যিনি, স্বরূপদামোদরপ্রভৃতি ভক্তগণকে বিশুদ্ধ স্বীয় ভজনপ্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?

(২) যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয় দাতা ও নিখিল উপনিষদের লক্ষ্য স্থান, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব ও ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎ মাধুর্য্যস্বরূপ এবং ব্রজবনিতাদিগের প্রেমসার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে আবার কি আমি দেখিতে পাইব ?

(৩) যিনি জগতে স্বরূপ নামক প্রিয়পার্ষদকে কৃপামৃতবর্ষণে পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি অদ্বৈতাচার্য্যের প্রিয়, যিনি পরমানন্দ নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, ও যিনি জগতের মায়াহরণ ও দীনগণকে দুঃখ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতেছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত বর্ষণে ব্যগ্র হইয়াছেন সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নগোচর হইবেন ?

৪। ভক্তিরসাস্বাদনে যিনি উন্মত্ত, অর্ব্বুদ সংখ্যক কন্দর্পের কান্তির ন্যায় যাঁহার শরীর কান্তি, যিনি যতিগণের শিরোভূষণ, প্রভাতকালের সূর্য্যের কিরণের ন্যায় অরুণ বর্ণ যাঁহার বসন, এবং যিনি শরীর কান্তি দ্বারা স্বর্ণরাশির প্রচুরশোভাকেও পরাভব করিতেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?

৫। উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটিসূত্রে যাঁহার সুন্দর বামহস্ত সুশোভিত, যিনি বিশালনয়ন ও আজানুলম্বিত বাহু, সেই চৈতন্য-দেব কি পুনঃ আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?

৬। সমুদ্রতীরে উপবন সমূহ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া অমনি বৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় প্রেমভরে যিনি অধৈর্য্য হইতেন, এবং কোথাও বা অনবরত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হেতু যাঁহার রসনা নিয়ত চঞ্চল হইতেছে, সেই ভক্তিরসাস্বাদনকারী শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথে আবির্ভূত হইবেন ?

৭। রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখবর্ত্তী পথমধ্যে বৈষ্ণবগণ মহানন্দে নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে যিনি তৎসঙ্গী হইয়া মহা প্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?

৮। যিনি সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে অনবরত তদীয় অশ্রু ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইত এবং কদম্ব কুসুমের কেশরের ন্যায় যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিব্যাপ্ত হইত ও নিবিড় ঘর্ম্মজলে যাঁহার সর্ব্ব শরীর আর্দ্র হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনঃ কি আমার নয়ন পথে আরূঢ় হইবেন ?

আরও দুইটী অষ্টকে শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যদেবকে স্তব করিয়াছেন।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।

অর্থাৎ সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবং ললিতমাধবে ১ম অ ২য় শ্লোকে :—

"নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু।।

অর্থাৎ যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকারকারী, তমঃসমূহদূরকারী, জগন্মানস-বশকারী শচীনন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন্।

শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ তাঁহার মুক্তাচরিত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে :—

যিনি এই সংসারে অর্থাৎ এই সংসারস্থিত সর্ব্বসাধারণে, স্বীয় উজ্জলভক্তিরূপ সুধা সমর্পণ করিবার অভিলাষে শ্রীশচীমাতার গর্ভরূপ আকাশে সমুদিত হইয়াছেন সেই পূর্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

শ্রীল দাস গোস্বামিচরণ তাহার স্তবাবলী গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যাষ্টক যথা :—

১। যে হরি (শ্রীকৃষ্ণ) দর্পণগত আপনার নিরুপম শরীর দর্শন করিয়া প্রেয়সী সখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় আত্ম-মাধুর্য্যেকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে অনুভব করিবার নিমিত্ত গৌড়দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো (কি আশ্চর্য্য) যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তি দ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌরবর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথ প্রাপ্ত হইবেন ?

২। যিনি ঈশ্বরপুরীর অন্তঃকরণস্থিত প্রেম মধুতে স্নান করিয়া তৎপ্রতি স্নেহ বিশিষ্ট এবং গোবিন্দ নামক কোন ভক্তকর্ত্তৃক বারম্বার প্রকাশমানা নির্ম্মলা পরিচর্য্যা দ্বারা যাঁহার চরণদ্বয় সেবিত এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামির অসংখ্য প্রাণপদ্মদ্বারা যাঁহার মুখ নীরাজিত হইয়াছিল সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথ প্রাপ্ত হইবেন ?।।

৩। যিনি পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তশিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং কৌপীন ও অরুণবর্ণ বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার আকৃতি অতি উচ্চ এবং সুমেরুপর্ব্বতের কান্তিকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত এবং উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুরনামসমূহ অতি আহ্লাদে গান করিয়া ভক্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথ প্রাপ্ত হইবেন ?

৪। পূর্ব্বাপূর্ব্ব মুনিগণ ভক্তির নিপুণতাতেও যাহা জ্ঞান করিতে পারেন নাই এবং শ্রুতিগণ যাঁহাকে অমূল্যরত্নের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উজ্জ্বল প্রেমরস যাহার ফল এমন ভক্তিলতা যিনি গৌড়দেশে অতিকৃপাতে বিস্তার করিয়া পরম কৃপালু হইয়াছিলেন সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথ প্রাপ্ত হইবেন ?

৫। হে মনঃ! আমার স্মরণ পথে সর্ব্বদা বিদ্যমান গৌড়ীয়জনগণকে সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গণনবিধিদ্বারা হরে কৃষ্ণ এইপ্রকার হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, এবং যিনি গৌড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার ন্যায় এইরূপ প্রিয়শিক্ষা উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনঃ আমার নয়নপথ প্রাপ্ত হইবেন ?

৬। যিনি গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমসমূহদ্বারা অশ্রুজলে স্বীয় দীর্ঘোজ্জ্বল তনু স্নপিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথ প্রাপ্ত হইবেন ?

৭। যে অধরের কান্তিদ্বারা বন্ধূকপুষ্প পরাজয় প্রাপ্ত হয় সেই স্বীয় অধরকে দন্তদ্বারা আবরণ করতঃ স্বীয় বামহস্ত কটিতটে অর্পণ করিয়া যিনি দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ভঙ্গিদ্বারা চালন করতঃ হর্ষসহকারে নর্ত্তনকৌতুক-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাবহেতুক অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথ প্রাপ্ত হইবেন ?

৮। যিনি নদীতীরস্থ উপবনে কৃষ্ণচন্দ্রের বিরহে ব্যাকুল হইয়া নয়নজলধারাসমূহে অন্য একটী নদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বারম্বার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব অর্থাৎ তত্রস্থ জনসমূহকে মৃতকের ন্যায় অচেতন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন পথ প্রাপ্ত হইবেন ?

২য় শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরুঃ॥

১। জনসকল যাঁহার গমন এবং শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া মদমত্ত মাতঙ্গশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণচন্দ্রের উপরি থুৎকার নিবহ অর্থাৎ ফেনতুল্য মুখবারিসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যিনি স্বীয় কান্তিদ্বারা সুমেরুগিরিকে স্ত্রী-

গন্ত াশয়ের ন্যায় করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বমাধুর্য্যদ্বারা াভিত করেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার সুধাময় বাক্যতরঙ্গ দ্বারা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হ কারতেছেন।

২। কোন ব্যক্তি যেমন নূতন বিবিধ রত্নদ্ব. আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করে তদ্রূপ যিনি মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব জনিত নন্দভরে ভাবিতান্তঃকরণ হইয়া নব বিবিধ রত্নস্বরূপ অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুট বচন, কম্প, অশ্রু ও পুলকসমূহদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অতিশয় হর্ষবশতঃ হাস্য করিতে করিতে ধর্ম্মাম্বুলিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

৩। যিনি সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের অনুভব জন্য আনন্দহেতুক সর্ব্বতোভাবে ইতস্ততঃ চরণদ্বয়ের সঞ্চালনে তথা অরুণবর্ণ জলযন্ত্রসদৃশ নয়নসলিলসমূহে সংসার সেচন করতঃ কম্পিত দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বারা সুমধুর অধর দংশিত করিয়া হর্ষে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

৪। কোনদিন কাশীমিশ্র গৃহে শ্রীনন্দনন্দনের অতিশয় বিরহহেতুক যে ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থান-গুলি শ্লথ হইয়াছিল সেই ভুজ এবং চরণদ্বয়ের অতি দৈর্ঘ্য ধারণ করতঃ যিনি ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া বিকল হইতে বিকল এতাদৃশ কাকু গদ্গদ বাক্যদ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

৫। শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদন নিমিত্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরমোৎকণ্ঠা প্রযুক্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বহির্গমনদ্বার অপ্রাপ্তি হেতুক দ্বারত্রয় উদ্‌ঘাটন না করিয়া গৃহোর্দ্ধগমনদ্বার দিয়া অতিউচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কলিঙ্গদেশোদ্ভব গোসকলের মধ্যে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় শ্রীকৃষ্ণ বিরহ হেতুক শরীর সঙ্কুচিত করিয়া কূর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

৬। যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণসদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের বিরহজাত উন্মাদহেতুক নিরন্তর প্রলাপ করতঃ ব্যাকুলিত হইয়া অবিরত প্রাচীরে মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করায় ক্ষত হইতে উত্থিত রুধির সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

৭। কোন দিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বারে গমন করতঃ উন্মাদের ন্যায় সবিভ্রমে দ্বারপালকে কহিয়াছিলেন, হে সখে! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া দর্শন করাও এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে 'তুমি প্রিয়দর্শনার্থ শীঘ্র গমন কর' এই প্রকার বলিলে, যিনি দ্বারপালের হস্তধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া হর্ষিত করিতেছেন।

৮। যিনি নীলাচলে চটক গিরিরাজের দর্শনহেতুক কহিয়াছিলেন, অয়ে স্বরূপাদি! 'আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন গিরিপতি দর্শন নিমিত্ত এই ক্ষেত্র হইতে গমন করি, এই বলিয়া স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত প্রমত্তের ন্যায় ধাবন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

৯। ভূষিত দোলার লীলাকৌতুকদ্বারা শোভমান মণ্ডপতলে নিজগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম দ্বারা স্বয়ং অতিশয় মধুর গান করত সরঙ্গ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া হর্ষিত করিতেছেন।

১০। লক্ষ্মীপতির গরুড়ে যাদৃশী দয়া, তাদৃশী দয়া যিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দের প্রতি বিধান করিয়াছিলেন, সান্দীপনি মুনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী ভক্তি ছিল তাদৃশী ভক্তি যিনি ঈশ্বরপুরীর প্রতি বিধান করিয়াছিলেন এবং

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীসুবলে যে প্রকার স্নেহ ছিল তদ্রূপ স্নেহ স্বরূপ গোস্বামির প্রতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

১১। পতিত এবং কুৎসিত আমাকে যিনি কৃপা দ্বারা মহাসম্পৎ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করতঃ স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়স্বরূপে স্বীকার করিয়া আমাকে গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

মনঃশিক্ষায় 'শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে' বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীলশ্রীজীব গোস্বামিচরণ তত্ত্ব সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ ২য় শ্লোকে

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌসংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥ অর্থাৎ অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি॥

শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মঙ্গলাচরণে

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা—যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি—সুবর্ণের ন্যায় উজ্জল পীতবর্ণ (বা কমনীয়), যাঁহারা—সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা—জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি॥

২। হে প্রভো, আপনি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালেই সত্য, আপনি—জগন্নাথমিশ্রের নন্দন; আপনার পরিকর বা ভৃত্যরূপী ভক্তগণের, আপনার পুত্রগণের ('পুত্র'-পর্য্যায়ে গৃহীত 'ত্যক্তগৃহ গোস্বামী' প্রভৃতি শিষ্যগণের) এবং আপনার কলত্রগণের (বিধিবিচারে—'ভূ'-শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, 'শ্রী'শক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং 'লীলা, নীলা' বা দুর্গা'-শক্তিস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম, এবং রুচি-বিচারে—শ্রীগদাধরদ্বয়-নরহরি-রামানন্দ-জগদানন্দ প্রভৃতি শক্তিবর্গের) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

৩। করুণাময় (ঔদার্য্যবিগ্রহ), অচিন্ত্যশক্তিবলে মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি ভজনা করি (শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)।

৪। বিশুদ্ধবিক্রম, হেমকান্তি, পদ্মপলাশলোচন, সুন্দর-জানু-পর্য্যন্ত বিলম্বিত-ষড়্ভুজযুক্ত, কীর্ত্তনকালে ভক্তিরস পরিপ্লুত-চিত্তে বিবিধপ্রকারে নৃত্যবিলাসশীল শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।

৫। লীলাময় স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; তাঁহার সনাতনী পবিত্রা কীর্ত্তি জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন; সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বজগৎপ্রভু সাক্ষাৎ চিদ্বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাঁহার নিখিল প্রিয়-পরিকরগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে নির্দ্দেশ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে:—মঙ্গলাচরণে যথা:—দীক্ষা-শিক্ষা ভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈত-প্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি। (১)

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। (২)

উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ বলেন, তিনি আমার প্রভু সেই স্বয়ংভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

শ্রীল স্বরূপগোস্বামিকড়চায় শ্লোক :—রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হলাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি এক-স্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে তৃতীয় শ্লোক উদ্ধৃত :—যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করতঃ অসীম কোন এক প্রকার মধুর-রসবিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করতঃ শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকারপূর্ব্বক যিনি চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন্।

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চার শ্লোক ধৃত :—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুতমধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত ও অবতারীর ও সর্ব্বঅবতারও অবতারীত্ব সম্বন্ধে স্থিরীকৃত হইয়াছে; এক্ষণে সেই শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাহার সম্বন্ধে আচার্য্যগণের ও শাস্ত্রপ্রমাণ দেখান হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নানাবাক্যে তাহা সুদৃঢ় করিয়াছেন, যথা :—"নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি।" (আদি ২।৯)। "চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ "(আ:২।১২০)।" "সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥ অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।" (আ ২।১০৯-১০)। "সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥" একলা ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর। ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥" আ৭।৯-১০। "স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি। জগন্নাথ-নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥" (অ ২।৬৭) ইত্যাদি।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে—প্রথমে নমস্কার, বস্তুনির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদ। একই তত্ত্ব লীলা ভেদে ছয় রূপে নমস্য—গুরু, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ, শক্তি ও স্বয়ং ঈশ্বর। উপাস্য বিচারে শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব বা স্বয়ংভগবত্তা। কৃষ্ণের নানা প্রকাশ, অবতার, বয়োভেদে লীলা-ভেদ, ত্র্যধীশত্ব ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব এবং সমগ্র জীব ও ঈশতত্ত্বের আশ্রয়ত্ব বিচার প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্য তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীগৌরাবতারের প্রয়োজন ও কারণ-নির্দ্দেশ। মধুর, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য—এই চারি-রসে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই জীবের কৃষ্ণপ্রেমসেবালাভ হয়; শান্তরসে সম্বন্ধজ্ঞান বা অনুভূতি নাই—ঔদাসীন্যভাব, তজ্জন্য আনন্দের অভাব। শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম হইলেও স্বয়ংকৃষ্ণব্যতীত তাঁহার অপরাপর অবতারগণে পূর্ব্বোক্ত চারিটী গাঢ়প্রীতিময়ভাব দান করিবার ক্ষমতা প্রদর্শিত না হওয়ায় স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু এই গৌরাবতার সকল কলিযুগে হয় না। পূর্ণ-ভগবান্ পরম পরাৎপর-তত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গোকুল-বৈভবস্বরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণসহ নিত্য বিহার করেন। ইহা তাঁহার অপ্রকট বিহার। ব্রহ্মার এক দিনে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া যে বিহার করেন 'তাহা' প্রকট বিহার'। ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে এক কলিযুগ, ইহার দ্বিগুণ—দ্বাপর, ত্রেতা—তিনগুণ এবং সত্য—চারিগুণ; যুগের সমষ্টি ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ। ইহা এক মহাযুগ, এইরূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর; এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার

একদিন; ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একবার প্রকট বিহার করেন, তাহারই পরবর্ত্তি কলিতে শ্রীচৈতন্যাবতার।

এই বাহ্য কারণ ব্যতীত গৌরাবতারের আর একটী গূঢ় কারণ ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং সেবা-রস-বঞ্চিত ভোগময় মরুবাসী জীবকে ঐ প্রকার কৃষ্ণ-সেবা-রসে অভিষিক্ত করাইবার জন্য অহৈতুকী দয়াপরবশ হইয়া আচার্য্যরূপে তদনুগমন করিতে শিক্ষা প্রদান করিলেন। এবম্বিধ শ্রীগৌরসুন্দর হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেই জীবের চরম শ্রেয়োলাভ হয়।

অতঃপর যাবতীয় চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের মূল অধীশ্বর ও অংশী শ্রীভগবন্মুখ্যপ্রকাশ সাক্ষাৎ বলদেব বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব ও মহিমা এবং বিশ্বের উপাদন-বিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব-মাহাত্ম্য তৎপর সর্ব্বত্র পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীগৌর সুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচারফলে চৈতন্যধর্ম্মের অনুগমনে ভক্তজনের আনন্দ এবং দুর্ম্মতি, পতিত পাষণ্ডীগণের উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের মালাকারস্বরূপ ও আদিঅঙ্কুর—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বরপুরীতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং স্বয়ং মহাপ্রভুরূপে উহাই মূলস্কন্ধ। উহার মধ্যমূল—শ্রীপরামানন্দ পুরী, চতুষ্পার্শ্বে আটজন সন্ন্যাসী—আটটী মূলস্কন্ধ হইতে প্রধান শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-স্কন্ধদ্বয় হইতে বহুশাখা-প্রশাখা। পরে জন্ম লীলা হইতে বাল্য, কৈশোর, পৌগণ্ড ও যৌবনলীলা এই চারিটী গার্হস্থ্য লীলাত্মক আদি লীলা।

মধ্য ও অন্তলীলায় শ্রীল মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলার পর মহাভাব প্রকট পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীরায়রামানন্দ মিলন অধ্যায়ে, শ্রীরূপও সনাতনশিক্ষায় অসমোর্দ্ধ সিদ্ধান্তপূর্ণ লীলামৃত আবিষ্কার, করিরাছেন। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে ও স্বরূপ উপলব্ধি সম্বন্ধে "পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥ তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন। নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥" "তবে হাসি" তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ। 'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ॥" "তোমা বিনা এইরূপ না দেখে অন্যজন॥ মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমায় গোচরে। অতএব এইরূপ দেখাইলুঁ তোমারে॥" ইত্যাদি। সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপুর। রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥ রাধাকৃষ্ণলীলা—তাতে কর্পূর মিলন। ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন॥ যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে। তাঁর কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥ 'রসতত্ত্ব-জ্ঞান' হয় ইহার শ্রবণে। 'প্রেমভক্তি' হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে॥ ইত্যাদি। মধ্যলীলার যথা—"কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব আর। ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-সার॥ শ্রীভাগবত-তত্ত্ব-রস করিলা প্রচারে। কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে॥ 'ভক্তি লাগি' বিস্তারিলা আপন-বদনে। কাঁহা ভক্ত-মুখে, কাহাঁ শুনিলা আপনে॥ শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য। ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥" "ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার। সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবা পার॥ কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত শতধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনো হংস চরাহ' তাহাতে॥" "কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন, তার মধু করি' আস্বাদন। প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে, তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ॥ নানা-ভাবের ভক্তজনে, হংস চক্রবাকগণে, যাতে সবে করেন বিহার॥ কৃষ্ণকেলি-মৃণাল, যাহা পাই' সর্ব্বকাল, ভক্ত হংস করয়ে আহার॥ সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা, সদা তাহাঁ করহ বিলাস। খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ, অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥ এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত-মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ। তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে জীয়ে জগজন। চৈতন্যলীলা—অমৃতপুর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর, দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য।

সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ যে লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে, তবে ভক্তের দুর্ব্বল জীবন। যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে, হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন, চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস। না পড়' কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশ আবর্ত্তে, যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের অনুরূপ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যথা—শ্রীমুরারি গুপ্তকে বরাহ মূর্ত্তি ও শ্রীরামচন্দ্র-মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। তৈর্থিকবিপ্রকে অষ্টভুজরূপ। শ্রীবাসপণ্ডিতকে নৃসিংহমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রদর্শন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি (ব্যাস পূজায়)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন। চন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে প্রকৃতিস্বরূপা মূর্ত্তি প্রকটন। শ্রীল রায়রামানন্দকে রসরাজ মহাভাব রূপ প্রদর্শন ইত্যাদি। অংশভগবান্ অংশীর প্রকাশ প্রকটন করিতে পারেন না, কিন্তু অংশী ভগবান্ সর্ব্বাংশের মূর্ত্তি সর্ব্বদা পূর্ণভাবে প্রকটন করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেব যদি অংশ হইতেন তবে সর্ব্বাংশের প্রকটন তাঁহাতে সম্ভব হইত না। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্ব অবতার ও অবতারীরও অবতারী। সকলের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সর্ব্বাবতার প্রদর্শন এতৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু

শ্রীকবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যথা:—বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্। যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥ অর্থাৎ অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খলোকেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ।

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥ সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥ সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী পয়োব্ধিশায়ী, ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন্।

প্রকৃতির অতীত 'পরব্যোম' নামে একটী চিন্ময়ধাম আছে, সেই চিন্ময় ধামের সর্ব্বোপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক'।—কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। দ্বারকাতে আদিচতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব। মথুরাতে বাসুদেব ও বলদেব। উক্ত কৃষ্ণলোকের অধোভাগে 'পরব্যোম' নামক বৈকুণ্ঠ, ; তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ, তিনিই মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশ; জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীবসকল তথায় বর্ত্তমান, মায়াশক্তির তথায় অবস্থিতি নাই। নারায়ণধামে দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধামরূপ 'ব্রহ্মলোক'। তাহার বাহিরে চিন্ময়জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণ-সমুদ্রের অপর পারে অসংস্পৃষ্টরূপে মায়ার অবস্থিতি। কারণ-সমুদ্রে মূল-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। তিনিই দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন; এক অঙ্গাভাসে (তাহা অঙ্গের ন্যায়), মায়ার উপাদানকারণে মিলিত হন। মায়াই উপাদান-কারণরূপে 'প্রধান' ও নিমিত্ত-কারণরূপে 'প্রকৃতি'। মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূল-নিমিত্তকারণ, সুতরাং প্রকৃতি গৌণ-নিমিত্তকারণ মাত্র। সেই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুই সমষ্টিজগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদশায়ী। সেই ক্ষীরোদশায়িপুরুষ প্রতিব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু পরমাত্মা-ঈশ্বরাদি-রূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশয্যায় শয়ন করেন। গর্ভোদ-

শায়ী বিষ্ণুই ব্রহ্মার পিতা; তাঁহারই এক অংশকে বিরাট্‌রূপে কল্পনা করা যায়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীর-সমুদ্রের মধ্যে এক একটী 'শ্বেতদ্বীপ' প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন। শ্বেতদ্বীপ দুইটী প্রকট—একটী কৃষ্ণলোকে, আর একটী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদসমুদ্রে। কৃষ্ণলোকস্থ 'শ্বেতদ্বীপ' বৃন্দাবনাভিন্ন, কৃষ্ণের কোন পরিশিষ্ট-লীলার ভূমি। শেষ দুইটী; কৃষ্ণলোকের শেষ নিরন্তর কৃষ্ণযশোগান করিয়া থাকেন। সনকাদি তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করেন এবং কৃষ্ণের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসনাদিরূপে শ্রীবলদেবের স্বাংশরূপে নিত্যকাল সেবা করেন, আর মহীধারী শেষ জীব, তাঁহাতে বলদেবের অংশের আবেশ হওয়াতে মহীধারন করেন। কৃষ্ণলোকস্থ বলদেবই—প্রভুনিত্যানন্দ। তাঁহার অংশ দ্বারকার সঙ্কর্ষণ; আবার তাঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে নারায়ণের চতুর্ব্যূহ সঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু; তাঁহার অংশের অংশ অন্যান্য বিষ্ণুও পুরুষাবতার। অতএব অন্য চতুর্ব্যূহ ও পুরুষাবতারত্রয় এবং বিষ্ণুগণ সকলেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অংশ ও কলা। ইহা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গে আলোচিত হওয়ায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সেই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়ই বৃন্দাবন গমন ও অভীষ্টলাভ তথা শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সেবা লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্নিত্যানন্দতত্ত্ব বিশেষ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব প্রভুই শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে তাহার সহায়করূপে নিত্য সেবা করেন। শ্রীচৈতন্য অবতারে তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে ও বিশ্বরূপরূপে প্রকটিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সময়োচিত সর্ব্ববিধসেবা করিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পঞ্চরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন; যথা—১। মহাসঙ্কর্ষণ, ২। কারণোদশায়ী, ৩। গর্ভোদশায়ী, ৪। ক্ষীরোদশায়ী। এবং শেষরূপে (শেষসংজ্ঞক অনন্তরূপে) কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন। "প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন। দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমন॥" "দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হ'বে সর্ব্বনাশ॥ একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। "অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়" তোমার প্রমাণ॥ কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড। একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড॥" এবং "জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম। যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম॥ জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়। যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥ যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়। যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥ সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত। জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ। যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥ জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥ মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্য ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥ এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে। এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে।। প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার। উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার।। যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার। অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার॥" "নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥" "দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।' "অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয়। কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥ নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥ 'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।।" "চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥" "অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ। খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ॥

ব্যাসপূজায় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে ষড়্‌ভুজ প্রদর্শন করেন। ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভু নামপ্রেম প্রচারের আদেশ প্রদান করেন। শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্ত্তনে সর্ব্বদা নিত্যানন্দের সেবা। নগর-সংকীর্ত্তনে এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে ইনিই মহাপ্রভুর প্রধান সহায়। নিত্যানন্দের নর্ত্তনে মহাপ্রভুর নিত্য প্রকটন।

সন্ন্যাসকালে ও পুরীগমন সময়ে তিনি সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে বিধি-নিষেধের পার—তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রথাগ্রে নর্ত্তন কালে মহাপ্রভুর সেবা। গৌড়দেশে কীর্ত্তনপ্রচার ভারপ্রাপ্ত হইয়া অধমকে পর্য্যন্ত প্রেমদান; রঘুনাথদাসের দধিচিড়া মহোৎসবে মহাপ্রভুকে আকর্ষন ইত্যাদি চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে:—"ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ-রায়। চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥ সহস্র বদন বন্দোঁ প্রভু-বলরাম। যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণ যশোধাম॥ মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে। যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে॥ অতএব আগে বলরামের স্তবন। করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥ সহস্রেক-ফণাধর প্রভু-বলরাম। যতেক করয়ে প্রভু, সকল—উদ্দাম॥ হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর। চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥ ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর। নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥ তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁরে পরম সহায়॥ মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ-পার্ব্বতী। জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী॥ পার্ব্বতীপ্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা। সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা॥ পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা। সর্ব্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা॥ তান রাসক্রীড়া-কথা—পরম উদার। বৃন্দাবনে গোপী-সনে করিলা বিহার॥ দুইমাস বসন্ত, মাধব-মধু-নামে। হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে॥" "যে শ্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন। তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন॥ যাঁর রাসে দেবে আসি' পুষ্পবৃষ্টি করে। দেবে জানে;—ভেদ নাহি কৃষ্ণ-হলধরে॥ চারি-বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত। আমি কি বলিব, সব—পুরাণে বিদিত॥ মূর্খ-দোষে কেহ কেহ না দেখি' পুরাণ। বলরাম রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥ একঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন-মাঝে॥ ভাগবত শুনি' যার রামে নাহি প্রীত। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন—বর্জ্জিত॥" চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই। তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই॥ মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস। সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥ সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন। গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন॥ আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে। যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে॥ অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী। লীলায় বহয়ে কৃষ্ণে হঞা কুতূহলী॥ কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার। ব্যাস, শুক, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যাঁর॥ সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়। সহস্রবদন প্রভু ভক্তিরসময়॥ আদিদেব, মহাযোগী ঈশ্বর, বৈষ্ণব। মহিমার অন্ত ইহাঁ না জানয়ে সব॥ সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল। আত্মতন্ত্রে যেন-মতে বৈসেন পাতাল॥ শ্রীনারদ-গোসাঞি তুম্বুরু করি' সঙ্গে। সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে॥ (যথা ভাঃ ৫।২৫।৯-১৩) (১) এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি 'এক' হইয়াও আপনাতেই (নিজ-দেহস্থ রোমকূপে) কার্য্যরূপী বিচিত্র-জড়-প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, অতএব যাঁহার স্বরূপ—অনন্ত এবং অনাদি, মনুষ্য কি-প্রকারে সেই অপ্রকৃত শ্রীঅনন্ত-দেবের তত্ত্ব জানিতে পারে? (২) যাঁহাতে (অধিষ্ঠিত থাকিয়া) কার্য্যকারণাত্মক এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই (সর্ব্বকারণ কারণ) ভগবান্ আমাদিগের (ন্যায় শুদ্ধভক্তের) প্রতি বহু কৃপা করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি—উদারবীর্য্য অর্থাৎ মহাপ্রভাবশালী; অতএব নিজজন ভক্তবর্গের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য যিনি স্বীয় অনিন্দ্য পবিত্র-লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মৃগপতি সিংহ (বরাহদেব) যাঁহার সেই লীলা (অনন্ত-কোট্যংশাভাসমাত্র) শিক্ষা লাভ করিয়াছে, নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ব্যতীত আর কাহাকে আশ্রয় করিবেন?

(৩) সাধুগুরুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, অথবা অকস্মাৎ, অথবা আর্ত্ত হইয়া, কিংবা পরিহাসচ্ছলে পতিত ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীঅনন্তদেবের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেই শ্রবণ বা কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শুদ্ধ

হইবেনই, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? কেননা, এই শ্রীঅনন্তদেবই স্বীয় দর্শনপ্রদানাদি-দ্বারা মানবগণের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন; অতএব নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীশেষ ব্যতীত আর অপর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন?

৪। অপরিমেয়ত্ব-হেতু যাঁহার বিক্রমের পরিমাণ করা যায় না, সেই বিভু সহস্রশীর্ষা ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের একটীমাত্র মস্তকে সমগ্র গিরি, নদী, সাগর ও জন্তুগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত থাকিয়া অণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-ই বা তাঁহার বীর্য্যসমূহ গণনা করিতে পারেন?

৫। এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন অপরিমেয়-বলশালী, মহাগুণপ্রভাববান্ সেই ভগবান্ অনন্তদেব নিজেই নিজের আধার হইয়াও রসাতলের মূলদেশে অবস্থিত থাকিয়া এই পৃথিবীর রক্ষণ বা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে ধারণ করিতেছেন॥

সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর। গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥ গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত। জয় ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে—বলবন্ত॥ অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র শ্রীমুখে। গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে॥ কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত প্রভাব। হেন-প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ॥ সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

ব্যাসপূজায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ষড়্‌ভুজ প্রদর্শন করেন। সর্ব্বক্ষণ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের সেবা গ্রহণ এবং বাল্যভাবে মালিনীকে স্পর্শ করিবামাত্র বৃদ্ধার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হইত, শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাহা পান করিতেন। একদিন কাকে ঘৃতপাত্র লইয়া গেলে শ্রীনিত্যানন্দাদেশে কাক পুনঃ সেই ঘৃতপাত্র আনিয়া দিল। মহাপ্রভু কৃষ্ণাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলে বিশ্বম্ভরের ভার সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দ অধিষ্ঠান হইলে তাহা বিশ্বম্ভর-সেবা করিতে সক্ষম হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে পরীক্ষার্থ নিত্যানন্দকে স্থানান্তরিত বলিলে, শ্রীবাস বলিলেন—"মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে॥ তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা। সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥" "প্রভু বলে,—"কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস? নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস? 'মোর গোপ্য নিত্যানন্দ', জানিলা সে তুমি। তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিয়ে আমি॥ 'যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে। তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥ বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর। সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥' নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা' স্থানে। সর্ব্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে॥" আবার স্বয়ংমহাপ্রভু—"স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥ "নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ। এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম-মূর্ত্তিমন্ত॥ নিত্যানন্দ পর্য্যটন, ভোজন, ব্যাভার। নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥ তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা? পরম সুসত্য—তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা॥" চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি। যে বলেন, যে করেন—সর্ব্বত্র সম্মতি॥ প্রভু বলে,—"এক খানি কৌপীন তোমার। দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার॥" এত বলি' প্রভু তাঁর কৌপীন আনিয়া। ছোট করি' চিরিলেন অনেক করিয়া। সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে জনে। খানি খানি করি' প্রভু দিলেন আপনে॥ প্রভু বলে,—"এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে॥ অন্যের কি দায়—ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে॥ নিত্যানন্দপ্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি। জানিহ—কৃষ্ণের 'নিত্যানন্দ' পূর্ণ-শক্তি॥ কৃষ্ণের দ্বিতীয়—নিত্যানন্দ বই নাই। সঙ্গা, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥ বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র। সর্ব্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্ব্বমিত্র॥ ইহার ব্যাভার সব কৃষ্ণরসময়। ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হয়। ভক্তি করি' ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে। মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥" পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্বভক্তগণ। পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥ প্রভু বলে,—"শুনহ সকল ভক্তগণ। নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ॥ করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান। কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন॥"

প্রভু বলে,—"এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে। যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে। ইহান চরণ—শিব-ব্রহ্মার বন্দিত। অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত।। তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে।। ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়। তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায়।।"

নাম প্রেম প্রচারের মূলমহাজন নিত্যানন্দ প্রভু। তিনিই জগাই মাধাই-কে উদ্ধার করেন। জগাই মাধাই উদ্ধারান্তে মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে যথাঃ—" "বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন। তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন।। ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর। তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর।। তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর দান। তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন।। তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী। লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই' কুতুহলী।। তুমি সে অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গাও। সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' তুমি সে বুঝাও।। তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ। তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ্। তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম। তোমা সেবি' জনক পাইল দিব্যজ্ঞান।। সর্ব্বধর্ম্মময় তুমি পুরুষপুরাণ। তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব' নাম।। তুমি সে জগৎপিতা, মহা-যোগেশ্বর। তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা ধনুর্দ্ধর। তুমি সে পাষণ্ডক্ষয়, রসিক, আচার্য্য। তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য।। তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া।। তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি। যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্বশক্তি।। তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন। তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন।। তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর। তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার।। তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ। তুমি সে সংহার' সর্ব্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ।। তুমি সে করহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের রক্ষা। তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা।। তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে। তোমারে সে রেবতী, বারুণী, কান্তি সেবে।। তোমারসে ক্রোধে মহা-রুদ্র-অবতার। সেই দ্বারে কর সর্ব্ব-সৃষ্টির সংহার।। সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ তুমি বক্ষে ধর।। পরম কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার। যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন-বিহার।। পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা। যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ভরিয়া।। যে অঙ্গ স্মরণে সর্ব্ববন্ধ বিমোচন। হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ।। চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া। সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া।। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ। হেন অঙ্গ মুই পাপী করিনু লঙ্ঘন।। যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ। পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন।। যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়। যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়।। যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল। আর মোর কুশল নাহি, সে অঙ্গ লঙ্ঘিল।। লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে। কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী ত্যজিল জীবনে।। দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও মৃত। তোমা দেখি' না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত।। যাঁর অপমান করি' রাজা দুর্য্যোধন। সবংশেতে প্রাণ গেল, নহিল রক্ষণ।। দৈবযোগে ছিল তথা মহা-ভক্তগণ। তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ।। কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন। তাঁ-সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুনঃ।। জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন। জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন। জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়। শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায়।। ইত্যাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা ও আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু গৌড় দেশের যত মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ও পতিতকে উদ্ধারার্থ কয়েকজন সঙ্গীকে আগ্রেই প্রেমময় করিয়া উদ্ধারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই পানিহাটীতে শ্রীরাঘবপণ্ডিতের গৃহে মহা অভিষেক হইল। অসময়ে জাম্বীর বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প প্রস্ফুটিত করাইলেন। অপূর্ব্ব দমনক পুষ্পের সৌরভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব দমনক পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে এস্থানে আসিয়াছেন। এইরূপ কত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিলেন ; এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন :—
"এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি'। নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি'।। নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।

সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম-রসে ॥" এত কহি' 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার। সর্ব্বদিকে প্রেম-দৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥ নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টি-পাতে। সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে ॥ যে ভক্তি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে। নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥ নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে। সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥ কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে। পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে। কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া। বৃক্ষের উপরে থাকি' পড়ে লম্ফ দিয়া ॥ কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি'। উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি' 'হরি হরি' ॥ কেহ বা গুবাক-বনে যায় ঝড় দিয়া। গাছ-পাঁচ-সাত-গুয়া একত্র করিয়া ॥ হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল। তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥ অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক, হুঙ্কার। স্বর-ভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন, সিংহসার ॥ শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা-আদি যত প্রেমভাব। ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ ॥ সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল। হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল ॥ যে'দিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়। সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তিবৃষ্টি হয় ॥ যাহারে চাহেন, সে-ই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়। বস্ত্র না সম্বরে', ভূমে পড়ি' গড়ি' যায় ॥ নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে ধায়। হাসে' নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায় ॥ যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান। সবারে হইল সর্ব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥ সর্ব্বজ্ঞতা বাক্-সিদ্ধি হইল সবার। সবে হইলেন যেন কন্দর্প আকার ॥ সবে যা'রে পরশ করেন হস্ত দিয়া। সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥ তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে। দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কা'রে নাহি স্ফুরে ॥ তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার। সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর। মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন। এই মত প্রেম-সুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥ নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন। করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ ॥ হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে। সে-ই হয় বিহ্বল, যে আইসে দেখিতে ॥ যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে। সে-ই আসি' উপসন্ন হয় ততক্ষণে ॥ ইহার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার পরিতে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছামাত্র বহুমূল্য-অলঙ্কার আসিতে লাগিল ও তিনি তাহা পরিতে লাগিলেন ॥ পারিষদগণও সকলে অলঙ্কার পরিধান করিলেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ নামপ্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন ॥ শিশুগণের শরীরে এমন বল সঞ্চার করিলেন যে—শিশুগণ বড় বড় গাছ উপড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। আমি গোপাল বলিয়া দৌড়াইতে লাগিল, কেহই তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" 'বলি'। সিংহনাদ করে শিশু হই কুতুহলী ॥ এইমত নিত্যানন্দ—বালক-জীবন। বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥ মাসেকেও এক শিশু না করে আহার। দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ। সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥ পুত্রপ্রায় করি' প্রভু সবারে ধরিয়া। করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া ॥ কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে। মারেন বান্ধেন—তবু অট্ট অট্ট হাসে' ॥ ইত্যাদি ॥ বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে ॥ মহা অজগরসর্প লই' নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতুহলে ॥ ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয় ॥ (অবধূত নিত্যানন্দ) সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায় ॥ চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥ দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে। থাকেন, কখনো দুঃখ না হয় শরীরে ॥ জড়-প্রায় অলক্ষিত-সর্ব্ব-ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার। চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি—সকল অপার ॥ সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় যাঁহার শরীরে। অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্র তা'রে লঙ্ঘিতে না পারে ॥ ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব। গোপীগণে ব্যক্ত যে-সকল অনুরাগ। ইঙ্গিতে সে-সব ভাব নিত্যানন্দ-রায়। দিলেন সকল প্রিয়গণের কৃপায় ॥ ভজ ভাই, হেন নিত্যানন্দের চরণ। যাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫)। বণিক্ ও দস্যুদলপতিকে উদ্ধার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর এক অলৌকিক কৃপাশক্তির প্রকাশ।

নবদ্বীপবাসী এক ব্রাহ্মণের নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি কিছু অবিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ়ভক্তি থাকায় পুরীতে যাইয়া নিজ চিত্ত সরলভাবে মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে ভাগবতের দেবকীর ছয় পুত্রের আখ্যান বলিয়া বলিলেন :—'কহিলাঙ এই বিপ্র, ভাগবত-কথা। নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা। নিত্যানন্দ-স্বরূপ—পরম অধিকারী। অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥ অলৌকিক-চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান। তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥ পতিতের ত্রাণ লাগি' তাঁর অবতার। যাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার॥ তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার। তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥ না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ। পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ। চল বিপ্র, তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও। এই কথা কহি' তুমি সবারে বুঝাও॥ পাছে তাঁ'রে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে। তবে আর রক্ষা তা'র নাহি যম-ঘরে॥ যে তঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে। সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে। মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥" হেন নিত্যানন্দস্বরূপের ব্যবহার। বেদ-গুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার॥ পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র। যাঁ'রে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র। সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ কলেবর। চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর॥"

একদা নিত্যানন্দ পুরীগমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু একাকী যাইয়া নিতানন্দের নিকট গমন করিয়া নিত্যানন্দকে পরিক্রমা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন :—"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত। শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত॥ যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার। সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার। স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি রূপে। নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে॥ নীচজাতি পতিত অধম যত জন। তোমা হৈতে হৈল এবে সবার মোচন॥ যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সবারে। তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে॥ 'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়। হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥ তোমার মহিমা জানিবারে শক্তি কার। মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার। বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্ত্তন-সুখে। অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥ কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর। তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর॥ অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে। সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে॥"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। তিনি কৃষ্ণের সেবকগণের সর্ব্বপ্রধান। কেবল মাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়। তিনি সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণুবিগ্রহ। স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও পরতম বিষ্ণুতত্ত্বের সেবক। তাঁহার অনুগ্রহেই জীবের হরিভজন প্রবৃত্তির উন্মেষ লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবার্ষভানবীর অনুজারূপে মধুর-রতির পোষণ করেন। এজন্য ঠাকুর নরোত্তম বলেন :—হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥ জগদ্গুরুবাদে শ্রীনিত্যানন্দই গুরুতত্ত্বের আকর। মহান্তজগৎগুরুবাদে শ্রীমহান্তগুরুদেব শ্রীচৈতন্যপ্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের অবতার বলিয়াই (মর্য্যাদা পথে) কথিত হ'ন। শ্রীমহান্তগুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্য প্রকাশ এবং তিনি নিত্যানন্দ স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শৌক্র পদ্ধতিতে নিত্যানন্দবংশ পরিচয় ভক্তি পথের কোন পথিকই স্বীকার করেন না। অভক্ত বিষ্ণুসেবাবিরোধী স্মার্ত্ত মণ্ডলী ঐরূপ শৌক্রবংশে ভগবৎ কৃপার যে আরোপ করেন, তাহা ভক্তি বিচারের পরিপন্থী। আম্নায় পারম্পর্য্যে নিত্যানন্দ বংশ, শৌক্র পারম্পর্য্যে নহে বলিয়া বিভিন্ন গ্রামী পরিচয়ে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর শিষ্য পারম্পর্য্যে শ্রীনিত্যানন্দ শৌক্র বংশ ধারা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গৌর-লীলায় শ্রীবলদেব প্রভু নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ এই দুইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করেন। "হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্। সেইস্থানে আইলেন মহাজ্যোতির্ধাম। সর্ব্ব-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা। চতুর্দ্দশ-ভুবনেও নাহিক উপমা॥ স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত। মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ॥ সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়। কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে

সদায় ।।" শ্রীবিশ্বরূপে দাশরথি রামের প্রবেশের কথা উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত-রসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর-রসাশ্রিত হন ।। (অনুভাষ্য-আদি ৭ম ১৬ ১৭)।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গণ :—১। শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞি ; ২। ঠাকুর অভিরাম (গোপাল ১), ৩। দাস গদাধর, ৪। মাধব ৫। বাসুঘোষ ঠাকুর, ৬। মুরারি চৈতন্যদাস, ৭। রঘুনাথ বৈদ্য, ৮। সুন্দরানন্দ (গোপাল-২) ৯। কমলাকর পিপ্পলাই (গোপাল-৩) ১০। সূর্য্যদাস সরখেল, ১১। কৃষ্ণদাস সরখেল। ১২। গৌরীদাস পণ্ডিত (গোপাল-৪) ১৩। পুরন্দর পণ্ডিত, ১৪। পরমেশ্বরীদাস (গোপাল-৫) ১৫। জগদীশ পণ্ডিত, ১৬। ধনঞ্জয় পণ্ডিত (গোপাল-৬) ১৭। মহেশ পণ্ডিত (গোপাল-৭) ১৮। পুরুষোত্তম পণ্ডিত (গোপাল-৮), ১৯। বলরাম দাস, ২০। যদুনাথ কবিচন্দ্র, ২১। দ্বিজ কৃষ্ণদাস, ২২। কালাকৃষ্ণদাস (গোপাল-৯) ২৩। সদাশিব কবিরাজ, ২৪। পুরুষোত্তম (গোপাল-১০) ২৫। নাগর পুরুষোত্তম, ২৬। কানু ঠাকুর, ২৭। উদ্ধারণ ঠাকুর (গোপাল-১১), ২৮। বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য, ২৯। বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—(ভ্রাতৃত্রয়), ৩০। পরমানন্দ উপাধ্যায়। ৩১। জীবপণ্ডিত, ৩২। পরমানন্দগুপ্ত, ৩৩। নারায়ণ, ৩৪। কৃষ্ণদাস, ৩৫। মনোহর, ৩৬। দেবানন্দ, ৩৭। হোড় কৃষ্ণদাস, ৩৮। নকড়ি, ৩৯। মকুন্দ, ৪০। সূর্য্য, ৪১। মাধব, ৪২। শ্রীধর (গোপাল-১২) ৪৩। রামানন্দ, ৪৪। জগন্নাথ, ৪৫। মহীধর, ৪৬। শ্রীমন্ত, ৪৭। গোকুলদাস, ৪৮। হরিহরানন্দ, ৪৯। শিবাই ৫০। নন্দাই, ৫১। পরমানন্দ, ৫২। বসন্ত, ৫৩। নবনী, ৫৪। গোপাল, ৫৫। সনাতন, ৫৬। বিষ্ণাই, ৫৭। কৃষ্ণানন্দ, ৫৮। সুলোচন, ৫৯। কংসারি, ৬০। রামসেন, ৬১। রামচন্দ্র, ৬২। গোবিন্দ, ৬৩। শ্রীরঙ্গ, ৬৪। মুকুন্দ, ৬৫। পীতাম্বর, ৬৬। মাধবাচার্য্য, ৬৭। দামোদর, ৬৮। শঙ্কর, ৬৯। মুকুন্দ, ৭০। জ্ঞানদাস, ৭১। মনোহর, ৭২। গোপাল ৭৩। রামভদ্র, ৭৪। গৌরাঙ্গ দাস, ৭৫। নৃসিংহ-চৈতন্য, ৭৬। মীনকেতন, ৭৭। শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন দাস। অসংখ্য-গণের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী নাম মাত্র উল্লিখিত হইল।

শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমদ্অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভুরস্বরূপ ও মহিমা দুইশ্লোকের বিচার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। যথা:—"যে মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে —সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ।। "মায়ার দুইটী বৃত্তি—নিমিত্ত ও উপাদান। প্রকৃতিতে লক্ষিত নিমিত্ত-কারণরূপ পুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়স্বরূপই 'অদ্বৈত'। সেই অদ্বৈত জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কার্য্যে কর্ত্তাবিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার করতঃ জগতে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যে চৈতন্যের দাস, একথা বলিতে তাঁহার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায়; যেহেতু অন্তর্ভূত দাস্যভাব ব্যতীত কোনরসেই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যাঁহার মাহিমা নহে জীবের গোচর ।। মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য। তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ।। যে পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি করেন মায়ায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ।। ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ। এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ।। সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ। শরীর বিশেষ তাঁর, নাহিক বিচ্ছেদ ।। সহায় করেন তাঁর লইয়া 'প্রধান'। কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ।। জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম। মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ।। কোটি অংশ, কোটিশক্তি, কোটি অবতার। এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ।। মায়া যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত', 'উপাদান'। 'মায়া'—নিমিত্ত-হেতু,

উপাদান—'প্রধান'।। পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া। বিশ্ব সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত', 'উপাদান' লঞা।। আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ। অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ।। 'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ। 'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।। যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ। জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন।। নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে। ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্ম্মাণে। অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা।। অদ্বৈত রূপে করে শক্তি সঞ্চারণ। অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ।। সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত। 'অঙ্গ' শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত। ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ—চিদানন্দময়। মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কয়।। 'অংশ' না কহিয়া, কেন কহ তাঁরে 'অঙ্গ'। 'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ।। মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম।। পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন। অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন। জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান। গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।। ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য। অতএব নাম তাঁর হৈল 'আচার্য্য'।। বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য। দুইনাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য'।। কমল-নয়নের তেঁহো, যাতে-'অঙ্গ', 'অংশ'। 'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস।। ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ। চতুর্ভুজ, পীতবাস, যৈছে নারায়ণ।। অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য। তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য।। যাঁহার তুলসীলে, যাহার হুঙ্কারে। স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে।। যাঁহার দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার। যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার। আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার। জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার।। আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ। আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ।। প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। হস্তমুখনেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম।। এসব লইয়া চৈতন্যপ্রভুর বিহার। এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত-প্রচার।। মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহো শিষ্য, এই জ্ঞানে। আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে।। লৌকিক-লীলাতে ধর্ম্ম মর্য্যাদা-রক্ষণ। স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন।। চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান। আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান।। সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে। 'কৃষ্ণদাস' হও—জীবে উপদেশ করে।। আবার:—সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী।। তাঁহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আচার্য্য। কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য।। বাক্যে কহে 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'। 'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর।। জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন। ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন।।" "মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈতে গণন।। অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার। যাহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার।। সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল। অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আঃ ২) বর্ণিত আছে:—সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। 'অদ্বৈত আচার্য্য' নাম, সর্ব্ব-লোকে ধন্য। জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর।। ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার। সর্ব্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তি সার'। তুলসীমঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে।। হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে।। যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ। ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ।। অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য। নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য।। ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। (গৌঃ গঃ দী-১১) যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্বূহো যোঽপি সদাশিবঃ। স এবাদ্বৈতগোস্বামী চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ।। অর্থাৎ ব্রজের আবরণরূপত্ব প্রযুক্ত যে সদাশিবব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিই অদ্বৈত গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর।। গৌঃ গঃ দীঃ পৃ ৭৬।

শ্রীপ্রভুর বাক্য যথাঃ--মাধবেন্দ্রতিথিপূজায়ঃ—প্রভুবলে,-'এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়। আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয়।। মনুষ্যেরে এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে! এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে।। বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।" এই মত হাসি' প্রভু-বলে বার-বার।। ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়। যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয়।। তান বাক্যে অনাদরে, অনাস্থা যাহার। তা'রে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি—অবতার।। যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল। তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল।। (ঐ অঃ ৯):— প্রভুবলে,—"শ্রীনিবাস, কহত আমারে। কিরূপ-বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে।। মনে ভাবি' বলিলা শ্রীবাস মহাশয়। "শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয়।।" অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ, শুক যেন। শুনি' প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন।। পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে। এইমত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে।। "কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস! মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ!! যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে। কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে।।" "প্রভুবলে,—"অহে শ্রীনিবাস মহাশয়! মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয়।। শুক-আদি করি' সব বালক উহার। নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার।। অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার। মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার।। শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে। জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে।।" শ্রীবাসোক্তিঃ—এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে। মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে।। তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি। কহিলু তোমারে প্রভু সত্য করি' অতি।। পুনঃ অন্যত্রঃ— ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। অদ্বৈতের কৃপায় যে কৃষ্ণ ভক্তি হয়।।

অবতার কারণঃ--শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সেব্য বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও জীবের মঙ্গল বিধান-কার্য্যরূপ সেবা প্রবৃত্তি দান ব্যতীত তাঁহার অন্য কৃত্য নাই। কেবল সেব্যভাবে স্বীয়লীলার প্রচারক হইলে লোক কেবলাদ্বৈতবাদী অহংগ্রহোপাসক হইয়া পড়ে বলিয়া, তিনি গৌরাবতারে ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবক-লীলা প্রকটিত করিয়া জগৎকে ভগবৎ সেবা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বায়ুপুরাণে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ বলেন,—"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ।।" অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং সেই শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' বলিয়া কীর্ত্তিত। গীতা বলেন,—যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।"—শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাহা আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠেতর জন তাঁহারই অনুসরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে। শ্রীমদ্ভাগবতও "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ই স্বয়ং লোক শিক্ষক আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন'—ইহাই বলিয়াছেন।

তাই-ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য নিখিল ভক্ত বা বৈষ্ণবজগতের গুরু। জগৎকে ভক্তি উপদেশ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। বৈষ্ণবগণ তাঁহার আচরণ অনুসরণ করিয়াই স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেবাভিন্ন জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দে ভক্তিমান হন্। তাঁহার আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়া জীবগণ জাত্যাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান করিতে শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণকুল-মুকুট-মণি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাৎকালিক শান্তিপুর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া যবন কুলোদ্ভূত নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে নিখিল ব্রাহ্মণ-পূজ্য বৈষ্ণবজ্ঞানে শ্রাদ্ধ পাত্র দান করিয়াছিলেন। সুতরাং দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংরক্ষক ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত জগজ্জীবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিমুখ-দর্শন করিয়া জল-তুলসী দ্বারা ভগবানের পূজা বিধানপূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে তিনি দেখাইলেন,—"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং

ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥" অর্থাৎ তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া নিজেকে ভক্তের কাছে বিকাইয়া দেন—ভক্তাধীন হইয়া পড়েন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দ্বারাই মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের এক অঙ্গ নিত্যানন্দ আর এক অঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত। উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও মহাপ্রভুর দাস্যাভিমানেই তাঁহারা উল্লাসিত—"এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ। কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু। কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥ মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ। দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥"

কৃষ্ণপ্রেমের এমনই এক অদ্ভুত স্বভাব যে, গুরু-সম ব্যক্তিকেও লঘু করায়। শ্রীভগবানের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণু-পার্ষদবর্গ, ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ-শুকাদি, শ্রীবাস—সকলেই ভাবদাস্য কামনা করেন। বাৎসল্যরস-রসিক নন্দযশোদার বাৎসল্যরসে, সখ্যরস রসিক শ্রীদামাদি-গোপালের সখ্যরসে, মধুররসে এমনকি, মহাভাব-স্বরূপিণী সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীরও কান্তরসে কৃষ্ণদাস্য অবস্থিত। মহিষীগণের, স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব নিত্যানন্দেরও কৃষ্ণদাস্য, শেষরূপী অনন্তের দশদেহেও কৃষ্ণদাস্য, সদাশিবেরও কৃষ্ণদাস্য—সকলেই কৃষ্ণদাস্যের কাঙ্গাল, সকলেই ভক্তাবতার কৃষ্ণদাস-দাস্যের জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ। "কৃষ্ণের মমতা হৈতে বড় ভক্তপদ। আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥"

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগদীশ্বর হইয়াও তাঁহার সেবক-ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষাও বড় করিয়া মানেন। ভক্তও ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও বড় বলিয়া জানেন না। তাই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত বলেন,—চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥

সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জগজ্জীবকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা প্রদানের জন্য স্বয়ং সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া গুরু পদাশ্রয় লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীমাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গুরু। শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার শিষ্য। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ভক্তিরত্নাকর, প্রমেয়রত্নাবলী ও গোপালগুরুগোস্বামীর গ্রন্থে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায় পারম্পর্য্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য বলিয়াছেন।

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাসভবন হইলেও তিনি মহাপ্রভুর নদীয়া-বিহার-কালে শ্রীধাম মায়াপুর যোগ-পীঠের অনতিদূরেই টোলবাড়ী করিয়া বাস করিতেন। সেই টোলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কেবল 'ভক্তি' ব্যাখ্যা করিতেন। এক সময়ে তিনি ভঙ্গী করিয়া শান্তিপুরে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে—মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ড-প্রসাদ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে গুরুর সম্পর্কে খুবই মর্য্যাদা করিতেন, অদ্বৈতের তাহা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐরূপ ভঙ্গী করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের পুত্রগণের পরিচয়ঃ—শ্রীঅদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ—এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম তিন জনই গৌরদাস্যে নিযুক্ত ছিলেন, শেষোক্ত তিনজন গৌর-বিমুখ-স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব ছিলেন। চতুর্থ পুত্র বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন 'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য' নাম লইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র রাধারমণ 'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য' নাম গ্রহণ করিয়া ত্যক্তগৃহের যোগ্য সংজ্ঞা 'গোস্বামী' শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 'কুশ-পুত্তলিকা' দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক হরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণব-স্মৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধের চূড়ান্ত করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈতগণ বর্ণন প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' 'চলে, সেই ত' অসার ॥ অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন। ভেদ জানিবারে করি একত্রে গণন॥ যাঁহারা সারগ্রাহী অচ্যুত-সেবানন্দী

অচ্যুতানন্দানুগত্য করেন, তাঁহারাই মহাভাগবত—তাঁহারাই চৈতন্যকৃপাভাজন। শ্রীঅচ্যুতের মত—অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সেবক ; সুতরাং অচ্যুতদেবাই যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। 'অদ্বৈত-সন্তান' বা 'অদ্বৈত-শিষ্য' পরিচয়ে পরিচিত, অথচ অদ্বৈতের-মতবিরুদ্ধ ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তমতে আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তি অদ্বৈত বিরোধী, সুতরাং পাষণ্ড নাস্তিক। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত গুণমায়ার প্রভাব-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্ব জীব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণসেবানন্দে উন্মত্ত করান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রধান সহায় শ্রীঅদ্বৈতকে যাহারা জীববুদ্ধি করিয়া হীন জ্ঞান করেন—তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতের আচরিত এবং প্রচারিত চৈতন্যদাস্য-অনুশীলনই যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য লীলায় ভক্তিবিরোধি কেবলাদ্বৈতবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, আসুর-বর্ণাশ্রমবাদ প্রভৃতি যাবতীয় অসম্মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া যে কৃষ্ণকার্ষ্ণের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তি-প্রতিকুল-চেষ্টারহিত শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনপর ভক্তিসিদ্ধান্তবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাই পালনীয়। (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রগণের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থকার প্রণীত "শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জীবনী ও শিক্ষার নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা

১। শ্রীঅচুতানন্দ, ২। কৃষ্ণমিশ্র, ৩। গোপাল, ৪। কমলাকান্ত, ৫। যদুনন্দনাচার্য্য, ৬। ভাগবতাচার্য্য ৭। বিষ্ণুদাস, ৮। চক্রপাণি, ৯। অনন্ত আচার্য্য, ১০। নন্দিনী, ১১। কামদেব, ১২। চৈতন্যদাস, ১৩। দুর্ল্লভ বিশ্বাস, ১৪। বনমালিদাস, ১৫। জগন্নাথ, ১৬। ভবনাথ কর, ১৭। হৃদয়ানন্দ, ১৮। ভোলনাথ ১৯। যাদব, ২০। বিজয়, ২১। জনার্দ্দন, ২২। অনন্তদাস, ২৩। কানুপণ্ডিত, ২৪। নারায়ণ, ২৫। শ্রীবৎস ২৬। হরিদাস ব্রহ্মচারী, ২৭। পুরুষোত্তম, ২৮। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, ২৯। পুরুষোত্তম পণ্ডিত, ৩০। রঘুনাথ, ৩১। বনমালী, ৩২। বৈদ্যনাথ, ৩৩। লোকনাথ, ৩৪। মুরারিপণ্ডিত, ৩৫। হরিচরণ, ৩৬। মাধব পণ্ডিত ৩৭। বিজয় ও ৩৮। শ্রীরাম পণ্ডিত ইত্যাদি।

শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে-ঠাকুরভক্তিবিনোদের নির্দ্দেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্নসহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে 'সর্ব্বাচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন,—এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্ত্য-গুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন ; অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতা-রূপ পাদপদ্ম-মধু পান করিতে থাকুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে চৈতন্য ছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন,—ইহার তাৎপর্য্য, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নহে—দুই প্রকাশই নিত্য।

কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন, উভয়ই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; তন্মধ্যে যেখানে মাধুর্য্য বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ।

কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্ল্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য

না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। গৌরাঙ্গের যুগল দুই প্রকার— অর্চ্চনামার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; আর ভজনমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর।

প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোনক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপনাগর মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না। গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া, সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়। গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই, অপরাধ নাহি রহে তায়॥ অতএব গৌরানুগ না হইয়া কৃষ্ণভজনে ইহাই পার্থক্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত কৃষ্ণভজন না করিলে পরম পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাহ্য প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই—'শ্রীগৌরাঙ্গ' বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে; তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণ-লীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, গৌরাঙ্গ-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, কৃষ্ণলীলার ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই গৌর-লীলা মনে পড়ে। কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণ-স্মরণ করিব না'—এ কথা একটি দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ 'কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না'—ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশ

কৃষ্ণপ্রেম-রস-লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণপ্রেম-রস-প্রদানের শক্তি একমাত্র রসিক-শেখরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই রসবিগ্রহ আনন্দ-লীলাময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সুবর্ণকান্তি বদ্ধজীবের হৃদয়ের ভোগ-তিমির-বিনাশকল্পে কিরণ বিস্তার করিয়াছেন। স্বয়ংরূপ তদতিরিক্ত রূপের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বয়ংরূপেই দিব্যরূপের সমগ্রতা ও অবস্থান আছে। সেব্য-পরায়ণের সেব্যের নয়ন-মনোভিরাম রূপ-প্রদর্শন-কল্পে সেব্যবস্তু আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া ভোক্তৃ-ভাবের সেবায় ভোগ্যভাব-সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছেন। এরূপ দয়া মানবজাতি আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিজ্ঞান যাঁহার লীলায় পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হইয়া জীবের চরমকল্যাণ বিধান করিয়াছে, তাঁহার অনুশীলনে— তাঁহার সেবায় জীবের পূর্ণ চেতনবৃত্তি নিযুক্ত হইলেই গুণজাত ভোক্তৃভাবের অহঙ্কার চিরতরে বিদূরিত হইবে।

যাঁহারা জগতের মোহ-নিদ্রায় অভিভূত, যাঁহারা পূর্ণ চেতন-ধর্ম্মে অনবস্থিত, তাঁহাদের অস্মিতা জাগ্রত হইয়া দিব্যালোকে বিভাবিত হউক, সর্ব্বোত্তমতার শোভনীয় কান্তির রূপদর্শনে সমৃদ্ধ নিজ-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিবার যোগ্যতা লাভ করুক। সেই সৌভাগ্যলাভের উদ্দেশ্যেই চৈতন্যচন্দ্রের আনুগত্য আমাদের জড়াহঙ্কার বিদূরিত করিয়া সেব্য-বস্তুর পরিচয় ও সান্নিধ্য-সেবাধিকার লাভ করুক।

ভূতলে শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্টস্থাপনে একমাত্র প্রচারকবর্গ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আদিগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও তাঁহার অনুগ শ্রীলরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁহার প্রকৃত অনুগগণ শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য যে প্রকার গান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদকে তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের ভৃত্য-সূত্রে ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-শিথিল মাধুর্য্য-প্রেমময়ের কথা গান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দের গুণকীর্ত্তন-মত্তজনগণের আশীর্ব্বাদ, শ্রীচৈতন্যভাগবতের গান ; ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভুবর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পানানন্দি জনগণের জন্য যে অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন, সেই সকলই উপকরণ।

ভগবদ্ভক্তির অভাবে জীবের অসংখ্য কামনার উদয় হয়, সুতরাং সুখপ্রার্থীর অনিত্য-ভোগবাসনার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিলাভে উৎসুক অন্যাভিলাষিগণের মধ্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তবে আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার মানবের মধ্যে কাহারও সৌভাগ্য উদিত হইলে সেই ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই সেই অবস্থায় অবস্থিতজনগণ ভক্ত নহেন। তবে তাঁহাদেরই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়। তত্তদবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকিলে ভক্তিলাভ হয় না।

নির্ম্মল নিরপেক্ষ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভগবৎসেবা, তাহাতে অশান্ত হইবার বিচার নাই। ধর্ম-অর্থ-কামরূপ 'ভোগ' অথবা ধর্ম্মার্থকাম-বর্জ্জিত 'ত্যাগ'—উভয়ই আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিকে লাভ করিতে দেয় না। আবার আত্মার নিত্যস্বভাব ভজন-প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ উদিতা হইলেও বদ্ধজীবের বিপথগমনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। নিষিদ্ধ আচার, কৌটিল্য-নাট্য, পরহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা, অপরের নিকট সম্মান-লাভের স্পৃহা ও জড়ভোগ্য বিষয়-লাভের আকাঙ্ক্ষা আত্মার সেবা-প্রবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দেয়। এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইলে ভগবানে প্রীতি-রহিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন আর প্রকৃত-ভক্ত হইতে দেয় না। প্রাকৃত অহঙ্কার আসিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিযুক্ত করায়। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শুদ্ধভক্তি আচরণ করিয়া জগতের বদ্ধজীবের প্রকৃত চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মানবগণকে নিরভিমান হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

জাগতিক অভিমানবশে ভক্তিহীন মানব আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা জানিয়া প্রকৃতির গুণত্রয়কে ন্যূনাধিক আলিঙ্গন করেন। যেকালে নিরুপাধিক আত্মা গুণাধীনতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, তৎকালে জীবের জড়ের প্রভুত্বাভিমান হইতে বিমুক্তিলাভ ঘটে। তখন তিনি জড়ের রূপ, গুণ, মর্ত্ত্য বন্ধু-বান্ধব ও ক্রিয়াগুলিকে জড়-নাম হইতে পৃথক্ পৃথক জানিয়া আপনাকে জড়াভিমানে প্রমত্ত করাইয়া চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার এক-তাৎপর্য্য-পরতার সেবা করেন না।

গুণত্রয়ের অধীনতাই জীবের বদ্ধাবস্থা। ঐ বদ্ধাবস্থা দৃঢ় হইলে জীব নিজ নিত্য-স্বরূপের উপলব্ধি একেবারে রহিত হওয়ায় চৈতন্যহীন হন। চৈতন্যহীন জীব 'প্রবৃত্ত' ও 'নবৃত্ত' ভেদে দ্বিবিধ ; চৈতন্যের অপব্যবহারবশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানে গুণপরিচিত বস্তুবিশেষ হওয়ায় অপর বদ্ধজীবের ভোগ্য হইয়া পড়েন। নিরভিমান না হইলে তিনি বাচক-নামের সেবা করিতে সমর্থ হন না। বাচক-নামের সেবা না করিলে তাঁহার বাচ্য-নামীর সহিত সান্নিধ্য-লাভ ঘটে না। বদ্ধ-জীবকুল সকলেই নানাপ্রকার ত্রিগুণের অভিমানে বা ত্রিগুণতা-পরিহারের অভিমানে অভিমানী ; আর মুক্তকুলের উপাস্যমান বাচ্য-শ্রীনামের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম নিরভিমানতার শিক্ষক।

আধুনিক-কালের কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন যে, মানবের ধর্ম্মবিষয়িণী অনুভূতি দুই শ্রেণীতে আবদ্ধ। একটী কর্ত্তৃসত্তাগত বিচার হইতে উদ্ভূত, উহাতে নীতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহা জাগতিক নীতিবাধ্য ; অপরটী কর্ম্মসত্তাগত সার্ব্বভৌমিক দৃশ্যের অন্তর্গত ভাবের অধীন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচার-

প্রণালীতে এই ত্যক্ত-জড়বিচারে বিভিন্ন ধারণাগত চিন্তাস্রোতের একটী বিশেষ সামঞ্জস্য-বৈলক্ষণ্য স্ফুটরূপে পরিলক্ষিত হয়।

গুণত্রয়ের বিক্রম ও অধিকার:—জাগতিক নীতি ত্রিবিধ গুণাশ্রিত। নিত্যধর্ম্মের ব্যাঘাতকারি-তমোগুণ বিকার উৎপাদন করায়, তাহাতে পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম 'বিদ্যমানতা'র আকার পরিবর্ত্তিত করাইয়া থাকে এবং পরিশেষে দৃশ্যপট হইতে বিলুপ্তি সাধন করে। রজোগুণের দ্বারা 'বিদ্যমানতা' দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং অনবস্থিত কর্ম্মসত্তা যে চেষ্টা-দ্বারা দৃশ্যাকারে প্রকটিত হয়, উহাই 'রজোগুণ' নামে অভিহিত হয়। রজোগুণের বিক্রমপ্রভাবে অভাবরাজ্যে যে অস্তিত্ব কালাধীনতায় প্রকাশিত হয়, উহাই তমোগুণ-তাড়িত অভাব-রাজ্যে জড়-বৈশিষ্ট্য সাধন করে। এই সাধিত কার্য্য কোন সময়ে উপযোগী, আবার অন্যসময়ে অনুপযোগী বলিয়া কথিত হয়। যে শক্তি জগতে রজোগুণপ্রভাবে অভাবের বিরূপ অবস্থা স্বভাব আনয়ন করে, তাহাতে তমোদিগ্‌গামিনী শক্তির ক্রিয়া পরাভূত হইলে উহার সংরক্ষণ-সামর্থ্য সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধসত্ত্ব:—কর্ম্মপ্রারম্ভের সূচনার অবকাশ না দিয়া নিত্যবিদ্যমানতা-সংরক্ষণ সত্ত্বগুণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই সত্ত্বগুণ যেকালে স্বীয় বৈশিষ্ট্যসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়, তৎকালে রজস্তমোগুণদ্বয়ের আপেক্ষিকতা ও পুনরুদ্ভব সত্ত্ব-বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা জন্মাইয়া থাকে। মিশ্রগুণের অপেক্ষা না থাকিলে তাহাই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' নামে পরিচিত হয় এবং তদবস্থায় অপর গুণদ্বয়ের অংশাধিকার বা 'সরিকানি'র অবকাশ থাকে না।

পাশ্চাত্যদার্শনিকের নীতিবাদের সমালোচনা:—উক্ত পাশ্চাত্যপণ্ডিতাভিমানীর ক্ষণভঙ্গুরানীতি-সংরক্ষণ-চেষ্টা সত্ত্বগুণের আকরবস্তু বিষ্ণুতে অবস্থিত না থাকায় তদাশ্রিতজনগণকে রজস্তমোগুণোত্থ পাপ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। আনন্দময় অখণ্ড নিত্য-চিন্ময় বিষ্ণুবস্তুতে খণ্ডগুণের আরোপ করিবার প্রবৃত্তি থাকা-কালে জীবের পাপের ইচ্ছা ও ক্লেশের আবাহন সম্ভবপর। বিষ্ণুভক্তি-প্রভাবে নীতিবিরুদ্ধ কোন কথাই বিষ্ণুভক্তে স্থান পায় না। সুতরাং ভোগময় জগতে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা বা আনন্দের আকাঙ্ক্ষা তথাকথিত দার্শনিক বদ্ধজীবের ভোগ-প্রবৃত্তিতে বাধ্য হইবার ন্যায় বিষ্ণুভক্তকে ব্যভিচার-সম্পন্ন করে না। সেইকালে দৃশ্যজগৎ ভক্তিমান্ দ্রষ্টার অনুকূল হওয়ায় পাপক্ষালন, সুখৈষণা প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুরা চেষ্টা তাঁহাকে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বসূত্রে অহঙ্কারসম্পন্ন করায় না। গুণজাত জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত না হইলে পরতম বাস্তববস্তু হৃষীকেশ বিষ্ণুর একমাত্র সেবায় নিযুক্ত হইবার অবকাশ নাই। যাঁহারা সবিশেষ ব্রহ্মবস্তু পরমাত্মার চিন্ময়ভাবের সহিত তদ্ভাব ও তদ্বিপরীত-ধর্ম্মের সংযোগকে পূর্ণকৈবল্যের আশ্রয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নির্ম্মল আত্মার সেবন-ধর্ম্মকে আপেক্ষিক কল্মষের আবরণে আবৃত হইবার সাহায্য করেন। ত্রৈবেরিক ধর্ম্মসমূহের জড়ীয় সুনীতির আকাঙ্ক্ষা বিষ্ণুভক্তগণের চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দৃশ্য-জগতের মায়ারচিত ভাবসমূহের পরিচ্ছেদজন্য যে অবরতা, অভাব এবং নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাবিত হয়, বিষ্ণুভক্তিবিচারে ঐ সমস্ত স্থান পায় না। দৃশ্য-জগতের স্বাভাবিকতায় ব্যাপকতার আরোপ চিন্ময় মাধ্যমিকতাকে বিচলিত করিতে পারে না।

বিষ্ণুভক্তের বৈশিষ্ট্য:—অকিঞ্চন বিষ্ণুভক্তের জাগতিক কোন কামনা না থাকায় তাঁহারা জাগতিক পাপ-পুণ্য-ভোগের অধীনতা স্বীকার করেন না। অথবা বিষ্ণুসেবা-বঞ্চিত হইয়া জাগতিক নিঃশক্তিকতার করাল-কবলে পতিত হইবার তৃষ্ণিপাসাও বর্দ্ধন করেন না। বিষ্ণুভক্ত স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে জাগতিক কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে বিরত হওয়ায় এবং বাস্তব-বস্তুর নিত্য-সেবা-রত থাকায় আধুনিক পাশ্চাত্যদার্শনিকের মনোভোক্তৃত্ব (Subjective) ও মনোভোগ্যত্ব-মূলক (objective) ধর্ম্ম-সমূহের অন্তর্ভুক্ত নহেন। কর্ত্তৃত্বাভিমানে জাগতিক যুক্তির দ্বারা জড়-বৈচিত্র্যের ভাববিশেষকে আদর্শ-জ্ঞানে 'সাধ্য' মনে করিয়া যে-সকল 'সাধন' প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেরূপ সাধনসাম্য

ক্ষিপ্র ভোগময়দর্শনে পরিদৃষ্ট হইলেও উহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যদর্শনের যোগ্যতালাভ আবশ্যক। ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীব-ভোগ্য 'প্রাকৃত' ও মুক্তজীবসেব্য ভাগবত-'অপ্রাকৃত'-বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

মানবকল্পিত মতবাদের সহিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যের সমালোচনা :—জাগতিক মানবোচিত ব্যবহারের আরোপে (Anthropomorphism) ভোগবাদ সংশ্লিষ্ট। অবরপ্রণালীর ভাবসমূহের আরোপে (zoomorphism), উদ্ভিজ্জগতের উপাসনায় (Phytomorphism) যে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয় অথবা অচেতন-পদার্থ প্রস্তরাদিতে চেতনের আরোপ করিবার যে প্রয়াস (Polyzoism) এবং জড়বস্তুতে প্রাণের যে আরোপবাদ (Hylozoism) দৃষ্ট হয়, তাহার সকলগুলিই 'প্রাকৃত' বলিয়া ঐরূপ কাল্পনিক মতবাদের দ্বারা অবরজগৎ হইতে বরণীয় নিত্যজগতে লইয়া যাইবার প্রথাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদর করেন নাই। তিনি বৈকুণ্ঠের আংশিক আবরণের বিচিত্রতার মূলে বর্ত্তমান দৃশ্যজগতের অধিষ্ঠান নির্ণয় করায় ইহার নশ্বরতা ও কালের অধীনতায় বর্ত্তমান দৃশ্যজগতের ভেদ-দর্শনরূপ নশ্বরতার বিচার দেখাইয়াছেন। নশ্বর খণ্ডকালচালিত বিশ্ব-দর্শনকে তিনি কখনও 'মিথ্যা' বলিবার ধৃষ্টাগানের প্রশ্রয় দান করেন নাই।

ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রাচ্যকল্পনার লৌকিক ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য নহে :—অনেকের বিচারে ভগবদ্‌বিষয়ের ধারণা ঐতিহ্যমূলা। কালশাস্ত্রবিৎএর বিচারাধীন নায়কগণের নাট্য-অবলম্বনে উহাদিগকে নিত্য-সেব্য-জ্ঞানে 'ভগবান্' বলিয়া আরোপের চেষ্টাই ইতিহাসের অধীন উপাস্যবস্তুনির্ণয়। ইহা প্রাকৃত নায়কপূজা হইতে পারে, কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত নায়ক ভগবানের স্বরূপের পূজা নহে। কেহ কেহ বিচার করেন, কল্পিত প্রাচীন-কাহিনীসমূহ বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সম্ভোগপরতার আধারে খাপ্ খায় না বলিয়া ঐ সমুদয় অলৌকিকতার ইন্দ্রজালপূর্ণ উপকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই তাঁহারা Mythical বলিয়া থাকেন। এই ঐতিহ্য ও প্রাচ্যকল্পনা —উভয়প্রকার জাগতিক ও কালাধীন ধর্ম্মের অন্তর্গত যে ভগবান্ বা ধর্ম্মের ধারণা, তাহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য অনুমোদন করেন নাই। এই সকল মতবাদ হইতে পৃথক্ বিচারে অপ্রাকৃত-বিষ্ণু-কলেবরের শ্রৌতবাণীই ভগবদ্‌বস্তুর নিত্য-অধিষ্ঠানের বিচিত্রতাজ্ঞাপক। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদন-বৈশিষ্ট্য।

জাগতিক বিবিধ মতবাদ ও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য :—জাগতিক ভাববিশেষসমূহ পরিহার করিয়া জাগতিক অভাব-নির্ব্বিশেষ স্থাপনমূলে দৃশ্যজগতে মায়াবাদীর যে বিশ্বাস-স্থাপনাভাব পরিলক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উহারও অনুমোদন করেন নাই। ভোগনিষ্ঠ মানবের ভগবদ্‌বস্তু-সম্বন্ধে জাগতিক ধারণা 'গ্রহণ' ও 'ত্যাগ'-নীতি মূলে অবস্থিত। মুক্তাবস্থায় এই আপেক্ষিকতার সামঞ্জস্য নাই। নিরপেক্ষভাবে জড়সবিশেষ ও জড়নির্ব্বিশেষ পরিত্যাগ করাইতে যে-সকল শ্রৌতবাণী বর্ত্তমান, তাহাকে অনাদর করিয়া জড়নির্ব্বিশেষবাদী প্রতিযোগিজ্ঞানে যে-ভাবে জড়সবিশেষবাদকে চিৎসবিশেষসাম্যে গর্হণ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত নহে। জড়জ্ঞানে নিত্য চিন্ময় ভাবসমূহ জড়ভোগপর নয়নের পরিদর্শনে ভগবানের মায়াশক্তির আবরণী-বৃত্তি-দ্বারা আবৃত হওয়ায় জীবের যে ভোগপ্রবৃত্তিতে কর্ত্তৃত্বাভিমানের ব্যাধি আনয়ন করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হইলে জীব ভগবৎসান্নিধ্য হইতে বিক্ষিপ্ত হন না। বদ্ধজীবের চেতনা-বৃত্তির আবরণ বা অজ্ঞানহেতু তাঁহার ব্যাধিগ্রস্ত দর্শনে দৃষ্টি করিবার তাৎকালিক যোগ্যতা আছে এবং ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া তদ্‌বিপরীত আপনাকে সেব্যাভিমানে ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বৈকুণ্ঠ-দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত হইবারও যোগ্যতা রহিয়াছে।

মায়াবাদীর জড়-ভোগপ্রবণা অস্থিরা-বুদ্ধি চিদ্‌বিচিত্রতা-বিরোধী হওয়ায় উহা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত, তজ্জন্য আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি ঐ বুদ্ধির নিকট সুপ্ত ও গুপ্ত। ঐরূপ বুদ্ধিবৃত্তি সেবোন্মুখতা-বৃত্তিকে চিরতরে রুদ্ধ করিয়াছে। উহাই ভগবচ্চরণে অপরাধের লক্ষণ। ভগবদ্‌বস্তুকে 'মায়া-নির্ম্মিত' ভ্রমে তাহার সংশোধনের প্রয়াসে আরোপিত অসদ্‌ভাবের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন অপরাধেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভোগসাহিত্য ও ভোগরাহিত্যের বিচার

হইতেই ভগবানে জাগতিক জড়ধর্ম্মারোপ উদ্ভূত হয়। এই গুরুতর অপরাধ জাগতিক সামান্য পাপাখ্যা লাভ করিতে পারে না। অজ্ঞানরাজ্যের পাপাদির ক্ষতি পুণ্য-দ্বারা পূরণ হয়; কিন্তু অপরাধ চিদ্রাজ্যে প্রবেশাধিকার রহিত করায়। জাগতিক পাপ বা পুণ্য-প্রবৃত্তি জীবের সেবা-বিমুখ ভোগ বৃত্তি হইতেই উদিত হয়, কিন্তু অপরাধ কেবল সেবাবিমুখতা মাত্র নহে, পরন্তু সেব্যের চরণে একেবারে বিরুদ্ধ চেষ্টা! পাপাদিতে ভগবৎ-সেবা-কথার কোন চিহ্ন নাই; আত্মসম্ভোগই তৎকালে অনাত্মবিচারে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে। শব্দের সেবোন্মুখিবৃত্তি-রহিত হইয়া জাগতিক ভোগোন্মুখিবৃত্তির মূলে ঐকান্তিকতার পরিবর্ত্তে ব্যভিচার আসিয়া স্থান লাভ করে। জ্ঞেয়পদার্থে অবতার আরোপ করিলে কর্ম্মফলের গ্রাহকত্ব, ভোগ-নিস্ফলতারূপ জ্ঞাতৃত্ব বিচারকের নিজবৃত্তিকেই কলুষিত করে। যেখানে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ত্ব একীভূত হইয়া ভোগ-নির্ব্বিশেষ ব্যাখ্যাত হয়, সেখানে আত্মধর্ম্মের ভজনবৃত্তির অভাব-জনিত ভগবদিতর ভজনের গ্রাহকতা এবং তাহার মূলে ভোগেরই প্রকারান্তর নির্ভোগের-চিত্তবৃত্তি অবস্থিত।

অনর্থযুক্ত জীবের জন্য 'সাধনভক্তি'র এবং জীবন্মুক্তের জন্য 'অনুক্ষণকীর্ত্তনময় ভগবদনুশীলনই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য :—মুক্তের নিত্য-অস্তিত্ব-সংরক্ষণ-কালে শ্রীচৈতন্যদেবের 'সাধনভক্তির কথা'ই বদ্ধ-জীবের অরক্ষণীয় নশ্বরভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের একমাত্র উপায়। ভ্রমময় অনর্থরূপ আলেয়ার পশ্চদ্ধাবমান হইয়া যে-সকল অভিনব বিচার-প্রণালী জগতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য জীবন্মুক্ত জীবের অনুক্ষণ শব্দব্রহ্ম-সেবা-দ্বারা ভগবদনুশীলনই একমাত্র কৃত্য বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট সাধনভক্তির বৈশিষ্ট্য :—মায়াবাদ-বিচারে ইহজগতে সেবাকালে সেব্য, সেবক ও সেবার অনিত্যতা পরিকল্পিত হয়। সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে সেব্যাভিমানই অনর্থের প্রকার-ভেদ। অতএব প্রয়োজন-সাধনে সাধন-বিচারে সাধনভক্তি ব্যতীত অনর্থ-নিবৃত্তির আর উপায়ান্তর নাই। চেতনের বৃত্তিতে আনন্দ-লাভই 'উদ্দেশ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে-সকল বাধা অর্থলাভের ব্যাঘাত-কারক, তন্নিরসন-কল্পেই সাধনের প্রয়াস হইয়া থাকে। সেই সাধন কিরূপে সম্পাদ্য, তাহা নির্ণয় করিবার মুখে শ্রীচৈতন্যদেব যে ভজনের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ ভজন-প্রারম্ভ, তৎসহ রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তন যে চিন্ময়:শব্দাত্মক শব্দীর সহিত নিত্য অভিন্নভাবে অবস্থিত, তাহা জানাইয়াছেন।

কর্ণেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা 'অপ্রাকৃত'শব্দ-গ্রহণের ভাজন :—কর্ণেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু পরিচালনাই অপ্রাকৃতশব্দের আবাহন করিতে সমর্থ। অপ্রাকৃতশব্দকে জাগতিক ভোগোৎপাদক 'নশ্বরশব্দ' বলিয়া ধারণা করিলে শব্দীর সহিত শব্দের মধ্যে পরিমিতি-জন্য প্রাকৃতভেদ ব্যবহিত থাকে।

স্ফোটবাদের অপব্যবহার ও সেবোন্মুখতার-আবরণ :—বস্তু-পরিজ্ঞানের অন্তরায়-স্বরূপ শব্দের ভোগ বা ত্যাগ-মূলা বিভিন্নধারণার সংযোগেই স্ফোটবাদের অপব্যবহার। তজ্জন্য অপ্রাকৃত আকর বৈকুণ্ঠশব্দ 'নাম'ই জড়শব্দের শ্রবণ-প্রণালী হইতে বদ্ধজীবকে বিমুক্ত করে। ভোগপর কর্ণ অপর ভোগপর ইন্দ্রিয়সমূহের সুষ্ঠুবৃত্তি পরিচালন-কামনায় ভোগময় কর্ম্মভূমির যে কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হয়, উহাই অহঙ্কার এবং অহঙ্কারীর "আমি কর্ত্তা—ভোক্তা, আমার কর্ম্মসমূহ আমারই ইন্দ্রিয়তোষণ করিবে"—এই বুদ্ধিই সেবোন্মুখতা-রূপ নিত্যধর্ম্মকে নিদ্রিত করিয়া দেয়।

চিন্ময় কর্ণবেধ-সংস্কার :—চিন্ময়শব্দ-সেবার উপযোগী কর্ণবেধ-সংস্কারই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভের প্রারম্ভ। বৈকুণ্ঠনাম শ্রবণের বৈশিষ্ট্য যে-কালে শ্রবণসংস্কারে সাফল্য লাভ করে, তৎকালে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দের উদ্দিষ্ট ভোগ্যবিশ্বের অন্তর্তমতার তিমিরাবরণ বিনষ্ট হয়।

অপ্রাকৃতরূপানুশীলনেও রূপ নামানুশীলন-ধর্ম্ম অবস্থিত :—জড়বস্তুর নাম বদ্ধজীবের উপাদান, আর বৈকুণ্ঠনাম বদ্ধজীবের বদ্ধতা বিদূরিত করিয়া চিন্ময় নিত্য সেবকাভিমানের উপাদান প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন সেবকের নিত্যাভিমানের বৃত্তি সেব্যের সুষ্ঠু পরিচয় ও বাস্তব-বস্তুর হৃদ্গতভাবের উপযোগি-অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। সেব্যের রূপদর্শনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিন্ময়ী, নিত্যবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বয়ংরূপের উদ্দেশে অভিসার আরম্ভ করায়। সেখানেই নিত্যরূপ-নামানুশীলন-ধর্ম্ম বর্ত্তমান। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে, ভুবনমোহন-মোহিনীর রূপানুগত্যেই স্বয়ংরূপের মনোঽভিলাষ পূরণের যোগ্যতা হয়। সেখানেও বৈকুণ্ঠশব্দনামের নিকট হইতে ভক্তের বিদায়-গ্রহণের সম্ভাবনা নাই।

গুণসেবনকালেও গুণাভিন্ন নামের সঙ্গ অপরিহার্য্য :—চতুঃষষ্টি গুণপূর্ণ অখিলসদ্গুণরাশি সেব্যবস্তুর গুণাকৃষ্ট হইয়া জীবের আত্মরূপ-সৌন্দর্য্যের নিত্যাভিব্যক্তিক্রমে চিন্ময় অখিল সেবনগুণবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা প্রকাশ করে। গুণাভিন্ন বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ জীবের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না।

কাল্পনিক জড়নির্গুণতার যূপকাষ্ঠ সর্ব্বনাশের হেতু :—জীব চিরদিনই সেবক। তাঁহার বাহিরের তাৎকালিক পোষাকপরিহিত দর্শন সুষ্ঠুদর্শন নহে, সেব্যের অভিমানই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ। যখনই কাল্পনিক জড়নির্গুণতা প্রবল হইয়া চিদ্গুণ-রাহিত্যে রুচি প্রদর্শন করে, তখনই জানিতে হইবে যে, চরমকল্যাণের আলেয়ার ভোগপরতা জীবকে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

সাধ্যলাভের পথদ্বয়—বিধি ও রাগের বৈশিষ্ট্য :—গুণ-নাম-ভজনে সংস্কৃত কর্ণ সনিত্য-চিদানন্দময় নাম, সনিত্যচিদানন্দময় রূপ, সনিত্যচিদানন্দময় গুণের দ্বারা নিত্যানুশীলনে নিত্য স্বয়ংনামী, নিত্য স্বয়ংরূপী বা নিত্যস্বয়ংগুণী, নিত্য স্বয়ংনামী নিত্য স্বয়ংরূপী বা নিত্য স্বয়ংগুণীর সচ্চিদানন্দ নাম-রূপ-গুণ-কীর্ত্তনাখ্য-ভজনে নিযুক্ত থাকায় চিন্ময় ভগবৎপরিকরবৈশিষ্ট্য বৈকুণ্ঠের উন্নতপ্রদেশ-দর্শনের যোগ্যতাক্রমে বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রতির আশ্রয়তত্ত্বসমূহের আনুগত্য লাভ করিয়া ভজন-সম্পত্তিতে রুচিবিশিষ্ট হয়। তখন পরিকরবৈশিষ্ট্যের পাঁচপ্রকার স্থায়িভাববিশিষ্ট রত্যাশ্রয়সমূহের আনুগত্যরূপ ভজন মর্য্যাদাপথকে শ্লথ করিয়া ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমা-বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুরতাৎপর্য্যে চিত্তাপিতোন্মাদে প্রতিষ্ঠিত করায়। পরিকরবৈশিষ্ট্যর আংশিকদর্শনে অপুষ্ট রসমর্য্যাদা রাগাত্মিক আশ্রয়ভেদবোধে চিদ্বিচিত্রতার পরম নিত্যতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মর্য্যাদা গতি-বিশিষ্ট অবৈধরাত্যাতিক্রান্ত বিধিসেবায় রাগসেবার উৎকর্ষগ্রহণে অসামর্থ্য থাকিলেও জীব গোলোকপরিকর-দর্শনাভাবে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

মুক্তজগতে বৎসল ও মধুর-রসদ্বয়ের উৎকর্ষতারতম্য :—বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত জনের অবস্থান-বিষয়ে এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, মধুর, বাৎসল্য ও বিশ্রম্ভসখ্য নশ্বরজগতে ক্রিয়া-বিশিষ্ট থাকায় ঐ ভাব-সমূহ আত্মরতির বিষয় হইতে পারে না। বিধিপথে সম্ভ্রমসখ্য পর্য্যন্ত নিত্যসেবাধিকার লাভ হইলে জড়জগতের বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রস তাঁহাকে আক্রমণ করে না। যাঁহাদিগকে উহারা আক্রমণ করে, তাঁহারা গুণজাত জগতে বিষ্ণুর উপাসনার ছলনা দেখাইতে গিয়া গুণ-প্রতারিত হন, ভোগরূপ অমঙ্গল আবাহন করিয়া বসেন এবং বৈকুণ্ঠের উন্নত প্রদেশ—গোলোকের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য কৃষ্ণে নিত্যসেবারত জনগণ সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিকে গ্রহণ না করিয়াও উন্নত-বৈকুণ্ঠগোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌন্দর্য্যদর্শনার্থ অভিসার করিয়া থাকেন।

কর্ম্মকাণ্ড-প্রাপ্য সুখভোগে পরবঞ্চনা :—মানবের স্থূলশরীরের মধ্যে জ্ঞানসংগ্রহের যন্ত্র-স্বরূপ পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলিতে রূপ-রসাদি বিষয়-সংগ্রহের স্ব-স্ব শক্তি থাকায় তদ্বৎ ইন্দ্রিয়পরিচালনক্রমে মিশ্রজড়-ভোগের ফলরূপে 'সুখ' নামক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই ফল-লাভ

অধিকক্ষণ স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে এবং ঐসকল সুষ্ঠুভাবে পাইবার চেষ্টায় আমরা কতকগুলি বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য হই। বাধা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আমাদের যথেচ্ছাচারিতা থাকে। উহা নিয়মিত হইয়া চালিত হইতে গেলে উহাকে নীতি-দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিজ-ইন্দ্রিয়ের সুখভোগের বিধানে নিয়মিত করিতে হয়। এই ফলভোগ আমার নিজের প্রাপ্য হওয়ায় অন্যের অধিকারকে প্রায়শঃ বঞ্চনা করিতে হয়।

কর্ম্মত্যাগরূপ জ্ঞানকাণ্ডে গুণত্রয়ের সাম্য বা লোপহেতু চিদ্বৃত্তিবিকাশের অভাব—যখন আমাদেরই মত জীবের যৌথ ভোগ-কার্য্যের উপযোগিতা আমাদিগকে চালিত করায়, তখন আমরা সামাজিক ও সভ্য—শিক্ষিত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করি। ভাবি-বিচার ও নিত্যত্বের বিচার আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিলে আমরা ভোগের পন্থা বা ভোগময় সামাজিক বিচারের অনুপযোগিতা লক্ষ্য করি। তখন জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে গিয়া দেখি যে, ভোগকারক কর্ত্তা নিজ-চেষ্টায় বিরামলাভ না করাইলে ভোগের ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। সেইরূপ বিচার আমাদিগকে জাগতিক বস্তুর পাঁচটী বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিরত হইবার উপদেশ দেয়। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে গেলে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ, কাল ও ক্রিয়াগত ব্যাপারকে স্তব্ধ করিবার প্রয়াস উপস্থিত হয়। তখন আমরা স্থির করি, গুণত্রয়ই চেতনের বৃত্তিকে গুণজাত জগতের ক্রীড়া-(ক্রিয়া) পুত্তলী করিয়া ফলভোগকামিকর্ত্তা সাজাইয়াছে। ইহা আমাদের শেমুষী-বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তির) অপব্যবহার। একপ্রকারে ইহাই সিদ্ধ হয়, বুদ্ধিবৃত্তির জড়তা সম্পাদন করাই নির্ব্বিশেষবাদীর নির্ব্বেদজ্ঞানের চরম-ফল। ভোগ-ত্যাগ বা ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হইতে বিরত হওয়াই যখন বুদ্ধির কার্য্য, তখন ব্যক্তি বিশেষের বোধ-রাহিত্য বা ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বের অভাবকেই পূর্ণবোধ-সাহিত্য বলিয়া স্থির করিবার রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অব্যক্ত প্রভৃতি ব্যক্ত-জগতের উৎপত্তির কারণ—ইহা একমতে সিদ্ধ; আবার অপর মতে 'প্রকৃতি' বলিয়া যে আকরবস্তু নির্ণীত হয়, তাহা যে বস্তুর প্রকৃতি, সেই বস্তু হইতে অভিন্ন হওয়ায় বস্তু ও তৎপ্রকৃতির মধ্যে ভেদ-রহিত-ভাব প্রবল হইলে একতাৎপর্য্যপরতায় কেবলচেতনে, বস্তু ও বস্তুর প্রকৃতি উভয়ের একত্বে ব্যাঘাত উৎপাদন করে না। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করায় কেহ বা বিবর্ত্তবাদ, আবার কেহ বা বিকারবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন বস্তু-পরিণামবাদের স্থলে বস্তুশক্তির পরিণামবাদের সুষ্ঠুবিচার সকল সমস্যার সমাধান করিয়া থাকে। শক্তিগত বিক্রম-মালায় আমরা দুইপ্রকার শক্তির মধ্যবর্ত্তি-অবস্থায় তৃতীয়প্রকার শক্তি লক্ষ্য করি। যখন বস্তু কেবল-চেতনবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তখন ঐ শক্তিবিশেষকে চিৎশক্তি এবং তদভাবকে অচিচ্ছক্তি বলিয়া থাকি। শক্তির ক্রিয়া অখণ্ডকালে অভাবরাজ্যের আসামী না হওয়ায় তদ্বিপরীত শক্তি অভাব-রাজ্যের নিত্যত্ব-সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। তখন অচিচ্ছক্তি-পরিণত গুণমায়ার ক্রিয়া-সমূহকে 'কল্পিত', 'মিথ্যা' প্রভৃতি বলিবার জন্য ব্যগ্র হই। কেবল-চেতনবৃত্তিতে এই প্রকার অসামঞ্জস্য বা অজ্ঞান-বাধা প্রভৃতি না থাকায় যে শক্তি বিচিত্রতা উৎপাদন করিতে পারে, সেই শক্তি-পরিণামবাদ বিবর্ত্তবাদের জলাতঙ্ক—'রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি' এবং বিকার-বাদের দুগ্ধকে দধিত্বে বিকৃত করিবার উদাহরণে পরমেশ্বর-বস্তুকে জীব ও জগদ্রূপে বিকৃত করিবার আশঙ্কার হস্ত হইতে রক্ষা করে। চিচ্ছক্তি-পরিণতি ও অচিচ্ছক্তি-পরিণতির বিচিত্রতার অভ্যন্তরে একপক্ষে খণ্ডবস্তুর ভোগ ও ত্যাগ এবং খণ্ডবস্তুসমষ্টির নিত্যভোগের কথা আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়।

কৈতবময় জ্ঞানের কুফল ও অকৈতব রতিপঞ্চক—যেকালে ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচার অচিচ্ছক্তি পরিণত রাজ্যের অভিনয়মঞ্চে প্রকাশিত হয়, সেকালে অনিত্য রঙ্গক্ষেত্রের অমঙ্গলসমূহ লইয়া চিচ্ছক্তি-পরিণত বিচিত্রতার নিত্যরঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিবার প্রয়াস ও ত্যাগের বিষয় হইয়া পড়ে। জড়বিলাসের পরিবর্ত্তে কেবল-চেতনের বিলাসের কথা জড়বিলাসের বৈরাগ্য-সাধন-মুখে কালাতিপাত করিবার অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। যেকালে অচিৎপ্রকাশাত্মক তিমিরে আনন্দাভাব বা আনন্দবাধ উপলব্ধির বিষয় হয়, সেকালে সচ্চিদানন্দের প্রকাশ বা

অবতার অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতে পরিলক্ষিত হয় না। যে অণুচিৎ ভূতাকাশের মধ্যে কেবলাণুচিৎ স্বীয় বৃত্তি পরিচালন করিবার অবকাশ পান, সেই অবকাশে চিৎপ্রকাশ অবতীর্ণ হইয়া অণুচিৎএর ভোক্তৃভোগ্য-ভাবের পরিবর্ত্তে কেবল-বিভুচিৎএর ভোক্তৃবিচারে বিভু ও ভোগ্যভাবের অণুচিৎসমূহের সহিত পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিভুবস্তুর সহিত বিভুপ্রকৃতির সম্মেলনে পাঁচপ্রকার নিত্যরতি পরিদৃষ্ট হয়, ইহারই অনিত্যভাব অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতেও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৈবল্যলাভের পূর্ব্বে তর্কনিষ্ঠহৃদয়ে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথার উদয়ের যোগ্যতা নাই। শ্রৌতপথেই ঐ সকল অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

চিদ্‌বিলাসভূমিকা-বিচার ; অচিদ্‌বিলাসজ্ঞানে চিদ্‌বিলাস-সেবায় অযোগ্যতা—পরমবিভু যেকালে পরা প্রকৃতির সহিত বিচিত্রলীলায় প্রবিষ্ট হন, সেইকালে অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতের অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতা কৃষ্ণের দ্বারকালীলা বুঝিতে দেয় না, শ্রীরামচন্দ্রের সাকেতঅযোধ্যা-লীলায় যবনিকা টানিয়া দেয়, মূলস্থানে (মূলতানে) শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবাৎসল্যলীলা-দর্শনের পথে কণ্টক আরোপণ করে। যেকালে জীব স্বীয় অণুচিৎপ্রকৃতিকে অহঙ্কার-বিশিষ্ট করিয়া গুণজাত জগতের অভিমানে অভিমানী বা ভোগী করাইয়া থাকে, তখন তাহার অদৈবস্বভাব যজ্ঞেশ্বরের গৌণপ্রকাশ পরমবিভুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। দ্বারকালীলায় ভগবদবতরণ নানাস্থানের অদৈবপ্রকৃতি ভোগিসম্প্রদায়ের দুর্দ্দমনীয় অস্তিত্বের পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক অভক্তিবিচার-পরায়ণ অচিচ্ছক্তি-পরিণত বদ্ধজীবহৃদয়কে শোধিত করে।

(ক) ১। **অদ্বয়জ্ঞানের চিদ্‌বিলাস-স্থানের তারতম্য বিচার ; ভগবানের পূর্ণ দ্বারকা-লীলা জীবের বহু ভোক্তৃত্ব-নিরসনী** :—নিত্য অণুচিৎ সেবকগণ সেবা-সুষ্ঠুতা প্রদর্শনের জন্য বিবিধপথে দ্বারকালীলার পার্ষদের কার্য্য করিয়া থাকেন। দ্বারকালীলা-প্রবেশের চিত্তবৃত্তি বদ্ধজীবের বিবর্ত্তবাদ ও বস্তুবিকারবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ করায়, তখন বিরোধিভাবসমূহ লীলা-পুরুষোত্তমের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়।

পরস্বরূপের পূর্ণ-ব্যূহ-বৈভব-অন্তর্য্যামি-অর্চ্চাত্ব-বিচার :—শ্রীমহাভারতের কৃষ্ণলীলার অনুসরণ-কারিগণ মহিষী-বিবাহাদিতে কৃষ্ণভক্তগণের নানাপ্রকার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের কথা অবগত আছেন। এই দ্বারকাকে শ্রীহরির পূর্ণাভিব্যক্তি বলা হয়। ইহাতে অন্যাভিলাষীর সংহার ও কর্ম্মিকুলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া একমাত্র বিষয়ভগবান্ কৃষ্ণের সেবায় জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণের পূর্ণাভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। আমরা সেখানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভুজ ব্যূহচতুষ্টয়ের 'জড়বিচারের দ্বিভুজ-প্রসারণ শুদ্ধ হইয়াছে' বলিয়া জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দ্বারকালীলার চতুষ্পাদ বিচারের একপাদ-খণ্ডনে বামনের ত্রিপাদ-বিভূতির কথা জানাইয়াছেন। আর দ্বারকেশ, তদগ্রজ, পুত্র ও পৌত্রের প্রত্যেকের ত্রিপাদের কথার পরিবর্ত্তে দ্বিপদ ও দ্বিহস্ত বিচারের কথা দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। যেকালে বদ্ধজীব চতুষ্পদের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া দ্বিপদ ও দ্বিভুজের বিচার অবলম্বন করেন, সেইকালে তাঁহার জড়বিচার ভুজ-পদ-বিন্যাস-রহিত হইয়া চিদনুভূতি দ্বিভুজ-চতুর্ব্যূহের দর্শনে যোগ্যতা লাভ করে। যখন দ্বিপদ-দ্বিভুজ-প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ শিশু-পালাদির বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বিজনে বিভু ও অণুর সমত্ব-প্রয়াস বিচারিত হয়, তখন উহাদের অনাত্ম-প্রতীতির সংহার দর্শকবৃন্দের লক্ষ্য করিবার অধিকার হইয়া থাকে। ভৌমজগতে বা প্রপঞ্চে অভক্তগণেরই অবস্থান। দ্বারকেশের লীলার কথায় অসুর-বিনাশ ও ভগবদ্‌বিরোধ-চেষ্টায় ভোগিকর্ম্মীকে অসমোর্দ্ধ ভগবৎসহ সমোর্দ্ধ বিচারের অচিচ্ছক্তি-পরিণামের কথা জানাইয়া দেয় এবং চিচ্ছক্তি-পরিণত জগতে ঐরূপ ভাবের অধিষ্ঠান না থাকিলেও বস্তুগত চিচ্ছক্তি-পরিণতির নিত্যস্থায়িত্ব নিত্যলীলারূপে বুঝিবার অবকাশ নাই—ইহাও অনুভবের বিষয় করায়। এইজন্যই ভগবান্

শ্রীগৌরসুন্দর সবিশেষ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের চতুর্ব্যূহ-বিচার, বৈভব-বিচারের প্রকাশ-ভেদ, অন্তর্য্যামিত্ব ও অর্চ্চাত্বলীলা প্রকটিত করিয়া বদ্ধজীবের দ্বারকালীলারই পূর্ণপ্রাকট্য সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারলীলায় মহাবদান্যতার পরিচয়।

(ক) ২। **অদ্বয়জ্ঞানের চিদ্‌বিলাস-স্থানের তারতম্য-বিচার; অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণতর মাথুর-লীলার তাৎপর্য্য-বিচার**ঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মাথুরলীলাকে 'পূর্ণতর প্রকাশ' বলিয়াছেন। মথুরা জ্ঞান-ভূমিকা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জ্ঞানভূমিকায় প্রকৃতিবাদীর অধস্তনগণ বৌদ্ধ ও জৈনবিচারের বিবিধ বৈচিত্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তমবিচারকে সঙ্কীর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বলিবার অবকাশ পান নাই। কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াবাদী উঁহাদের বিজেতৃ সম্রাট্‌রূপে মায়াবাদ প্রচারের বিজয়-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়াছেন। এই মাথুর-জ্ঞানভূমিকায় শ্রীহরির পূর্ণতর বিচার শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের সুষ্ঠু-ব্যাখ্যা-সহ অভিব্যক্ত হইয়াছে। মাথুরলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ-বলদেবের সহিত জড়নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরঙ্গমঞ্চে অচিচ্ছক্তি পরিণত আদর্শবীর কংসের সংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৩।১৭) বলিয়াছেন—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় অগ্রজ বলদেবের সহিত কংস-সভায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগণের দর্শনে সেই এক বস্তুই বিভিন্ন রসের বিষয়-বিগ্রহ-রূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। মল্লগণ তাঁহাকে বজ্র, মানবগণ তাঁহাকে রাজেন্দ্র, কামিনীগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণ তাঁহাকে নিজ-জন, অসৎভূপতিগণ তাঁহাকে তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা, মাতাপিতা তাঁহাকে শিশু, কংস তাঁহাকে যম, অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাকে বিরাট্ পুরুষ, যোগিগণ তাঁহাকে পরতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ তাঁহাকে কুলাধিদেবতা বলিয়া জানিতে পারিলেন।

এই মাথুরভূমিতে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহের কথা নাই। এখানে স্বয়ংরূপও স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব মায়াবাদ-নিরসনের দ্বারা পুরুষোত্তম বিচারের নিত্য-প্রতিষ্ঠা জানাইয়াছেন। মায়াবাদ বা প্রকৃতিবাদের বিবিধস্তরে কপট-ভক্তি বা অভক্তি বিরাজমান। আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার চিন্ময়ী নিত্যা বুদ্ধির বিলোপ সাধন করিয়া দেদীপ্যমান॥ সুতরাং সম্বিদধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ ও সন্ধিনী-অধিষ্ঠিত শ্রীবলদেব-বিগ্রহদ্বয় রূপ-প্রকাশ-ভেদে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম যোগে কেবলজ্ঞানের বিকার রূপ সচ্চিদানন্দানুভূতি-রহিত বিচারের হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত কামদেব পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কামবিলাসের তারতম্যের অভিব্যক্তি-অনুসারে হরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম নামে প্রকাশিত।

(ক) ৩। **অদ্বয়জ্ঞানের চিদ্‌বিলাস-স্থানের তারতম্য-বিচার; কামদেবের পূর্ণতম গোকুল-লীলার ও লীলাবিরোধী অসুর-নাশের তাৎপর্য্য-বিচার**ঃ—অন্যাভিলাষী অভক্ত, সৎকর্ম্মবাদ বা কেবল-জ্ঞাননিষ্ঠার কোন ধার না ধারিয়া অচিদ্‌ভোগ-বিলাসে স্বীয় বুদ্ধিতাৎপর্য্যকে নষ্ট করায় যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহাই গোকুলে বিংশ অসুর-হননের আদর্শ। ভৌম বৃন্দাবনের প্রাপঞ্চিক অসুরগণ যে কুতর্ক-অস্ত্রের দ্বারা পুরুষোত্তম-ভক্তিকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান, সেই অন্যাভিলাষময় নশ্বর অনিত্য পঞ্চরসাশ্রিত ক্ষণভঙ্গুর অভিমান-প্রণোদিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও তৎস্থাপন-প্রয়াসের বিনাশ-ব্যতীত ব্রজগোপ-গোপীগণের সহিত চিন্ময়ী নিত্যলীলা-বিহার-প্রীতি পূর্ণতর ও পূর্ণের লীলামালাকে ন্যূনাধিক ক্ষীণপ্রভ করিয়া প্রেমনিষ্ঠ ভক্তহৃদয়ে নিত্য পঞ্চরসের অন্যতম এক এক প্রকার রস উদয় করাইয়া থাকে। ভেদাংশজাত অণুচিৎকণশক্তি বিভুচিৎশক্তির শক্তিমানের সহিত পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত। বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতে নিত্যজাত বাসুদেবের প্রাকট্যের পূর্ণতমতার অভিব্যক্তিকল্পে পুরুষোত্তমের অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্বের সৌন্দর্য্য ব্যতিরেকভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই কৃষ্ণের কামকৈবল্যবিরোধী অন্যাভিলাষের প্রতীক-স্বরূপ ভৌম ব্রজে অঘ, বক, পুতনা প্রভৃতি অসুর-বধ-লীলা প্রকাশিত

হইয়াছে। কৃষ্ণজ্ঞানবিরোধী নির্ভেদজ্ঞানীর প্রতীক কংস-চাণুর-মুষ্টিক-কুব্জা-রজক প্রভৃতি অসুর-বধ জ্ঞানভূমিকা মথুরায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা পূর্ণতর হরি মথুরানাথের সৌন্দর্য্য ব্যতিরেকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

(খ) **অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমলীলায় আশ্রয়বর্গের তারতম্য-বিচার** :—জ্ঞানভূমিকা মথুরায় কৃষ্ণের জন্ম বা প্রাকট্য। মথুরা-লীলায় যেরূপ মুমুক্ষু নির্ভেদজ্ঞানী অসুরগণের বধ হইয়াছিল, দ্বারকালীলায় তেমনি কৃষ্ণ কর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বিরোধী বুভুক্ষু কর্ম্মী অসুরগণের বধ হইয়াছে। ইহা-দ্বারা ব্যতিরেকভাবে পূর্ণহরি দ্বারকেশের ঐশ্বর্য্য-শোভাই পরিপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যবন্তজনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উপদেশামৃতের প্রবাহে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপাল পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতিঃ॥" কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরির প্রিয়, তাঁহা হইতে জ্ঞানমুক্ত পরমা ভক্তির আশ্রিত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে ব্রজবাসি কান্তাগণের শ্রেষ্ঠতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বৃষভানুতনয়া। তাঁহার কুণ্ড তৎসদৃশ, সুতরাং কুণ্ডতীরাশ্রয়কারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হ্লাদিনী-সার-সমবেতা মহাভাববতী সরসীর আশ্রয়-গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়; এই সার্ব্বজনীন ভজনোপদেশই প্রভুর বৈশিষ্ট্য বিচার।

অদ্বয়জ্ঞানানুশীলনকারী পাত্রের চরম ভূমিকা-বিচার :—বদ্ধজীবের কৃষ্ণ বিমুখতার বিভিন্ন স্তর হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণবিহার-ক্ষেত্র শ্রীকুণ্ডতীরে নিত্যস্থান ও নিত্যানুভূতি প্রদান-পূর্ব্বক "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রের উদ্দিষ্ট অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব-প্রকাশই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট, ইহা শ্রীল রূপপাদ জানাইয়াছেন। অধিকার-বিচারে জীবের সেবোন্মুখতার যোগ্যতায় জীব কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-অধিকারী নামে বিদিত। রসতারতম্য-ভেদে জীবের নিত্য গঠনে অণুচিৎএর নাম, রূপ, গুণ, নিত্যবন্ধুবর্গের সেবা, সেবকভেদ-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি চিদ্‌বিচিত্রতার উদাহরণমালা যোগ্য-জনগণের নিকট প্রচার করিয়া শ্রীরূপ ও রূপানুগ শ্রীজীবপ্রভু আধ্যক্ষিক ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌গণের কুযুক্তি-প্রণোদিত বস্তুদ্বৈতবিচারের মূলে অদ্বৈতব্রুবের দ্বৈতবিচারের অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়াছেন। ভোগময়রাজ্যে ত্যাগের অভিনয়কার্য্যে দার্শনিকপঞ্চক ব্যস্ত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবকে বাস্তবদ্বৈতবাদী বলিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক স্বীয় মায়াবাদতমিস্রে প্রবিষ্ট আপনাকে আধ্যক্ষিক বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শক্তিপরিণামবিচারকালে পরমাত্মসন্দর্ভে সেই সকল কথার অজ্ঞতা অপসারণ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য জানাইয়া দিয়াছেন।

চৈতন্যপদানুগ সুদার্শনিক পাত্রের কৃষ্ণানুশীলন-বিচার :—মানব-কল্পিত আপেক্ষিকবিচারে বিবর্ত্তবাদ বা বস্তুবিকারবাদের অনভিজ্ঞতা যেকালে মানবকে ভোগগর্ত্তে পতিত করিয়া ভোগাভাবজন্য বিচার হইতে বিদায়-গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোগী করিয়া তুলে, সেই কালে নির্ভোগ-ছলনাত্মক কুতর্ক দার্শনিকের চেষ্ট বিকৃত তাণ্ডবনৃত্যের জড়াভিনয়-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের করুণা-বৈশিষ্ট্য জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি পরম কারুণিক হইলেও অধিকারবিশেষে জড় দার্শনিকগণের দর্শন-বৈরূপ্যে ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়ে আবদ্ধজীব নানাবিধ প্রলাপ বকিয়া পরিশেষে অচেতন হইয়া পড়ে। তখন শ্রীচৈতন্যদাস্যে দোষ আছে দেখাইবার জন্য কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্য-বশে কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষের আবাহন করিয়া থাকে। উহতে অদ্বয়জ্ঞানের কোন পরিচয় নাই। কেবল কুতর্ক-প্রভাবে যে অর্চ্চন ও প্রজল্প অকপটকৃষ্ণানুশীলনের বৈপরীত্য প্রদর্শন করে, শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় মহাবদান্যতা বিস্তার-পূর্ব্বক তাহা হইতে বদ্ধজীবকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট করাইয়া থাকেন—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

(গ) **চৈতন্যানুগ শুদ্ধনামপরায়ণ সুদার্শনিকের কাল-বিচার** :—সেবাপরাধী, ভক্তাপরাধিব্যক্তিগণ নামা-

পরাধের দ্বারা চালিত হইয়া কখনও বা নামাভাসের উদ্দেশকে নাম-ভজন বলিয়া নামাপরাধে প্রবৃত্ত হয় এবং আপনাদিগকে নিষ্পাপ সুনৈতিক জানিয়া নিত্যকালের জন্য অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন করিয়া থাকে। ভগবৎপ্রাকট্যে যে কালগত বিচিত্র-বিলাস নিত্য প্রকাশিত আছে, তাহাতে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর; যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব প্রভৃতি লীলার কথা আমরা লক্ষ্য করি। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত গৌরলীলায় যে কথোপকথন, তাহাতে কিশোর-কৃষ্ণের লীলা-বিলাসের চরমোপাদেয়তা এবং রূপ-বিচারে "শ্যামমেব পরমং রূপম্" ধাম-বিচারে মাথুরমণ্ডল এবং রস-বিচারে আদ্য বা মধুর-রসের শ্রেষ্ঠতা বিচার লক্ষ্য করিয়া থাকি।—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং। রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতা বৈশিষ্ট্য কোথায়? উপরি-উক্ত শ্লোকের বিচার গ্রহণ করিলে বদ্ধজীবের পুরুষোত্তম-বিচার বঞ্চিত হইয়া উপনিষদ্‌বিচারে হরিকথা হইতে দূরে থাকিতে হয় না। আত্মাকে বদ্ধজীবের কল্পনা-প্রসূত অনাত্মজ্ঞান করিয়া কল্পিতমুক্তিতে ঈশ্বর-সাযুজ্য বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য-লাভের জন্য যত্ন করিতে হয় না। অজের জন্ম মথুরা-ভূমিতে কিরূপে হয় এবং মথুরা-মণ্ডলে নিত্য পূর্ণতম প্রাকট্য ও অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্বের পারমার্থিক বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়া জীব কিরূপে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির আবরণে নিজ-শুদ্ধচেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহার-পূর্ব্বক অপরাধসাগরের অতল জলধিগর্ভে পতিত হইয়া নিত্য আত্মমঙ্গল ধ্বংস করে, তাহা জানাইবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহা-বদান্য হইয়া স্বীয় করুণাবতারিলীলার অপ্রচারিতপূর্ব্ব সভক্তিশ্রীক উজ্জ্বলরসের প্রাকট্য-বিধান-পূর্ব্বক অন্যান্য রসের তারতম্য-বিচারের ক্ষীণপ্রভার কথা প্রচার করিয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার তিনি পঞ্চরসের অবস্থানে স্বীয় অখিলরসামৃত মূর্ত্তিত্বের ব্যাঘাতও প্রদর্শন করেন নাই। কৃষ্ণপ্রসাদলাভের দ্বারাই জীবের সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হয়। যে যে-রসেই অবস্থিত থাকুন না কেন, তত্তদ্রসের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রাকট্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই নিহিত—এই পরম প্রয়োজনের কথাই 'পরমার্থ' বলিয়া সৌভাগ্যবন্তের সুগম, সহজ ও সুপ্রাপ্য করিয়াছেন।

বাস্তব-বস্তু বা সম্বন্ধ ও তৎপ্রতীতিত্রয়-বিচার:—কামনা-তাড়িত বদ্ধজীব বাসনার ভোক্তৃত্বের তাণ্ডব-নৃত্যে অন্যাভিলাষী; অন্যাভিলাষ হইতে মুক্তাভিমানী সৎকর্ম্মপরায়ণ সুখ ও ধর্ম্মপ্রার্থী প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যে-সকল দার্শনিকবিচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহা ভোক্তৃভোগ্য-ভাবের কামনা-রজ্জুতে নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দের চেষ্টার ন্যায় নিষ্কাম ও নৈষ্কর্ম্ম্য-শব্দ হইতে বহু দূরে অবস্থিত,—এই শ্রীমদ্ভাগবতের মীমাংসনীয় কথার অভিব্যক্তি প্রচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় কেবল-চেতন-বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেমাই যে কৈবল্য-প্রয়োজন, এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, কৃষ্ণই অদ্বিতীয় স্বরূপ,—ইহা জানাইয়াছেন এবং "যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" অর্থাৎ "পুরুষোত্তম আমি যে স্বয়ংরূপ বস্তু, আমার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যে যে ভাব, আমার যে রূপ, আমার যে গুণ, আমার যে লীলা, আমার অনুগ্রহক্রমেই তদনুরূপ তত্ত্ব-বিষয়ক বিশেষজ্ঞান তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হউক।"—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য জানাইয়া—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" অর্থাৎ "তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া থাকেন। কেবল-জ্ঞানময় ব্রহ্ম, কেবল-জ্ঞানসহ সর্ব্বসাতত্য-সমন্বয় পরমাত্মা এবং কেবলজ্ঞান সর্ব্বসাতত্য-সহ নিরবচ্ছিন্ন-বিলাস-বিচিত্রানন্দানুভূতিময় ভগবান্ বিষয়-গত অদ্বয়জ্ঞান হইয়া শব্দত্রয়ে সংজ্ঞিত হন্" —এরূপ বিচার-ব্যাখা-দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তায় অভেদ—এই সুষ্ঠু অদ্বয়জ্ঞানাত্মক অভেদবাদের বিচার জানাইয়াছেন। এই বিচার-বিরোধী তথাকথিত উপনিষজ্ জ্ঞানের বস্তুপ্রকৃতির নিঃশক্তিক অকিঞ্চিৎকরত্বে নির্ব্বিশেষবাদীর অভিপ্রেত পূর্ণাভিব্যক্তির অভাব জানাইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদ-তাৎপর্য্য-পরের "মেপে নেওয়া"

মায়িক চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে—মায়াবাদীর অপরাধ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং দশাপরাধ মোচন করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদানের সুগমপথ প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কিরূপে বাস্তব-বস্তু বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়? আপেক্ষিকতার জড়ধামবিচার যাহাদিগের তরল-মতিকে উদ্বেলিত করে, সেই সকল শিশুজনোচিত বিচারের অপনোদন-কল্পে দাক্ষিণাত্য হইতে ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের বিচার-প্রণালী-দ্বারা বদ্ধজীব-জ্ঞানের অমঙ্গল বিদূরিত করিয়াছেন। "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণিচ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥" কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি, সকল অমঙ্গল ও ত্রিতাপ-বিনাশের কারণ বলিয়া বেদান্তের সাধনপাদোক্ত প্রশ্নমীমাংসারূপে ফলপাদবর্ণনে পরমাত্ম-ভক্তি-প্রভাব-বিস্তার-ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিচাররূপ ষড়ৈশ্বর্য্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যত্রিকের সবিশেষ-বিচার-স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় ভগবত-ব্যাখার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্বের চতুর্দ্ধাবস্থান-তাৎপর্য্য:—ভগবদ্বস্তুর অনুশীলনের অভাবে মুক্তাভিমানী বদ্ধজীবের কল্পনা ভগবন্মায়া-বিমূঢ় হইয়া যে-সকল মায়াবাদীয় যুক্তি বেদান্তসূত্রের বিকৃতার্থ-কল্পনা-পূর্ব্বক জীবকে মায়াবাদী সাজাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপ চতুর্দ্ধাবস্থানের উক্তি-চেতনাত্মচতুষ্টয়-দ্বারা বদ্ধজীবের তাদৃশ জড়বিচারশৃঙ্খল ছেদন-পূর্ব্বক চতুর্ব্যূহ-বিচারের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নাম-কাম-ধাম ও শ্রীচৈতন্যদেব-বৈশিষ্ট্য—অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত:—বদ্ধজীব-শ্রোতৃ-মণ্ডলীর বা জীব-বক্তৃমণ্ডলীর কোন বাক্যই কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীনামৈশ্বর্য্য, শ্রীনাম-বলমহিমা, শ্রীনাম-যশঃসৌন্দর্য্য, শ্রীনামাদ্বয়-জ্ঞান-মাহাত্ম্য-বর্ণনে সমর্থ নহে। ভগবন্নামরূপগুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-ব্যতিরিক্ত অবাস্তব-বস্তু-জ্ঞান-বৈরাগ্য হইতে চিত্তের পরিশোধন আবশ্যক। সচ্চিদানন্দের মাধুর্য্যানুভূতি—অণুচিৎএর প্রাপ্য; তাহার ভেদাংশ পরিহার-বিষয়ে সবিশেষবাদীর যুক্তিপ্রাবল্য, অধিরূঢ় মহাভাবের বন্যা, কৃষ্ণপ্রেমনিষ্ঠার নৈরন্তর্য্যাদি জড়দেশ-কাল-পাত্রাদি হইতে জীবের বদ্ধধারণাকে বিমুক্ত করে। তখনই তাহার চতুর্দ্দশভুবনে ভজনীয় বস্তুর অনবস্থানত্ব, বিরজায়, গুণসাম্যাবস্থায় ও ভজনীয় বস্তুর অনধিষ্ঠানত্ব, বিরজার অপর পারে বাস্তববস্তুতনুপ্রভা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামে ভজনীয় বস্তুর পরিদর্শনে বস্তুবিকারবাদের বিরোধের আবাহনের অকর্ম্মণ্যত্ব এবং তৎপরে পরব্যোমের কথায় ও তদূর্দ্ধে অসমোর্দ্ধ বৈকুণ্ঠের উন্নতবৈশিষ্ট্যের ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্ব—এই সমস্ত বিচারগুলিই শ্রীধাম-নিরূপণে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সাযুজ্য লাভ করিয়া ধামগতি-পরাকাষ্ঠা-জ্ঞান লাভ হয়। ইহাই অচিজ্জীবের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের ধামবিচারের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক।

দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য-বিচার:—বহিরন্তর-ভেদে বৈশিষ্ট্য দ্বিবিধ। আবার বহির্বৈশিষ্ট্য—স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। বহির্বিচারত্যক্ত অন্তর্বৈশিষ্ট্য বৈকুণ্ঠ ও গোলোক-ভেদে মুক্তি ও মুক্তি-পরাকাষ্ঠা-বিচারের আবাহন করে। তত্ত্ব ও প্রেমা বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের অন্তর্বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতা-জ্ঞাপক।

দ্বিবিধ বহির্বৈশিষ্ট্য:—জাগতিক বিচার-ধারায় বদ্ধজীবের বোধগম্য স্থূল ও সূক্ষ্মবিচারে যে-সকল উপদেশবাণী শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, তাহা অচিৎপরিণত জগতের স্থূল ও সূক্ষ্মবিচারপরায়ণ জ্ঞানিগণ সহজেই ধরিতে পারেন। কিন্তু অন্তর্বৈশিষ্ট্যে প্রবেশ করিতে হইলে অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের অপরোক্ষানুভূতি, অধোক্ষজানুভূতি ও অপ্রাকৃতানুভূতির আবাহন করিতে হয়। প্রত্যক্ষবাদ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানপর; খণ্ডবস্তু-সম্বন্ধে উহার উপযোগিতা আছে। পরোক্ষ-বিচার প্রত্যক্ষবাদের অনেক সময় সহায়তা করে এবং কোন কোন সময়ে প্রত্যক্ষবাদের অনুভূতির বিপরীতবিচারও প্রদর্শন করে। অপরোক্ষ-বিচার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদের অনুকূলে প্রারম্ভকালে সমর্থন করিলেও উত্তরকালে তদ্বৈষম্য প্রচার করে। এই অপরোক্ষবাদের দুইটি বিভাগ আছে,—এক প্রকার

বিভাগ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-বিচারানুকূলে নির্বৈশিষ্ট্য-স্থাপন এবং অপর প্রকার—অন্তর্বিচার-বৈশিষ্ট্য-স্থাপন কেবল চেতনোপযোগী বৈশিষ্ট্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিবিধ অন্তর্বৈশিষ্ট্য ঃ—নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মলোকের বিচারধারণা অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ নির্বিশেষবাদ শাস্তরসের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। দাস্যরস-প্রাবল্যে বিষয়-বিগ্রহ বৈকুণ্ঠনাথের নাম-গ্রহণ, রূপনাম-গ্রহণ, গুণনাম-গ্রহণ, পরিকরনাম-গ্রহণ ও লীলানাম-গ্রহণে ভজনীয় বস্তুর সেবায় সিদ্ধ আশ্রয়-বিগ্রহগণ নিত্যকাল নিযুক্ত থাকেন। এই অন্তর্বৈশিষ্ট্যের উন্নত বিচার জীবের বহির্জ্জগতের পঞ্চরসাশ্রিত বিচারকে অতিক্রম করিয়া গোলোকস্থিত অধোক্ষজ-সেবার উজ্জ্বলতা-সাধনে ব্যগ্র হওয়ায় গোলোকপতি দ্বিভুজবিগ্রহ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরসাধিকারে নিত্যভক্তগণ ঐশ্বর্য্য-শিথিল মাধুর্য্যরসাশ্রিত।

শ্রীরূপ-প্রভুর বৈশিষ্ট্য-বিচার :—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরূপানুগ-গণের একমাত্র প্রভুবর শ্রীরূপপাদ—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" শ্লোক-দ্বারা জগতে প্রভূত-ভাবে নিত্যাশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়াছেন। তদনুসারে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী—"প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষরসসাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥" শ্লোকটি গাহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-সেবানুসরণকারিগণ এই বৈশিষ্ট্য সহজেই গ্রহণ করিবেন; কিন্তু অনুকরণকারিগণ উহা সহজে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইয়া ভোগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। ইতি শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের মিথুনীভূত বা আলিঙ্গিত স্বরূপই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর। তাঁহার ন্যায় হীনার্থাধিকসাধক, বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদ দয়ালুশিরোমণিও আর দ্বিতীয় নাই। সেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য, মহাভাব ও রসরাজ উভয়স্বরূপে যাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যসীমা শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের শ্রীচরণকমলমধু, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বদনকমল-মধু শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের শ্রীবক্ষঃকমল-মধুপানে নিত্য-প্রমত্ত রসিকগণের সেবানুরাগের প্রতি যাঁহাদিগকে, প্রলুব্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—গৌড়ীয়নাথ এবং তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরগোস্বামি-প্রভুপাদ—গৌড়ীয়ার মূলমহাজন। তাঁহারই অভিন্ন-হৃদয়-বান্ধব—শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি ছয় গোস্বামী। ইঁহাদের ধারায় যাঁহাদের আবির্ভাব, তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত ও অনুশাসনগর্ভে অনুশাসিত এবং একান্তভাবে অবস্থিত, তাঁহারাও 'গৌড়ীয়'। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "এই গৌড়ীয়গণের যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদান করিয়াছেন," তাহা 'গৌড়ীয়-বৈশিষ্ট্য-সপ্তকে' প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—১। শাস্ত্র, ২। মন্ত্র, ৩। ঋষি বা উপাসক, ৪। উপাস্য বা সম্বন্ধ, ৫। সাধন বা উপকরণ (অভিধেয়), ৬। সাধ্য বা প্রয়োজন ও ৭। আধার বা ধাম। সমস্তই পরতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথের সহিত অভিন্ন বা অংশিতত্ত্ব।

১। **শাস্ত্র**—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন আকরশাস্ত্র; অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার অংশ, সোপান বা বিকৃত প্রতিফলন অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াও অল্পশক্তির আকরবস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃত গ্রন্থ, সর্ব্বমহদ্‌গণের মহনীয় (আরাধ্য) শ্রীকৃষ্ণের নিজকৃত বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত নাম হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত—শব্দ-পরব্রহ্মময়ী, সর্ব্বশ্রুতির শিরোভাগ-সার, বাদরায়ণসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্যস্বরূপ, অখণ্ডসাহিত্য-মুকুটমণি অপ্রাকৃত মহাকাব্য। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকে 'অপ্রাকৃত কল্পতরুরূপে' বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহার অঙ্কুর—প্রণব, আবির্ভাবক্ষেত্র—সৎ অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম এবং শ্রীব্রহ্ম-নারদ-ব্যাস-শুক-সূতগোস্বামিপ্রমুখ সাধুগণের হৃদয়কমল। ইঁহার দ্বাদশটি স্কন্ধ, অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক পত্র, ৩৩৫টি শাখা (অধ্যায়), ভক্তিরূপ

আলবালের দ্বারা ইঁহার বৃদ্ধি এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীভগবৎস্বরূপ এই কল্পতরুই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ইঁহার মালী। সমস্ত শাস্ত্রের মস্তকোপরি শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু বিরাজমান আছেন।

২। **মন্ত্র**। শ্রীমদ্ভাগবতোপদিষ্ট শ্রীগৌড়ীয়গুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগলনামাত্মক মহামন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্ররাজ শ্রীগোপালমন্ত্র। সেই মন্ত্রের দেবতা রসিকশেখর-উজ্জ্বলনীলমণি শ্রীগোপীজনবল্লভ।

৩। **ঋষি**। শ্রীগান্ধর্ব্বা—তাঁহার মধ্যে সমস্ত উপাসকতত্ত্ব নিহিত; তাঁহারই বৃত্তি—ভক্তি। তাঁহার কৃপা-ব্যতীত কাহারও শুদ্ধা-মধুরোজ্জ্বলরসাত্মক ভক্তি প্রাপ্তি হইতেই পারে না। তিনিই সমস্ত গুরুবর্গের ও ভক্তি সমূহের মূলস্বরূপা।

৪। **উপাস্য**। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের কথা জ্ঞাপন করিয়া নবম পদার্থ মুক্তি, তাহারই আশ্রয় স্বরূপ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাতে ভগবত্তার পর্য্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য সমন্বিততত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ—পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। আবার অসংখ্য সেবিকাযূথযুক্ত শ্রীগোকুলনাথ শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পরতম প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা। এবং শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর।

৫। **সাধন বা উপকরণ**। কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অভিধেয়—গৌড়ীয়গণের রাগময়ী স্বরূপসিদ্ধাভক্তির অন্তর্গতই অন্যান্য সমস্ত সাধন। ভক্তির অনুগত হইলেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির কিঞ্চিৎ ফল লাভ হয়—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।" এই সিদ্ধান্তটি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রচুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'ধীমহি'-শব্দে উপক্রমও উপসংহারে আবেশের কথা উক্ত হইয়াছে। এমন কি, যদি প্রতিকূলভাবেও আবেশ হয়, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই প্রতিকূলভাবরূপ হেয়তা দগ্ধ হইয়া যায় এবং 'পার্ষদ-গতি' লাভ হয়। স্বতরাং অভিধেয়বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অভিধেয়ই অর্থাৎ প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সার্ব্বভৌম। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ১।২।২৩ ও মুণ্ডক ৩।২।৩) এই শ্রুতিমন্ত্রে জানা যায়, পরতত্ত্ব নিজ-জন বলিয়া যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি প্রাপ্ত হন। পরতত্ত্বের এই যে কাহাকেও নিজ-জন বলিয়া বরণ, ইহারই নাম—আত্মসাৎকরণ। আবেশধর্ম্ম ব্যতীত আত্মসাৎকৃত হওয়া যায় না। স্বতরাং যাঁহার আবেশ নাই, তিনি 'গৌড়ীয়' নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই আবেশের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় শরণাগতিই শেষ কথা। শ্রীমদ্ভাগবত শরণাগতি হইতে ভক্তিসাধকের গতি আরম্ভ করিবার কথা বলিয়াছেন। শ্রীগীতাতে ভক্তির পরাঙ্গ সাধুসঙ্গের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয়•নাই। শ্রীগীতায় কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের কথা থাকিলেও নিরন্তর আবেশময়ী অনুগতির কথা নাই। গীতায় যাহা সর্ব্বগুহ্যতম রাজগুহ্যযোগ, তাহারও পরাকাষ্ঠা—আবেশময়ী রাগানুগাভক্তিতে প্রকটিত। মহৎসঙ্গেরকথা—শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। কেবলভাব, যাহার দ্বারা শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথকে তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র মহৎসঙ্গের দ্বারাই লভ্য। আবেশধর্ম্ম ব্যতীত গৌড়ীয়ার প্রাণনাথ, গৌড়ীয়ার প্রাণসর্ব্বস্ব—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর; শ্রীগোপীজনবল্লভকে পাওয়া যাইবে না। সেই গোপীজনবল্লভকে পাইবার আশা যিনি পাইয়াছেন, তিনিই "গৌড়ীয়"। বৈধী ভক্তিতে গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুরকে পাওয়া যায় না—শ্রীকাশীমিশ্রেশ্বর শ্রীগৌরনারায়ণকে পাওয়া গেলেও গৌড়ীয় মহৎসঙ্গে আবেশধর্ম্ম ব্যতীত শ্রীস্বরূপ-সর্ব্বস্ব, শ্রীরামানন্দ-পোষণ, শ্রীগদাধর-মাদন, শ্রীরূপানন্দবর্দ্ধন, শ্রীসনাতনপালন, শ্রীহরিদাসমোদন, শ্রীরঘুনাথ-প্রাণনাথ, রসরাজ-মহাভাবমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরকে পাওয়া যাইবে না। শ্রীহরিদাসঠাকুর বর্ষাণেশ্বর শ্রীব্রহ্মার অবতার—শ্রীনামাচার্য্য। তাঁহার কৃপায় বর্ষাণে গোপীগৃহে জন্মলাভ হয়, অনুরাগময় ভজন হইতে পারে। নিখিল উপাদানকারণ শ্রীঅদ্বৈতচার্য্যের কৃপায় ভাগবতী তনু বা গোপীদেহ লাভ হয়। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের

সঙ্গ ও কৃপাবলে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধাঠাকুরাণীর ভাবের নিরন্তর স্বথানুসন্ধান স্মৃতির অভিনিবেশ লাভ করিতে পারিলেই রূপানুগ গৌড়ীয়গণের সাধন লাভ হয়।

৬। সাধ্য বা প্রয়োজন। পরমপ্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ বা প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপদকমলমধুদ্বারা; শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর বদনকমলমধুদ্বারা ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবক্ষকমলমধুদ্বারা যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই রূপানুগ গৌড়ীয়ই সাধ্যপরাকাষ্ঠালাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্' স্বরূপানন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রেমপরাকাষ্ঠা শক্ত্যানন্দ শ্রীগন্ধর্ব্বার প্রেমপরাকাষ্ঠা আস্বাদন। তাঁহার কৃপায় ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দর্শন, স্পর্শন, অবতরণ, সন্তরণ, নিমজ্জন, অবগাহণ ও রত্নাহরণ পর্য্যন্ত লাভ ঘটে।

৭। ধাম বা আধার। রূপানুগ-গৌড়ীয়গণের শ্রীগোকুল-বৃন্দাবন—নিখিল ধামের শিরোমণি। শ্রীবৃন্দাবনের ঔদার্য্যময় আবির্ভাব-বিশেষ—শ্রীনবদ্বীপধাম। শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ উপদেশামৃতে "পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠ। মথুরা মণ্ডলের নানা-প্রকার রমনস্থান বলিয়া স্বচ্ছন্দবিহার-স্থলী শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থান। কোন বিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত ভজন প্রণালী অবলম্বন করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতমভাব শ্রীরাধাকুণ্ড সেবাকেই পরমপরাকাষ্ঠা-সেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌর-ভক্তিহীন মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য।

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধেঃ—"বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়রসপীযূষ-জলধেঃ শচীসূনোর্দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো। মিথঃ প্রেমোদ্মূর্দ্দরসিকমিথুনাক্রীড়মনিশং তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে॥ (নবদ্বীপশতক)। বিশুদ্ধাদ্বৈত অর্থাৎ (শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক) শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব্ব সম্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত) তাহাই এবার একমাত্র মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রণয়রসামৃতসিন্ধু শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তাঁহারই দ্বীপে (শ্রীনবদ্বীপধামে) শ্রীবৃন্দাবন প্রকৃষ্টরূপে উদয় লাভ করিলেন। সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধাম—পরস্পর-প্রেমবশে নিরন্তর প্রমত্ত (পরশক্তি ও শক্তিমদ্-বিগ্রহ) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলা-সম্ভোগের ক্রীড়োদ্যান। উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই নিরন্তর অধিষ্ঠিত থাকিলেও এবারে তিনি অপূর্ব্ব মধুর ধামে প্রবিষ্ট (মিলিত) হইলেন। উক্তধামে বা আধারে প্রবেশলাভই সর্ব্বসাধ্য পরাকাষ্ঠা।

শ্রীচৈতন্যদেব 'শিক্ষাষ্টক'-নামক স্বরচিত আটটী শ্লোকে সমস্ত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের সার এবং জীবমাত্রেরই চরম ও পরম প্রয়োজন নামভজনের কথা উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও কয়েকটী বিক্ষিপ্ত শ্লোক শ্রীপদ্যাবলী, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সমাহৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত' নামক একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছেন বলিয়া অনেকে বলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াই শ্রীসনাতন শ্রীরূপ-প্রমুখ গোস্বামিপাদগণ সার্ব্বভৌম শ্রীভাগবত-গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রকট করিয়াছেন।

রসদা শ্রীচৈতন্যদেবঃ—শ্রীমহামন্ত্র যেরূপ 'হরা' (শ্রীরাধা) ও কৃষ্ণনামের যুগলিত স্বরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্রূপ হরা ও কৃষ্ণ-নামীয় যুগলিত বিগ্রহ। রসরাজের মধ্যে যে মহাভাব স্বরূপিণী কাঞ্চনপঞ্চালিকা আছেন, তিনিই রসরাজের দ্বারা আপামর জীবে স্বীয় প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করেন। এই মহাবদান্যতাপরাকাষ্ঠার নিত্যসিদ্ধ মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীমন্মহাপ্রভু। যেখানে আকার, সেখানেই নাম থাকিবে। অতএব নিত্যসিদ্ধ

গৌরাকারের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ গৌরনাম এবং গৌরমন্ত্রও আছেন। শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীমাধব শ্রীগৌররূপে শ্রীরাধাতত্ত্বে প্রকাশিত যে মহাদয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুশীলন হইতেই রূপানুগ গৌড়ীয় মহতের কৃপায় মহাভাবের চরম অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই দয়ার চমৎকারিতার কথা কেবল "তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ" (অনুভবকারীই মাত্র তাহা জানেন, অপরে নহে) —এই বাক্যে প্রকাশ করা ব্যতীত আর অধিক কিছু বলা যায় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।" আবার "অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার।।" "চমৎকার" ও 'চিত্র' এই দুইটি পর্য্যায় শব্দ। চমৎকার-শব্দটি আলঙ্কারিক পরিভাষা; ইহার অর্থ—অদ্ভুত বা বিস্ময়কর। এই চমৎকারিতা বা চিত্তের স্ফারতাই হইল সকল রসের সার অর্থাৎ 'স্থায়িভাব'। আলঙ্কারিক ধর্ম্মদত্ত বলিয়াছেন,—'রস—অদ্ভুত, চমৎকারই—স্থায়িভাব'। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী দ্বাদশরসের সর্ব্বরসেই অদ্ভুত-রস বর্ত্তমান। এই অদ্ভুত-রসের দৈবত হইলেন 'শ্রীকূর্ম্মদেব'। সেইজন্য অপ্রাকৃত শ্যাম-রসময় শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহার-শ্লোকে শ্রীকূর্ম্মদেবের বন্দন করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ব্রহ্মাস্বাদকে 'অনির্ব্বাচ্য', ভজনানন্দকে 'অনির্ব্বাচ্যতর', প্রেমানন্দকে 'অনির্ব্বাচ্যতম' এবং তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভার্ত্তির দ্বারা প্রকাশিত যে আনন্দ, তাহা পরমপরাকাষ্ঠা-বিশেষ-প্রাপ্ত বলিয়া তাহাকে 'পরম-মহানির্ব্বাচ্যতম' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলায় সেই রস-পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ 'চিত্র' ও 'চমৎকার'-শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া হৃদয়ের দ্বারা (মস্তিষ্কের দ্বারা নহে) বিচার করিলে চিত্তে চমৎকারিতা লাভ হয়' —ইহাদ্বারা 'রসদা' শ্রীচৈতন্যের-দয়ার কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীকূর্ম্মদেবের বন্দনার ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যলীলার উপসংহারেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষ' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সেই পরম-মহানির্ব্বাচ্যতম, অচিন্ত্যাদপি অচিন্ত্য অদ্ভুতাদপি অদ্ভুত রসের অধিদেবতা শ্রীকূর্ম্মদেবরূপে আত্ম-প্রকাশকারী 'অদ্ভুত বদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনে জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন। রসস্বরূপ ও রসরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদের কামনার মূলে আছে 'বিস্ময়'—"রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।" সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিপ্রলম্ভময়ী লীলা আবিষ্কার করিয়া নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে গোপীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন সেই নৃত্যদর্শনে "যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথেঽপি বিস্মিতঃ" অর্থাৎ মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনে সমগ্র জগৎ ত' বিস্মিত হইয়াছিলই, এমন কি, স্বয়ং শ্রীজগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন। রসরাজ ও মহাভাবের একত্র মিলন না হইলে এরূপ রস-চমৎকারিতাবিশেষের পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হয় না। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ তিনবার 'অদ্ভুত' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ কমঠাকৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা। আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইল সীমা।। অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য। ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য।। সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ। যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন।। (চৈঃ চঃ অঃ ১৭।৬৭-৬৯)।

শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ অদ্ভুত-বদান্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের 'চিত্রভাব' তাঁহার 'রসদা দয়া'র অদ্ভুত-প্রভাবে কোন কোন প্রাচীন মহৎ-সহৃদয়ের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছিল। দ্বাদশ আলবরের মধ্যে শ্রীশ্রীশঠকোপকৃত 'সহস্রগীতি'-গাথায়, সম্রাট্ কুলশেখর ও আলবন্দারু-ঋষির 'শ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্র' ও 'স্তোত্ররত্নে,' শ্রীজয়দেব, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রমুখ মহদ্গণের হৃদয়ে ভাবরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীগোদাদেবীর এবং শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্রের হৃদয়েও উহার প্রকাশ শুনা যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শ্রীগোবিন্দাষ্টক ও শ্রীযমুনাষ্টকে, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীব্রজবিহারকাব্যেও উহার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অনাদি, আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ, এমন কি, শ্রীনারায়ণের কারণ হইয়াও শ্রীনারায়ণ ও শ্রীব্রহ্মার অধস্তনরূপে প্রপঞ্চে অবতারলীলা প্রকট করিয়াছেন, তদ্রূপ অভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনু শ্রীগৌরহরি সমুন্নত-সমুজ্জ্বল-মধুর-রসময়ী-স্বভক্তি সম্পত্তির নিত্যসিদ্ধ মূল দাতা হইয়াও ঐতিহাসিক কালবিচারে নম্মা আলোয়ার, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি-প্রমুখ রাগমার্গীয় মহাজনগণ পরবর্ত্তিকালে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই লীলাপুরুষোত্তমের অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐতিহাসিক স্থান, কাল, পাত্রের প্রাকৃত-গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রাকৃত কালবিচারের পূর্ব্বমহাজনগণ, এমন কি, গুরুবর্গের লীলাভিনয়কারী শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ-প্রমুখ মহদ্গণও তাঁহাদের অন্তরে শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীহ্লাদিনী-আলিঙ্গিত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, আর যাবতীয় রাগমার্গীয় মহাজনগণ (ঐতিহাসিক বিচারে যে কোন কালেই আবির্ভূত হউন) সেই হ্লাদিনীরই কৃপা-সম্বর্দ্ধিত রসিক ও ভাবুক। এজন্যই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—যিনি বহুকাল পর্য্যন্ত (পূর্ব্বে কোন এক কল্পে যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই প্রদান করিয়াছিলেন, এমনকি, এই কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাপরে যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনও যাহা দান করেন নাই, এজন্যই বহুকাল পর্য্যন্ত) যাহা দান করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসময়ী স্বভক্তি সম্পত্তি (তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিরূপা ব্রজপ্রেমসম্পৎ) দান করিবার জন্য শ্রীরাধাভাবকান্তি-বিমণ্ডিত হইয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' ইহা দ্বারা অধিরূঢ়-মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা যে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীতে দৃষ্ট হয়, সেই রাধা তাঁহার কায়ব্যূহ ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, সেই প্রেমানন্দরূপা ভক্তিসম্পত্তির কথাই উক্ত হইয়াছে। এই প্রেমসম্পত্তি একমাত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ শ্রীগৌরাবতার ব্যতীত অন্য কোন সময়েই আস্বাদিত ও বিতরিত হয় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—'প্রেম'-নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের অদ্‌ভূতোর্দ্ধ মহিমা জানিত? কাহারই বা শ্রীবৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ়-মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে জানিত? এক শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

অদ্ভুত-বদান্য-শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়ামৃত-সরোবর হইতে 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শত ধারা সকল দিকে প্রবাহিত হইতেছে। প্রপঞ্চের ভাবনা-পথ অতিক্রম করিয়া যাঁহারা বহু উর্দ্ধে অবস্থিত এবং লীলা-সরোবর হইতে রসাকর্ষণফলে বর্ষণশীল শস্যপ্রাণ মেঘরূপে প্রকাশিত, সেই সাধু-মহদ্গণ বিশ্বোদ্যানে অনুক্ষণ লীলামৃত-রস বর্ষণ করিতেছেন। তাহাতেই এই প্রপঞ্চে ভক্তগণের আস্বাদ্য প্রেমামৃতফল ফলিতেছে। ভক্তাস্বাদিত রসময় ফলের অবশেষ ভক্ত-কৃপায় পৃথিবীর ভক্তিসাধক-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। শ্রীগৌর-লীলা ঘন দুগ্ধপূর-সদৃশ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা পরম সুবাসিত কর্পূররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া উভয় লীলার অবিচ্ছেদ্য সমাবেশ পরমাস্বাদনীয়তা ও পরম-চমৎকারিতা প্রকট করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সেজন ভকতি-অধিকারী। গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।" পরস্পর অচ্ছেদ্য, অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার মধ্যে ভেদবুদ্ধিরূপ কুতর্ক উপস্থিত করিলে, শুদ্ধভক্তি-রাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরগণ (কবিকর্ণপূর প্রকাশিত)

পঞ্চতত্ত্ব। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ হইয়া যেরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন শ্রীগৌরচন্দ্রও সেইরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একতত্ত্ব হওয়াতে পঞ্চতত্ত্ব বলা হইয়াছে, নতুবা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্বের অসম্ভব বশতঃ তত্ত্বের চতুষ্টয়তাপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহা ভিন্ন, এ স্থলে তাহাই শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বিবেচনা করিতে

হইবে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছা শক্ত্যানুসারে তাদৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি তত্ত্ব-নিরূপণে উপাধিভেদে যে তত্ত্বের পঞ্চত্ব কহিয়াছেন, এস্থলে সেই পঞ্চতত্ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

যিনি প্রথম স্বয়ং 'ভক্তরূপ', দ্বিতীয় 'ভক্তস্বরূপ' অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপ, তৃতীয় 'ভক্তাবতার' অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্য-রূপ, চতুর্থ 'ভক্তাখ্য' অর্থাৎ ভক্তনামক শ্রীবাসাদিরূপ এবং পঞ্চম 'ভক্তশক্তিক' অর্থাৎ গদাধরাদিরূপ এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।

ঐ মহাত্মারা এই পঞ্চতত্ত্বের এই প্রকার অর্থ বিস্তার করিয়াছেন, যথা—যিনি নন্দনন্দন, তিনিই ভক্তরূপে গৌরচন্দ্র, যিনি বৃন্দাবনে হলধর, তিনিই ভক্তস্বরূপে নিত্যানন্দ, যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই ভক্তাবতাররূপে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিবাস প্রভৃতি যত ভক্ত, তাঁহারাই ভক্তরূপ এবং দ্বিজাগ্রগণ্য গদাধর পণ্ডিত ভক্তশক্তিরূপ।

শ্রীবিশ্বম্ভর, অদ্বৈত ও অবধূত নিত্যানন্দ এই তিনজন ভগবদ্বিগ্রহ প্রভু নামে বিখ্যাত। এই তিন জনের মধ্যে এক দয়াসাগর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া বিদিত। আর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুই মহাশয় প্রভু নামে অভিহিত। শ্রীরূপ—"ইঁহাদের পার্ষদবর্গ মহান্ত বলিয়া বিখ্যাত, নিত্যানন্দের গণসকল গোপবেশী গোপাল, ইঁহাদের সহিত সম্পর্ক বশতঃ কতিপয় উপগোপাল নামে কথিত হইয়াছেন।"

শ্রীমন্নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরের সম্মুখে যাঁহারা নিত্যবিলাস করেন, তাঁহারাই মহত্তম বৈষ্ণব। নীলাচলে বিখ্যাত বৈষ্ণবগণ মহত্তর এবং মহাপ্রভুর দক্ষিণ গমন সময়ে যে সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার সঙ্গ লাভ হইয়াছিল তাঁহারা মহান্ত নামে বিখ্যাত, অন্যান্য ব্যক্তিরা স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে পরে মহান্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। গৌরতত্ত্ব নিরূপণে শ্রীল স্বরূপগোস্বামী কহিয়াছেন, পঞ্চতত্ত্বের সম্পর্কবশতঃ যে যে মহাত্মা মহত্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিখ্যাত গোপাল ও মহান্ত, স্থানানুসারে তাঁহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

রসজ্ঞেরা যাঁহাকে বৃন্দাবন, বহুবেত্তা সাধু সকল যাঁহাকে গোলোক, অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সিতদ্বীপ। অপর লোক সকল যাঁহাকে পরব্যোম বলিয়া থাকেন, পরমাশ্চর্য্য মহিমান্বিত সেই নবদ্বীপ জয়যুক্ত হউন। তথায় নৃহরি বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করতঃ বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা বশতঃ ক্রমশঃ তথায় সমস্ত মহৎদিগের বাস হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহাদের সহিত হরির গুণানুরূপ লীলা হইয়াছিল, তাহাতেই জগতের মন পরমানন্দে মগ্ন হয়।

যিনি সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ ও শুক্ল নাম ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হইয়া মখভুক্ নামধারণ করিয়াছিলেন এবং যিনি দ্বাপরযুগে শ্যাম হইয়া শ্যাম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ কলিযুগে গৌরচন্দ্র নামে অবতীর্ণ হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন।

কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক নামে চারি সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হয়। ইহা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, যথা—কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র এবং সনকরূপে চারিসম্প্রদায় বৈষ্ণব হইবেন, তাঁহারাই জগতের পবিত্রকারী। পরব্যোমেশ্বর পরমাত্মার শিষ্য জগৎপতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য নারদ, তাঁহার শিষ্য ব্যাস; শুকদেব ব্যাসদেবের শিষ্য। মহাযশাঃ মধ্বাচার্য্য ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বেদ বিভাগ করিয়া 'শতদূষণী নামক' সংহিতা পুস্তক করেন, ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ব্রহ্মের পরিস্কৃত মীমাংসা করা হইয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্য পরম্পরাঃ—পদ্মনাভ, নরহরি, মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, মহানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্মমুনি; ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী; ব্রাহ্মণ জয়ধর্ম্ম, পুরুষোত্তম, ব্যাসতীর্থ (যিনি বিষ্ণুসংহিতা রচনা করিয়াছেন), ভক্তিরসের আশ্রয় লক্ষ্মীপতি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী—যাঁহা হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। বৃন্দাবনস্থ কল্পতরু, যিনি প্রীত, প্রেয়, বৎসল ও উজ্জ্বল নামক ফল ধারণ করিয়াছেন, মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহারই অবতার স্বরূপ। তাঁহার শিষ্য যতিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরপুরী, যিনি শৃঙ্গার ফলস্বরূপ হইয়া শৃঙ্গাররস বিস্তার করেন।

শ্রীঅদ্বৈত দাস্য ও সখ্য উভয় রস প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীমান্ রঙ্গপুরী সেবা ও বাৎসল্য প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরচন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া জগৎ প্লাবিত করেন।

রসসাগর শ্রীনন্দনন্দন পূর্ব্বে সুতুঙ্গর রাধিকার ভাবকান্তি অন্তরে ও বাহ্যে স্বীকার করেন। স্বয়ং আন্তব্যূহ বাসুদেব হইলেও পূর্ব্বে দ্বারকাপুরে গন্ধর্ব্বনর্ত্তন অবলোকন করিয়া তাঁহার মন ক্ষুব্ধ হওয়াতে তিনি শ্রীচৈতন্যে প্রবেশ করেন। তিনি দ্বারকাস্থ হইয়াও শ্রীশচীসুতে প্রবেশ করেন, সুতরাং এককালে উৎপন্ন বশতঃ তাঁহাকে নামাবতার বলা যায়। পূর্ব্বে যুগাবতার শ্যামনামক ভগবান্ যেরূপ কৃষ্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ। যদ্যপি অচিন্ত্য-লক্ষণ লক্ষিত যুগাবতার সকল অন্যত্রও থাকেন সত্য, তথাপি যোগমায়াবলে গৌরচন্দ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যেমন—পরশুরাম রঘুনাথরূপে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত ছিলেন, তদ্রূপ নারদাদি ঋষিগণ অন্য ধামে থাকিয়াও শ্রুতিদেহের ন্যায় নিতাই প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু যে যে ভক্তগণ যে যে ভাবে বিলাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই ভাবানুসারে ব্রজে গতিলাভ হইয়াছে।

গৌরচন্দ্রোদয়নাটকে অদ্বৈতের প্রতি শ্রীগৌরবাক্য, যথা—"হে অদ্বৈত! কেহ কেহ দাস্যে, কোন কোন প্রণয়িজন আমার সখ্যে, কেহ কেহ বা দাস্য ও সখ্য মিশ্রিত, কতিপয় শ্রীরাধামাধবনিষ্ঠ, কেহ বা দ্বারকানাথের সখ্যে অথবা যে যে অবতারে যে সকল ব্যক্তি যে ভাবনিষ্ঠ ছিল, সেই সমুদায় এবং বৃন্দাবনস্থ সঙ্গিগণ আমাতে বদ্ধ-হৃদয় হইয়াছিলেন।"

যিনি পর্জ্জন্য নামক গোপাল কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, তিনিই শ্রীহট্টে উপেন্দ্রমিশ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার সাত পুত্র জন্মিয়াছিল। যিনি বৃন্দাবনে মহামান্যা বরীয়সীনাম্নী কৃষ্ণের পিতামহী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে উপেন্দ্রমিশ্রের পত্নী কলাবতী হইয়াছেন।

পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকরস্বরূপ যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই শচী এবং জগন্নাথ-পুরন্দর নামে জন্ম গ্রহণ করেন। শচী ও জগন্নাথে অদিতি ও কশ্যপ, কৌশল্যা ও দশরথ তথা পৃশ্নি ও সুতপা এবং দেবকী ও বসুদেব প্রবেশ করিয়াছিলেন। অন্যথা রামচন্দ্রস্বরূপ বিশ্বরূপের উৎপত্তির সম্ভাবনা হয় না। রোহিণী ও বসুদেব, পদ্মাবতী ও মুকুন্দ হইয়া ব্রাহ্মণকুলে নিত্যানন্দের মাতাপিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুমিত্রা ও দশরথ এই দুইজনে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বে যিনি ব্রজে পৌর্ণমাসীরূপে গোবিন্দের আনন্দবর্দ্ধিনী ছিলেন, তিনি এই অবতারে গীতবাদ্যাদিকারক গোবিন্দ-আচার্য্য নামে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা এক্ষণে শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী হইয়াছিলেন। অম্বিকার ভগিনী কিলিম্বিকা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, তিনি নারায়ণী হইয়াছিলেন, যিনি মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বল্লভাচার্য্য, কেহ ইঁহাকে ভীষ্মকও বলেন। জানকী ও রুক্মিণী এই দুইজনে একত্রে লক্ষ্মী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই সনাতননামে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার কন্যা ভূস্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।

শ্রীরামের বিবাহে যিনি বিশ্বামিত্র ঘটক ছিলেন এবং রুক্মিণী কেশবের নিকট যে ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুইজনে বনমালী নামে আচার্য্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্রাজিৎ রাজা সত্যভামার বিবাহের জন্য যে কুলনামক ব্রাহ্মণকে মাধবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, গৌরাবতার কালে তিনিই শ্রীকাশীনাথ। ভগবদ্ভক্তগণ কোন অবান্তরভেদ দ্বারা ভেদ করিয়া থাকেন যে,—সত্যভামার প্রকাশই জগদানন্দ পণ্ডিত হইয়াছেন।

যে সান্দীপনী-মুনি মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের উপনয়ন দান ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে কেশব ভারতীরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন। যিনি রঘুনাথের গুরু বশিষ্ঠমুনি ছিলেন, তিনিই এক্ষণে প্রকাশভেদে গঙ্গাদাস ও সুদর্শননামে অভিহিত হইয়াছেন।

ব্রজমণ্ডলে যিনি বৃষভানুরূপে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং প্রেমনিধি উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া সর্ব্বদা গৌরব করিতেন। শ্রীমাধব মিশ্র তাঁহারই প্রকাশ বিশেষ বলিয়া সম্মত। ইঁহার ভার্য্যার নাম রত্নাবতী, পণ্ডিতগণ ইঁহাকে বৃষভানুপত্নী কীর্ত্তিদা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অংশ ও অংশির অভেদ বলিয়া শচীনন্দনই আদ্যব্যূহ এবং বলদেব ও বিশ্বরূপ দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণব্যূহ বলিয়া সম্মত। তিনিই প্রকাশভেদে নিত্যানন্দ অবধূত বলিয়া কথিত। যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয় ১ অঃ ৮শ্লোকে ধর্ম্মের প্রতি কলিবাক্য, যথা—ইঁহার অগ্রজ যিনি জগতে বিশ্বরূপনামে বিখ্যাত ও যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের অবতার, তিনি দারপরিগ্রহ না করিয়াই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপন জ্যোতিঃ ঈশ্বরপুরীতে স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হন। অবধূতনিত্যানন্দ বলিয়া যিনি খ্যাত, সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ যাঁহার তেজঃ স্বরূপ। যখন সনাতন বিশ্বরূপ তিরোহিত হইলেন, তখন তদীয় অংশ নিত্যানন্দ অবধূতের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিত হইলেন। তখন বলদেবস্বরূপ ভগবান্ অবধূত বৈষ্ণববর্গ-মধ্যে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট হইয়া আত্মস্বরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া দেদীপ্যমান হইয়াছিলেন,—এই কথা বলিয়া আমার পিতা শিবানন্দসেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। যাঁহার অংশরূপ শেষদেব বিষ্ণুর শয্যা, বস্ত্র ও ভূষণস্বরূপ এবং স্বাঙ্গের বলয়াদি ভূষারূপে লীলানাম্নী শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ়লীলা অবগত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা বলদেবশক্তি বারুণী ও রেবতী ছিলেন, তাঁহারাই এই অবতারে বসুধা ও জাহ্নবা নামে নিত্যানন্দ-পত্নী হয়েন। এই দুইজন সূর্য্যদাসের কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েন। এই সূর্য্যদাস রেবতীর পিতা ককুদ্মী ছিলেন। কোন কোন ব্যক্তি কলিযুগে বসুধাদেবীকে অনঙ্গমঞ্জরী এবং কেহ কেহ বা জাহ্নবা বলিয়া থাকেন। সৎ সকলের মতে পূর্ব্বের ন্যায় এই উভয়ই সমীচীন।

পয়োব্ধিশায়ী নামক সঙ্কর্ষণের যে ব্যূহ, তিনি নিত্যানন্দাত্মজ বীরচন্দ্র নামে অভিহিত। দুই সহোদর নিশঠ ও উল্মূখ এই নিত্যানন্দ ব্যূহেতে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ দুইজন মীনকেতন ও রামদাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। যিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা তিনি নিজনামে নিত্যানন্দ তনয়া হইয়াছেন। ইঁহার স্বামী মাধব পূর্ব্বে শান্তনু-রাজা ছিলেন।

প্রদ্যুম্ন তৃতীয় ব্যূহ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা হইয়া ব্রজে রাধামাধবের লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের অভিন্নদেহ হইয়া রঘুনন্দন হইয়াছেন। যিনি চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ, তিনি বক্রেশ্বরপণ্ডিত, ইনি কৃষ্ণাবেশজনিত নৃত্যদ্বারা প্রভুর সুখসম্পাদন করিতেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবকে মধুর বচনে বলিয়াছিলেন, —হে করুণময়! আমাকে সহস্র গায়ক প্রদান করুণ, আমি নৃত্য করি। স্বীয় প্রকাশবিশেষে শশিরেখা ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

নকুলব্রহ্মচারিতে গৌরহরির আবির্ভাব এবং প্রদ্যুম্নমিশ্রেও তাঁহার আবেশ জানিতে হইবে। ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জকে গৌরাঙ্গের কলা বলিয়া থাকেন। তন্ত্রবেদিগণ যাঁহাকে নবব্যূহে গণনা করিয়া থাকেন, সেই গোপীনাথ আচার্য্য নামক ব্যক্তি জগৎপতি ব্রহ্মা ছিলেন।

ব্রজের আবরণ (আবেশ) রূপত্বপ্রযুক্ত যে সদাশিবব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিই অদ্বৈতগোস্বামী, শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর। ইনি গোপালরূপী হইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে নৃত্য করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে শিবাতন্ত্রে ভৈরবের বাক্য যথা—একদা কার্ত্তিকমাসে দীপযাত্রা-মহোৎসবে রামও গোপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যত্নবান্ হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাষী হইয়া চক্রভ্রমণলীলায় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে সদাশিবও দুই প্রকার হইয়াছিলেন, একমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিব, ও অপরমূর্ত্তি গোপালবিগ্রহ।

মহাদেবের মিত্র বিদ্যাধর গুহ্যকেশ্বর কুবের, ইনিই মহাদেবের (অদ্বৈতের) জনক কুবেরপণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীশিববল্লভ কুবের সিদ্ধ ও সাধ্যজননিষেবিত কৈলাসে শিবসম্বন্ধীয় পরম মন্ত্র জপ করিয়া ছিলেন। অনন্তর দয়ালু ভগবান্ বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, কুবের বলিলেন—"আপনি আমার পুত্র হউন।" দেবেশ মহাদেব কুবের কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া "জন্মান্তরে তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব" বলিলেন। পরে তিনি অদ্বৈতের জনক হইলেন। যোগমায়া ভগবতী তদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতের গৃহিনী সীতাদেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকাশ নাম 'শ্রী' ছিল। তাঁহার পুত্র অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয় ও পণ্ডিতগোস্বামির শিষ্য এবং প্রিয় বলিয়া বিশ্রুত। কোন কোন রসবেত্তা বলেন, কার্ত্তিকেয় ও অচ্যুতানাম্নী গোপী, এই দুই জনে একত্রিত হইয়া অচ্যুতানন্দ হইয়াছেন। অপর কেহ কেহ বলেন কৃষ্ণমিশ্রও কার্ত্তিকেয়ের অবতার। জয়া ও বিজয়া এই দুইজন সীতাদেবীর সহচরী নন্দিনী ও জঙ্গিলী হইয়াছেন। নারদ এক্ষণে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। পর্ব্বত নামক মুনি শ্রেষ্ঠ, তিনি নারদের প্রিয় ছিলেন, তিনিই শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীরামপণ্ডিত।

হনূমান—মুরারিগুপ্তরূপে এবং সুগ্রীব এক্ষণে গোবিন্দানন্দ হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে বিভীষণ ছিলেন তাঁহাতে কার্য্যবশতঃ শ্রীরাধিকার শ্বাশুড়ী জটিলা প্রবেশ করতঃ রামচন্দ্রপুরী হইয়াছেন। এই জন্যই মহাপ্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচ করিতেন।

ঋচীক মুনির পুত্র যাঁহার নাম মহাতপা ব্রহ্মা, তিনি প্রহ্লাদের সহিত এক্ষণে ঠাকুর হরিদাস হইয়াছেন। "কোন এক সময়ে এক মুনিকুমার তুলসীপত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় অভিশপ্ত (পিতাকর্ত্তৃক) হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন, তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাস হইয়াছেন।" (মুরারিগুপ্ত কৃত চৈতন্যচরিত)।

পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে যে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ছিলেন, তাহারাই এখন—অণিমা—অনন্ত, লঘিমা—সুখানন্দ, ব্যাপ্তি—গোবিন্দ, প্রকাম্য—রঘুনাথ, মহিমা—কৃষ্ণানন্দ, ঈশিতা—কেশব, বশিতা,—দামোদর, কামাবসায়িতা—রাঘব, ইহাদের উপাধি পুরী।

নয়জন জয়ন্তী-পুত্র নবযোগেন্দ্র উর্দ্ধরেতাঃ সমদর্শী এবং ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা পূর্ব্বকালে জনক ঋষিকে শ্রীভাগবত-সংহিতা সকল শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক গৌরহরির সহিত বিহার করিতেন। তাঁহাদের নাম, যথা ১। শ্রীনৃসিংহানন্দ তীর্থ, (২) শ্রীসত্যানন্দ ভারতী, (৩) শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, (৪) শ্রীচিদানন্দ তীর্থ, (৫) শ্রীজগন্নাথ তীর্থ, (৬) শ্রীবাসুদেব তীর্থ, (৭) শ্রীরাম ও পুরুষোত্তম তীর্থ, (৮) গরুড়াখ্য অবধূত ও (৯) শ্রীগোপেন্দ্র আশ্রম।

পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব এই নবনিধি ইহারা শ্রীগৌরলীলায়—শ্রীশ্রীনিধি, শ্রীগর্ত্ত, কবিরত্ন, সুধানিধি, বিদ্যানিধি, গুণনিধি, দ্বিজশ্রেষ্ঠ রত্নবাহু, শ্রীমান্ আচার্য্যরত্ন এবং শ্রীরত্নাকর পণ্ডিত।

শ্রীনীলাম্বরচক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গদেবের ভাবি জন্মবিষয় যখন সভাতে বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইনি গর্গ বলিয়া কথিত হন। বৃন্দাবনে যিনি যশোদার পিতা সুমুখনামক গোপ ছিলেন, তিনি শ্রীশচীর জনক। ব্রজে যশোদার মাতা পাটলা, তিনিই তাঁহার সহধর্ম্মিনী হইয়াছেন। শ্রীনন্দমহারাজের সভাপণ্ডিত ভাগুরিমুনি, শ্রীদেবানন্দপণ্ডিত হইয়াছেন। সনক—কাশীনাথ, সনাতন—লোকনাথ, সনন্দন—শ্রীনাথ, সনৎকুমার—রমানাথ। পূর্ব্বে এই চারিজন জ্ঞানীভক্ত ছিলেন। পূর্ব্বের সন-শব্দের ন্যায় এক্ষণে এই চারি নামে নাথ-শব্দ কথিত হইয়াছে। শ্রীবেদব্যাস এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনদাস হইয়াছেন। কুসুমাপীড়সখা কার্য্যবশতঃ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব—বল্লভভট্ট নামে খ্যাত হইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথ-আচার্য্য ও প্রভুর প্রিয়পাত্র গঙ্গাদাস, এই দুইজন পূর্ব্বে নিধুবনে গোপিকাপ্রিয় দুর্ব্বাসা ছিলেন। বিজ্ঞগণ চন্দ্রশেখর-আচার্য্যকে চন্দ্র এবং উদ্ধবদাসকেও চন্দ্রাবেশাবতারক বলিয়া জ্ঞাত আছেন। শ্রীচৈতন্যদের

কর্ত্তৃক নিশাপতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। দিবাকর—বিশ্বেশ্বর আচার্য্য হইয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মা—ভাস্করঠক্কুর হইয়াছেন। সুদামাবিপ্র—গৌরলীলায় বনমালী ভিক্ষুক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়-বিজয় গৌরলীলায় শ্রীজগন্নাথ ও মাধবরূপে (জগাই মাধাই) জন্ম গ্রহণ করেন। বৈকুণ্ঠ মণ্ডলে যাঁহারা পুণ্ডরীকাক্ষ ও কুমুদ ছিলেন, তাঁহারা এখানে গোবিন্দ ও গরুড় হইয়াছেন। গরুড় এক্ষণে গরুড় পণ্ডিত হইয়াছেন। অক্রুর এক্ষণে গোবিন্দনাথ সিংহ হইয়াছেন। কেহ কেহ কেশব ভারতীকে অক্রুর বলিয়া থাকেন।

শ্রীউদ্ধব—শ্রীপরমানন্দ পুরী হইয়াছেন। জগন্নাথসেবক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এক্ষণে প্রতাপরুদ্র রাজা হইয়াছেন। বৃহস্পতি (দেবগুরু) এক্ষণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য হইয়াছেন। কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুনগোপ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন উভয়ে মিলিত হইয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র রায়রামানন্দ হইয়াছেন। কেহ কেহ শ্রীরায়রামানন্দকে ললিতা-সখী বলেন। অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। যেহেতু শ্রীভবানন্দকে মহাপ্রভু পাণ্ডুরাজ বলিয়াছেন। বিজ্ঞগণ বলেন পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, অর্জ্জুনীয়ানাম্নী কোন গোপীর সহিত মিলিত হইয়া রামানন্দ হইয়াছেন। যেহেতু পদ্মোত্তর খণ্ডে স্পষ্ট আছে যে,—অর্জ্জুন অর্জ্জুনীয়া হয়েন। সেই হেতু ললিতা, অর্জ্জুনীয়াগোপী ও পাণ্ডব এই তিনজনই রামানন্দরায় মহাশয় নামে কথিত।

ব্রজভক্তগণের নামঃ—শ্রীদাম গোপাল—অভিরাম হইয়াছেন, তিনি বত্রিশজনের বহ্য কাষ্ঠ বহন করিতে পারিতেন। সুদাম গোপাল, ঠক্কুর সুন্দর। বসুদামসখা, পণ্ডিত ধনঞ্জয় হইয়াছেন। প্রিয়তম সুবল, গৌরীদাস-পণ্ডিত। মহাবল, কমলাকর পিপ্পলাই হইয়াছেন। সুবাহু গোপ, উদ্ধারণ দত্ত। শ্রীমান্ মহাবাহুসখা, মহেশ পণ্ডিত হইয়াছেন। স্তোককৃষ্ণসখা, পুরুষোত্তমদাস। দাম গোপ, বৈদ্যবংশে সদাশিবের পুত্র নাগর-পুরুষোত্তম। অর্জ্জুনসখা, পরমেশ্বর দাস। লবঙ্গ সখা, কালাকৃষ্ণদাস। হাস্যকারী কুসুমাসব, ব্রাহ্মণবংশে খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত। বলদেবসখা প্রবলনামক গোপবালক, হলায়ুধ ঠক্কুর। বরূথপ কৃষ্ণসখা, গৌরাঙ্গবল্লভ রুদ্রপণ্ডিত। গন্ধর্ব্বনামা গোপ, কুমুদানন্দপণ্ডিত। ভৃঙ্গার, কাশীশ্বর। ভঙ্গুর, গোবিন্দ সেবক। রক্তক, হরিদাস। পত্রক, বৃহচ্ছিশু। ব্রজের জলসংস্কারকারী পয়োদ, রামাগ্নি। বারিদ, নন্দাগ্নি। মধুকণ্ঠ, মুকুন্দ গায়ক। মধুব্রত, বাসুদেব-দত্ত গায়ক। চন্দ্রমুখ নট, মকরধ্বজ-কর। ব্রজের মৃদঙ্গী শ্রীসুধাকর, ডম্ফবাদ্যবিশারদ শ্রীশঙ্করঘোষ। চন্দ্রহাস রসজ্ঞ-নর্ত্তক, নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশ-পণ্ডিত। ব্রজে বেণু-মুরলীধারী মালাধর, বনমালী পণ্ডিত। শুকপক্ষীদ্বয়—দক্ষ, চৈতন্য; ও বিচক্ষণ, রামদাস। (কর্ণপূরের জ্যেষ্ঠ সহোদর)।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গঃ—শ্রীরাধা, শ্রীগদাধর পণ্ডিত। বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের প্রিয়তমা লক্ষ্মী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত। ললিতা যখন শ্রীরাধার অনুগতা ছিলেন, তখন তিনি অনুরাধা নামে বিখ্যাতা ছিলেন তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন। যথাঃ—চৈঃ চন্দ্রোদয়ে ৩।৫১—"আহা! এই ভূসুর শ্রীগদাধর শ্রীরাধার প্রিয়সখী ললিতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন অথবা এই ভগবান্ই নিজশক্তিদ্বারা স্বয়ং রাধিকা ও ললিতা এই ত্রিবিধরূপে প্রতীত হইতেছেন। কেহ কেহ বলেন, ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতা স্বপ্রকাশবিভেদহেতু এই মতই সমীচীন। অথবা ভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্রিরূপ হইয়াছেন, অতএব শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধিকার রূপ। যিনি শ্রীরাধিকার ভূষণস্বরূপা চন্দ্রকান্তি ছিলেন, তিনি এক্ষণে গদাধর দাস হইয়াছেন। যিনি ব্রজে বলরামের প্রিয়তমা পূর্ণানন্দা, তিনি কার্য্যবশতঃ গদাধরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ব্রজের চন্দ্রাবলী, সদাশিব কবিরাজ। কৃষ্ণ যাঁহার বক্ষে শয়ন করিতেন সেই শ্রীভদ্রা, শঙ্কর পণ্ডিত হইয়াছেন। শ্রীতারকা, শ্রীজগন্নাথ; শ্রীপালী, শ্রীগোপাল; শৈব্যা, দামোদর পণ্ডিত; কোন কার্য্যবশতঃ সরস্বতীদেবীও তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বিশাখা, তদ্ভাববিলাসী স্বরূপগোস্বামী। শ্রীরাধার কেশবিন্যাসকারিণী চিত্রা, শ্রীবনমালী-কবিরাজ। শ্রীচম্পকলতা, গোবর্দ্ধনবাসী, রাঘবগোস্বামী। যিনি ভক্তিরত্নপ্রকাশক গ্রন্থ বিস্তার করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তুঙ্গবিদ্যা, প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইন্দুলেখা,

বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী। শ্রীরঙ্গদেবী, গদাধরভট্ট। সুদেবী, অনন্তাচার্য্যগোস্বামী। শশিরেখা, কাশীশ্বর গোস্বামী। ধনিষ্ঠা, রাঘব পণ্ডিত। গুণমালা, রাঘব-ভগিনী দময়ন্তী। রত্নরেখা, কৃষ্ণদাস। কলাবতী, কৃষ্ণানন্দ। শৌরসেনী, নারায়ন-বাচস্পতি। কাবেরী, পীতাম্বর। সুকেশী, মকরধ্বজ। মাধবী, মাধবাচার্য্য। ইন্দিরা, জীবপণ্ডিত। তুঙ্গবিদ্যার প্রিয়া সুমধুরা, বিদ্যাবাচস্পতি। শ্রীমধুরেক্ষণা, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। চিত্রাঙ্গী, শ্রীনাথ। মনোহরা, কবিচন্দ্র। নান্দীমুখী, সারঙ্গঠকুর, কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহ্লাদ বলেন কিন্তু শিবানন্দসেনের ইহা মত নহে। গান্ধর্ব্বনটিকাদ্বয়—কলকণ্ঠী, রামানন্দ বসু; সুকণ্ঠী, সত্যরাজ। কাত্যায়নী, শ্রীকান্ত-সেন। বৃন্দাদেবী, খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস। বীরাদূতী, শিবানন্দসেন। বিন্দুমতী, শিবানন্দপত্নী। মধুমতী, নরহরি-সরকার। রত্নাবলী, গোপীনাথচার্য্য। বংশী, বংশীদাসঠকুর। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরূপগোস্বামী। রতিমঞ্জরী নামভেদে লবঙ্গমঞ্জরী,—সনাতন গোস্বামী; মুনিরত্ন সনাতনও কার্য্যবশতঃ তাঁহাতেই প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ, বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন,—তিনি শ্রীশিবানন্দ-চক্রবর্ত্তী। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, গোপালভট্ট গোস্বামী; কেহ কেহ গোপালভট্ট গোস্বামীকে শ্রীগুণমঞ্জরী বলেন। শ্রীরাগমঞ্জরী, রঘুনাথভট্ট গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ড-কুটীরবাসী। রসমঞ্জরী, শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী; কেহ কেহ রতিমঞ্জরী, কেহ কেহবা ভানুমতীও বলিয়া থাকেন। শ্রীপ্রেমমঞ্জরী, ভুগর্ভঠকুর। শ্রীলীলামঞ্জরী, শ্রীলোকনাথগোস্বামী। কলাবতী, শ্রীগোবিন্দ। রসোল্লাসা, মাধবানন্দ। গুণতুঙ্গা, বাসুদেব হইয়াছেন; রাগলেখা, শিখিমাইতী। কলাকেলী, শ্রীমাধবী; ইঁহারা দুইজন শ্রীরাধার দাসীছিলেন। পুলিন্দতনয়া মল্লী, কালিদাস হইয়াছেন। যজ্ঞপত্নী, শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী; কেহ কেহ বলেন ইনি যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ ছিলেন। অপর যজ্ঞপত্নীদ্বয় শ্রীজগদীশ ও হিরণ্যক হইয়াছেন; মহাপ্রভু একাদশীতে ইঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈরিন্ধ্রী কুব্জা, নীলাচলবাসী কাশীমিশ্র। শ্রীরাধার নিত্যসেবিকা মালতী, শুভানন্দদ্বিজ। চন্দ্রলতিকা, শ্রীধর ব্রহ্মচারী। মঞ্জুমেধা, শ্রীকৃষ্ণের স্তবাবলী রচয়িতা শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত। বরাঙ্গদা, রঘুনাথ ব্রাহ্মণ। রত্নাবলী, শ্রীকংসারিসেন। কমলা, শ্রীজগন্নাথসেন। গুণচূড়া, শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র। সুকেশিনী, শ্রীহর্ষ। কর্পূরমঞ্জরী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুমিশ্র। শ্যামমঞ্জরী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী রচয়িতা। শ্বেতমঞ্জরী, জিতামিত্র। বিলাসমঞ্জরী, শ্রীজীবগোস্বামী বল্লভাত্মজ। কামলেখা, শ্রীদ্বিজবাণীনাথ চম্পাহট্টনিবাসী। মৌনমঞ্জরী শ্রীঈশানাচার্য্য। গন্ধোন্মাদা, শ্রীকমল। রসোন্মাদা, শ্রীলক্ষ্মীনাথপণ্ডিত। চন্দ্রিকা, শ্রীগঙ্গা-মন্ত্রী। কলভাষিণী, মামুঠাকুর দ্বিজশ্রীজগন্নাথ। গোপালী, শ্রীঅনন্ত কণ্ঠাভরণ। হরিণী, শ্রীহস্তিগোপাল রঙ্গবাসী বল্লভ। কালাক্ষী, শ্রীহরি-আচার্য্য। নিত্যমঞ্জরী, শ্রীনয়নমিশ্র। কলকণ্ঠী, শ্রীকবিদত্ত। কুরঙ্গাক্ষী, রামদাস। চন্দ্রিকা, শ্রীচিরঞ্জীব। চন্দ্রশেখরা, শ্রীসুলোচন।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহান্ত ও কেহ কেহ উপমহান্ত ছিলেন। উভয়ের তুল্যগুণহেতু পৃথক্‌রূপে গণিত হইল না। খণ্ডবাসী নরহরির সাহচর্য্যহেতু চিরঞ্জীব ও সুলোচন অতি মহত্তর। কবিকর্ণপূরের গুরুর নাম শ্রীশ্রীনাথ। 'শাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুর নাম আদিতেই উল্লেখ করিবে না', এই হেতু পূর্ব্বে প্রকাশ করা হয় নাই। যিনি পরিপাটীর সহিত ভাগবত-সংহিতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কুমারহট্টে যাঁহার কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণদেববিগ্রহরূপে বিরাজমান।

মীমাংসক, শঠ, তার্কিক, বিশেষতঃ যুক্ত্যনুসন্ধায়ী, যত্নসহকারে ইঁহাদের নিকট গোপন করিয়া, সর্ব্বদা গৌরাঙ্গ পদাশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইহা প্রদত্ত হইবে।

শ্রীগৌড়মণ্ডলস্থ শ্রীগৌরপার্ষদগণের আবির্ভাবস্থানাদির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃতি করা যাইতেছে

১—শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি—পিতা শ্রীবাণেশ্বর, মাতা, শ্রীগঙ্গাদেবী। আবির্ভাবস্থান, জেলা—চট্টগ্রাম, গ্রাম—মেখলা।

২। শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত—আবির্ভাব শ্রীহট্টে ; বাস—শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া। ৩। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী পিতা শ্রীমাধব মিশ্র, শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া। ৪। শ্রীদাসগদাধর, এঁড়িয়াদহ। ৫। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীধাম-নবদ্বীপ, নদীয়া। ৬। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত, শ্রীধাম নবদ্বীপ-নদীয়া। ৭। শ্রীরাঘব পণ্ডিত, পানিহাটী, ২৪পঃ। ৮। শ্রীঈশ্বরপুরী, হালিসহর, কুমারহট্টনিকটে, ২৪ পরগনা। ৯। শ্রীকাশীশ্বরপণ্ডিত, রামপুর ষ্টেশনের ১ মাইল দূরে চাতরা গ্রাম, জেলা হুগলী, পিতা—বাসুদেব ভট্টাচার্য্য,। ১০। শ্রীহরিদাসঠাকুর, বুঢ়ন, যশোহর জেলা। ১১। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী, পিতা শ্রীগোবর্দ্ধনদাস, জেলা হুগলী, গ্রাম—কৃষ্ণপুর, সপ্তগ্রাম রেঃ ষ্টেঃ হইতে ১½ মাইল। ১২। শ্রীনরোত্তমঠাকুর(মৃহুলামঞ্জরী', পিতা—শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা—শ্রীনারায়ণী দেবী, গ্রাম—খেতুরী, জেলা—রাজসাহী। ১৩। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, গাম্ভীলা, জেলা—মুর্শিদাবাদ। ১৪। শ্রীশ্রীনিবাসআচার্য্য, পিতা—গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য, মাতা—শ্রীলক্ষ্মীপ্রীয়াদেবী, দাঁইহাট, রেঃ ষ্টেঃ—চাখন্দি, জেলা বর্দ্ধমান। ১৫। শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর, গ্রাম—মালিহাটী, জেলা—মুর্শিদাবাদ। ১৬। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, দণ্ডকেশ্বর (উৎকল ', পূর্ব্বনিবাস—ধারেন্দা, বাহাদুরপুর। ১৭। শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামী, ঝামটপুর, জেলা—বর্দ্ধমান। ১৮। শ্রীচণ্ডীদাস—নান্নুর—গ্রাম, .জেলা—বীরভূম ; বোলপুরেরনিকট। ১৯। শ্রীবিদ্যাপতি, পিতা—শ্রীগণপতিপণ্ডিত, মিথিলা। ২০। শ্রীজয়দেব—কেন্দুবিল্ব, বীরভূম। ২১। শ্রীশিবানন্দসেন—কাঁচড়াপাড়া কুমারহট্ট। ২২। শ্রীবাসুদেবদত্ত—আবির্ভাব চট্টগ্রাম, কাঁচড়াপাড়ায় বাস। ২৩। শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধামমায়াপুর। ২৪। শ্রীমুকুন্দদত্ত—ছনহরা—গ্রাম, পটিয়া—থানা, মেখলা হইতে ১০ ক্রোশ। ২৫। শ্রীলোকনাথগোস্বামী (মঞ্জুলালী), পিতা—শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য, মাতা—সীতাদেবী, তালখড়ি, যশোহর। ২৬। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী—দোগাছিয়া, নদীয়া। ২৭। শ্রীসত্যরাজ খাঁন—কুলীনগ্রাম, জেলা—বর্দ্ধমান। ২৮। শ্রীলোচনদাস—কোগ্রাম, বর্দ্ধমান, ঝামটপুরের নিকট। ২৯। শ্রীমুরারি-গুপ্ত—শ্রীহট্ট। ৩০। শ্রীধরঠাকুর—শ্রীমায়াপুর। ৩১। শ্রীগরুড়পণ্ডিত, শ্রীধাম নবদ্বীপ। ৩২। শ্রীমুকুন্দদাস, পিতা—শ্রীনারায়ণ দাস, জ্যেষ্ঠভ্রাতা,—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর—শ্রীখণ্ড, কাটোয়ার নিকট। ৩৩। শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, বরাহনগর, কলিকাতা। ৩৪। শ্রীসারঙ্গদাস ঠাকুর—মোদদ্রুমদ্বীপ, মামগাছি, জেলা—বর্দ্ধমান ৩৫। শ্রীবাসুদেবঘোষ, শ্রীমাধঘোষ ও শ্রীগোবিন্দঘোষ অগ্রদ্বীপ, জেলা—বর্দ্ধমান। ৩৬। শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জামাতা—জিরাট, জেলা—হুগলী। ৩৭। শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত—অম্বিকা-কালনা, জেলা—বর্দ্ধমান, পূর্ব্বে শালিগ্রাম। ৩৮। শ্রীসূর্য্যদাসসরখেল, শালিগ্রাম, নদীয়া। ৩৯। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমধুসুদন বাচস্পতি—বিদ্যানগর, (নবদ্বীপান্তর্গত) জেলা—বর্দ্ধমান। ৪০। শ্রীগোপীনাথাচার্য্য, শ্রীনবদ্বীপ। ৪১। শ্রীস্বরূপদামোদরগোস্বামী . শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য), শ্রীনবদ্বীপ। ৪২। শ্রীঅভিরামঠাকুর, —খানকুল কৃষ্ণনগর, জেলা হুগলী। ৪৩। শ্রীসুন্দরানন্দঠাকুর—মহেশপুর, যশোহর ; মাজদিয়া হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্বে। ৪৪। শ্রীপরমেশ্বরীঠাকুর—তড়া আটপুর, জেলা—হুগলী। ৪৫। শ্রীজগদীশপণ্ডিত পিতা—কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য, আবির্ভাব—গৌহাটী মধ্যে মায়াপুরের নিকট, পুরী হইতে আসিয়া যশড়ায় (নদীয়া জেলা) বাস করেন। ৪৬। শ্রীমহেশপণ্ডিত—চাকদাহ, জেলা নদীয়া ; পূর্ব্বে পালপাড়া (হুগলী) মশীপুর বা যশীপুর ছিল। ৪৭। শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত—নবদ্বীপ। ৪৮। শ্রীকালীকৃষ্ণদাস, আকাইহাট, জেলা—বর্দ্ধমান (কাটোয়া হইতে ২ মাইল।) ৪৯। শ্রীপুরুষোত্তমদাস, পিতা—শ্রীসদাশিবকবিরাজ, তৎ-পিতা—শ্রীকংসারিসেন, সুখসাগর, নদীয়া। ৫০। শ্রীকানুঠাকুর, বোধখানা, জেলা যশোহর, ঝিকরগাছা হইতে ৩ মাইল। ৫১। শ্রীউদ্ধারণদত্ত, পিতা—শ্রীকর, মাতা—শ্রীভদ্রাদেবী—সপ্তগ্রাম, হুগলী জেলা। ৫২। শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর, মাতা—শ্রীনারায়ণী, মামগাছি, জেলা—বর্দ্ধমান। ৫৩. শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, আবির্ভাব—নিবগ্রাম, শ্রীহট্ট ; পিতা—শ্রীকুবেরমিশ্র, মাতা—শ্রীনাভাদেবী, পরে শান্তিপুরে বাস করেন ও শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাসআঙ্গনের নিকট টোল বাড়ী

ছিল। ৫৪। শ্রীঅচ্যুতানন্দ, পিতা—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, মাতা—শ্রীসীতাদেবী, শান্তিপুর—নদীয়া। ৫৫। শ্রীমঙ্গলবৈষ্ণব, টিটাকলা—গ্রাম, জেলা—মুর্শিদাবাদ। ৫৬। শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভরতপুর, জেলা—মুর্শিদাবাদ। ৫৭. বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস [থানেশ্বরী জগন্নাথ], কোনমতে ময়মনসিং জেলা, টাঙ্গাইল—মহাকুমায়; কোনমতে পাবনা—জেলা, তড়াস—গ্রামে। ৫৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (কমলমঞ্জরী), পিতা—শ্রীঈশ্বর চন্দ্র মৌস্তফী (২।১। ৮৩৮) উলা, বীরনগর, জেলা—নদীয়া। ৫৯। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ (গুণমঞ্জরী) টেপাখোলার নিকট বাগজান—গ্রামে, ফরিদপুর—জেলা। ৬০। প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর (নয়নমণিমঞ্জরী), পিতা—ঠাকুর-শ্রীভক্তিবিনোদ, মাতা—শ্রীভগবতীদেবী, নারায়ণছাতার নিকট বড়দাণ্ড, পুরী। আবির্ভাব ১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ সাল) ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, অপরাহ্ন ৩-৩০ মিঃ।

পঞ্চতত্ত্ব (প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রকাশিত)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুত্বে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতা,—নিরসভাবের ব্যতিক্রমে সারস্যের উদ্দেশে, লীলাবৈশিষ্ট্য। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর বিবিধ-শক্তিভেদ নিত্যকাল অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদনোদ্দেশ্যে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ,' 'ভক্তস্বরূপ,' ভক্তাবতার', 'ভক্তশক্তি,' ও 'শুদ্ধভক্ত'—এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ-ভেদবিশিষ্ট এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'ভক্তরূপ,' 'ভক্তস্বরূপ' ও 'ভক্তাবতার'ই 'স্বয়ং,' 'প্রকাশ' ও 'অংশ'-রূপে প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব। 'ভক্তশক্তি' ও শুদ্ধভক্ত'—বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন-শক্তিতত্ত্ব, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসোপকরণসমূহ রসময়বিগ্রহে সমাশ্লিষ্ট, তজ্জন্য বস্তুত্বে পরস্পর ভেদযোগ্য নাই। 'আরাধক' ও 'আরাধ্য' উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে রসাস্বাদন লীলার অভাব ঘটে।

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনে আমরা শ্রীমহাপ্রভুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব, এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়কে তদধীন 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া জানিতে পারি। পরমেশ্বর ও ঈশ্বর-প্রকাশদ্বয়,—সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও ইঁহারা অপর সকল-তত্ত্বের আরাধ্য। চতুর্থ শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব ও পঞ্চম অন্তরঙ্গ-ভক্ততত্ত্ব,-এই উভয়েই 'আরাধক'—তত্ত্ব; 'আরাধ্য' সেবকরূপি-তত্ত্বদ্বয় 'আরাধক' তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত। পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব—শক্তি, তিনটী তত্ত্ব—শক্তিমান্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ-ভক্ত—ইঁহারাই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত; কেবল-মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিকভক্তগণই অন্তরঙ্গভক্ত। মধুর-রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। শুদ্ধভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ-ভক্ত। শ্রীল কবিরাজগোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"—এই উপক্রম-শ্লোকে বস্তু-প্রদর্শক; মন্ত্রদাতাও শিক্ষাদাতা গুরুগণকে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতার সমূহকে, শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ-প্রকাশ-সকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশ-শক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরতত্ত্বকে বন্দনা করিতেছেন। উক্ত শ্লোকে ষট্‌তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গুরুতত্ত্বকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যেই ক্রোড়ীভূত করিয়া পৃথক্‌ভাবে পঞ্চতত্ত্বের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। এক অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বই বিভিন্নপ্রকার লীলা পরিচয়ে কোথায় ষট্‌তত্ত্বে, কোথায়ও পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত। ষট্‌তত্ত্বই হউন, আর পঞ্চতত্ত্বই হউন, এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বেরই বৈচিত্র্য।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং"—এই শ্রুতিমন্ত্রের উদ্দিষ্ট অসংখ্য চিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর,—শ্রীচৈতন্য-

দেব। শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও কৃষ্ণকেই একমাত্র ভজনীয়-বস্তু প্রচার-লীলারূপ ঔদার্য্যময়তায় কৃষ্ণেরই সেবাভাবময় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। এই জন্য শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহকে কেবল প্রপঞ্চান্তর্গত সাধক-বিগ্রহ বলা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও সেবকোচিত-লীলা-প্রদর্শনকারীর,—ভোক্তার লীলা-প্রদর্শনকারী নহেন। নিখিল মাধুর্য্যাশ্রয় কৃষ্ণের এক অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তি এই যে, তিনি স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয় বা পূজকের ভাব গ্রহণপূর্ব্বক বিষয়-সেবাস্বাদনে রত। তবে, শ্রীচৈতন্যদেব আশ্রয়-ভাবময়বিগ্রহমাত্র নহেন—তিনি স্বয়ংরূপ বস্তু। এ সকল কথা শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু প্রচুর বর্ণনা করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন ও তৎবিতরণরূপ ঔদার্য্য পরাকাষ্ঠাই পঞ্চতত্ত্বের কৃত্য। জগতের সহিত পঞ্চতত্ত্বের মহাদান্যতা ব্যতীত আর কোন কার্য্য নাই। প্রেমভাণ্ডারস্বরূপ অধোক্ষজ, অচিন্ত্য ও দুরধিগম্য শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পূর্ব্বেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই ভাণ্ডার দুর্ভেদ্য দ্বাররুদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যাবতারে পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভগ্ন করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত প্রেম লণ্ঠন করিলেন। যতই প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইতে থাকিল, অপ্রাকৃত-প্রেমের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাহা ততই উত্তরোত্তর পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া প্রেমাস্বাদনকারিগণের লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসবন্যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া ফেলিল, তাহাতে বদ্ধ জীব কুলের কৃষ্ণদাস্যে-বিস্মৃতি-রূপ অবিদ্যাবন্ধন-বীজ নষ্ট হইয়া গেল। কেবল অপরাধী, মায়াবাদী, কর্ম্মজড়, কুতার্কিক, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দুক, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত অন্যান্যদেবতার সাম্যব্যাখ্যানকারী পাষণ্ড এবং যে সকল পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া নির্ণয় করে—এই কয়েক শ্রেণীর চতুরশ্বস্য ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হইল। ইহাদেরও মঙ্গলের জন্য-পঞ্চতত্ত্বের পরতত্ত্ব ঔদার্য্যময় লীলাবৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনার্থে সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার-পূর্ব্বক ঐ সকল বঞ্চিত-দলকেও উদ্ধার করিলেন।

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥ মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন। দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥ নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে। তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥ আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন। গ্রামে গ্রামে কৈল, কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥ সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার। কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥" (চৈঃ চঃ আ ৭। ১৬৩-১৬৭।) এই পঞ্চতত্ত্বের মহাবদান্য-লীলানুবৃত্তি আবার ষষ্ঠতত্ত্ব শ্রীমহান্ত-গুরুতে দর্শন করিতে পারি। শ্রীগুরুদেব জগতে সেই পঞ্চতত্ত্বেরই গীতিগান করিয়া সকল জীবের নিস্তার করেন। শ্রীগুরুদেব আচার্য্যমূর্ত্তিতে পঞ্চতত্ত্বেরই মহাবদান্য-পরিশিষ্টলীলা জগতে প্রকাশ করিতেছেন।

ভক্তভাব :—জড়জগতে অস্থায়িভাবের আদর্শসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্যসিদ্ধ স্থায়িভাব সেবকগণে প্রকাশিত হয়। সেবকের দিক্ হইতে যে ভাব, তাহা ভক্তভাব। আর সেবক হইতে সেব্যের সেবাগ্রহণের জন্য যে নিত্যসিদ্ধ-ভাব, তাহা ভগবদ্ভাব। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভগবানের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি পঞ্চতত্ত্বাত্মক ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌররূপে স্বয়ং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারির সে কিরূপে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়, তাহা তত্তদ্রসের বিভিন্ন ভক্তগণকে জানাইছেন। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য—এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহায় হইয়া নিজ অনুগত ভক্তবৃন্দের নিত্যসিদ্ধভাবের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্য এই দুই ভাবে নিজ অনুগবৃন্দকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত, শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ বিশিষ্ট এক একটি রসে শ্রীকৃষ্ণসেবা

করিয়াছেন। অতএব ভক্তলীলা অঙ্গীকারকারী স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিটি ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। স্বয়ংপ্রকাশ প্রভুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—তিন ভক্তভাব এবং ভক্তাবতার প্রভুতত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দাস্য ও সখ্য—এই দুইটি ভক্তভাব। ইঁহারা তিনজনেই ভগবদ্বস্তু হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর—মহাপ্রভু বা স্বয়ংরূপ এবং দুইজন প্রভু যথাক্রমে স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বাংশ মহাবিষ্ণুর অবতার। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শক্তিতত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব শক্তিমজ্জাতীয় বা বিষয়জাতীয় তত্ত্ব নহেন, তাঁহারা আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপাদি শক্তিতত্ত্বসমূহ মধুররসে কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি রস, মহাপ্রভু বা প্রভুতত্ত্বের ন্যায় একাধিক রস নাই। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের একমাত্র দাস্যরস, তাঁহাদেরও একাধিক রস নহে।

শ্রীবাসাদি বহিরঙ্গ ভক্তমাত্র নহেন। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা মধুররসের মূর্ত্তবিগ্রহ। গদাধর, স্বরূপ, রামানন্দ, শ্রীরূপাদিতে সেই শ্রীরাধিকার অনুরূপ বা অনুগত মধুররস নিত্যসিদ্ধভাবে বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গভক্ত মধ্যে গণনা করা যাইতেছে। আর শ্রীবাসাদির শুদ্ধ দাস্যরস বলিয়া তাঁহারা শুদ্ধভক্তের আদর্শরূপে গণিত হইয়াছেন। মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়তত্ত্ব হইলেও তাঁহারা যথাক্রমে চার, তিন ও দুই 'ভক্তভাব' দেখাইয়াছেন। ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভগবদ্ভাবে ভক্তগণের নিকট হইতে রসাস্বাদনের লীলা অর্থাৎ মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলার আদর্শ প্রকাশ না করায় মহাপ্রভুকে গৌরনাগরী সাজাইবার ভোগবুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ, রামনৃসিংহবরাহাদির রূপপ্রদর্শন প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যাবতারের ভক্তভাবময়-লীলার কথা জানাইয়াছেন। সুতরাং অবতারী স্বয়ংরূপের রাসাদিলীলা বা পারকীয়া রসাস্বাদনলীলা ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলায় প্রকাশিত হয় নাই, তাহা মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলারই বৈশিষ্ট্য। "যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥" "বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য—তিন ভাবময়। সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়॥" "অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞিভক্ত-অবতার কৃষ্ণ অবতারিয়া। কৈলা ভক্তির প্রচার॥ দাস্য, সখ্য,—দুইভাব সহজ তাঁহার। কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার। শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ। নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন॥ পণ্ডিত-গোঁসাঞি আদি যাঁর যেই রস। সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ॥ তিঁহ শ্যাম,—বংশীমুখ, গোপবিলাসী। ইঁহ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী॥ অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি' ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে "প্রাণনাথ করি"॥ (চৈ: চ: আ ১৭)

শ্রীগৌরসুন্দর পারকীয় গোপললনাগণের কামোদ্দীপক শ্যামরূপ বংশীমুখ বা বিলাসিনাগর নহেন। পরন্তু তিনি সেই অপ্রাকৃত কামদেবের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকার স্বাভাবিক গৌররূপ এবং সর্ব্ববিলাসিতাবর্জ্জিত দ্বিজ সন্ন্যাসি-রূপধারী। তাঁহার এই নিত্যরূপের ও নিত্যভাবের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইতেই গৌরকৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিময় অশ্রৌত 'গৌরনাগরী' মতবাদ কল্পিত হয়।

আশ্রয়তত্ত্বগণ যাঁহাদের যেই ভাব, সেই ভাবই পূর্ণ ও সর্ব্বোত্তম—এই উপলব্ধিতে সেই ভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে চারিটি ভক্তভাবের আদর্শ আছে বলিয়া তাঁহার অনুগত ভক্তগণে চারিটি সেবকোচিত নিত্যসিদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীবাসাদিতে দাস্যভাব, শ্রীনিত্যানন্দাদিতে সখ্যভাব। পুরীগোস্বামি প্রভৃতিতে বাৎসল্যভাব, গদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদিতে মধুরভাব। শ্রীনিত্যানন্দে তিনটি ভাব আছে বলিয়া তাঁহার অনুগমণ্ডলীতে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য—এই তিনরসে ভগবৎসেবার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অনুগমণ্ডলীর মধ্যে দাস্য ও সখ্য রস দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শাখায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাতে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ মধুররসে কৃষ্ণসেবার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রজের সখা ও দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দের শিষ্যসূত্রে সখ্যভাব এবং

শ্রীরূপানুগ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর গণে প্রবৃষ্ট হওয়ায় মধুরভাব যুগপৎ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সেবাদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে ঈশ্বরকোটির মধ্যে গণ্য করা হয়। এজন্য তাঁহাতে যুগপৎ একাধিক ভাবের অবস্থান অসম্ভব নহে।

জড়বিশেষরহিত যে শান্তভাব নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণে দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা ভগবদপরাধী অসুরগণ যে প্রস্তরাদি অচেতনগতি লাভ করে, কিন্তু শান্তভাবাপন্ন ভগবদ্ভক্তগণ লীলার অনুকূল। চিন্মাত্রবাদী, মায়াবাবাদী, বা অচিন্মাত্রবাদী বৌদ্ধের প্রাপ্য অবস্থার সহিত শান্তভাবের ভক্তগণের অবস্থাকে সমান মনে করিলে বিশেষ অপরাধে পতিত হইতে হইবে এবং তাহা সিদ্ধান্ত ও যুক্তিসম্মতও নহে। যমুনার জল, যমুনার বালি, কৃষ্ণের হাতের বেত্র, বলদেবের শিঙ্গা প্রভৃতি জড় বা অচিৎ পদার্থ নহে। তাঁহারা চিন্ময় ও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণসেবার অনুকূল। দাস্য-রসে যে মমতা, তাহা শান্তরসে পরিস্ফুট নহে—ইহাই পার্থক্য। কিন্তু মমতা পরিস্ফুট না হইলেও তাঁহারা অখণ্ড-কালে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবার আনুকুল্য বিধান করিতেছেন। তাঁহাদের পদবী অত উন্নত বলিয়াই ব্রহ্মা-উদ্ধবাদি ব্রজে তৃণগুল্মলতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। "যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-পদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণ-রেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।" শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ব্রজবিলাসস্তবে বলিয়াছেন—"গোষ্ঠে যাহা কিছু তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গাদি, তৎসমস্তই সর্ব্বানন্দময়, মুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার লীলার বিশেষ অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মা উদ্ধবাদির প্রার্থনাতে ইহা পুনঃপুনঃ সুস্পষ্টভাবে, প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি তৎসমস্ত বস্তুর বন্দনা করি।

গোলোকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাব এবং বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য—এই আড়াই প্রকার রস আছে। সখ্যের দুইটি ভাগ—একটি গৌরব সখ্য, অপরটি বিশ্রম্ভ সখ্য। গৌরব সখ্যে সখা ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ বা নিজ উচ্ছিষ্টাদি প্রদান করিতে পারেন না—গৌরব বুদ্ধিতে সখ্যভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এজন্য সখ্যের উত্তরার্দ্ধ একমাত্র গোলোক বা ব্রজেই দেখা যায়। বৈকুণ্ঠের সখাগণে তাহা নাই। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর সখা প্রভৃতি বলায় বা তাঁহার দ্বারা সারথ্য করায় অর্জ্জুনের অপরাধ হইয়াছে—বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজের সখাগণের কৃষ্ণের প্রতি সেরূপ গৌরবভাব উদিত হয় না। বৈকুণ্ঠের শান্ত-দাস্য হইতে ব্রজের শান্ত-দাস্যের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজের শান্ত-দাস্য অধিকতর চমৎকারিতাময় ও ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন। নারায়ণের বহু ঐশ্বর্য্য আছে দেখিয়া বৈকুণ্ঠের দাসগণ নারায়ণের দাস্যে আকৃষ্ট। কিন্তু গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের গোধনের সেবা ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য-বিহীন সেবাকার্য্যে রক্তক পত্রক চিত্রকাদি ব্রজস্থ দাসগণের কৃষ্ণদাস্যে স্বাভাবিক অনুরাগ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যহীন ব্যক্তিত্বই আকর্ষক—অন্য কিছু নহে।

বৈকুণ্ঠ ও গোলকে কিম্বা ব্রজের মধ্যেই বিভিন্ন রসের ও ভাবের যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তত্তদ-রসিকগণের প্রত্যেকের নিকটই পূর্ণ। কেবল তটস্থ হইয়া বিচার করিলে অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তারতম্যের অনুভব হয়। বৈকুণ্ঠে অপ্রাকৃত দেহের নাভির ঊর্দ্ধদেশ হইতে উন্নতাঙ্গের দ্বারা নারায়ণের সেবা এবং ব্রজে অপ্রাকৃত দেহের নাভির নিম্নাঙ্গ প্রদেশের দ্বারাও সেবা অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনখকেশাগ্র সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবার বৈশিষ্ট্য-বিচার থাকিলেও ইহা মনে করিতে হইবে না যে, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ নাভির নিম্নদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ নিজের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যেখানে কুণ্ঠ-ধর্ম্ম বিগত হইয়াছে, সেখানে আত্মভোগের কোন কথা নাই। তবে বৈকুণ্ঠের সেবকগণের মর্য্যাদা-বিচারের মধ্যে নিম্নাঙ্গের দ্বারা সেবার আদর্শ প্রকাশিত নহে। যাহারা জড়মায়াবদ্ধ কর্ম্মফলবাধ্য জীব, তাহাদের জন্যই বৈকুণ্ঠস্থ সেবকগণ নিম্নাঙ্গের দ্বারা বা সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আত্ম-

ভোগের আদর্শ কুণ্ঠরাজ্যে সংরক্ষিত করিয়াছেন। যাহারা স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া গোলোকের স্বরূপের অবস্থান বিদিত নহে, তাহারাই সর্ব্বাঙ্গকে মায়িক জগতের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

শ্রী,ভূ ওলীলা শক্তি—ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পরতত্ত্ববস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—'শ্রী'শক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—'ভূ'শক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—নীলা (লীলা)-শক্তি, 'ইঁহাকেই' দুর্গাশক্তি' বলে, ইনি জগতের আধারস্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্ত্তমানা। অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণে কৈমুতিক-ন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বব্রজেন্দ্রনন্দন; সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। অংশী-কৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু বলিয়া ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে শ্রী,ভূ ও নীলা শক্তির প্রত্যেকের দুইটি করিয়া হস্ত প্রকাশিত হইলে, ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দান করেন; কখন বা শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের (পরাবস্থা ত্রয়ের) দুইটি দুইটি করিয়া ভুজ মিলিত হইলে তিনি ষড়্‌ভুজরূপে প্রতিভাত হন।

লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন যে,—যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী, এই দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী' নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরনারায়ণের সেবিকা-স্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—ভূশক্তিস্বরূপিণী। গৌরগণোদ্দেশে,—পূর্ব্বে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে 'রাজ-পণ্ডিত সনাতন' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'ভূ'-স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজী ইঁহারই কন্যা। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' কবিকর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা, সহচরী, পরমেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌর-সুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ গয়া গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে;—যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণু-খট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষলীলায় তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্য্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ-বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া "গোপী" "গোপী" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। তিনি ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জগতের দ্বারে-দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণেরই বিগ্রহ। তাঁহার অন্তর ও বাহির সর্ব্ব-তোভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত ও কান্তিদ্বারা আবৃত। পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী সেই বৃষভানুনন্দিনীর

ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্ত্তমান, আর শ্রীদাম গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত। গৌরগণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায়—"রাধাভাব-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা, স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীগদাধররূপে প্রকাশিত এবং তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীদাম গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।" এইরূপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর-পণ্ডিত তৎ সহ সম্ভোগরতা। শ্রীগৌরসুন্দরও এস্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মত্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভরসের সহায়-কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে মত্ত। তবে যে গৌর-গদাধরের ভজনপ্রণালী রহিয়াছে বা গদাধরকে 'শক্তিতত্ত্ব' এবং গৌরসুন্দরকে 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই শ্রীরাধিকারই ভাবপ্রকাশ বা কায়ব্যূহ-স্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত কিছু শ্রীমতীর দেহ লইয়া প্রকাশিত হন নাই; কিন্তু তিনি আশ্রয়-জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাবরূপিণী। বিপ্রলম্ভ-লীলা ও সম্ভোগলীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ দোষ হইতেই গৌরনাগরী-বাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর সাধারণ মনুষ্যমাত্র নহেন। তিনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে উপাসিত হন। শ্রীগৌর-সুন্দরের বাৎসল্যরসের সেবকগণ শ্রীশচীজগন্নাথের আনুগত্য করিবেন। তাঁহারা নন্দ-যশোদার অভিন্ন-মূর্ত্তি। তাঁহাদের বাৎসল্যরসে আবদ্ধ হইয়া গৌরসুন্দর তাঁহাদের নিত্যপুত্ররূপে বিরাজিত। বাৎসল্যরসের সেবক শুদ্ধজীব স্বরূপসিদ্ধিতে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সাহায্যকারী। শ্রীগৌরসুন্দরের পুত্র-বিচারে তাঁহার সেবকগণ অবস্থিত। শ্রীখণ্ড-বাসী শ্রীরঘুনন্দন পুত্র, তাঁহার পিতা শ্রীমুকুন্দ; কিন্তু শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দনকেই পিতৃরূপে 'গুরু'-বুদ্ধি করিতেন। শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনরহরিঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। বীরভদ্রপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র। ইঁহাদের বাৎসল্য রস। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ রসাশ্রিত ছিলেন। তিনি সম্ভোগরস বিগ্রহ নহেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কেহই শ্রীগৌরসুন্দরকে সম্ভোগ দৃষ্টিতে দর্শন করেন না, যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিচারে অবস্থিত। প্রাকৃতসহজিয়াগণ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কোন কোন অংশের অর্থ বিকৃত করিয়া গৌরনাগরী মতের সমর্থন কল্পনা করে। শ্রীগৌরসুন্দর কখনও নাগর নহেন। একপত্নী থাকাকালে তিনি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আনুগত্যেও সম্ভোগ বিচার নাই। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীগৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত মৌন ব্যবহার করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ বলিয়া তাঁহার শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা কৃষ্ণজ্ঞানে গৌরসুন্দরকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পারকীয়া মধুররসের আশ্রয় বিগ্রহ বিচার করিলে গৌরনাগরী বাদ হইয়া পড়ে। গৌরনাগরীমত কোনপ্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাধারণ পতিপত্নীরূপে দর্শন করিতে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগৎগুরু বা আচার্য্যের কার্য্য করিতে বসিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার বক্তা বা গৌরবরসাশ্রিত সেবিকাভিমানী তত্ত্ব। সেবিকাভিমানী গৌরবরসাশ্রিতার সঙ্গে আচার্য্যাভিনয়কারীর পতি-পত্নী সম্বন্ধ হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু। তিনি বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত হইয়া রাধা-দাস্যের মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য—বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাদাস্যের মধ্যে আত্মসম্ভোগের কোন কথা নাই। মাথুর বিরহের—বিপ্র-লম্ভের পূর্ণমাত্রা শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকাশিত। শ্রীরাধানুগত্যে পরিপূর্ণ প্রেমের কথা বর্ত্তমান, কামগন্ধের লেশও সেখানে নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সম্ভোগবিচারে অবস্থিত। সম্ভোগে প্রেম-বৈচিত্ত্য আছে। কিন্তু শ্রীরাধারাণী

কেবল সম্ভোগময়ী নহেন —নিত্যবিপ্রলম্ভময়ীও। আট প্রকার নায়িকার বিপ্রলম্ভভাবসমূহ পূর্ণমাত্রায় শ্রীবার্ষভানবীতে অবস্থিত। অধিরূঢ় মহাভাব, মোহন-মাদন প্রভৃতি অবস্থা শ্রীরাধার কায়ব্যূহ ললিতা বিশাখা প্রভৃতিতেও নাই। সম্ভোগ বিচারে কৃষ্ণই প্রাপ্য বিষয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বয়ংরূপা শ্রীরাধারাণী নহেন। তিনি ভূশক্তি নারায়ণী,—শ্রীবার্ষভানবীর অংশ ও কিঙ্করী, শ্রীরাধিকাকে তাঁহার অংশও কিঙ্করীগণ সেবা করেন। শ্রীরাধিকাতে পূর্ণ বিপ্রলম্ভ বিরাজিত। কিঙ্করী কখনও নিজে সেবাগ্রহণ বা সেব্যের সাক্ষাৎ সম্ভোগ-সেবা দ্বারা সুখিনী হইবার চেষ্টা করেন না। বার্ষভানবীর অনুগতা কিঙ্করীদের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই। যেহেতু "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।" ভাবরাজ্যের নিগূঢ় কথা বদ্ধাবস্থায় বুঝিতে গেলে প্রাকৃতসহজিয়া গিরি উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাল করিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণবানুগত্যে বিচার করিতে হইবে নতুবা রসাভাস ও তত্ত্বভ্রম হইতে পূর্ব্বে যে প্রকার ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, পরবর্ত্তিকালেও উহার সংখ্যা বাড়িবে। শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা বিকৃতভাবে বা অকালপক্কাবস্থায় গ্রহণ করিতে গিয়া —যে ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় হইয়াছে, ইহাদের দ্বারাই জগতে যত জঞ্জাল ও অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। অপসম্প্রদায়গুলি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। বদ্ধাবস্থাসাম্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতে সম্ভোগের বিচার আরোপ করিলে জীবের অধঃপতন হইবে। কাম—নরকগমনের হেতু। শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্যে সম্ভোগের কোন বিচার নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের নামে ভোগবুদ্ধি বরণকারীদের নরক গমন হইবে। 'আমি পুরুষ, কি স্ত্রী'—এইরূপ অনাত্ম বিচার হইতে সম্ভোগের বিচার উত্থিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেবকে দ্বিপদ মনুষ্য মাত্র মনে করিলে কোনও সুবিধা হইবে না, কেবল অমঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুদেব পরম সম্ভ্রমের বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে জগদ্গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। আচার্য্যকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা বা হিংসা করিতে নাই। শ্রীগুরুদেবের নিত্যবসতি গোলোক-বৃন্দাবনে। জড়জগতে তিনি বিপ্রলম্ভ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। গোলোকে তাঁহার সখ্য প্রার্থনীয়। কোনও গৌরভক্ত মহাজনই মহাপ্রভুকে মধুররসে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে উপাসনা করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের মধুররসাশ্রিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌর-গদাধর যুগলরূপে তাঁহার উপাসনা করেন। সখ্য ও বাৎসল্যরসের ভক্তগণের উপাস্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন অপেক্ষা মধুর রসে শ্রীগৌরগদাধরের ভজন অধিকতর শ্রেষ্ঠ। মধুররসে শ্রীগৌরগদাধরের উপাসনা যে মহাজনানুমোদিত, তাহা সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। এখনও পর্য্যন্ত চাঁপাহাটী বিজবাণীনাথালয়ে, গোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ও পুরী টোটাগোপীনাথে শ্রীগৌরগদাধরের সেবা বর্ত্তমান।

বর্ত্তমানে পুরী ও নবদ্বীপে সহজিয়া ও সখীভেকীরা ধর্ম্মের নামে উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছে। উহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ও হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে। অধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের যুগে যুগে আবির্ভাব। ভগবান্ কখনও কখনও তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট 'কোনও মহাজনকে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন। কলির প্রাবল্যে ভণ্ড সকল ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ করিয়া উৎপাত সৃষ্টি করিবে,—পাষণ্ড জীব শূদ্র থাকিয়াও নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। যিনি নিজকে ব্রাহ্মণ বলেন, তিনিই ব্রাহ্মণ-ব্রুব ; 'আত্মানাং ব্রাহ্মণং ব্রবীতীতি—ব্রাহ্মণ-ব্রুবঃ। ভক্তমাত্রই ব্রাহ্মণ, কিন্তু বৈষ্ণবেরা নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন না।

শ্রীগুরু—নাম-মন্ত্র-বিক্রয়কারি ব্যক্তিগণ শূদ্র অর্থাৎ শোক-ধর্ম্মে অবস্থিত। নিজেকে 'গুরু' বলিয়া পরিচয় দেওয়া অবৈষ্ণবের কাজ। শূদ্র-প্রতিগ্রহকারি ব্যক্তি পতিত। ইন্দ্রিয়তর্পনোদ্দেশ্যে শিষ্যের দ্রব্য গ্রহণকারী ব্যক্তিকে উহার মলমূত্রগ্রাহী বলিয়া জানিতে হইবে। গুরুদেব শিষ্যের এককপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। তিনি শিষ্যকে দিয়া কৃষ্ণের সেবা করাইয়া থাকেন। অহং ব্রহ্মাস্মি বা আমি গুরু, আমি প্রভু"—এই বিচারে লোক

বাটপাড় বা বঞ্চক হইয়া পড়ে। সাবধান, কখনও গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না ; কায়মনোবাক্যে অনুসরণ কর। গুর্ব্ববজ্ঞাকারী আউল-বাউলদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। শাস্ত্রবাণী এই যে—'সর্ব্বস্ব গুরবে দদ্যাৎ'। অসৎব্যক্তিকে কখনও 'গুরু' বলিবেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন। "বন্দে গুরুনীশভক্তা-নীশমীশাবতারকান্। তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥" প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাইলে এবং নিজে অনুগমন করিলে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতালাভ হয়। শ্রীগুরুদ্বয়, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশ-প্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশতত্ব—ইহাদের সকলেরই কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞা। অতএব গৌরপার্ষদ শ্রীগুরুদেবে কখনও মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে নাই। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—"যে ব্যক্তি পুজারবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি, এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বে কর্ম্মফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন—(গৌঃগঃ ১১৯), গোপীনাথ আচার্য্য, যিনি কর্ম্মবিধাতা ব্রহ্মা ছিলেন (গৌঃ গঃ ৭৫), তাঁহাদিগকে 'সাধনসিদ্ধ' বলা যায়। প্রভুপার্ষদবিচারে তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। মুক্তাবস্থায় সেবাপরতাই নিত্যসিদ্ধের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে প্রাপঞ্চিকচক্ষে ,বিদ্দর্শনে সাধনসিদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে। ঠাকুর হরিদাসে প্রহ্লাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। গৌরগণোদ্দেশ (৯৩ সংখ্যা) বলিয়াছেন,—ঋচিক মুনির পুত্র মহাতপাঃ ব্রহ্মা প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তিনিই ঠাকুর হরিদাস। শ্রীচৈতন্য-চরিত-গ্রন্থে শ্রীমুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে,—উক্ত মুনিপুত্র তুলসী-পত্র আহরণপূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন। তিনি এখন পরম ভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যাঁহারা নিত্যকাল হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ, আর যাঁহারা নিত্যবহির্ম্মুখ, পরন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় সেবোন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনসিদ্ধ। প্রহ্লাদ নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। জয়-বিজয়ই গৌরাবতারে জগাই-মাধাইরূপে অবতীর্ণ হন (গৌঃ গঃ ১১৫)। তটস্থলীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধই বলা যাইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভ ভাবের সহায়ক, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। যাঁহারা গৌরমনোঽভীষ্টের পুরণকারী, তাঁহারাই গৌরাঙ্গের সঙ্গী। যাঁহারা নিত্যকাল গৌরসেবার জন্য গৌরাঙ্গের নিকট অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী'। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' দক্ষিণদেশে প্রচারকালে গ্রামের পর গ্রামের সকল লোককে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টপুরণকার্য্যে সতত নিযুক্ত হন নাই, অর্থাৎ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ করেন নাই, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে 'গৌরাঙ্গের সঙ্গী' বলা যাইতে পারে? 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে গমন করেন যিনি, তাঁহাকেই 'সঙ্গী' বলে। যাঁহারা অনুক্ষণ সঙ্গ করিলেন না, তাঁহাদিগকে 'সঙ্গী' বলা যায় না, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'ভক্ত' হইতে পারেন। 'সঙ্গী' অর্থে 'পার্ষদ'। আবার ঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আবির্ভূত না হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সঙ্গী' ; কারণ, তিনি শ্রীমন্মহা-প্রভুর মনোঽভীষ্টই পূর্ণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি নিত্যকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মত্ত—মহাপ্রভুর হৃদ্‌গত ভাবে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভ-ভাবের পরিপোষ্টা। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় 'নিত্যসিদ্ধ'।

ব্যতিরেক ভাব—গোলোক শুদ্ধ চিন্ময়ধাম। তথায় প্রপঞ্চের কোনও হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নাই। সুতরাং তথায় হিংসা ও রক্তপাতাদি কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না। তবে লীলা-পুষ্টির জন্য সেইস্থানে তত্ত্বদ্ব্যতিরেক অবস্থাগুলির আকার ভাবরূপে বর্ত্তমান। নন্দ-যশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণসেবকগণের হৃদয়ে

অনুকূল কৃষ্ণসেবোৎকর্ষ নবনবায়মানভাবে বর্দ্ধন করিবার জন্য কংস প্রভৃতির অস্তিত্বের একটি মূলভাব মাত্র তথায় বর্ত্তমান আছে ; পরন্তু উহা ভৌমলীলার ন্যায় স্থূলগত বাস্তব স্বরূপে তথায় নাই। জগাই মাধাইয়ের ভাবও তদ্রূপ।

সীতাদেবী—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁহার পত্নী—সীতাদেবী। সীতাদেবী অচ্যুতানন্দের জননী। অচ্যুতানন্দ অচ্যুতের উপাদান-কারণ হইতে 'অচ্যুতানন্দ' নামক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগৃহীত পাত্র। অচ্যুতানন্দ প্রচার করিয়াছেন—"শুক্রশোণিতজাত দেহ আমি নই ; পিতামাতা পুত্র বলিয়া যে জিনিষটা গ্রহণ করেন তাহা আমার স্বরূপ নহে।" বৈষ্ণবগৃহিণীগণ ঈশ্বরী।

শ্রীগৌরশক্তি ও শ্রীভক্তি বিনোদ

লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্যপত্নী ও ভগবান্—লক্ষ্মীর নিত্যপতি ; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্য-প্রীতি আছে, তাহা সাহজিক। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতিও সাহজিক। "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনাম-প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্যক্তিই গৌরভক্ত বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে পারেন না। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত দলাদলি করেন, তাঁহাদের ভক্তির সহিত দলাদলি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌর-গদাধরে শ্রীরাধা-মাধব দর্শন করিতেন যথা—"হা হা মোর গৌরকিশোর! কবে দয়া করি,' শ্রীগোদ্রুম বনে, দেখা দিবে মনচোর।। আনন্দ-সুখদ, কুঞ্জের ভিতরে, গদাধরে বামে করি'। কাঞ্চন বরণ, চাঁচর-চিকুর, নটন সুবেশ ধরি'।। দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব, রূপেতে করিবে আলা। সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন, গলেতে মোহন মালা।। অনঙ্গ মঞ্জরী, সদয় হইয়া, এ দাসী-করেতে ধরি'। দুঁহে নিবেদিবে, দোঁহার মাধুরী, হেরিব নয়ন ভরি ।।" (কল্যাণ কল্পতরু)

স্বরূপগোস্বামী—ললিতাদেবী, তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রীদাস গোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন। স্বরূপ গোস্বামী গীত-শাস্ত্রে ও সাধারণ শাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গান-বিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই 'দামোদর' নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর' নাম-সহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'দামোদর স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মধুর রসের ঐকান্তিক নামাশ্রিতগণের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু। যথা—"শ্রীরূপ গোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে, শিক্ষা দিল মোর কানে। জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল, রতি পাবে নাম-গানে।। (ভজন লালসা ৯, শঃ)

গৌরশক্তি শ্রীরূপের তত্ত্ব—শ্রীরূপ মঞ্জরী, সঙ্গে যাব কবে, রসসেবা-শিক্ষা তরে। তদনুগা হ'য়ে, রাধাকুণ্ড-তটে, রহিব হর্ষিতান্তরে ।। (শ্রীরূপানুগ ভজন দর্পণ, গীতি :)।

লোক—"মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা, কৃষ্ণগণ ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয় পীঠে স্বরূপ-ব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান ; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন ; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে

যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বন-পূর্ব্বক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম রহস্য। (জৈঃ ধঃ ১৭ অঃ)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন; তাঁহার দ্বারাই তিনি সেই বিষয়ে নিজ-শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীল দাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন, শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধী ভক্তি এবং বৈধীভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন। ঐশ্বর্য্যমিশ্র শ্রীনারায়ণ-দাস্যরস ও মাধুর্য্য-মূলক কৃষ্ণদাস্য-রসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন।

ছয় গোস্বামী

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পুরণ।।
এই ছয় গোসাঞি যাঁ'র মুঞি তাঁ'র দাস। তা'সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস।।
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস। রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।।

—ঠাকুর নরোত্তম

কর্ম্মী, জ্ঞানীও মিছা ভক্তগণ ব্রজজনের প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট। কর্ম্মীর চিন্তাস্রোত এই বহির্জ্জগতে এতদূর আবদ্ধ যে, তাঁহার কর্ম্মজড়ীকৃতমতি ব্রজজনের অপ্রাকৃত কথা গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র যোগ্যতা সঞ্চয় করে নাই। অসুরভাবাশ্রিত অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য চিদ্বিলাস ও তাঁহাদের নিত্য স্বরূপকে অসুর প্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া আক্রমণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাঁহারা ব্রজজন ষড়্গোস্বামীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা 'ছয় গোস্বামী'র পদাঙ্কিত পথকে সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রদায়বিশেষের অন্ধবিশ্বাসজনিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও অর্থবাদ প্রভৃতি কল্পনা করে। আর এক শ্রেণীর লোক 'মিছাভক্ত' নামে খ্যাত। তাহারা ভক্তের অভিনয় করিয়া ভক্তবেশে পাষণ্ডতা করে, লোকদেখান তিলকমালা, দণ্ডবৎ, কপটদৈন্য, গোস্বামীগণের কথা ও গান, জয়গান প্রভৃতি অনুকরণ করিয়াও প্রাকৃত বুদ্ধি পূর্ণ মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দভজনের ছল প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করেও এবং অপরাধ সঞ্চয় করে। মিছাভক্তসম্প্রদায় বেষোপজীবিকা, কপট অশ্রুমোচন, নিসর্গপিচ্ছিল ভাবপ্রবণতা, ব্যাভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতিকে রূপানুগত্ব; কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের পদলেহনকে "ছয় গোস্বামী" প্রদর্শিত পথ বলিয়া মনে করে। তাহারা কখনও 'ষড়্ গোস্বামীর" অপ্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। ইহারা সকলেই ষড়্গোস্বামীর প্রতিকুলাচরণকারী।

'ষড়্গোস্বামীর' সকলেই ব্রজপরিকর। তাঁহারা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারের জন্য এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা-

গোবিন্দ-পাদপদ্মে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের চরণারবিন্দে যাঁহাদের মানসভৃঙ্গ নিত্যকাল সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই সকল নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধরূপানুগ-সাধুজন ব্যতীত 'ষড়্গোস্বামীর' মহত্ত্ব বা প্রচারিত মত প্রাকৃত-অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই বুঝিতে পারিবে না।

'ষড়্গোস্বামীর' এক একজন "সর্ব্বগুণখনি" শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর এক একটী মূর্তিমান্ অপ্রাকৃত গুণ-স্বরূপ। বৃষভানুরাজকুমারীই তাঁহাদের ঈশ্বরী, তাই, তাঁহারা মদনমোহন হইতেও নিজ ঈশ্বরী মদনমোহনমোহিনীর প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাযুক্ত। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুই এই ষড়্গোস্বামীর অগ্রণী; তিনি ব্রজলীলায় "শ্রীরূপমঞ্জরী" এই শ্রীরূপই সর্ব্বশোভার আকরস্বরূপা "পরমা সুন্দরী" শ্রীমতী রাধিকার মূর্তিমতী শোভাস্বরূপিণী। রূপই চিদ্বিলাসের মূল, রসোৎপাদনের মূল। সর্ব্ববিধ গুণের মধ্যে প্রথমে আত্মা অপ্রাকৃত রূপের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। চিদ্বিলাসরাজ্যের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন-স্বরূপ এই জগতেও আমরা তাহার সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। চিদ্বিলাসধামে আত্মাকে সর্ব্বপ্রথমে রূপই সেবায় আকর্ষণ করেন। তাই, সেবারাজ্যে প্রবেশার্থীর প্রথমেই শ্রীরূপের আনুগত্য আবশ্যক।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রজলীলায় 'লবঙ্গ-মঞ্জরী'। 'লবঙ্গ' দেব-কুসুমবিশেষ; শ্রীল সনাতন প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সৌরভ ও হৃদয়ের কোমলতা স্বরূপ। তিনি সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া সর্ব্বজীবকে শ্রীমতীর পাদপদ্ম-সৌরভে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে 'পরদুঃখদুঃখী' বলিয়াছেন। জীবাত্মাকে শ্রীরাধাগোবিন্দের-পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় বড়ই দয়ার্দ্র।

শ্রীল **গোপাল ভট্ট** গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্তিমান্-'গুণ'-স্বরূপ। শ্রীল **রঘুনাথ ভট্ট** গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্তিমান্ 'অনুরাগ'-স্বরূপ। শ্রীল **রঘুনাথ** দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্তিমতী 'রতি'-স্বরূপ। **শ্রীজীবগোস্বামী** প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর 'মূর্তিমান 'বিলাস'-স্বরূপ। শ্রীজীবই জগতে চিন্মাত্রবাদের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করিয়া চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। জীব, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর অনুগত হইলেই চিদ্বিলাস রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল **কবিরাজ** গোস্বামী প্রভু এই "ষড়্গোস্বামী"র অনুগত। তিনি ব্রজলীলায় 'কস্তুরী-মঞ্জরী'। তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসৌগন্ধ্যমুগ্ধ হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এই কবিরাজ গোস্বামীর অনুগত ঠাকুর **নরোত্তম**। নরোত্তমের অনুগত রসিক-চূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের অনুগত বলদেব ও জগন্নাথ। জগন্নাথের অনুগত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মহাভাগবতবর পরমহংস শ্রীল গৌর-কিশোর। গৌরকিশোরের অনুগত শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস।—এইরূপ ভাবে রূপানুগ বা ষড়্গোস্বামীর মত নির্ম্মল সেবাপর আত্মায় সঞ্চারিত হইয়া শ্রৌতপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেস্থানে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি-স্রোতকে আত্মার নির্ম্মলবৃত্তির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করিবার পরিবর্ত্তে শুক্রশোণিতের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, সেই স্থানে ষড়্গোস্বামীর মতের ব্যভিচার হইবেই হইবে। কারণ, অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত শুক্র-শোণিতের ভিতরে সঞ্চারিত হইতে পারে না। একটী সেবাপর নির্ম্মলাত্মা, যখন অপর একটী সেবোন্মুখী নির্ম্মলাত্মায় সেই অপ্রতিহতা অহৈতুকী সহজনির্ম্মল সেবাবৃত্তিটী সঞ্চারিত করিয়া দেন, তখনই শ্রৌতধারায় বাস্তবসত্যটী জগতে প্রকাশিত হইতে পারে। অন্যথা মনোধর্ম্ম। কারণ, শুদ্ধাসেবাপ্রবৃত্তি অন্যাভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত আত্মাব্যতীত জড় বা চিদাভাসে সঞ্চারিত হইতে পারে না। চিদাভাসে যাহা আত্মার বৃত্তি বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা বিবর্ত্ত মাত্র, উহা মনোধর্ম্ম। শ্রৌতপারম্পর্য্যে আত্মবৃত্তির মধ্য দিয়াই জগতে রূপানুগধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরধাম

শ্রীনবদ্বীপ নগর বহুদিন হইতে বঙ্গের পূর্ব্বগৌড়ের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ পাণিনি-কথিত গৌড়পুরের প্রাচীন স্মৃতির ধারায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত নগর। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পালবংশীয় নৃপতিগণ সুবর্ণ বিহারে রাজধানী স্থাপন করেন। শুরবংশীয়গণ শুরডাঙ্গা বা সরডাঙ্গায় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। শ্যেনবংশীয় রাজগণ শ্যেনডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ মায়াপুরে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি বল্লালের ঢিবি বা প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষরূপে বর্ত্তমান। এই বংশের দ্বিতীয় লাক্ষ্মণেয়ের অশীতিবর্ষ কালে বঙ্গের রাজধানীর গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল।

ভাগীরথী-তীরে বহুদিন হইতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপা ঋষিনীতির অভ্যুদয় লক্ষিত হয়। শ্যেনবংশীয় রাজগণের সভায় সেই বিদ্যাপ্রতিভার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সেই সভায় কবিবর শ্রীজয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামক অষ্টাধ্যায়ী গীতিকাব্য রচনা করিয়া শ্যেনবংশীয়গণের অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিভালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দ লেখকের তাৎকালিক অবস্থা হইতে জানা যায় যে, শ্যেনবংশীয় ভূপতিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের দাস্যের পরমোৎকর্ষ আস্বাদনে নিরত ছিলেন। কাহারও মতে, ঋষি-নীতির চরমোৎকর্ষই বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুভক্তির চরমোৎকর্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-সাহিত্য—শাক্তেয় মতবাদের অন্তরায়। গৌড়পুরের ব্রহ্মশোভা রাজশ্রীর দ্বারা পুনঃসম্বর্দ্ধিত হইয়া যে বিষ্ণুভক্তির প্রবল উৎস গীতগোবিন্দে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাসনা-প্রণালী সুষ্ঠুনীতির উপর সম্বর্দ্ধিত, কিন্তু অপাত্রে পড়িয়া উহা বৌদ্ধ-মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রাকৃত-সাহজিকতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।

প্রাচীন গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর কূলে বিস্তৃত হইয়া অনেক গ্রাম-নগরাদির আবাহন করিয়াছে। বিংশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ীয় বিদ্যা-কেন্দ্র ও তীর্থবাসী যাত্রিগণের স্থান দিবার জন্য কোলদ্বীপে সহর নবদ্বীপ বসিয়াছে। অপরাবিদ্যার অনুশীলনে মুগ্ধ হইয়া চিরদিনই দেশবিদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া গৌড়পুরের ক্ষীণালোক-প্রদীপের স্নেহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষ্ণুভক্তির কথায় শ্রীনবদ্বীপের আলোক বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক ও শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি যতিরাজগণ বিষ্ণুভক্তি লাভেচ্ছায় নবদ্বীপে শুভাগমন করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই তাৎকালিক অপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লোকাতীত বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন করেন, তাহাও কালপ্রভাবে অপরাবিদ্যানিপুণ-ভক্তিবিরোধীগণের আস্ফালনে ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছিল। শ্রীগৌর-সুন্দরের অলৌকিক ন্যায়শাস্ত্রাধিকার বৈদিক বেদান্তমূলে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে নব্যন্যায়ের চাঞ্চল্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের দিকে যাইতেছিল। আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে হরিহর বন্দোপাধ্যায়-তনয়ের হস্তে পারমার্থিক দর্শনস্পৃহা প্রাকৃতসাহজিক ধর্ম্মে পরবর্ত্তিকালে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতের অধস্তনসূত্রে রাধামোহন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টার সহায়তা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপবাসিগণ অপরা বিদ্যার মহিমায় পরাবিদ্যাকে আচ্ছাদিত করিবার প্রয়াস করিলেও পরাবিদ্যার আদিপথিক শ্রীরাধাগোবিন্দোপাসক গৌড়ীয় সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথমপুরুষরূপে শ্রীমায়াপুরের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই শোভাবর্দ্ধনকারীর বিদ্যাপীঠে আচার্য্য-মন্দিরে পরাবিদ্যাপীঠ পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে। উহা পৃথুকুণ্ডতীরে ব্রহ্মারযজ্ঞস্থলী অন্তর্দ্বীপে অবস্থিত। শ্রীভক্তিরত্নাকরে এই পৌরাণিক আখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ কখনই কোলদ্বীপ বা মোদদ্রুম দ্বীপের অংশবিশেষে পরিণত হইতে পারে না। ইহা শ্যেনবংশীয় রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত। পৌঢ়ামায়া ভাগীরথীর অপরকূলে বাস করিয়া হরিবিমুখ দেবানন্দাদি পণ্ডিতের দ্বারা পরমার্থ-বিচারের প্রতিকূল আচরণ করিয়া পরে অপরাধ-ক্ষমাপণের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। প্রৌঢ়ামায়া মায়াহত হইয়া প্রৌঢ়া-শব্দের পরিবর্ত্তে 'পোড়া' বা 'বিদগ্ধ' শব্দে অভিহিত হইতেছেন।

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-পরিকরগণের মধ্যে—গোস্বামিগণের মধ্যে সকলেই বা অনেকেই ভৌম-ব্রজমণ্ডলে ভজন-লীলা আবিষ্কার করিয়া ব্রজধামের মাহাত্ম্যই বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।" গীতিমুখে গৌড়মণ্ডলের মাহাত্ম্য ও বৃন্দাবন হইতে অভিন্নত্বের আভাস প্রদান করিলেও তাঁহার 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র 'সাধক'-দেহোচিত শ্রীবৃন্দাবন লালসার মধ্যে ভৌম-বৃন্দাবন বাসের বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়-মণ্ডল হইতে ভৌমব্রজমণ্ডলে অধিকতর সুবিধা হইবে মনে করিয়া যাঁহারা বিপ্রলম্ভ চেষ্টার উৎকর্ষ বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুকরণে তৎপর হন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ ভাবময় প্রেমের পরিবর্ত্তে কামের রাজ্যে পতিত হইয়া নানাপ্রকার জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করেন। অনর্থযুক্তের যোগ্যতায় ঔদার্য্য বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর, তদভিন্ন শ্রীনাম এবং শ্রীধাম যে অধিকতর কৃপাময়—ইহা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ আচার-প্রচার-মুখে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন বাসের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"শীঘ্র আসিহ, তাহা না রহিও চিরকাল।" জড়সম্ভোগোন্মুখ অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের জন্যই মহাবদান্য ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে তাঁহার নাম, ধাম, অর্চ্চা ও বিপ্রলম্ভ-ভজনলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ঔদার্য্যধাম গৌরবনেই বৃন্দাবন উপলব্ধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিখাইয়াছে—'মাথুর মণ্ডলে ষোলক্রোশ বৃন্দাবন। গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক নয়ন॥ একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়। প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধধামদ্বয়॥' "গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী।" নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড-তত্ত্ব; কেবল প্রেমবৈচিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।

'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। 'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপে' তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। "ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়। মায়া-মুক্ত-চক্ষে তাহা মায়াপুর ভায়॥ সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন। যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়। নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়॥ জগন্নাথমিশ্রগৃহ পরম পাবন। মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥ মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার। জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর॥ মায়া কৃপাকরি' জাল উঠায় যখন। আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥" (নঃ ভাঃ তঃ ১১)। গৌরধামের ঔদার্য্য :—"নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়। নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয়॥ অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন। নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥ তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই। অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য নিতাই॥" (নঃ মাঃ ১ অঃ)। গোদ্রুমকে অভিন্ন নন্দীশ্বর বলিয়াছেন "গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস। যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস॥ পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্য দ্রব্য খাই'। গোপসনে গোচরণ করেন নিমাই॥" (নঃ মাঃ ৪৪)। গোদ্রুম বাস-লালসা—"নাহি চাই কাশী-বাস, গয়া-পিণ্ডদান। মুক্তি শুক্তিসম ত্যাজি, কিবা বর্গ আন॥ রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে? শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে॥ (নঃ শঃ ১০০)। কোলদ্বীপ—কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে। দেহ' নবদ্বীপবাস ভক্তজন-সনে॥ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ' অধিকার। জীবনে-মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার।" (নঃ ভাঃ তঃ ৭৫)॥ বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ' বলিয়া যে স্থানটী পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপরপারস্থ তৎকালের কুলিয়া-গ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধ-ভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যা-নগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে যাইতে মূল ভাগিরথী পার

হইতে হইত। অত্যাপি ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তখনকার কুলিয়া-গ্রামে 'চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি পল্লী এবং 'কুলিয়ার গঞ্জ' যাহাকে 'কোলের গঞ্জ' এখনও বলে, সেই সমস্ত ভূমিতে তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশ আছে।" (অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১।১৫১)।

চম্পাহট্ট সম্বন্ধে—চম্পাহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন। চম্পকলতা করে যথা কুসুম চয়ন॥ নবদ্বীপে শ্রীখদির-বন সেই গ্রাম। ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম।।" (নঃ ভাঃ তঃ ৭৮)

মোদদ্রুমের সম্বন্ধে—মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডির হয় একতত্ত্ব। যথা পশু-পক্ষিগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব।।" নঃ ভাঃ তঃ ১১০।

মধ্যদ্বীপ সম্বন্ধে—"শ্রীগৌরাঙ্গ গণ-সহ মধ্যাহ্ন সময়ে। ভ্রমেন এসব বনে প্রেমমত্ত হ'য়ে।। ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত বলিয়া। নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আস্বাদিয়া।। আমি কবে একাকী বা ভক্তজন-সঙ্গে। ভাসিব চৈতন্য-প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে।। মধ্যাহ্নে ভ্রমির মধ্যদ্বীপ বনচয়ে। প্রভুভাব বিভাবিয়া আকিঞ্চন হ'য়ে।।" (নঃ ভাঃ তঃ ৫৭-৫৮) সার্ব্বভৌমের স্থান শ্রীবিদ্যানগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলীয় চিত্তবৃত্তির অনুসরণে তাঁহার চিত্তে কুরুক্ষেত্রের উত্তরার্দ্ধ-লীলারস্মরণে গাহিয়াছেন—কবে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া রব। বিদ্যাবাচস্পতি দ্বারে দেখিয়া বৈভব।। কতক্ষণে কৃপাকরি' প্রভু যতীশ্বর। হইবে প্রাসাদোপরি নয়ন-গোচর।। দেখিয়া কনককান্তি সন্ন্যাস মূরতি। ভূমে পড়ি' বিলোকিব করিয়া আকূতি।। দ্বারকায় রাজবেশ শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া। কাঁদিল যেমন গোপী যমুনা স্মরিয়া।। আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে। যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে।। যথায় চাঁচরকেশ ত্রিকচ্ছ-বসনে। ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে।। সেই বটে এই যতি, আমি সেই দাস। প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস। তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড তীরে। প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস মন্দিরে।।" (নঃ ভাঃ তঃ ৬৮-৭১)। "একদিন শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার সময় মধ্যাহ্নকালে একাকী কি যেন কি এক অপ্রাকৃতভাবে বিহ্বল হইয়া মধ্যদ্বীপের দিকে ছুটিয়াছিলেন।" শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির ভক্তিবিনোদা দয়াশক্তি পরম করুণা বিস্তারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত স্থায়িভাবোচ্ছাসে নবদ্বীপ বনে বৃন্দাবনীয় যে সকল গূঢ়তম আত্ম-ভজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সকল লীলারত্ন জাগতিক কোহিনূর বা বৈকুণ্ঠের কৌস্তুভ অপেক্ষাও অনন্ত কোটীগুণে মূল্যবান। ঠাকুর গাহিয়াছেন— "ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজকুঞ্জে বসি। ভজিব যুগলধন শ্রীগৌরাঙ্গ শশী। স্বনিয়মে থাকি' রাধাগোবিন্দ ভজিব। রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব।। অনঙ্গ মঞ্জরী-সখী চরণ স্মরিয়া। নিজ সেবানন্দে রব প্রেমেতে ডুবিয়া।।" "নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ। ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন।।" "ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম-কানন। অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলা ধন।। সে লীলা-দর্শনে তুমি যুগলবিলাস। অনায়াসে লভিবে পুরিবে তব আশ।।" "আমি ত স্বানন্দসুখদবাসী। রাধিকামাধবচরণ-দাসী।। দোঁহার মিলনে আনন্দ করি। দোঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি।।" ইত্যাদি "গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে। মাথুর শ্রীনন্দীশ্বর সমতুলে।। তাঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ-কুটীরে। বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী-তীরে।। তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন—"অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যতীর্থের মানসে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। অনন্যভক্তি-দ্বারা শ্রীরাধামাধবপ্রিয় (লীলাশক্তিরূপ-শ্রীধাম) "নবদ্বীপ-বনই" আমাদিগের নিত্য আশ্রয়স্থল।" কেহ তাঁহাকে অন্যত্র থাকিবার পরামর্শ দিলে তিনি বলিতেন—"আমার সেই পিতা 'পিতা' নহে, সেই মাতা 'মাতা' নহে, সেই বন্ধু 'বন্ধু' নহে, সেই সখা 'সখা' (হিতৈষী) নহে, সেই মিত্র (উপকারক) 'মিত্র' নহে, সেই গুরু 'গুরু' নহে, যে আমার "রাধাবন" শ্রীনবদ্বীপ বাসের প্রতিকূল।" তিনি বলিতেন—"লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব। প্রভৃতি না জানে যাঁর অচিন্ত্য-বৈভব। আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন। যে রস না পায় যাহা তথা সংঘটন॥ সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার। কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা সার॥ চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা

লোভ। মিথ্যাবাক্য, সুহৃর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, ক্ষোভ ।। ত্যজিয়া যে জন করে গৌড়পুরাশ্রয়। বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয় ।।" ঠাকুরের মূল মন্ত্র ছিল—"সেবিলেই নবদ্বীপ, বৃন্দাবন স্ফুরে। নবদ্বীপ সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ।। বৃন্দাবনে বসি যেবা জপে হরি হরি। অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী ।। নবদ্বীপে গৌর, ক্ষমি' অপরাধচয়। পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥ গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি। করস্থিত ব্রজ তার সনাতন-রীতি ।।" তাঁহার সিদ্ধি-লালসা শিক্ষা—"কবে গৌরবনে, সুরধুনীতটে, হা রাধে! হা কৃষ্ণ! ব'লে। কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি, নানা লতা-তরুতলে ।। শ্বপচ গৃহেতে, মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী জল। পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, করি কৃষ্ণ কোলাহল ।। ধামবাসীজনে, প্রণতি করিয়া, মাগিব কৃপার লেশ। বৈষ্ণবচরণ-রেণু গায় মাখি, ধরি অবধূত বেশ ॥ গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজ বাসী। ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী ।।" তাঁহার অপূর্ব্ব ধামনিষ্ঠা অতুলনীয়। শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"শ্রীগোকুলের অপর প্রকাশস্বরূপ এই মায়াপুর-মহাতীর্থ—কলিকালে অতিশয় প্রবল। বৃন্দাবনে যেরূপ পৌর্ণমাসী, মায়াপুরে সেইরূপ প্রৌঢ়মায়া সর্ব্বাধিকারিণী। মায়াতীর্থ একস্বরূপে হরিদ্বারে, দ্বিতীয়স্বরূপে গৌড়দেশে।

শ্রীগৌরধাম সম্বন্ধে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের নির্দ্দেশ

'ধাম' শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীগৌর সুন্দরের পদনখ ও তাঁর পদরেণুবর্গের অর্থাৎ দাসবর্গের সেবাই ধামসেবা। শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিতদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখিতে পাই। শ্রী:গৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষার মধ্যে ভগবানের ধাম সমূহের বিভূতি ও বৈভবের কথা শব্দ-মুখে প্রকটিত রহিয়াছে। যখন মহাভাগবতগণের দ্বারা শব্দ উদ্গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী-ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠশব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-গোলেকের চিন্ময়ভাব-স্রোত প্রবল বেগে উচ্ছলিত করিয়া দেয়। ব্রহ্মা যে গানের দ্বারা জড়জগতের আধ্যক্ষিকতা হইতে উৎক্রান্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন সেই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তাহা স্থিরা-বুদ্ধি, অচঞ্চলা-মতি, ভগবানের সেবাময়ীবৃত্তি, সেটী ব্রহ্মবৃত্তি, ক্ষুদ্রবৃত্তি নহে, সকল শক্তি সমন্বিতা পালনীশক্তির প্রচারিকাবৃত্তি বিশেষ। জীবহৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইলে আমরা সেই বৃত্তি জানিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হইলে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাসিত হয়। কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধি জনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। শ্রীধামবাসের ছলনা করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় শ্রীধামাপরাধ ও দশটী। অপরাধ থাকিলে ধাম-সেবা হয় না।

নবদ্বীপ ধামে "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা 'মধুপুরী'।" এই শ্রী:যোগপীঠ—মথুরা, শ্রীবাস-অঙ্গন-রাসস্থলী, শ্রীচৈতন্যমঠ—গোবর্দ্ধন ও ব্রজপত্তন শ্রীরাধাকুণ্ড। শ্রীনবদ্বীপ নয়টী ভক্তির পীঠ-স্বরূপ। অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণের, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তনের, মধ্যদ্বীপ—স্মরণের, কোলদ্বীপ—পাদসেবনের, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চনের, জহ্নুদ্বীপ—বন্দনের, মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্যের এবং রুদ্রদ্বীপ—সখ্য-সেবার স্থান। প্রত্যেক দ্বীপে নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিষয় ও আশ্রয়ের উদ্দীপক ও স্মারক আবশ্যক। যথা—শ্রীঅন্তর্দ্বীপে—বামন ও বলি, সীমন্তদ্বীপে—পরীক্ষিৎ ও শুকদেব, গোদ্রুমে—শুকদেব ও সূতগোস্বামী, মধ্যদ্বীপে—শ্রীনৃসিংহ ও প্রহ্লাদ, কোলদ্বীপে—শেষশায়ী বিষ্ণু ও তদীয় পাদসেবনরতা লক্ষ্মীদেবী, ঋতুদ্বীপে—বিষ্ণুর পাদপদ্ম অর্চ্চনরত পৃথুরাজ, জহ্নুদ্বীপে—শ্রীকৃষ্ণের অভিবন্দনপর অক্রূর, মোদদ্রুমদ্বীপে—রামচন্দ্রের দাস্যেরত হনুমান্, রুদ্রদ্বীপে—কৃষ্ণার্জ্জুন (গৌরব-সখ্যের বিষয়াশ্রয়) ও শ্রীকৃষ্ণ-সুদামাদি (বিশ্রম্ভ সখ্যরসের বিষয়াশ্রয়)।

নামাবলীর কারণ—অন্তর্দ্বীপে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার নিকট কলিপ্রারম্ভে নামপ্রেম প্রদানার্থ ব্রহ্মহরিদাসাদি-সহ অবতীর্ণ

হইবার অন্তরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সীমন্তদ্বীপে—পার্ব্বতীদেবী গৌর-পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন। গোদ্রুমদ্বীপে—ইন্দ্রসহ সুরভী গাভী দ্রুমতলে শ্রীগৌরসুন্দরকে আরাধনা করিয়াছিলেন। মধ্যদ্বীপে—সপ্তর্ষি আরাধনা করিয়া **মধ্যাহ্ন**-কালে শ্রীগৌর পাদপদ্মের দর্শন লাভ করেন। কোলদ্বীপে—শ্রীকোল অর্থাৎ বরাহদেবের আরাধনা-হেতু জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরহরিকে **শ্রীবরাহদেব-রূপে** দর্শন করিয়াছিলেন। কোলদ্বীপে শ্রীবরাহমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। জহ্নুদ্বীপে **জহ্নুমুনি** শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। মোদদ্রুমদ্বীপে—শ্রীরামচন্দ্র জানকীসহ আগমন পূর্ব্বক নবদ্বীপ-শোভাদর্শনে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এই দ্বীপে এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে শ্রীরামচন্দ্র জানকীসহ বিশ্রাম করিয়া কলিতে শ্রীগৌরাবতারের সংকীর্ত্তনানন্দ হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করেন। শ্রীরুদ্রদ্বীপে—বৈষ্ণবপ্রবর রুদ্রদেব শ্রীগৌরাবির্ভাব স্মরণে গণসহ নৃত্য ও গৌরচরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যোগমায়ার কৃপা হইলে তাঁহার কৃপায় কি পুর-পীঠে কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী সুবর্ণ-বিহারে তাঁহার যে রুক্মবর্ণের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ (মুণ্ডক ৩।৩)। সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণবিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোদ্রুমবিহারী কি আমাদের শুকমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত ফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে 'গোবিন্দস্তব' করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার 'গোবিন্দস্তবের গান' কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেইদিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্ব-কারণকারণত্ব, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া—মৌখিক রূপানুগত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেথাকিব? শ্রবণাখ্য, সীমন্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপ বিহারী স্বীয়রূপ-মূর্ত্তি অধোক্ষজ সেব্য-মূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগত্যে 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপঞ্চাস্ত আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মীদেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পাদসেবনে সমর্থ হইব? মহাকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগ সেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে? তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন পরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূর পরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দ্বাদশ গোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্মসমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীর-বাসে চিরবঞ্চিত হইব? সুতরাং শ্রীধামসেবা কি নিখিল—'শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতিনিরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত' হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা নহে!! নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্য পাদপদ্ম কল্পবৃক্ষের পক্ক ফল পাওয়া যায়। অন্য উপায়ে হয় না। শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়েই শিক্ষামন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আশাবন্ধ অবস্থা আমাদিগের নিত্য কল্যাণ বিধান করুক। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়গান—ভাগবতার্ক মরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।

তত্ত্ববিজ্ঞান অধ্যায়। সপ্তম উপলব্ধি

জীবতত্ত্ব

শ্রীশঙ্কর ঃ—অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্ত 'ব্রহ্ম'; আত্মার যে-পর্য্যন্ত বুদ্ধির সংযোগ থাকে, সে পর্য্যন্তই জীবত্ব

ও সংসারিত্ব; বুদ্ধি-উপাধিহেতু পরিকল্পিত স্বরূপ ব্যতীত পরমার্থতঃ 'জীব'-নামক কোন বস্তু নাই। ব্যবহারিক স্তরেই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা, পরিচ্ছিন্ন ও অসংখ্য; পারমার্থিক স্তরে স্বয়ং ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, বিভু, (শাঃ ভাঃ ২।৩।১৭,২৯-৩০,৪২ ; ১।১।৪ ; ১।৪।১০)। আত্মা সৎ-স্বরূপ, কূটস্থ ও নিত্য; আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভাব, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব (সূঃ ভাঃ ১।১।৪); আত্মই ব্রহ্ম (ঐ ১।১।১)।

শ্রীভাস্কর—ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত; জীব সংসারদশায় ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার ভোক্তৃশক্তি, অণু; ইহা জীবের ঔপাধিক পরিমাণ; জীব স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু (সূঃ ভাঃ ২।৩।২৯; ২।৩।১৮); জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক; সংসারী দেহী জীবই কেবল ভোক্তা, প্রলয়কালীন জীব অথবা মুক্তাত্মা ভোক্তা নহে (সূঃ ভাঃ ২।৩।৪০)।

শ্রীরামানুজাচার্য্য:—জীব—'বিশেষ্য'-রূপ পরমাত্মার 'বিশেষণ'-রূপ 'অংশ' (শ্রীভাষ্য ২।৩।৪।৫); জীব ব্রহ্মের শরীর; এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-নির্দ্দেশ (শ্রীভাষ্য ২।১।২৩); জীব নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মপরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত; প্রকারে 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত'; মুক্ত আবার 'বদ্ধ' মুক্ত ও 'নিত্য' মুক্ত। (শ্রীভাষ্য ২।৩।১৭-১৯)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য—জীব পরতন্ত্রতত্ত্ব মধ্যে 'চেতন'-স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, সত্য, অনন্ত ও অণু-পরিমাণ; শ্রীহরির নিত্য অনুচর; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বদ্ধজীব (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৭০-৭১; 'বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়', ১ পঃ)। জীব বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।৪৭, 'অণুভাষ্য', ২।৩।৫)।

শ্রীনিম্বার্ক—জীব—পরমাত্মার 'অংশ', জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অংশ-অংশি ভাব—'ভেদাভেদ' সম্বন্ধ (নিম্বার্ক-ভাষ্য ২।৩।৪২); জীব-পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ (ঐ); জীব জ্ঞানস্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান্, কর্ত্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, অণু, বহু ও অনন্ত (ঐ ২।৩।৪৩-৪৪, ২।৩।১৮-১৯) ও 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত' ভেদে জীব দুই শ্রেণীর (বেদান্ত-কামধেনু ১-২)।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী—জীব পরমাত্মার মায়ার দ্বারা সম্যক্ আবৃত, সংক্লেশ-নিকরাকর, মায়া-লাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ [চেতন হইয়াও দুঃখের আধার] (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬); জীব 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত' ভেদে দ্বিবিধ; মুক্ত জীব ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক নিত্যতনু ভগবানের সেবা করেন; মুক্তজীবের সংখ্যাও বহু (ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭।২১,)। **শ্রীধরস্বামী**—পরমার্থভূতবস্তুর অংশ—'জীব' (ভাঃ দীঃ ১।১।২)

শ্রীবল্লভাচার্য্য—জীব বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের তিরোভূত-আনন্দাংশ 'চিদংশ' (তঃ দীঃ নিঃ ১।২৭-৩০); নিত্য সত্য; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত, উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন, কর্ত্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, আনন্দাংশের তিরোভাব-হেতু মায়ার বশীভূত; অগ্ন্যংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহের দাহকত্বহেতু অগ্নিসংজ্ঞাবৎ জীবে প্রমাতৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি ভগবদ্ধর্ম্ম-নিবন্ধন জীবের 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞা। ভগবৎকৃপায় জীবে তিরোভূত আনন্দাংশের আবির্ভাব হইলে ব্যাপকতাধর্ম্ম লাভ হয় অর্থাৎ কাষ্ঠে অনল-প্রবেশের ন্যায় জীব ব্রহ্মাত্মক হয়; জীবের প্রতি-লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হয়। (অণুভাষ্য ২।৩।২০, ৪৩-৪৫, ৪৮, ৫০; ও তঃ দীঃ নিঃ ১।৫৩-৫৪)।

শ্রীজীব গোস্বামী—জীব—জীব-শক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার শক্তিরূপ 'অংশ'; তটস্থাখ্যা শক্তি, 'মায়াশক্তি' ও 'চিচ্ছক্তি' উভয়ের তটে ও মধ্যস্থলে অবস্থানহেতু 'তটস্থ'-সংজ্ঞা; 'অণু'—সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, 'বিভিন্নাংশ'; জীবের 'বর্গ'দ্বয়—(১) অনাদি-'ভগবদুন্মুখ', (২) অনাদি-'বহির্ম্মুখ'; অনাদি-ভগবদুন্মুখ জীব অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসানুগৃহীত, নিত্য ভগবৎপরিকর—গরুড়াদি; অনাদি 'বহির্ম্মুখ' জীব—'মায়াবদ্ধ সংসারী'; তটস্থত্বহেতু জীব মায়াশক্তি হইতে অতীত চিদ্রূপা শক্তি, কিন্তু-স্বরূপ-শক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে; 'জীব' অণু-স্বতন্ত্র; জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন, কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ; কৃষ্ণের নিত্যদাস, (পরমাত্মসন্দর্ভ ১৯-৪৭ অনু)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী :—জীব—কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', কৃষ্ণের 'ভেদাভেদ'প্রকাশ ; কৃষ্ণের নিত্যদাস, সূর্য্যাংশু-কিরণ বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ, বহু ও অনন্ত, যথা—'মায়াধীশ'-'মায়াবশ,'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ। (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২) ; জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি,' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥ সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয়॥ কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥ কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥ মায়ামুগ্ধ জীবের নহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনারে জানান। 'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০)॥ স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্ব্যূহ, অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥ সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার। এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার'॥ 'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। 'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥ 'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ। নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥ সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥ কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥ তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥ (চৈঃ চঃ ম ২২।৯-১৫)।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ—জীব তটস্থাশক্তিরূপ 'ভগবদংশ' ও 'চিদ্রূপ', যেহেতু 'পরা প্রকৃতি' (সাঃ বঃ, ৭।৪-৫) ; 'মায়াশক্তি' এবং 'চিচ্ছক্তি' এই উভয়ের তটে বা মধ্যস্থলে অবস্থানহেতু জীবের তটস্থ-সংজ্ঞা ; 'চিৎকণ', (সারার্থ দর্শিনী ১০।৮৭।৩৮) ; অণুস্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসদৃশ, বহু, নিত্য, অনন্ত ও অণু ; মায়ার দ্বারা অভিভবনযোগ্য (সাঃ দঃ ১০।৮৭।২০,৩২,৩৮ ; সাঃ বঃ ৭।১৪) ; জীব 'বদ্ধ' 'মুক্ত,' সিদ্ধভক্ত' ও 'নিত্যপার্ষদ'-ভেদে চতুর্ব্বিধ (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩২)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—জীব—অণু-চৈতন্য, নিত্য, বহু ও অনন্ত ; পরমাত্মার 'অংশ', 'ভগবদ্দাস' ; জীবসমূহ স্বরূপতঃ 'অভিন্ন' বা সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তা ও অণু হইলেও কর্ম্ম ও সাধনানুসারে 'ভিন্ন' ; মুক্ত-জীবগণও ভক্তির তারতম্যানুসারে পরস্পর 'ভিন্ন' ; 'নিত্যমুক্ত', 'বদ্ধমুক্ত' ও 'বদ্ধ' ভেদে জীব ত্রিবিধ (বেঃ স্যঃ ৩ কিরণ) ; জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু তাহার ব্রহ্মাত্মকতা ; বস্তুতঃ জীব স্বয়ং 'ব্রহ্ম' নহে ; (সিঃ রিঃ ৬।২৮ ; ৮।৫-১৫) ; ব্রহ্মের শক্তিরূপে 'তদংশ' ঐ, ৮।১৪)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তস্যমন্তকে—বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ অণুচৈতন্যকেই জীবের লক্ষণ বলেন। শ্রুতি যথা,—এই জীবাত্মা অণু, ইহাকে চিত্তের দ্বারা অবগত হইবে। যে অণুপরিমাণরূপ জীবে প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে যথা,—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহাকে আবার শতভাগ করিলে যে প্রকার সূক্ষ্ম হয় জীবকে এই প্রকার সূক্ষ্ম অবগত হইবে। সেই জীব অনন্ত অর্থাৎ অন্ত শব্দের অর্থ মৃত্যু, তদ্রহিত অর্থাৎ মৃত্যু রহিত। এখানে কেশের শতভাগের শতভাগ বলিতে কোনও অবয়বরূপ ভাগ বুঝিতে হইবে না, কেবল সূক্ষ্মতা দেখানই তাৎপর্য্য। যিনি নিত্যসকলের মধ্যে পরম নিত্য, চেতন সমূহের মধ্যে পরম-চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু বহু জীবের কামনাকে বিধান করেন, স্বধামস্থ সেই পরম-পুরুষকে যে সকল বিপ্র যজন করেন তাঁহাদিগের শাশ্বতী শান্তিলাভ হয়, অন্যের হয় না। এতদ্দ্বারা 'অবিদ্যা কর্ত্তৃক ভ্রান্তব্রহ্মই এক জীব তদতিরিক্ত অন্য বহু জীবাদি সকলই সেই জীবাবিদ্যা কল্পিত। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃশ্য রথ হস্তী আদি কল্পিত।' ইত্যাদি একজীববাদ নিরস্ত হইল। কেন না শ্রুতিতে নিত্য চেতন বহুজীব বলা হইয়াছে।

সেই জীব নিত্য জ্ঞানগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ জীব নির্গুণজ্ঞানমাত্র স্বরূপ নহে। জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা। বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণ যথা,—এই আত্মা অবিনাশী এবং অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা অর্থাৎ উচ্ছেদরহিত (নিত্য) ধর্ম্মবিশিষ্ট।

এতদ্দ্বারা আত্মার জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম স্বরূপানুবন্ধি নিত্য দেখান হইল। শ্রুতি প্রমাণ যথা,—বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিলোপ হয় না। এখন প্রশ্ন এই যে—যদি জীব অণুচৈতন্য হয় তাহা হইলে সর্ব্বদেহে জীবের ব্যাপিত্ব সম্ভব হয় কি প্রকারে? কেন না অণু পদার্থ একদেশব্যাপী। তদুত্তরে—অণু জীবেরও জ্ঞানগুণের দ্বারা সর্ব্বদেহে ব্যাপ্তি হয়। বেদান্তসূত্রের প্রমাণ—জীব অণু হইয়াও চেতয়িতৃলক্ষণ চিদ্গুণদ্বারা আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন,—এক সূর্য্য যেমন একদেশস্থ হইয়াও নিজ প্রভারূপ গুণদ্বারা সমস্ত লোককে প্রকাশ করে, তেমনই দেহস্থিত জীবও সমগ্র ক্ষেত্রকে অর্থাৎ সমগ্র দেহকে প্রকাশ করে।

এই জীবাত্মা অস্মদর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে। সুষুপ্তিদশাতে (প্রাকৃত) অহঙ্কার বিলীন হইলে 'অহং' এই প্রকার অস্মদর্থ স্বরূপের অনুভব হয়। শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানি নাই ইতি। সেই জীবাত্মা দেহ আদি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নলক্ষণ এবং ষড়্ভাববিকার (জন্ম, জন্মানন্তর বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ) রহিত। যথা—এই আত্মা পার্থিব দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি নহে, অণুপরিমাণ মনও নহে, বুদ্ধি নহে, প্রকৃতি নহে, অহঙ্কার, আকাশ, ক্ষিতি ও নহে, কোন প্রকার প্রাকৃত পদার্থ সাম্যও নহে। এই আত্মা জাত হয়েন না, মরেন না, বর্দ্ধিত হয়েন না, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন না, আগমাপায়ি বালযুবাদি দেহের তত্তৎ কালের দ্রষ্টা। সর্ব্বদেহে অণু বর্ত্তমান এবং উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানৈক রূপ। যেমন এক জ্ঞান ইন্দ্রিয়বলে বিকম্পিত হয় কিন্তু প্রাণ অবিকারীই থাকে,—সেইরূপ আত্মাও।

সেই জীব পরমাত্মারই অংশ, যথা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—জীবলোকে সনাতন (নিত্য) জীবস্বরূপ আমারই অংশ। সেই জীবাত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা। যথা তৈত্তিরীয় শ্রুতি,—বিজ্ঞানরূপ আত্মা যজ্ঞ বিস্তার করে এবং কর্ম্ম সমূহকে প্রকাশ করে। সেই জীব সমস্ত কামনাকে ভোগ করে। কোন কোন মতে দেখা যায় প্রকৃতিই কর্ত্রী আর জীব ভোক্তা, এই মত সমীচীন নহে, কারণ—কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব এই উভয় ধর্ম্ম একনিষ্ঠ অর্থাৎ যে আধারে কর্ত্তৃত্ব থাকে সেই আধারেই ভোক্তৃত্বও থাকে। ইহারা ভিন্ন নিষ্ঠ নহে। যথা—মহাভারতে বনপর্ব্বে সোমক নামক রাজাকে যম বলিতেছেন,—হে রাজন্! যিনি ক্রিয়াকর্ত্তা তাঁহার ক্রিয়াজনিত ফলটি উক্ত ক্রিয়াকর্ত্তা ভিন্ন অপরে ভোগ করে না।

যদি বল কর্ত্তৃত্বে দুঃখের সম্বন্ধ আছে, সুতরাং সুখচিৎকণ জীবে দুঃখসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃত্বে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—ইহা সমীচীন নহে, কারণ দুঃখসম্বন্ধ থাকিলে যদি শ্রুতির তাৎপর্য্য না হয় তাহা হইলে যজ্ঞাঙ্গ কুশাদি সংগ্রহাদিরূপ দুঃখসম্বন্ধবিশিষ্ট দর্শপৌর্ণমাস্যাদি যজ্ঞকর্ম্মেও বেদের তাৎপর্য্য নহে এবং ঐ যজ্ঞকর্ম্মাদির উপদেশেও অতাৎপর্য্য হইয়া উঠে। আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি শ্বাসরোধ করিতেছে, ঐ শ্বাসরোধে দুঃখ সম্বন্ধ থাকায় ঐ ব্যক্তি শ্বাসরোধের কর্ত্তা নহে, ইহাই বলিতে হইবে। নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির দ্বারায় জীবের কর্ত্তৃত্ব বধিত হয়, ইহাও বলিতে পার না, কারণ সত্তাবাচক প্রকাশবাচক ও জ্ঞানবাচক ধাত্বর্থ সকলের বিদ্যমানতাহেতু আত্মাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। ধাতুর অর্থ বলিতে ক্রিয়াকেই বুঝায়। যদি বল যিনি কর্ত্তা হন তিনি বিকারী, জীবে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে বিকারিত্ব প্রসঙ্গ হয়। শ্রুতি জীবকে নির্ব্বিকার বলায় জীবের কর্ত্তৃত্ব বাধ হইতেছে। ইহার উত্তর—না, কারণ—সত্তা, প্রকাশ, এবং জ্ঞানগুণের আশ্রয় হইলেও জীবে দ্রব্যান্তরতা-পত্তিরূপ বিকার প্রসঙ্গ হয় না। যেমন সংযোগের আশ্রয় হইলেও আকাশে কোন প্রকার বিকার হয় না, সেইরূপ স্থূল ক্রিয়ার আশ্রয় হইলেও আত্মাতে কোন প্রকার বিকার সম্ভব হয় না। জীবের তাদৃশ কর্ত্তৃত্বটী ঈশ্বরাধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সম্পূর্ণ শ্রুতি যথা—এই পরমাত্মা জীবের প্রাগ্ভবীয় কর্ম্মানুসারী হইয়া যাহাকে এই লোক হইতে ঊর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাঁহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন,

তাঁহাকে অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। বেদান্তসূত্রেও বলা হইয়াছে 'তৎ' অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্বটী কিন্তু পরম-পুরুষ হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা শ্রুতিতে জানা যায়।

সেই জীব তত্ত্বতঃ ভগবানের দাস ইহাই জানিতে হইবে। যথা পদ্মপুরাণে—এই জীব শ্রীহরিরই দাসস্বরূপ, কদাচ অন্য কাহারও নহে। যদি বল যে, সকল জীবের নির্ব্বিশেষে স্বরূপসিদ্ধ ভগবদ্দাসত্ব স্বীকৃত হইলে উপদেশাদি বৃথা হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—না। কারণ সেই জীবের স্বরূপসিদ্ধ ভগবদ্দাসত্বের প্রকাশকত্বরূপে শাস্ত্রের সার্থকতা আছে। যেমন দধিতে স্বতঃসিদ্ধ ঘৃত থাকিলেও, যেমন কাষ্ঠে স্বতঃসিদ্ধ অগ্নি থাকিলেও, মথন বিনা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্দাসত্বও শাস্ত্রের বিনা উপদেশে প্রকাশ পায় না।

সেই জীব শ্রীগুরুচরণারবিন্দ আশ্রয়দ্বারা এবং শ্রীগুরুকৃপালব্ধ শ্রীহরিভক্তিদ্বারা পুরুষার্থ লাভ করে। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিপ্রমাণ যথা—যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ অর্থাৎ হরিগুরুভক্তিপ্রভাবেই শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য অবগত হওয়া যায়। হরিগুরুভক্তিবিরহিত কেবল জীবিকা আদির নিমিত্ত ছদ্মপাঠকের নিকট সত্য বেদার্থ প্রকাশ পায় না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি যথা,—আচার্য্যচরণা-শ্রয়ী ব্যক্তিই যথার্থ বেদার্থ অবগত হইতে পারে। যিনি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সর্ব্বদা আচরণ করেন ও অপর সকলকে শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য্য। তাদৃশ আচার্য্য চরণাশ্রয়ীজনই বেদার্থ অবগত হইতে পারেন। প্রারব্ধক্ষয়োত্তর বিমুক্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাভক্তিজ্ঞানযোগেই তাঁহাকে জানা যায়। কৈবল্যোপনিষদে যথা,—ধ্যানকারী ব্যক্তি নির্ম্মল পূর্ণ-পুরুষকে দর্শন করিতে পায়। ভাঃ একাদশস্কন্ধে যথা,—'এই জগতের সুখাদি প্রাকৃত এবং দুঃখময় এই প্রকার জ্ঞান হইলে পরম মঙ্গল জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শমদমাদিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ এবং ভগবদনুভবী গুরুকে আশ্রয় করিবে এবং নিষ্কপট সেবা দ্বারায় গুরুরূপ আত্মদেবতা হইতে ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে। যে ধর্ম্মসমূহ দ্বারা নিজভক্তেরপ্রতি আত্ম প্রদান-কারী পরমাত্মা শ্রীহরি তুষ্ট হয়েন। এবং শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক সেই ভক্তিকে অনুষ্ঠান করিবে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—ধীর ব্রাহ্মণ সেই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে (শাস্ত্রীয়) জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি করিবে। মুক্তিদশাতেওজীবসকল শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকে। শ্রুতিপ্রমাণ যথা,—সম্পূর্ণশ্রুতি—এই আনন্দময় পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দরূপী মুক্তপুরুষ এই বৈকুণ্ঠলোকীয় কামনাসমূহ ভোগকরত সামগান করেন। জ্ঞানীগণ (সূরীগণ) বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠকে সদা অবলোকন করেন। এই প্রকারে ভগবদনুভবী মুক্তজন সমূহের নিত্যবিদ্যমানতাহেতু সেই ভগবানের রূপগুণবিভূতি-সমূহের লাবণ্যচন্দ্রিকাত্বই সিদ্ধ হইল। সুতরাং এই প্রকারে বিভুত্ব অণুত্বাদি পরস্পর বিরুদ্ধ যাহা একমাত্র শাস্ত্রের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, এমন নিত্যগুণ সমূহের যোগবশতঃ ঈশ্বর এবং জীবের ভেদটী নিত্যসিদ্ধ।

যদি বল যে, ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন এইটী কি অপূর্ব্ব বলিতেছ? কেন না "হে ভগবন্! তুমি আমিই হই, যে আমি সে এই" ইত্যাদি শ্রুতি জীবের ব্যবহারিক দশাতে, এবং যেখানে এই জীবের সমস্ত আত্মাই হয়, সেখানে কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মুক্তিদশাতেও ঈশ্বর জীবের অভেদ শ্রবণ করা যাইতেছে। অবস্তুত্বহেতু ভেদের গ্রাহককে শাস্ত্রে নিন্দা করিয়া থাকেন যথা,—'যেটী এখানে সেটী সেখানেও, যেটী সেখানে সেটী এখানেও, এই ব্রহ্মে যে নানা অর্থাৎ পৃথক্ দেখে সে মৃত্যু হইতেও অধিক মৃত্যুলাভ করে। এই ব্রহ্মতত্ত্বকে অল্পমাত্রও অন্তর (ভেদ) করে তাহারই এই সংসারভয় হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদগ্রাহীকে নিন্দাই করিতেছেন।

উপরোক্ত প্রতিবাদ সমীচীন নহে। কেন না "সমান বৃক্ষরূপ দেহে পরস্পর সখ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট পক্ষীদ্বয় (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) বাস করিতেছেন। সেই দুইটীর মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করিতেছে, অপর পক্ষী 'পরমাত্মা' পরম সাক্ষীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন;" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্যবহার দশাতে "যেমন শুদ্ধজল, শুদ্ধজলে সিক্ত হইলে অর্থাৎ মিশ্রিত হইলে শুদ্ধজল সদৃশই হয়, হে মুনে! হে গৌতম! এইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানী ব্যক্তির আত্মা পরমাত্মা সদৃশই হয়, বস্তুতঃ ঐক্য হয় না। এই দ্রষ্টা জীব উপাধি বর্জ্জিত হইয়া পরমাত্মার সাম্যই লাভ করে

ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে মুক্তিদশাতেও ঈশ্বর জীবের ভেদই শ্রবণ করা যায়। গীতাতেও ভগবান্ জীবের মুক্তিদশাতে ভেদই স্বীকার করিয়াছেন যথা,—মদুক্ত এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া জীবসকল আমার সাধর্ম্যলাভ করত সৃষ্টিকালে আর জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়েও দুঃখ পায় না ইত্যাদি। এই প্রকারে "ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মসদৃশ হইয়া—এই অর্থই সুঘট। ঐ শ্রুতিতে "এব" শব্দের সাদৃশ্য অর্থই বুঝাইবে। অন্যথা অর্থাৎ 'এব'শব্দে সাদৃশ্য অর্থ স্বীকার না করিলে ব্রহ্ম হওয়ার পরে আবার ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইহা বিরুদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত "যদেবেহ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের আবির্ভাব সমূহে ভেদদর্শীকে নিন্দা করা হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। 'যদা হ্যেব' ইত্যাদি শ্রুতিতে—ব্রাহ্মতে কপট অর্থাৎ অলীক মিথ্যারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহে কোন ক্ষতি হইতেছে না। "ত্বং বা অহমস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর জীবের যে অভেদটী প্রতীত হইতেছে, সেটী ঈশ্বরায়ত্তবৃত্তিকত্ব এবং ঈশ্বর ব্যাপ্যত্ব দ্বারাই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ জীবের স্থিতি ব্যাপারাদি বৃত্তিটী ব্রহ্মের অধীন, জীববৃত্তি জীবের স্বাধীন নহে, এবং জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য, ব্রহ্ম জীবের ব্যাপক, এই হেতু অর্থাৎ যে যাহার অধীন এবং যে যাহার ব্যাপ্য তাহাকে তদ্রূপ অথবা তদভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে কোথাও কোথাও নির্দ্দেশ করেন। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যশ্রুতি দৃষ্টান্তস্থল যথা প্রাণ সংবাদে—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তি (স্থিতি ব্যাপারাদি) প্রাণের অধীন বলিয়া উহাদিগকে প্রাণই বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণ নহে, যথা শ্রুতি—"বাক্যসকল আত্মা নহে, চক্ষুসমূহ আত্মা নহে, শ্রোত্রসমূহ আত্মা নহে, মনসমূহ আত্মা নহে, একমাত্র মুখ্য প্রাণই আত্মা, চক্ষু, শ্রোত্রঃ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ এই প্রাণই। যে যাহার ব্যাপ্য সে তদ্রূপ, এই সিদ্ধান্ত বিষ্ণুপুরাণেও স্মৃত হইয়াছে। যথা শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দেবগণের বাক্য—"হে দেব! তোমার সমীপাগত এই দেবতাসকল তুমিই, যেহেতু তুমিই এই জগতের স্রষ্টা এবং সমস্ত জগদ্ব্যাপী ইত্যাদি"। গীতাতেও—"সমস্ত জগৎকে তুমি ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই হেতুই এই সমস্ত জগৎ তুমিই"। যত্র ত্বস্য ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তজীবের বিগ্রহ ইন্দ্রিয়াদিসমূহ ভগবৎসঙ্কল্প হেতুই সম্পন্ন হয় ইহাই কথিত হইয়াছে অন্যথা "সর্ব্ব" এই পদটী কুপিত হয়।

মায়াবাদী বলেন যে 'তং বা' ইত্যাদি শ্রুতিতে জহৎ অজহৎ স্বার্থ লক্ষণার দ্বারা বিভুত্ব অণুত্বাদিগুণসমূহকে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভুত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ এবং জীবের অণুত্ব অল্পজ্ঞত্বাদি গুণসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের চৈতন্য মাত্রই লক্ষ্য অর্থাৎ চৈতন্যাংশে অভেদই লক্ষ্য, এই সিদ্ধান্ত সাধু নহে। কারণ নিত্যঈশ্বরের বিভুত্যাদি নিত্যগুণ এবং নিত্যজীবের অণুত্বাদি নিত্যগুণ কেবল বাক্যমাত্রদ্বারা পরিত্যাগ অসম্ভব। এবং সর্ব্ব শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মলক্ষণার যোগও অসম্ভব। (হে মায়াবাদি!) তুমি ব্রহ্মকে অবাচ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ অর্থাৎ মায়াবাদমতে ব্রহ্ম সর্ব্বশব্দের অবাচ্য (অগম্য) সুতরাং লক্ষণাও হইতে পারে না। যদি বল "যাহা হইতে বাক্য সকল মনের সহিত (যাঁহাকে) না পাইয়া নিবর্ত্তিত হইতেছে" ইত্যাদি তৈত্তিরীয়শ্রুতি ব্রহ্মকে তাদৃশ অর্থাৎ শব্দের অবাচ্যই নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার নহে। কারণ ঐ শ্রুতিতে "সমগ্ররূপে অবাচ্য" ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ নিঃশেষ-রূপে ব্রহ্মকে কেহ বর্ণন করিতে পারে না; তাই বলিয়া একেবারে শ্রুতি আদি শাস্ত্রসকল ব্রহ্মসম্বন্ধীয় কিছুই বর্ণন করিতে পারেন না এরূপ অর্থ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—"ব্রহ্মাও সমগ্ররূপে যাঁহাকে বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন" ইত্যাদি। অন্যথা অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সমস্ত শব্দের অবাচ্যই হয়েন তাহা হইলে "সমস্ত বেদ যাঁহার স্বরূপকে বর্ণন করেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "আমিই একমাত্র সমস্ত বেদের বেদ্য" ইত্যাদি স্মৃতি কুপিত হইয়া পড়েন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "যত" এই পদ এবং "অপ্রাপ্য" এই পদ পরস্পর বিরুদ্ধই হইয়া পড়িবে। শ্রুতিতে "যত" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা অপাদান নির্দ্দেশ করায় "অবধি" অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। "অপ্রাপ্য" পদে যদি একেবারেই অপ্রাপ্তি বুঝায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'যত' শব্দের অর্থ "অবধির" সহিতে বিরোধই হইয়া উঠে। কেন না যাহার প্রাপ্তি নাই, তাহার 'অবধি' অর্থ হয় না। "কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা আপ্তমেবাবধিঃক্রিয়তে নতু অনাপ্তমিতি" যদি

একেবারেই প্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দেও নির্দ্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং "অপ্রাপ্য" এই পদের অর্থ প্রকর্ষরূপে প্রাপ্তিরই নিষেধ, কিন্তু অংশরূপে প্রাপ্তির নিষেধ সূচিত হইতেছে না।

মায়াবাদী বলেন যে "অবিদ্যাদ্বারা অবচ্ছিন্ন অথবা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। যেমন একই আকাশ ঘটপটাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ পটাকাশ নাম ধারণ করে এবং যথা একই সূর্য্য ঘটস্থিত বা শরাবস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেখায় সেইরূপ একই আত্মা অবিদ্যাভেদে জীব ও ঈশ্বর হয়। কিন্তু আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাবিনাশ হইলে সেই এক অখণ্ড আত্মাই সিদ্ধ হয়।" ইহা অসাধু, কারণ, জড় অবিদ্যাকর্ত্তৃক চেতনরাশি ব্রহ্মের ছেদ অসম্ভব সুতরাং অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই হইতে পারে না। এবং রূপরহিত সর্ব্ব ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও অসম্ভব।

মায়াবাদী বলেন—অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যে তদজ্ঞানবশতঃই জীব, ঈশ্বরাদি ভাবটী অধ্যাস-(ভ্রম) মাত্র। যেমন রূপরহিত আকাশে নীলাকাশ জ্ঞান—ভ্রম মাত্র। শুদ্ধচৈতন্যতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উক্ত অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যস্ত জীব, ঈশ্বরভাবের নিবৃত্তি হইলে অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যমাত্রই অবশেষ থাকে ইত্যাদি। চৈতন্যে অধ্যস্ত জীব, ইহা ভ্রমাত্মক ও রহস্যাত্মক। কারণ—অবিষয়রূপ শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যাস অসম্ভব। কারণ শুদ্ধচৈতন্যকে জ্ঞানের বিষয় বলিলে জ্ঞেয় হইয়া পড়েন, অতএব জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই প্রকার ভেদবাদ উপস্থিত হয়। যে তত্ত্বজ্ঞানে অধ্যস্তের নিবৃত্তি হয় তাহা কি প্রকার জ্ঞান? শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ, অথবা ব্রহ্ম জ্ঞানাকার অন্তঃকরণজাত বৃত্তিরূপ? অধ্যাসে নিবর্ত্তক জ্ঞানটী শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ হইতে পারে না, কারণ নিত্য শুদ্ধচৈতন্যে নিবৃত্তি প্রসঙ্গ উঠে। আবার দ্বিতীয়টীতে দ্বৈতাপত্তি হয় অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্যজ্ঞান একটী সত্য আর বৃত্তিরূপ জ্ঞানও সত্য এই প্রকারে দ্বৈতাপত্তি হয়। আবার ঐ বৃত্তিরূপ জ্ঞানটীকে মিথ্যা বলিলে কি প্রকারে অধ্যস্তের নিবৃত্তি হইবে? মিথ্যাজ্ঞান কোথাও অধ্যাস্ত নিবর্ত্তক বলিয়া দেখা যায় না।

মায়াবাদীগণ বলেন—'প্রাতে জল হইতে সূর্য্যের উদয় ও সায়ংকালে জলেই প্রবিষ্ট,' ইহা যেমন অনুবাদ মাত্র, সেই প্রকার ভেদবাদটীও শ্রুতির অনুবাদ মাত্র। উক্ত মতও সাধু নহে—কারণ—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে—"জীব যখন নিজ আত্মাকে এবং প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে পৃথক্ জানিয়া ভজন করে তখনই সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।" "জীব যখন নিজ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক্ ঈশ্বরকে অবগত হয়, এবং এই ঈশ্বরের মহিমাকে ভজন করে তখনই বীতশোক হয় অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করে" ইত্যাদিস্থলে তাদৃশ ভেদে মোক্ষরূপ ফল শ্রবণ করা যাইতেছে। এবং পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রতিযোগিকরূপে সেই ভেদটী লোকেতে অজ্ঞাতই। সেইসকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল একমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই অবগত হওয়া যায়। জীবের বৃত্তি ঈশ্বরাধীন এবং জীব ঈশ্বরব্যাপ্য এই হেতু যে যাহার অধীন এবং যে যাহার ব্যাপ্য তাহাকে তদভেদ বলা যায়, ইহাই অভেদ বোধিকা শ্রুতির সঙ্গতি। আর এই অভেদটী কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা ব্রহ্মাত্মক? প্রথমটী অভেদের হানিকারক। অন্যটিও বলিতে পার না কারণ, অভেদটি ব্রহ্মাত্মক বলিলে, ব্রহ্ম যখন স্বপ্রকাশ তদভেদও স্বপ্রকাশ সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, পুনরায় শ্রুতি তাহা সাধনকরিলে শ্রুতির সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। আরও অভেদের উপদেশ সিদ্ধ হয় না, কারণ—উপদেষ্টার নিশ্চয় নাই। উপদেষ্টা তত্ত্বজ্ঞ কিনা? তত্ত্বজ্ঞ বলিলে, অখণ্ড আত্মজ্ঞানী উপদেষ্টা ও উপদেশের যোগ্য ভেদদৃষ্টি থাকে না। অর্থাৎ উপদেষ্টা ও উপদেশ্য এই ভেদদৃষ্টি থাকে না, আবার অখণ্ড আত্মার প্রতি উপদেশ অসম্ভব। উপদেষ্টা তত্ত্বজ্ঞ না হইলে অজ্ঞতাহেতু উপদেষ্টা হইতে পারে না। যদি কেবল উপদেশকালে উহার উপস্থিতি বলা যায়, তাহা অসঙ্গত। কারণ মরীচিকাতে জলবুদ্ধি সেটী বাধিত হইয়া পুনরায় অনুবৃত্ত হইলেও জলাহরণে কাহাকেও প্রবর্ত্তন করে না। ইহা দৃষ্টান্ত বিরোধ। ইহা ভিন্ন বিষয়বিরোধও আছে, কারণ—উপদেশকালেও অভেদ জ্ঞানীর ভেদদৃষ্টি অসম্ভব।

এক্ষণে দৃঢ়রূপে জানা যাইতেছে যে ঈশ্বর যেমন নিত্যচেতন, এই প্রকার নিত্যচেতন জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং ঈশ্বরাধীন দাসস্বরূপ, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ।

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরের সিদ্ধান্ত

জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটী স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণীয়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ একটী লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গ-দেহে অন্য স্থূল-দেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গ-দেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন।

মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ সকল অবস্থাক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন,' 'সঙ্কুচিত-চেতন,' 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন' ও পূর্ণবিকচিত-চেতন'। জীবের দুইটী অবস্থা—শুদ্ধাবস্থাও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাঁহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অণু-পদার্থ। সেই অণুত্ব-প্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ, ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তিনি স্বধর্ম্ম-বিকার-প্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ-দুঃখ-পিষ্ট। জীবের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি হইবা-মাত্রই সংসারগতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্ম্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়া-সম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া-সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধস্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়।

বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধজীবের স্বধর্ম্ম। সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে লিঙ্গ-শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গসুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল শরীরে দেখা দেয়। জীবের নিত্যধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ-অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ-অবস্থায় যে ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহা নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন।

কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে; সুতরাং তখন হইতেই জীব—কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এইজন্যই 'অনাদি-বহির্ম্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়া-প্রবেশকাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে।

বৃক্ষ, তৃণ, ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবসকল আচ্ছাদিত-চেতন; ইহাদিগের চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়। পশু, পক্ষী, সরিসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীট-পতঙ্গ—ইহারা সঙ্কুচিত চেতন। নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনাবস্থা। নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর নৈতিক—এই দুই-প্রকার মানবই মুকুলিত-চেতন, সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্তই বিকচিত-চেতন এবং ভাবভক্ত মানবই পূর্ণবিকচিত-চেতন। সাত্ত্বিক-অহঙ্কার-বিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাঁহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত;

রাজস-জীবসকল দেবতা ও মনুষ্যভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড় প্রযুক্ত; তামস-জীবসকল পঞ্চমকারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ-নিগড় প্রযুক্ত আছে। (জৈবধর্ম্ম)। জন্মই রজঃ; অনাদি চিন্ময় সত্তায় জন্ম-ধর্ম্মরূপ রজঃ নাই, বিনাশ-ধর্ম্মরূপ তমঃ ও নাই, তাহা নিত্য বর্ত্তমান। (হঃ চিঃ)। অতএব জীবের চিন্ময় সত্তায় জন্ম-মৃত্যু নাই। এই জড়-দেহই জীবের কারাগার। আত্মা কখনই সঙ্কীর্ণ পদার্থ নহেন; কিন্তু জড়-দেহের সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাব যে জড়তা ও দুঃখ, তাহা ভোগ করিতেছেন। (তঃ সূঃ ২৩ সূঃ)।

শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভে জন্ম নাই। সামান্য পঞ্চাশ গুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীবনিচয় হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ঐ পঞ্চাশটী গুণ তাঁহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণের অংশ থাকায়, তাঁহারা প্রধান দেবতা বলিয়া উক্ত। গণেশ ও সূর্য্য প্রায় তদ্রূপ বলিয়া ব্রহ্মকোটি-মধ্যে উপাসিত হন। অন্য সকল দেবতাই জীবকোটি-মধ্যে গণ্য। দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। তাঁহাদের গৃহিণীসকলও চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-তুষ্টির জন্য জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন। (জৈবধর্ম্ম)।

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তি-লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছা-মতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচার-পূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি—'ঈশ্বর', তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'। শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' ন'ন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার-বিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থ শক্তির স্বল্পতা-গুণ এক চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনী-মিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটী বিকার-বিশেষ হয়। সেই বিকার-বিশেষ যুক্ত স্বাংশ ভাবাভাস-স্বরূপই ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। (ব্রঃ সং ৫।৪৫)।

প্রজাপতি ব্রহ্মা ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক-দেববিশেষ। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। ইহাই শিবলিঙ্গের তাৎপর্য্য। মহাবিষ্ণুর প্রতি-ফলিত জ্যোতিঃর আভাস-রূপই শম্ভু-লিঙ্গ। তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। (ঐ ৫.৮)। বিভিন্নাংশগত প্রজাপতি ও শম্ভু—উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথগভিমান-বশতঃ চিচ্ছক্তির ছায়া-বিশেষ সাবিত্রী ও উমারূপা স্বীয় স্বীয় অপরা শক্তির সহিত বিলাস করেন (ঐ ৫।১৭)। মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমান-শূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক জগতে যে বিভিন্না-ভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত পৃথক্ সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধ সত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধার-তত্ত্বে মিলিত, সে-সময়ে শম্ভু—কেবল দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব-মাত্র। আবার, যে-সময়ে তত্ত্ববিকাশক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভ্রূদেশ-জাত শম্ভু-তত্ত্বেও বিকাশরূপ রুদ্রতত্ত্ব উদিত হয়; তথাপি সকল অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক। পরমাত্মার চিৎকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনন্ত জীব সমূহ আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস মাত্র' অভিমান করিলে মায়িক-জগতের সহিত তাঁহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না; তাঁহারা বৈকুণ্ঠ গত হন। সেই অভিমান ভুলিয়া তাহারা যখন মায়ার ভোক্তা হইতে চায়, তখনই সেই শম্ভুর অহঙ্কার-তত্ত্ব তাঁহাদের সত্তায় প্রবেশ করত তাহাদিগকে পৃথক্‌ভোক্তৃতত্ত্ব করিয়া

দেয়। সুতরাং শম্ভুই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক-দেহাভিমানের মূলতত্ত্ব (ব্রঃ সং ৫।১৬)। **ব্রহ্মা—** রজোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ, এবং শম্ভু—মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের-হেতু এই যে, মায়ার রজঃ ও তমো-গুণদ্বয় নিতান্ত 'অচিৎ' বলিয়া তাহাতে উদিত-তত্ত্বদ্বয়—স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্ম হইতে অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত। মায়ায় সত্ত্বগুণ মিশ্র হইলেও তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধসত্ত্বাংশ আছে গুণাবতার বিষ্ণু তাহাতেই উদিত, সুতরাং বিষ্ণু—পূর্ণ স্বাংশবিলাস এবং মহেশ্বর-তত্ত্ব ; তিনি মায়াযুক্ত ন'ন অথচ মায়ার প্রভু। হেতুরূপ গোবিন্দের স্বীয়ত্বের প্রকরণরূপই বিষ্ণু। অতএব ব্রহ্মা ও শিব-যেরূপ মায়াগুণ-মিশ্র-তত্ত্ব, গুণাবতার হইয়াও বিষ্ণু সেরূপ নন। (ঐ ৫।৪৬)। ব্রঃ সং ৫।৪৯—ব্রহ্মা—দুই প্রকার ;—উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবিষ্ট ও কোন-কল্পে সেরূপ যোগ্য-জীব না থাকিলে এবং পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু নিজশক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা —সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন'ন ; আর পূর্ব্বোক্ত শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে। মূল-তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশ-গুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে, আর শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটি গুণ এবং আর পাচটি গুণের অংশও তদপেক্ষা অধিক পরিমানে আছে।

গণেশ :—বিঘ্নবিনাশ-কার্য্যরূপ অধিকার-প্রাপ্ত গণেশ—তত্তদধিকারি-জনেরই উপাস্য ; এমন কি, তিনি উপাস্য সগুণ-ব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চ-দেবতার মধ্যে পর্য্যন্ত পদ লাভ করিয়াছেন। সেই গণেশ—একটি শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক-দেবতা, গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা (৫।৫০)।

সূর্য্য :—অনেক বৈদিক-লোকে সূর্য্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া পূজা করেন ; সূর্য্য পঞ্চদেবতার মধ্যে একটী দেবতা। আবার অনেকে উত্তাপই জনক এবং সূর্য্যই উত্তাপের একমাত্র আধার জগতের হেতু বলিয়া সূর্য্যকে নির্দ্দিষ্ট করেন। সূর্য্য জড়-তেজঃসমষ্টি একটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ; সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের আজ্ঞায়ই সূর্য্য স্বীয় সেবাকার্য্য করেন। (ঐ ৫।৫২)।

ঈশ্বরের বিভিন্নাংশসকল স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও অবিদ্যা-সংযোগে মায়ার রজঃ ও তমোধর্ম্মে মিশ্র হইয়াছেন ; গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম্মাভিমানরূপ অভিমান-সংযোগে রজস্তমোমিশ্র হওয়াতে মিশ্রসত্ত্ব-মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা মায়ার ঈশ্বর, মায়া তাঁহারই পরিচারিকা। ইহাই বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য। (হঃ চিঃ)।

জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জীব সুতরাং লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না ; অতএব জীব যে পরিমাণে অণু, তাঁহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সেই-পরিমাণে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব জড়-জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়-জগতের প্রভু হইয়াছেন। 'স্বতন্ত্রতা' একটী রত্নবিশেষ। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বর-দত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোনপ্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি-লঙ্ঘনের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ-গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত ; কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপরে কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করতঃ উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে, বলিতে হইবে হইবে। (তঃ সূঃ ২০ সূঃ)।

'তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যদি

কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই 'তটস্থ-স্বভাব'। (জৈঃ ধঃ ১৫)।

মায়াধীশ ঈশ্বর মায়া দ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়-বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীব-নামক একটি তত্ত্ব মায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া—একটি পরমেশ্বরের শক্তি এবং মায়াধীশ পুরুষই—পরমেশ্বর। এবম্ভূত জীব কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের সহিত অভেদ নহে। ভগবানের অংশ দুই প্রকার স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্ব্যূহ অবতারগণ—সকলেই স্বাংশ-বিস্তার। জীবই—বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্ন অভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী, স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তি-বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক। (শ্রীমঃ শিঃ ৬ষ্ঠ পঃ)।

ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে 'অংশ' করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তুই খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ যেরূপ জ্বলিত হয়, সেরূপ উপমার অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক-মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুই প্রকার,—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশ যথা,—মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব-মহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্ব-দীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ-লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ যথা,—চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না, কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়, স্ব-স্ব কার্য্যের দায়িত্ব ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম্ম পায় না। (শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২ জীবতত্ত্ব)। জীব—হেতু-কর্ত্তা এবং ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবি-কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগ ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফল-দাতা, জীব—ফল-ভোক্তা। (জৈঃ ধঃ ১৬)।

জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য, অনাদি ও অনন্ত; অতএব কারণ-গুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। এই অনাদি অনন্ত শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণ-গুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অতএব যদি কখনও জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে; এজন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত; কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মে কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে। জীব যে-কাল-পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল, অক্ষমও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক থাকে না। (তঃ সূঃ ১২-১৩ সূঃ)।

কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বহু দেবসেবী, ধর্ম্মী, নির্ব্বেদজ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র-বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভগবদ্বহির্ম্মুখ। (সঃ তোঃ ১১।৬)। এই দেহের ইন্দ্রিয়-তর্পণই বিষয়-চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ম্মীর চেষ্টা। নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়াই জীব

অন্তর্ম্মুখ হয়। বহির্ম্মুখ লোক মনে করে,—'আমরা বুদ্ধিবলে শিল্প-বিজ্ঞানাদি উন্নতি করিয়া আমাদের সুখ বৃদ্ধি করিতেছি।' বস্তুতঃ সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইয়া থাকে—একথা একবারও স্মরণ করে না। (হঃ চিঃ) যে-সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করে তাহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে? কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করে না; তাহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করে—ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে। (চৈঃ শিঃ ১ ১)।

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমত ভস্মে পরিচিত ন'ন, ভস্ম অপসৃত হইলে স্বীয় উত্তাপ ও আলোক দ্বারা পরিচিত হন; সেইরূপ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-সত্তা অপসৃত হইলেই জীবের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থূল ও লিঙ্গরূপ-ভস্মের দুই স্তর জীবরূপ অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। যে-পর্য্যন্ত সেই দুই স্তর দূরীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত কি জীবের কোন পরিচয় নাই? হাঁ আছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির নিকট বসিলে যেরূপ স্বল্প পরিমাণে উত্তাপ পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্ত দুই স্তর-আচ্ছাদিত জীবও কিয়ৎপরিমাণে নিজ-পরিচয় দিয়া থাকেন। জীব লিঙ্গশরীরকে আমি মনে করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটি নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ-সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞান-প্রবৃত্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য' বা 'অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন! কখনও মরেন, কখনও জন্মগ্রহণ করেন, কখনও সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখনও বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটি মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন! আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটি পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটি প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন! সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্য-জনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন! এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা-সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ-পরিচয় হইতে কত দূরে পড়িয়া আছেন! এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা! কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভক্তি-বিরহিত পণ্ডিত, ধনী, বলবান্, ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রজা—সকলেই অবৈষ্ণব। (সঃ তোঃ ৮।৯ ; ১০।২)।

পশু ও মানবের ভেদ এইমাত্র যে, পশুরা সদ্বিচারশূন্য এবং মানবগণ ঐ বিচারে সমর্থ। আত্মবোধই সদ্বিচারের ফল। সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান-সম্পন্ন হউক না' কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

জগৎ কি, আমি কে? কে-ই বা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কি এবং তাহা করিয়া আমার কি হইবে? এরূপ বিবেক যাহার নাই, সে মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত নয়। যাহারা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই ভবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখনও জোয়ারে অগ্রগত ও ভাঁটায় পশ্চাৎগত হইতে থাকে, অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌছিতে পারে না। (চৈঃ শিঃ ১।১, ২।২ ও ৩।১)।

নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না; নরকে নিবৃতি লাভ করিয়া দেবমায়া-বিমোহিত হইয়া থাকে। ইহাই বদ্ধজীবের লক্ষণ (শ্রী ভাঃ মাঃ ৮।১০)। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে সময় পান না। পুণ্য-কর্ম্মই করুক, বা পাপ-কর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে। মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ বদ্ধজীবগণ নিজ-নিজ-মায়িক-দোষাচ্ছাদিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে। ইহাই বদ্ধ জীবের স্বভাব (ব্রঃ সং ৫২)।

মন—যে বৃত্তি জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় না থাকে, তাহাকে নিত্যবৃত্তি বলা যায় না। সুতরাং মন ঔপাধিক বৃত্তি-মাত্র। উপাধিকত্ব স্বীকার করিলে আত্মবৃত্তি কহা যায় না, অতএব মন কাজে-কাজেই প্রাকৃত হইতেছে। কিন্তু মন সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত অনেক প্রাকৃত-পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। (তঃ সূঃ ৩০ সূঃ)।

প্রাকৃতকাল—জীবের মুক্তাবস্থায়ও প্রাকৃত কাল, স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র বদ্ধাবস্থায় সংযোগ, বিয়োগ অস্তিত্ব ও কর্ম্ম—সমস্তই কালের অধীন, এরূপ প্রতীত হয়। অতএব বদ্ধজীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই 'প্রাকৃত কাল' বলা যায়। (তঃ সূঃ ২৫ সূঃ)। **স্থান**—ফল কামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের ভূ, ভুবঃ ও স্বর্গলোক প্রাপ্য। মহর্লোক; জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—অগৃহী অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। সকামীগণ সেই সেই ধাম ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। নিকামীগণ তত্তৎ কর্ম্ম-প্রাপ্য স্থানে ভোগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা যতকাল মুক্ত থাকেন, ততকাল তাঁহারাও মুক্ত থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই পুনরাবৃত্তি আছে। (বৃঃ ভাঃ)।

সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূলতত্ত্বের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়—আমি কে? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায়? (চৈঃ শিঃ ৮)। যে-পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত-পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্নত্রয় জিজ্ঞাসা করেন—এই জড় জগতের ভোক্তা-স্বরূপ **আমি-কে**? এই বিপুল **বিশ্ব**—ইহাই বা কি? **বিশ্ব** ও **আমি**, আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? (তঃ বিঃ ১।২)। দেহধারী মনুষ্য-মাত্রই বিষয়ী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া যখন যিনি নির্ব্বিষয়-ভাব বাঞ্ছা করেন, তখন তিনি ক্রমে-ক্রমে হৃদয়নিষ্ঠাকে বিষয়মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন; যখন তিনি সফল হন, তখন তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন। (সঃ তোঃ ৪।২)।

অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ-ধর্ম্মের বিকাশ-ভূমি হইতে সমর্থ। একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ বায়ু-সাহায্যে মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহা-বন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়। (জৈঃ ধঃ ২য় অঃ)

অন্তর্ম্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত, তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। আর যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গে বহু দেব-আরাধন বা নির্ব্বিশেষ-অবস্থা আশা করেন। (হঃ চিঃ)। জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ-শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহারই বন্ধন; সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম কেবল অর্থ-বিনা অর্থ-দর্শন-মাত্র, স্বশিরচ্ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম-মাত্র। (শ্রী ভাঃ মাঃ ৭।২২)।

চিৎস্বরূপ জীবের নিজ-বিশেষানুসারে 'আমি অমুক লক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া একটী শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদগত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিত-বুদ্ধি এবং চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধি-স্থানরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিও ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরম পুরুষ ভগবান্‌কে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদ্গত বৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্তদ্বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে। (চৈঃ শিঃ ২।৭।১)। শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত জীবই—যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ কৃপায় মায়িক জগৎ

হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত-দশা। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার-দশা। অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তরই—'বৈষ্ণব'।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন; অন্য প্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিবে না; কেন না, তাহার সত্য-বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাববিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্র অচিন্ত্য-বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল। (জৈঃ ধঃ ১৪শ অঃ)

জীবন্মুক্ত:—জ্ঞানমার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহপ্রাপ্তি না হয়, সেইজন্য চেষ্টা থাকে। ভক্তদিগের কৃষ্ণ-বিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয়, আবার কৃষ্ণ-দর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয়। জ্ঞানীদিগের ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; কিন্তু ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভরতা। **দর্শন**:—মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকেত' জীবের মন, জড় মাঝে করে বিচরণ। পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়, মন নাহি পায় দরশন।। (যামুনভাবাবলী)।

বুদ্ধিমান:—যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান; যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য। **সংসার**:—সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধ জীবের সংসারে বাহিরে দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ আছে। (জৈঃ ধঃ ৭)। অর্থার্থীর ও পরমার্থীর কোন প্রকার বাহ্য-ভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ-মাত্র। **ভোক্তা**:—জীব কখনও জীবের ভোক্তা নয়; সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। **সদ্গুণ**:—কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদ্গুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল। (সঃ তোঃ ৫।১) **দশা**:—মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎস্বরূপ; বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদাচিদাভান-স্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠরস সেবা; বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয় (প্রেঃ প্রঃ ৯)। মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান সমস্তই চিন্ময়ও নির্দ্দোষ (জৈঃ ধঃ ৭)। জীব শুদ্ধ চিৎকণ। জীবের চিৎস্বরূপগত একটি সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ-শুদ্ধ-সত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। সদ্গুরু-কৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ-পরিচয়-লাভই পরম সহজ বস্তু। (হঃ চিঃ)। **স্ত্রী-পুরুষত্ব**:—মায়িকস্বভাব-বশতঃ লোকে আপনাকে 'পুরুষ' জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষ-পরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্ন না থাকিলেও হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় স্বভাব ও দৃঢ় অভিমান-বশতঃ যে-কেহ ব্রজবাসিনী হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন। (জৈঃ ধঃ ৩২ অঃ) "কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তাঁর ছায়া-ছবি, জীব তাঁর কিরণাণুগণ। তটস্থ-ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে, মায়া তারে করয় বন্ধন॥ (নঃ মাঃ ৭)

নিত্যভেদ:—দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না। কিন্তু হংস ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক্ করে, তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব প্রলয়কালে পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরুবাক্যাবলম্বনে সদা সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন। দুগ্ধে দুগ্ধ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হয় না; কেন না, মিলিত দুই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না, সেই প্রকার ধ্যানযোগে জীব-সকল পরম পুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্য প্রাপ্ত হয় না,—ইহা বিমলমতি পণ্ডিতগণ বলেন। সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ; কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না। (তত্ত্বমুক্তাবলী ৮২, ৮৩, ১০)।

ভাগ্য:—যে-কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়। ভাগ্যবান্ জন তাহে বড় সুখী হয়॥ দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান

সর্ব্বজন। নিজ-বুদ্ধি 'বড়' বলি করয়ে গণন ॥ (নঃ মাঃ ১)। The flesh is not our own alas! The mortal frame a chain;—The soul confined for former wrongs should try to rise again!!" 'saragrahi voishnova'।

দশমূল-নির্য্যাসে: 'তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ''। জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ; জীবগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতি কবলিত; কেহ কেহ প্রকৃতিবিমুক্ত। এবং ৬, ৭, ও ৮ শ্লোকে দশমূল—"উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমাণু-স্বরূপ অনন্তজীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীব সকল নিত্যপৃথক। ঈশ্বর ও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ-ধর্ম্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্য-বশীভূতা দাসী আছেন, ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর তিনি ঈশ্বর; যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া প্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব। (৬)॥ স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপ জ্ঞানহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য, জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণ-নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। (৭)॥ সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরস-গলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ-জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হন। ৮॥

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীলসরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত।

শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সমগ্র জীবজগতের জন্য পরিপ্রশ্ন করিলেন—"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়, 'সাধ্য', 'সাধন-তত্ত্ব' পুছিতে না জানি। কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥ এই মায়িক লোকে প্রাণিগণ ত্রিতাপে জর্জ্জরিত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিকও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ দুইপ্রকার—জরাদি রোগ জনিত শারীরিক, প্রিয়ব্যক্তির বিয়োগ জনিত মানসিক। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ-প্রাণী হইতে তাপ—এই চারি প্রকার আধিভৌতিকতাপ। আধি-দৈবিক—দেবতাদের হইতে যে তাপ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রাদি বরদেবতা হইতে উৎপন্ন তাপ—শীত, বজ্রপতনাদি; হিংস্রস্বভাব যক্ষপিশাচাদি অপদেবতা হইতে অশুভজনক আপদ্বিপৎ-পাতাদি হইয়া থাকে। কিজন্য এই সকল তাপ আসে, কি করিলেই বা তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কি উপায়ে হিত হয়। কৃপা পূর্ব্বক বলুন। মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের' 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥ কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ কে আমি? তদুত্তরে—তুমি জীব। স্বরূপে নিত্যকাল বৈষ্ণব। যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনি বৈষ্ণব। ভগবানের সেবাই প্রত্যেক জীবের নিত্য স্বাস্থ্য। এখন আমরা মানুষের দেহ পাইয়াছি। পিতামাতা এই দেহ পালন করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন ইত্যাদি। মৃত্যুর পর মনুষ্যদেহ নাও পাইতে পারি। কর্ম্মানুসারে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর—বিভিন্ন ভূচর, খেচর ও জলচর সমূহের যে কোনও জন্ম লাভ হইতে পারে। এখন যেমন আমরা প্রবাসে দুইচারি দিন বাস করি সেই প্রকার দেবীধামে এক এক জন্ম প্রবাস তুল্য। পাকস্থলী আছে, খাইতে হয়। পাকমান যন্ত্র পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদি খাদ্য হজম করে এবং যাহা হজম না হয় তাহা বাহির করিয়া দেয়। জড়জগতের এই সকল খাদ্যের সহিতও আমাদের প্রবাসতুল্যই ক্ষণিক সম্বন্ধ। যে কয়দিন ইহজগতে জীবন, সেই কয়দিন খাদ্যের প্রয়োজন;

জীবন চলিয়া গেলে পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া থাকে ; কিন্তু তাহা আর খাদ্য হজম করিতে পারে না। কৃষ্ণের সহিত আমাদের এই প্রকার অনিত্য সম্বন্ধ নহে। ইহ জগতে আমরা কি ভাবে সেবা করি ? চারি প্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া সেবার কার্য্য। পত্নী-পতির, জনক-জননী—সন্তানের , বন্ধু-বন্ধুর এবং ভৃত্যসমূহ প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই ইহ জগতে অনিত্য-সম্বন্ধে কার্য্য। স্বরূপে এই সকল সম্বন্ধই কৃষ্ণের সহিত। কৃষ্ণ আমাদের নিত্যসেব্য, আমরা কৃষ্ণ নহি—কৃষ্ণের সেবক। 'কে আমি' প্রশ্নের উত্তর—তুমি কৃষ্ণের, তুমি তদীয়। কৃষ্ণপ্রভু—নিত্যপ্রভু ; আমরা তাঁহার eternal slaves—নিত্য কেনা গোলাম। তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা—ত্রিতাপতপ্ত আমরা তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান জন্যই আমাদিগকে এই সাময়িক সম্বন্ধযুক্ত মায়িক জগতে আসিতে হইয়াছে।

কৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার—(১) অন্তরঙ্গা (২) বহিরঙ্গা (৩) তটস্থা। অঙ্গ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। ভগবানের বাহিরের শক্তি—External aspect of potency, অন্তরঙ্গা শক্তি—Internal potency which is now covered to us (অন্তরঙ্গাশক্তি এখন আমাদের নিকট আবৃত) external manifestation is this world—এই জগৎ বাহিরের দিকের খোসা। ইহার ভিতরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অন্তর্য্যামীরূপে ভগবান্ আছেন। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ।।" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)। "অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ; অন্যজন অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন।" জীব—অণুচিৎ, চিৎকণ। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া তাহার শত-শতাংশ-সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম-স্বরূপ। জীব সংখ্যাতীত। জীবের স্বরূপ—Smallest Quantity (যত সূক্ষ্ম হইতে পারে)। আর ভগবান—Infinity (সীমারহিত)। ভগবান্ ও চেতন, জীব ও স্বরূপতঃ চেতন। আমরা বদ্ধ দশায় পড়িয়া চেতনের অপব্যবহার করিতেছি। ভগবান্ এক পদার্থ— 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। দুইটা দশটা—দুই-দশ লক্ষ—দুই-দশ কোটি নহেন—তিনি এক। আমরা সূক্ষ্ম বলিয়া বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা overpowered (অভিভূত) হই।

জীব তটস্থাশক্তি। তট জল ও স্থলের মিলন রেখা। রেখা—যাহার প্রস্থ নাই, দৈর্ঘ্য আছে। সুতরাং তট-রেখা—জলও নহে, স্থল ও নহে—উভয়ের মিলনস্থলী। তটে অবস্থিত ব্যক্তি, জলেও যাইতে পারে ; স্থলেও যাইতে পারে। অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে জীবের জন্ম। তথা হইতে পরব্যোমে যাইতে পারে, আবার অবর-ব্যোমে আসিতে পারে। জীবের স্বরূপের শক্তি এত ক্ষুদ্র যে, তাহা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা অভিভূত। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ॥ (গীতা ৭।১৪) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন —সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রমা। যাঁহারা কেবল মাত্র আমাতে শরণাগত হন, তাঁহারাই মাত্র ঐ মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

বহিরঙ্গাশক্তিতে তিনটিগুণ—সত্ত্বগুণে সংরক্ষণ, রজোগুণে সৃষ্টি ও তমোগুণে ধ্বংস। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ায় পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ লাভ পূর্ব্বক দেবীধামে জন্ম ; শিশু, বালক, কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতির অবস্থা প্রাপ্তি, আবার মৃত্যু। বৈকুণ্ঠজগতে অবরতা বা হেয়তা নাই, তথায় নিত্য রূপ— নিত্য সেবা। তথায় সেবক সেবা-দ্বারা সেব্যকে আনন্দ দেয় আবার তাহাতেই আনন্দ পায়। এখানে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয়—না করিলে অসুস্থ হইয়া পড়ি ; তথায় এই শ্রেণীর পরিত্যাগ বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে জরা মরণ নাই। সেখানে হানি-বৃদ্ধিতেও সুখের উদয়। এখানে পাথরও ধ্বংস হয়—লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে হইতে পারে, কিন্তু হয়ও। কিন্তু বৈকুণ্ঠে ক্ষয় বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে বৃক্ষাদি সকলেই নিত্যধর্ম্মে বিরাজিত।

এখানে পরিণামশীলতা ;—একটি ফুল ফুটিল, আবার শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িল। বৈকুণ্ঠে তাহা নাই। নিত্য ফুল নিত্য সৌরভ দেয়। এখানে সকলই কালাধীন—সেখানে অখণ্ডকাল। এখানে অনিত্যই প্রধান ধর্ম্ম ; বৈকুণ্ঠ নিত্যরাজ্য। এখানে অনিত্যের পরিণামশীলতা, সেখানে তাহা নাই।

বর্ত্তমানে আমরা অচেতন পদার্থ ভোগ করিতেছি। চেতন ধর্ম্মের যে সকল কথা বলা যাইতেছে তাহার সাদৃশ্য এখানে আছে। এই জড়জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায় ভগবানের সেবা আরম্ভ করিলে। আর ভগবানের ন্যায় সেবা গ্রহণ করিতে হইলে এখানে আসক্ত থাকিয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয়। জাগিয়া থাকিলে দৃশ্য জগতের সাক্ষাৎকার। এখানে দৃশ্যপদার্থ রহিয়াছে। স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থ নাই—অথচ দর্শন-প্রতীতি। স্বপ্নে দেখিতেছি—বাঘ আসিয়া আমাকে খাইতেছে ; কিন্তু তথায় বাঘ নাই। নিদ্রাকালে, স্বপ্নে, আর জাগ্রত অবস্থায় মনোরথে বিভিন্ন অলীক দর্শন। যখন ইতিহাস পড়ি, তখন মনে হয়, যেন চক্ষুর সম্মুখেই রাজন্যবর্গকে stage এ দেখা যায়। অথচ আমাদের পাঠের বহুশতবৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। মনোরথ ও স্বপ্নে যাহাকে দেখিতে পাইতেছি, তাহার সম্মুখে থাকিবার দরকার নাই। দৃশ্য পদার্থ স্থূল ভাবে আসিতেছে না, স্মৃতিতে কার্য্য চলিতেছে। এই-স্মৃতিতে জড়তা আছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত স্মৃতি তাহা নহে। "অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা না নামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ (ভাঃ ৩,৯।১০)।

ভগবানের কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বৈকুণ্ঠ নাম নিরন্তর গ্রহণ করিতে হইবে। জড়ধারণার কৃষ্ণানুভূতি ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুভূতি এক নহে। জড়ধারণায় অধোক্ষজ কৃষ্ণানুভূতি নাই—জড়জগতের তৎস্থান অধিকার করিয়াছে বহিরঙ্গা মায়া। চিচ্ছক্তিতে সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান। অচিচ্ছক্তিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য। এই গুণত্রয়ের পরস্পরের সহিত সজ্ঘর্ষ রহিয়াছে ; কিন্তু গোলোকে সৎ, চিৎ ও আনন্দের মধ্যে harmony (মৈত্রী) বর্ত্তমান। নাস্তিকেরা অচেতনের সংযোগে চেতনের উপর আধিপত্য করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। নিত্য জগতে নিত্য বিলাস বিরাজিত, তাহা নাস্তিকের অক্ষজ জ্ঞানের অন্তর্গত নহে। চিজ্জগতের গুণ ও অচিজ্জগতের গুণের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। নিত্য জগতের দ্বাদশরসের হেয় বিকৃত প্রতিফলন এই জগতে। জীব—স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের ভেদাভেদ প্রকাশ। কৃষ্ণ—শক্তিমান ; জীব—তাঁহার তটস্থা শক্তি। কৃষ্ণ—সেব্য, জীব—সেবক ; কৃষ্ণ—বিভুচিৎ, জীব—চিৎকণ। জীবও স্বরূপতঃ চিৎ। "শক্তি-শক্তিমতয়োরভেদঃ"। মহাভাগবত হইলে সেবার সুদর্শনে সর্ব্বজ্ঞতা আসে। তখনই অপ্রাকৃতানুভূতি পূর্ণরূপে হয়। বৈকুণ্ঠে নিত্যরূপ-বৈভব দর্শন। ইহ জগতে রূপাদি বিকারযুক্ত। ইহ জগতে পরজগতের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু উভয়ে এক নহে।

গোপীরা কৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁহারা দ্রব্যাদি গোপন করিয়া রাখিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন না। শতকরা শত ভাগই (100%) কৃষ্ণের সেবা করেন। সচ্চিদানন্দের সেবা করিয়া তাঁহারা নিত্য-আনন্দে অবস্থিতা। আমরা কৃষ্ণকে গোপন করিয়া দ্রব্যাদি স্বভোগে নিযুক্ত করি। আমরা সচ্চিদানন্দকে বঞ্চিত করিতে যাইয়া নিত্যানন্দ হইতে বঞ্চিত—ত্রিতাপগ্রস্ত। Theism-এর পূর্ণতম বিকাশ কৃষ্ণ-সেবায়। বাইবেল প্রভৃতিতে যে Theism-এর কথা আছে ; তাহা অসংপ্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্'—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ একই বস্তু, ভাগবত সেই ভগবদভিন্নবিগ্রহ। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ তিন প্রকার ভাষায় সেই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে বলা হয়। কিন্তু ভাষা ভিন্ন হইলেও বস্তুটি এক। এই কথা ভাগবতে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতি বলেন—'অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি'—যেটা শুনা যায় নাই, সেটি যা' থেকে শুনা যায়। "সত্যং জ্ঞান-

মনন্তং ব্রহ্ম। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্॥" যিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই সদ্বস্তু—সত্যবস্তু। হে সৌম্য, অগ্রে একটি মাত্র জিনিষ ছিলেন। তাঁ' থেকেই অন্য সব প্রকটিত হইয়াছে। তিনি জ্ঞানময়—চেতনময় পদার্থ। অচেতন-মিশ্র-বিচার তাঁহাতে নাই। তিনি অনন্ত—যাঁ'র অন্ত নাই, সান্ত পদার্থ সমূহের পূর্ণতা যাঁহাতে আছে। তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গেই জীব সকলের উদ্ভব। "বালাগ্রশতভাগস্য……"। সেই অনন্ত বহু অসংখ্য সান্ত সমষ্টি। তা' হ'লে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় জীব-সকল। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যিনি, যাঁ'কে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ বলা হয়, সেটিতে কোন পৃথক্ বিচার নাই। ভাষায় তিন হ'লেও বস্তুটি এক। যাঁ'রা পৃথক্ বিচার করেন, তাঁ'দের বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা পৃথক্ ব'লে নির্ণীত হয়। যেমন জীবাত্মা—ক্ষুদ্রাত্মা আর বৃহদাত্মা—পরমাত্মা; কিন্তু উভয়ের লক্ষণ এক। ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণাক্রান্ত। তা' হ'লে 'আত্ম' শব্দের অর্থ কি? 'আত্ম' শব্দে জীব ব'লে বুঝায় অর্থাৎ সান্ত পদার্থ। ব্রহ্ম—বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম। অর্থাৎ বৃহৎ ও আত্মপালনকারী ব'লে তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। যদি আত্মাকে পৃথক্ জ্ঞান করা যায়, তবে বৃহৎ নন তিনি, ইহাই সাব্যস্ত হয়। উভয়ের লক্ষণ এক, তাতে ভেদ নাই। কিন্তু বৃহত্ত্ব ও অণুত্বে ভেদ স্বীকৃত হয়। শ্রুতি উন্মাদের ন্যায় শব্দ লেখেন নাই। প্রত্যেক শব্দের বৈশিষ্ট্য আছে। কেউ যদি বলেন, অদ্বয়জ্ঞানের কথা এরূপ ব্যাখ্যা করি না, তাতে ভাগবত ব'লেছেন—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।" 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' এই দুইটি শব্দ একই লক্ষণাত্মক। 'ব্রহ্ম' বলিতে বৃহৎ ও পালক, আর 'আত্ম' শব্দে যাহা বৃহৎ নহে বা পলক নহে, তা' হ'লে ক্ষুদ্র, পাল্য—ইহাই বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দের বৃহত্ত্ব বোঝার জন্য 'আত্ম' শব্দ। 'আত্ম' শব্দ পৃথক্ হ'লে আর লক্ষণ এক হইলে আত্ম-লক্ষণে জীবশব্দ তাঁর অংশবিশেষ বুঝায়। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে একটি সূত্র আছে—"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।" তাতে বলিতেছেন—'একে'—আথর্ব্বনিক, অথর্ব্ব যাঁদের আলোচ্য, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিতেছেন। আমরা পড়িয়াছি—"ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ" 'ব্রহ্মদাসাঃ'—ব্রহ্ম ও ভৃত্যগণ, 'ব্রহ্মদাশাঃ'—ব্রহ্ম ও ধীবরগণ, 'ব্রহ্মেমে কিতবাঃ'—ব্রহ্ম এবং কিতবগন। এগুলি অথর্ব্ববেদে আছে। তাতে 'কিতব' অর্থে ছলনাকারী জুয়োড় বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের জুয়োড় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ কৈতবযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ইত্যাদি। ব্রহ্মদাস, ব্রহ্মদাশ ও ব্রহ্মকিতব এই তিন প্রকার বলা হইল। কতকগুলি ভৃত্য, কতকগুলি কৈবর্ত্ত কতকগুলি ছলনাকারী কিতব। তা'তে জীবপরত্ব সুনির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ব্রহ্মসূত্রে আছে, আথর্ব্বন সূত্রের মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণ। একমাত্র 'ব্রহ্ম'কে এক লক্ষণ, ব্রহ্ম নহে যে আত্মা, সেই আত্মাকে ভিন্ন লক্ষণ কেহ মনে না করেন, এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত 'যদ্‌ব্রহ্মৈকত্বলক্ষণং'—এই কথা বলিলেন। ব্রহ্মসূত্রে 'অংশো নানাব্যপদেশাৎ'—এই সূত্রে যে দাস-দাশ-কিতব ব'লে কথা আছে, তাহাতে জানা যায়—ব্রহ্ম ও ভৃত্য, আর ব্রহ্মকে যারা কপটতা-দ্বারা বিচার করে, তাহারা। এগুলি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণের পরিচয়—সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মা সমলক্ষণবিশিষ্ট। বস্তুটি অদ্বিতীয়। তাহা হইলে এই জিনিষগুলি আপনা-থেকেই বস্তু নহে, পরন্তু বস্তুর শক্তি বলিয়াই বিচারিত হয়। শক্তির দ্বারাই শক্তিমদ্বস্তুর পরিচয় হয়। আবার শক্তিমানের দ্বারা শক্তি পরিচিত হন। তাহা হইলে উপাস্য উপাসক ভেদ হইতেছে। শ্রুতি বলেন—"দ্বা সুপর্ণা……।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাক্যেও আমরা জানিতে পারি যে,—ব্রহ্ম ও আত্মা পৃথক্। বৃহৎ এবং বৃহৎ নহে,—এই দুইটী বস্তু একপর্য্যায় হইলে আর এক-লক্ষণাক্রান্ত কথা বলার দরকার হইত না। বস্তুটি অদ্বিতীয় হইলেও তাঁ'র অংশের নানাত্ব স্বীকৃত। অংশ ও অংশী—এরূপ বিচার আছে। শক্তির দ্বারাই বস্তুর বিচার হউক। বস্তুটি অখণ্ড, ব্রহ্মবস্তু খণ্ডিত হইবার যোগ্য নহে। খণ্ডিত হইলে শক্তি হইয়া যায়। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিচারই হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচারে শক্তিবিচার আপনা হইতেই আসে। বস্তু

অদ্বিতীয় হইলে তন্নিষ্ঠ-বিচারে সেব্যসেবক-বিচার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। বহিরঙ্গা শক্তি কিছু অন্তরঙ্গা শক্তি নহে। বহিরঙ্গা শক্তিবিচারে সেব্য-সেবকভাবের বিপর্য্যয়। অন্তরঙ্গা শক্তি শক্তিমত্তত্ত্বের সহিত নিত্যানন্দময় স্বভাববিশিষ্ট।

'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'—একমাত্র কৈবল্য—অব্যভিচারিণী প্রেমভক্তিই প্রয়োজন। প্রয়োজনতত্ত্বে সাধনভক্তি ও ভাবভক্তির বিচার নহে। প্রেমের দ্বারা যে সেবা, সেই কেবলা ভক্তি—অব্যভিচারিণী ভক্তি—প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥" (ভাঃ ১১।২।৩৭)। যিনি গুরু এবং উপাস্যদেবে তদাত্মক—'ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ' বিচার করেন, তাঁহার একলক্ষণ বিচার হয়। সেবকের ও সেব্যের কার্য্য পৃথক্ হইলে অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত হয়। সেবকের ক্রিয়া আলাদা, সেব্যের সেবক-গ্রহণ আলাদা, এরকম ধরণের কথা নয়। অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানের ব্যভিচার নাই। সেব্যসেবকের একটাই কাজ। প্রভু ভৃত্যের যে সেবা গ্রহণ করেন, তাহা উভয়ে সমতাৎপর্য্যপর হইলেই সম্ভব হয়। অদ্বয়জ্ঞান না হইলে সেবা হয় না। ইনি একদিকে গতিশীল, উনি অন্যদিকে—এরকম বিচার নয়। বর্ত্তমানে আমাদের চিত্তবৃত্তি ভগবান্‌কে ছেড়ে মায়ার প্রভু হইবার বাসনায় বিপরীত গতি-বিশিষ্ট; কিন্তু মায়ার প্রভু হবার বাসনা ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাস্যই একমাত্র প্রয়োজনীয়। এটিই লভ্য—প্রেমা। যাহাতে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তাহাতেই প্রীতি—ইহাতে কোন বৈষম্য নাই। এখানেই অদ্বয়জ্ঞান।

"ঈশাদপেতস্য"—'ঈশ্বর' পদার্থ হইতে 'দাস' পদার্থের ভেদ উপস্থিত হইলেই অসুবিধা। প্রভুর মনোঽভীষ্টপূর্ত্তি ছাড়া যখন দাসের অন্য কার্য্য হইয়াছে, তখনই তাহার দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া গেল। 'বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ'—'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রানি চ শং তনোতি"—এই বিচারটার বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। যেটা উল্টে যায়, তার যে স্বভাব তার ব্যত্যয় হইলে গোলমাল হইয়া গেল। কৃষ্ণস্মৃতি-বিপর্য্যয় হইতেই অস্মৃতি। তাহাতে বলিয়াছেন—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়। অভয়ই ভক্তির ফল। আমাকে প্রভু রক্ষা করিবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনিই বড়, তাঁর অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন—আর অন্য রক্ষক আমার নাই (বৃহত্ত্বাৎ, বৃংহণত্বাৎ) এইটি ভক্তির বিচার। যখন অন্যের নিকট হইতে ভীতি আসিতেছে, তখনই জানিতে হইবে, তাহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্যপথ আছে, এটাই ব্যভিচার। অস্মৃতি আসার দরুণ গুরুদেবকে সেবা করার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়াছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচালনা-ফলে জড়ভোগ আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ করায়। ভীতি হইতেই স্মৃতিনাশ। "স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। আমার নিত্য চেতনময় আনন্দময় জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি তাঁ'র নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, একথা ভুলিয়া তাঁহার আনন্দবিধানের পরিবর্ত্তে নিজে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। জড়ে মগ্ন হইয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটীর বিনাশ হওয়াই প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্যপ্রভাবে আনন্দের জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বসূত্রে এই যে অমঙ্গল আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বিনষ্ট হওয়া দরকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটি পদার্থের মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্মাত্মৈকলক্ষণ না হইলে ভেদ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয় পদার্থ সেরূপ ভেদজাতীয় হইলে অদ্বয়জ্ঞানের বিনিময়ে জড়ভোগাত্মক চিন্তা দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা আসিল। তাহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিব না; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব মায়া বা বিকারবাদ নহে। তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ আর একটি বস্তু-কল্পনায় ব্রহ্মজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনিষটা ভীতিকারক ক্ষণভঙ্গুর দ্বিতীয় বস্তু বিশ্ব হইয়া গেল। বিশ্বে ভয় আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজবস্তু ত্যাগ করিয়া অক্ষজবস্তুর সেবা বা ভোগ করিতে দৌড়াই, ভক্তিমান্ না হইয়া নিজেকে সেব্য জ্ঞান করি,

তৎকাল পর্য্যন্তই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষণ আছে—এটা ছাড়িয়া দিলেই ভেদ-বিচার আসিয়া যায়—ব্যভিচার অভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর বস্তু হইতে আমি পৃথক, এই বুদ্ধি হইলেই সর্ব্বনাশ হইল, ভক্তিরাহিত্য আসিয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়িলাম। পরমেশ্বর ভোগ্য পদার্থ নহেন, তিনি সেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ। অধঃ কৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।

ভগবদ্বস্তুর সংজ্ঞা—যে বস্তু নিজের আত্মসংরক্ষণ করিতে পারেন, মানুষ যাঁহাকে সেবক করিতে পারে না, যিনি ভজনীয় বস্তু, সেবক বৈষ্ণব নহেন, তিনি বিষ্ণু, সেব্য বস্তু, সেবক নহেন। কিন্তু যখনই সেব্যসেবক-বিচারে ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখনই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিয়া যায়। ভগবান্ ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, এটা থেকেই ভীতি আসিতেছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট ; ভগবদতিরিক্ত পদার্থ-বিচার আসিলেই আত্মর নিত্যা বৃত্তি ভক্তি নষ্ট হইল। আমি নিত্য ভক্ত, আমার ভজনীয় বস্তুর আনন্দবিধানই আমার ভজন, এবং ভজনীয়ের প্রীতিই আমার নিত্যা শুদ্ধা পূর্ণা মুক্তা বৃত্তি, এই তিনটা তখনই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইলে তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া হইল। যেমনই 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ' —বিচার আসে, প্রভুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার বুদ্ধি হয়, তখনই ভয় শোক চলিয়া যায়। শোক যায় কখন? যখন প্রভুকে পালকজ্ঞানে আমাকে তাঁর পাল্য-বিচার আসে। সেইটাই ভক্তি। তাহা যখন Regain করি, পুনঃ-প্রাপ্তি ঘটে তখনই জানি—'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ' ইত্যাদি। আমার প্রভু কেহ নাই ; কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিজেকেই কর্ত্তা বলিয়া বিচার করিয়া লই। উহা 'অনয়া মীয়তে' রাজ্যের কথা। মাপা কার্য্যের যে বিচার, তাহাতে পরিমিত হওয়ার যোগ্য বস্তুকেই মাপিতে পারি, বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। যাহা বৈকুণ্ঠ নয়, তাহাকেই মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা করিতে পারি। তিনি অধোক্ষজ না হইয়া আমাদের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইলে তিনি ত' আমাদের সেবকই হইয়া গেলেন, প্রভু থাকিলেন কিসে? যিনি নিত্যসেবকের নিত্যসেবা সর্ব্বদা গ্রহণে সমর্থ এবং নিত্য-সেবককে সেব্য সাজাইয়া বঞ্চনা করেন না এবং নিজে ভৃত্যের কার্য্যে প্রশ্রয় দিয়া বদ্ধজীবকে সুদৃঢ় রজ্জুতে ওতঃপ্রোত বন্ধন করিয়া অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগে প্রধাবিত কারন না, তিনিই নিত্যপ্রভু। তাঁহার সেবা করিলেই সব হইবে। ভক্তিযোগ মধ্যস্থানে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে ভক্তি। ইহা ছাড়িয়াই অভক্তিযোগ, তাহাতে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতির বিচার। তাহারা ভবভীত ব্যক্তি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাই তাহাদের প্রয়োজন। অনিত্যবিচার প্রবল হইলেই বুভুক্ষা হইতে জাত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ-চেষ্টাই মুমুক্ষা। তাহা কেবলাভক্তি নহে। কেবলা ভক্তিই সর্ব্ব-তোভাবে আশ্রয়ণীয়া। 'একয়া ভক্ত্যা গুরুদেবতাত্মা' ইহাই বুধ বা পণ্ডিতের বিচার। নতুবা অপণ্ডিত নির্ব্বোধ হইয়া যাইতে হয়, ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায়ে নির্ব্বোধ প্রবিষ্ট হয়। ভোগিসম্প্রদায় বিলাসপরায়ণ। তাহাদের বিচার—চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিব, অপরা বিদ্যার অনুশীলনে ব্যস্ত হইয়া শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, নিরুক্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া লইব, প্রত্যক্ষবাদী হইয়া আমি নিজে জানিব বা পরোক্ষবাদী হইয়া অন্যে যাঁহারা Misguided হইতেছেন, তাঁহাদের নিকট শুনিব, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া জ্ঞানমিশ্রা বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির পথে প্রবিষ্ট হইব। এই প্রকার অভক্তির পথ ছাড়িয়া অব্যভিচারিণী ভক্তিপথই গ্রহণীয়।

মুক্তির জন্য যে ভগবদুপাসনা, তার চেয়ে কপটতা আর কিছুই নাই। তুমি থাক বা না থাক, আমার সুবিধা হউক, তোমাকে বঞ্চনা করিয়া dismiss করিলাম, আমি তুমি এক—এ বিচারগুলি অত্যন্ত কপটতা। 'তত্ত্বমসি'র তৎ শব্দ পূর্ব্বের ও 'ত্বং'-শব্দ পরের কথা। পূর্ব্বশব্দ—'তৎ' ব্রহ্ম এবং পরশব্দ 'ত্বম্' জীবাত্মা। তৎত্বম্—পূর্ব্বশব্দে কথিত যে ব্যাপার, পরশব্দে কথিত ব্যাপার তল্লক্ষণাক্রান্ত। 'ওহে জীব, তুমি তৎ ব্রহ্মলক্ষণবিশিষ্ট—ইতর ব্যাপার নহ।' 'তুমি' একথা পরবর্ত্তী সময়ের কথা। তৎ—ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মের অণু হইলেও ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত মাত্র, বৃহদ্বস্তু তুমি

নহ। ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা-লক্ষণযুক্ত তুমি, এর দ্বারাও স্বিরীকৃত হইতেছে—সেব্যসেবকভাব-রহিত হইলেই অনর্থ উপস্থিত হয়, ভয় আসে, তদীয়বিচার বিলুপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ১।৭।৪-৭—অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি হইলেই ভয়শোকমোহাদি দূরীভূত হয়। অক্ষজবস্তুর প্রতি ভক্তি বা সেবার ছলনা ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত। যেটা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রহণের মধ্যে আসে, সেটা আমাদেরই তাঁবেদার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন হইয়া পড়ে। ওটা আধ্যক্ষিকের বিচার। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন ভগবান্ হইতে পারেন না।

ভগবানের পাদপদ্ম-সেবা করিবার নির্হেতুক চেষ্টা ইহ জগতে দুর্ল্লভ। যাঁহারা ধর্ম্ম,অর্থ, কামাদি সংগ্রহে ব্যস্ত, তাঁহারা ভগবানের সেবায় উদাসীন। ভোগ ও মুক্তির জন্য যে যত্ন তাহা,আত্মা কি বস্তু, আত্মার প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হয়, এই উপলব্ধির অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মবস্তুর বিচারের অভাব হইতেই আমাদের নানা অভাব উপস্থিত হয়। তখন আমরা আমাদিগকে ধর্ম্মহীন মনে করিয়া ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত হই—পুণ্য কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়া তৎসঙ্গে পাপকর্ম্মের আবাহন করি, আমাদিগকে অর্থহীন মনে করিয়া অর্থকামী হই, অপূর্ণকাম মনে করিয়া কামনা পরিতৃপ্তিতে ব্যস্ত হই, অমুক্ত মনে করিয়া মুক্তির জন্য চেষ্টান্বিত হই। ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ—এ সকল অমুক্ত বা বদ্ধজীবের চেষ্টা—যাঁহারা আত্মোপলব্ধির সম্মুখীন হন নাই—নিত্যমুক্তগণের সঙ্গলাভ করেন নাই, তাঁহাদের চেষ্টা। কিন্তু 'প্রেমা' পরমমুক্তপুরুষগণের ও উদ্বুদ্ধ আত্মার সহজ বৃত্তি। "আমি কে ?"—এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করি না। আলোচনার সময় আমাদের শরীরের প্রয়োজন মনে হয় কিংবা আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোত বিস্তার করা প্রয়োজন মনে হয়। "যস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি"—যাঁ'কে জানিলে কিছু জানা বাকী থাকে না। পূর্ণপুরুষকে জানিলে আর কিছু জানা বাকী থেকে যায় না—পূর্ণ দাস্য, পূর্ণ জ্ঞান আরম্ভ হইলে সকল মঙ্গল ঘটে। তাহা না হইলে এই সমুদয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাপার প্রয়োজন মনে করি। সাধু বলিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টাও—আত্মবঞ্চনা।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ-শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" জগতের সকল কথা থেকে তখন অবসর লাভ হয়, যখনই আমরা কোন আত্মবিদের আনুগত্য করি। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারি যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীত রাজ্যে মঙ্গলের অনুসন্ধান আবশ্যক। অনুসন্ধান-দ্বারা জানিতে পারি যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ব্যাপারে উচ্চাবচ যোনি লাভ হয়। আমরা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীরগত বিচারের মধ্যেই বর্ত্তমানে প্রবিষ্ট আছি। আমরা ব্রাহ্মণত্ব জন্য ব্যস্ত হই। আর একটু উন্নত হইলে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামাদির চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধ", "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা," রাজযোগ-জ্ঞানযোগের পন্থা, মনকে নিগৃহীত করিবার পন্থা—ত্যাগের পন্থা। কিন্তু মানব জীবন্মুক্তির দিকে অগ্রসর হইয়াও আবার অমঙ্গলের মধ্যে পড়ে—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥" "নানুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥" অর্থাৎ 'জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে পুনরায় সংসার-বাসনায় পতিত হন।' 'মূঢ়তা-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি, শ্রীমূর্ত্তির গমনকালে তাঁহার অনুগমন না করে, সে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিলেও, ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয়।'

মনের দ্বারা—ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর বস্তু। যখন বহির্ম্মুখ চক্ষু, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থেমেযায়, যখন উদ্বুদ্ধ আত্মার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক লৌল্যপরায়ণ হন, তখন সেই সকল আত্মেন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার রূপ-দর্শন হয়, গুণ-শ্রবণ হয়, অঙ্গ-গন্ধ গ্রহণ করা যায়, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন হয়, তাঁহার কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণ স্পর্শ করা যায়—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাঁহার সেবা করা যায়। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তাবস্থা বলা হয়—ইহাই স্বরূপ-সিদ্ধির অবস্থা।

মায়াতত্ত্ব

শক্তিতত্ত্বের মধ্যে চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি—এই উভয়ের প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তির অপর নাম—'যোগমায়া', জড়শক্তির অপর নাম—'মহামায়া' বা 'জড়মায়া'। বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতি—স্বরূপ শক্তি লক্ষ্মীরই অপাশ্রিতা ছায়ারূপিণী। সেই অপাশ্রিতা মায়াদ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার বন্ধন লাভ করে। কিন্তু ভগবান্ চিন্ময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা বহিরঙ্গ মায়াকে অভিভূত করিয়া নিত্যশুদ্ধ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃত মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্রয়ের ত্রিবিধ-বিকার সৃষ্টি (জন্ম) স্থিতি ও নাশ (ধ্বংস) প্রভৃতি ব্যাপার ভগবান্ বিষ্ণু, তদীয়শক্তি ও তদ্রূপবৈভব-ধাম-পরিকর দিগকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না;—ইঁহাদের মায়া-বশীভূত কর্ম্মফলবাধ্য-জীবের ন্যায় দেহ-দেহি-ভেদ নাই; ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নির্গুণ, তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়। এক্ষণে বিভিন্ন আচার্য্যগণ মায়া সম্বন্ধে যে সকল বিচার নির্ণয় করিয়াছেন তাহা দেখান যাইতেছে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ—'মায়া 'অনির্ব্বাচ্যা,' অনুভবপ্রযুক্ত 'অসৎ' পদবাচ্য নহে, জ্ঞান-নাশ্যত্বপ্রযুক্ত 'সৎ' পদবাচ্যও নহে; 'মায়া' শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় ও লৌকিকদৃষ্টিতে বাস্তব (সুঃ ভাঃ ১।৪।৩; পঞ্চদশী ৬,১২৮-৪১); মায়া জগতের বীজশক্তি, পরমেশ্বরাশ্রয়া, কিন্তু অনির্দ্দেশ্যা। (সুঃ ভাঃ ১।৪।৩; ২।১।১৪)।

শ্রীভাস্করাচার্য্যঃ—মায়া—অনির্ব্বচনীয়া হইলে আচার্য্য-কর্তৃক শিষ্যোপদেশ অসম্ভব; সুতরাং মায়া পরব্রহ্মের বস্তুভূতা 'প্রকৃতি'; 'মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনয়া ইতি প্রজ্ঞা উচ্যতে'। বহ্নির ধূমশক্তি-বৎ (সুঃ ভাঃ ২।১।১৪)।

শ্রীরামানুজাচার্য্যঃ—মায়া—পরব্রহ্মের 'শক্তি' ত্রিগুণাত্মিকা 'প্রকৃতি' বিচিত্র-সৃষ্টিকারিণী; 'মায়া' মিথ্যা বস্তু নহে; মায়া জীবকে মোহগ্রস্ত করে; কিন্তু মায়াধীশ পরমেশ্বর মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন; মায়া অনির্ব্বচনীয়া বা 'মিথ্যা' পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ নহে; মায়া পরমেশ্বরের প্রকৃতি (শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১০৬ অনু)।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যঃ—'মুখ্যা' মায়া শ্রীহরির 'শক্তি' আর 'অমুখ্যা' মায়া 'প্রকৃতি' (ভাগবত-তাৎপর্য্য ২।৫।১২-১৩); মায়া ত্রিগুণা (ঐ ১১।৩।১৭)।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যঃ—'মায়া' প্রধানাদি-পদবাচ্যা ও ত্রিগুণময়ী (দেঃ কাঃ ধেঃ ৩ শ্লোক)।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্য—মায়া ঈশ্বরাধীন; মায়া জীবকে পীড়ন করে, ইহা 'অবিদ্যা' পদ-বাচ্যা (ভাবার্থ-দীপিকা ১।৭।৬—ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য)। **শ্রীধর স্বামিপাদ**—পরমার্থ-ভূত বস্তুর শক্তি—'মায়া' (ভাঃ দীঃ ১।১।২)।

শ্রীবল্লভাচার্য্য—মায়া পরব্রহ্মের 'শক্তি'; তাঁহার 'ব্যামোহিকা' (জীবমমোহনকারিণী) ও 'আচ্ছাদিকা'-(সত্য-প্রতিম অসত্যরচনার দ্বারা সত্য-আচ্ছাদনকারিণী) ভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি; স্বপ্নসৃষ্টি, ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্টি, বিবর্ত্ত-সৃষ্টি—এই তিনটি মায়াজন্য সৃষ্টি; কিন্তু জগৎ-সৃষ্টি ব্রহ্মজন্য সৃষ্টি ('সুবোধিনী' ২।৭।৩৩)।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদঃ—মায়া পরমাত্মার 'বহিরঙ্গা শক্তি', জগৎ-সৃষ্ট্যাদিকারিণী, ত্রিগুণময়ী, বহির্ম্মুখ-মোহয়িত্রী, পরমেশ্বর-পরতন্ত্রা; মায়ার দুই অংশ—(১) নিমিত্তাংশ ও (২) উপাদানাংশ—উপাদানরূপ মায়া 'কার্য্যরূপিণী' নিমিত্তরূপা 'কারণরূপিণী'; নিমিত্তরূপা মোক্ষবিধায়িনী 'বিদ্যা' ও বন্ধনকারিণী 'অবিদ্যা,-ভেদে দ্বিবিধা; অবিদ্যার 'আবরণাত্মিকা, ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' বৃত্তিদ্বয়; নিমিত্তাংশরূপা মায়া 'জ্ঞানশক্তি', 'ইচ্ছাশক্তি ও 'ক্রিয়াশক্তি' ভেদে ত্রিবিধা। (ভগঃ সঃ ১৩-১৪; পরঃ সঃ ৪৮-৭৩ অনু)। পরমাত্মার (ক) জীবমায়া (জীববিষয়া)—'শ্রী' (জগৎপালনী), 'ভূ' (সৃষ্টিশক্তি) ও 'দুর্গা' (প্রলয়শক্তি) এই তিন নামে বিভিন্না; (খ) আত্মমায়া (পরমাত্মার স্বরূপশক্তি)—

তাঁহার ইচ্ছারূপা ; (গ) গুণমায়া (ত্রিগুণময়ী) জড়াত্মিকা। (ভগঃ সঃ ১৪ অনু)। 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—ইহার দ্বারা পরিমাণ করা যায়,—এই অর্থে 'মায়া' শব্দে শক্তিমাত্র কথিত হয়। (ঐ, ২৩ অনু) ; 'মায়া' মিথ্যা কল্পনা নহে ; কারণ, তাঁহার সত্যকার্য্য দৃষ্ট হয় ; মরীচিকার জলে কেহ আর্দ্র হয় না, কিন্তু পরমেশ্বরের মায়াদ্বারা অঘটন-ঘটন হয়। 'মহামায়া' জীবসম্মোহিনী এবং 'যোগমায়া' পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তির বিলাস। (ঐ, ১৩-১৪ অনু)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী :—মায়া মায়াধীশের 'কার্য্য' বা 'বহিরঙ্গা শক্তি'; ঈশ্বর মায়ার অতীত বা মায়াধীশ—"মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ।। যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস'। সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ।। (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১১৪-১১৫)।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—মায়া পরমেশ্বরের বহিরঙ্গ শক্তি' (সারার্থদর্শিনী ১.৭।৪) ; বহির্ম্মুখ-জীবমোহিনী, ত্রিবেষ্টন মহাপাশরূপা, ত্রিগুণময়ী (সারার্থবর্ষিণী ৭।.৪) ; ভগবৎপৃষ্ঠদেশস্থা (সারার্থদর্শিনী ২।৫।১৩ ; ২।৯।৩৩ ; ১০।৮৭।৩৮)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভুষণ :—মায়া বিচিত্রসৃষ্টিকারী পারমেশ্বরী 'শক্তি'। ঐ শক্তি—'সত্য' মায়া অনির্ব্বাচ্যা নহে ; অনির্ব্বাচ্যত্বের অর্থ 'সদসদ্বিলক্ষণ' নহে ; কারণ মায়ার সদসদ্বিলক্ষণ—অর্থ কোথায় ও দৃষ্ট হয় না। 'মায়া'-শব্দের সূক্ষ্ম-অর্থেও অনির্ব্বাচ্যতা যুক্ত নহে, যেহেতু 'মায়া'-শব্দ দম্ভাদি নানা অর্থেরও বাচক ; বাচ্যবস্তু-মাত্রই মিথ্যা হইলে বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি হয়। (সিঃ র ৬.৫৪)। বেদান্তস্যমন্তকেঃ—সত্ত্বরজস্তম এই গুণত্রয়ের আশ্রয়রূপ দ্রব্যই প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি নিত্যা। চূলিকোপনিষদে যথা—"এই প্রকৃতি সন্তানোৎপাদনে গৌতুল্যা, আদ্যঅন্তরহিতা। ইনি সকলের জনয়িত্রী এবং ভূতসকলের ভাবয়িত্রী, সত্ত্বরজোতমোময়ী বিভুরূপী ভগবানের কাম দোহন করেন, অর্থাৎ বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি কার্য্যসাধিকা, ইত্যাদি। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—সেই প্রকৃতি ত্রিগুণ, জগতের কারণ, অনাদি এবং জগতের উৎপত্তি লয়স্থান।" 'এই প্রকৃতি অচেতনরূপিণী, নিত্যা, পরার্থা অর্থাৎ জীবের নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি আদি কার্য্য, এবং সতত বিকারাত্মিকা।' 'যাহা কর্ম্মবদ্ধ জীবগণের ক্ষেত্র, এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপ, তাহাকেই প্রকৃতির রূপ বলা যায়।' ইত্যাদি। প্রকাশাদি ধর্ম্মগুণকে সত্ত্ব বলা যায়। রাগ-দুঃখাদির হেতু গুণকে রজঃ বলা যায়। প্রমাদালস্যাদির হেতু গুণকে তমঃ বলা যায়। যেমন একদেহস্থিত কফবাতপিত্তের সাম্য হইলে মৃত্যু হয়, সেই রূপ এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়ের সাম্যদশায় প্রলয় হয়। আর উহাদের পরস্পরের অঙ্গাঙ্গীভাবে বৈষম্য ঘটিলে মহদাদির সৃষ্টি কার্য্য হয়। প্রলয়দশাতে স্বরূপ সাম্যরূপ পরিণাম হয়। আর সৃষ্টি-দশায় বিরূপ পরিণাম হয়। এইরূপে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সততই বিক্রিয়াই বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতির প্রথম পরিণামাদির দ্বারা আত্মাতে অনধ্যবসায়ের হেতু মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সেই মহান্ ত্রিবিধ। যথা বিষ্ণুপুরাণে—সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভেদে মহান্ ত্রিবিধ। সেই মহত্তত্ত্বে বিকারবিশেষই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই আত্মাতে দেহাভিমানের হেতু। সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস ভেদে সেই অহঙ্কার ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে বৈকারিক, রাজস অহঙ্কারকে তৈজস, এবং তামস অহঙ্কারকে ভূতাদি শব্দের দ্বারা ব্যবহার হয়। ইহার মধ্যে রাজসটী সাত্ত্বিক এবং তামসিকের প্রবর্ত্তকরূপে সহকারী, ইহাই বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাসকল এবং মন উৎপন্ন হয়। রাজস অহঙ্কার হইতে দশবাহেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এবং তামস অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র দ্বারা আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যথা—সেই বিকারপ্রাপ্ত মহৎতত্ত্ব হইতে জীববিমোহন অহঙ্কার জাত হইয়াছিল। বৈকারিক তৈজস এবং তামস এই বৃত্তিত্রয়বান্ অহঙ্কারই তন্মাত্রা ইন্দ্রিয় এবং মন উৎপত্তির কারণ। এই অহঙ্কার চিদচিন্ময় অর্থাৎ নিজে অচিন্ময় অর্থাৎ জড়রূপী হইয়াও চিদ্রূপ জীবের উপাধি হওয়ায় জীবৈক্যবশতঃ চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ। তন্মাত্রা দ্বারা তামস

অহঙ্কার হইতে অর্থ অর্থাৎ ভূতপঞ্চ জাত হইয়াছিল। তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় সকল এবং বৈকৃত হইতে একাদশ দেবতা জাত হইয়াছিল। শ্লোকে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার বলে মনকেও বুঝিতে হইবে। ভাঃ তৃতীয় স্কন্ধে (৩।২৬।২৩-২৪) ও বলিয়াছেন যথা—ভগবদ্বীর্য্য চোদিত অর্থাৎ কালকর্ত্তৃক প্রেরিত বিকারপ্রাপ্ত মহত্তত্ত্ব হইতে ক্রিয়াশক্তি প্রাধান অর্থাৎ মন আদির উৎপাদনে শক্তিমান ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ অহঙ্কার বৈকারিক রাজস্ এবং তামস ভেদে তিন প্রকার। যে অহঙ্কার হইতে মন ইন্দ্রিয় এবং মহাভূতগণের উৎপত্তি হয়। এখানে শ্লোকে 'চ'কারের তাৎপর্য্য, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাও বুঝিতে হইবে।

এখানে নিষ্কর্ষ অর্থ এই, ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়। তন্মধ্যে মনই অন্তরিন্দ্রিয়, সঙ্কল্প-বিকল্পই মনের কার্য্য, সাত্বিক অহঙ্কার ইহার উপাদন কারণ, ইহা দ্রব্যরূপ, হৃদয় প্রদেশে ইহার অবস্থান। সেই এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়) অভিমান এবং চিন্তারূপ কার্য্যভেদে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত নাম ধারণ করে। বিষয়ের সহিত সংসর্গ হইলে এই মনই সংসারবন্ধনের কারণ হয়। যথা—শ্রুতি—মনুষ্যদিগের বন্ধ এবং মোক্ষের প্রতি মনই কারণ কাম সঙ্কল্প মনই অশুদ্ধ, ইহাই বন্ধনের কারণ, আর কামবিবর্জ্জিত শুদ্ধ মনই মোক্ষের কারণ হয়। স্মৃতি আদি কার্য্যের প্রতি অসাধারণ এই মনই ; এই মন স্বীকার না করিলে স্মৃতি আদি কার্য্য হয় না, অতএব মন নামক দ্রব্য সিদ্ধ হইতেছে।

বহিরিন্দ্রিয় দ্রব্যের উপাদানকারণ রাজস অহঙ্কার। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে সেই বহিরিন্দ্রিয় দ্বিবিধ। তারমধ্যে শোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা, ঘ্রাণভেদে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রকার। তার মধ্যে শব্দমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়কে শোত্র বলা যায়। মনুষ্যাদির কর্ণ শষ্কুলী দেশে অবস্থান করে। কিন্তু সর্পাদির চক্ষুঃ প্রদেশেই ইহার বৃত্তি। স্পর্শমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই ত্বক্। ইহা সর্ব্বশরীরে থাকে। নখকেশাদিতে প্রাণের তারতম্য বশতঃই স্পর্শের উপলব্ধি হয় না। রূপমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়কে চক্ষুঃ বলা যায়। ইহা চক্ষুর্গোলক কৃষ্ণতারাগ্রে অবস্থান করে। রসমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই রসন নামেই কথিত হয়। ইহা জিহ্বার অগ্রদেশে বৃত্তি। গন্ধমাত্র গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই ঘ্রাণ। ইহার অবস্থান নাসাগ্রে।

আকাশাদির পঞ্চভূত ক্রমানুসারে শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্দ্ধক, এই হেতু এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে ভৌতিক বলিয়া উপচার করা হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি রাজস অহঙ্কার হইতে, আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে ইহাদের উৎপত্তি নহে। তথাপি শাস্ত্রে ইহাদিগকে ভৌতিক বলা হইয়াছে। তাহার কারণ—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথ্বী—এই পঞ্চভূত ক্রমশঃ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণকে বর্দ্ধিত করে বলিয়াই এই পঞ্চভূত জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ভৌতিকত্ব উপাচার হয়। এই প্রকার মনঃপ্রাণ বাক্যেরও ক্রমশঃ পৃথিবী, জল এবং তেজঃ কর্ত্তৃক বর্দ্ধন হয় বলিয়াই, ঐ মনঃপ্রাণ এবং বাক্যকে তত্তন্ময় বলা হইয়াছে। শ্রুতি যথা—হে সৌম্য! মনঃ অন্ন (পৃথিবী) ময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়ী।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ভেদে কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচ প্রকার। তার মধ্যে বর্ণোচ্চারণহেতু ইন্দ্রিয়ই বাক্। এই বাগিন্দ্রিয় হৃদয় কণ্ঠাদি অষ্টস্থানে অবস্থান করে। যথা বেদভাষ্যে—উরঃ (হৃদয়), কণ্ঠ, শিরঃ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু এই আটটী বর্ণের স্থান। গবাদিতে এই অষ্টের অভাব থাকায় বর্ণোচ্চারণেরও অভাব। শিল্পাদির হেতু ইন্দ্রিয়কে পাণি বলা যায়। এই পাণিইন্দ্রিয় মনুষ্যাদির অঙ্গুল্যাদি বৃত্তি। হস্তী আদির নাসিকাগ্র বৃত্তি। সঞ্চারের হেতু ইন্দ্রিয় পাদ। ইহা মনুষ্যাদির অঙ্ঘ্রি বৃত্তি। সর্প পক্ষী আদির উরঃ পক্ষাদিবৃত্তি। মলাদিত্যাগের হেতু ইন্দ্রিয় পায়ু। তদয়বয়ব (অঙ্গে) বৃত্তি। আনন্দবিশেষের হেতু ইন্দ্রিয়কে উপস্থ বলা যায়। উহা মোহন আদি বৃত্তি।

সাত্বিক অহঙ্কার হইতে চন্দ্রাদি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা উৎপন্ন হয়। সেই দেবতা সমূহের মধ্যে চন্দ্র,

ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং অচ্যুত কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইহারা ক্রমশঃ সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান এবং চিন্তাকে প্রবর্ত্তিত করে। আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা এবং ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্রমশঃ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, ও অশ্বিনীকুমার, এই পঞ্চ দেবতাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে প্রকাশ করিয়া থাকে। আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রমশঃ অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, এবং প্রজাপতি এই পঞ্চদেবতা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া বচন, আদান (গ্রহণ), বিহরণ, উৎসর্গ এবং আনন্দকে অনুভব করাইয়া থাকে। তামস অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র সমূহকে মধ্যে রাখিয়া পঞ্চ মহাভুত (আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে। তামসাহঙ্কার আর ভুতবর্গ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পরিণামকে তন্মাত্র বলা যায়, এই তন্মাত্রকে অবিশেষ বলা হইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হওয়ার মধ্যবর্ত্তী একটী পরিণাম, যাহাকে দুগ্ধ দধি উভয়েরই কলল 'ভ্রূণ' অবস্থা বলা যায়। এই প্রকার তামসাহঙ্কার এবং ভুতবর্গের মধ্যবর্ত্তী 'পরিণামকে তন্মাত্র বলা যায়। ভুতবর্গ বিশেষ শব্দের দ্বারা উক্ত হয়। সূক্ষ্মাবস্থাই তন্মাত্র আর স্থূলাবস্থাই ভূতসমূহ।

শাস্ত্রে এই ভূতোৎপত্তি প্রক্রিয়াকে বহু প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। "সেই এক পরমাত্মা হইতে আকাশ জাত হইয়াছিল, আকাশ হইতে বায়ু" ইত্যাদি শ্রুত্যাভাস অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ ভূতোৎপত্তি হয় ইহাই বলেন। আবার কেহ কেহ "তদাহুঃ কিন্তৎ" ইত্যাদি সুবাল শ্রুতি এবং "সেই অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে ভূতসকল" ইত্যাদি। গোপালতাপনী শ্রুতি অবলোকন করিয়া বলেন যে, তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্রমশঃ পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। আবার অপর কেহ—সেই শ্রুতিপর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই প্রকার বর্ণন করেন যথা—তামসাহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্র, শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ ; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্র, তাহা হইতে বায়ু, বায়ু ইহতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ তন্মাত্র তাহা হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-তন্মাত্র, তাহা হইতে জল, জল হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-তন্মাত্র, তাহা হইতে পৃথিবী।

পঞ্চভূতের লক্ষণ যথা—স্পর্শবান্ হইয়াও বিশিষ্ট স্পর্শশব্দের আধারকে আকাশ বলা যায়। বিশিষ্ট স্পর্শবান্ হইয়া রূপশূন্য অথবা অনুষ্ণ আশীত (ভুক্ত), স্পর্শবান্ গন্ধশূণ্যই বায়ুর লক্ষণ। উষ্ণ স্পর্শবান্ অথবা ভাস্বর-রূপবান্‌কেই তেজঃ বলা যায়। শীত স্পর্শবান্‌বিশিষ্ট রসইঃঅথবা নির্গন্ধবিশিষ্ট রসই জল। বিশিষ্ট গন্ধবস্তুই পৃথিবীর লক্ষণ। আকাশাদি পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হওয়ায় শব্দাদির সর্ব্বত্র প্রাপ্তি অনুপপন্ন হইতেছে না। পঞ্চীকৃত ভূতসমূহে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অনুপ্রবেশ থাকায় প্রত্যেক ভূতেই পঞ্চভুতের গুণ দৃষ্ট হয়। পঞ্চীকরণ যথা—সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি প্রথমতঃ পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া সেই ভূত সকলের প্রত্যেককেই সমান দুইভাগে বিভক্ত করতঃ ঐ পঞ্চের প্রত্যেক অর্দ্ধের সহিত অন্য প্রত্যেক অর্দ্ধ চতুর্ভাগের এক এক ভাগ গ্রহণ করিয়া মিলাইয়া ছিলেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—"সেই দেব, ভগবান্ পঞ্চভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, অর্দ্ধ অর্দ্ধকে সমান ভাগ করিয়া তাহার এক একভাগ অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধের সহিত মিলিত করিয়া পঞ্চ কৃতীকে দেখিয়াছিলেন॥" যেমন—আকাশ ভাগ অর্দ্ধেক, তার সঙ্গে বায়ু ৵০, তেজঃ ৵০, জল ৵০, ক্ষিতি ৵০, প্রত্যেকটি দুই দুই আনা পরিমাণে মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত আকাশ হইল। এইরূপ বায়ু অর্দ্ধেক, অন্য চারিটী দুই দুই আনা মিলিত হইলে পঞ্চীকৃত বায়ু হয়। এই প্রকার সকল ভূতই পঞ্চীকৃত। এই পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে চতুর্দ্দশ লোকসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহ জাত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূঃ, ভুব, স্ব, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য নামক লোক উপরিউপরি বিরাজমান আছে এবং তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সপ্তলোক অধোঽধঃভাবে আছে। এবং ব্রাহ্মাণ্ডবর্ত্তী জীবসকল জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্ব্বিধ শরীর সেই পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতেই জাত হয়। তার মধ্যে মনুষ্যাদি শরীর জরায়ুজাত, পক্ষিপন্নগাদি শরীর অণ্ডজাত, যুকমশকাদিশরীর স্বেদজাত, তরুগুল্মাদি শরীর উদ্ভিদ্‌জাত॥

এই বেদান্ত প্রকরণে দিক্ পৃথক দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই (নৈয়ায়িক প্রভৃতি দিক পৃথক দ্রব্য স্বীকার করেন)। সূর্য্য পরিস্পন্দনাদি দ্বারা আকাশই প্রাচী আদি দিক্‌রূপে সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে যে দিক্ সৃষ্টির বর্ণন দেখা যায় তাহা অন্তরীক্ষ সৃষ্টির ন্যায় সিদ্ধ হয়। এখানে প্রাণও পৃথক্‌তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অবস্থান্তর-প্রাপ্ত বায়ুই প্রাণরূপে সিদ্ধ হয়। দেহস্থিত প্রাণরূপী বায়ু পঞ্চবিধ, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান। মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্ব সকল সমষ্টি; সেই সকলের মধ্যে একদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রিয়মান কার্য্যকে ব্যষ্টি বলা যায়। অপরে কেহ কেহ "অষ্ট প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতি, এবং ষোড়শ বিকার অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে বলিয়া থাকেন।যথা—তামস অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, সেই শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ এবং স্পর্শতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু এবং রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ এবং রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধতন্মাত্র যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এই আকাশাদি পঞ্চভূতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ গুণ যথা উত্তরোত্তর অধিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে আকাশে এক শব্দ গুণ, বায়ুতে শব্দ-স্পর্শ; তেজে শব্দ-স্পর্শ-রূপ, জলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস, পৃথিবীতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ গুণ থাকে। এস্থলে, তন্মাত্রা এবং বিষয়, ইহাদের সমান নামত্ব শ্রবণে অভেদ বলিয়া শঙ্কা করা উচিৎ নহে, অর্থাৎ তন্মাত্রা বলিতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ বুঝায় আবার বিষয় বলিতেও শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ বুঝায়, কিন্তু এই উভয় এক নহে। তন্মাত্র পঞ্চভূতের কারণ, আর বিষয় ভূতধর্ম্ম। এই উভয়ের পার্থক্য। এই প্রকারে প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার একাদশ ইন্দ্রিয় তন্মাত্র পঞ্চত্ব ভেদে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বর্ণিত হইল। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চমহাভূত স্থূল দেহের উপাদান। ইন্দ্রিয়গণ ভূষণস্থিত রত্নের ন্যায় মাত্র দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্র একাদশ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ, ইহারা সূক্ষ্মদেহের উপাদান, ইহাই বিদ্বানগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

চেতনের যাহা নিয়মিতাধেয়, বিধেয় এবং শেষ, তাহাকেই শরীর বলা যায়। ভোগায়তন অথবা চেষ্টাশ্রয়কে শরীর বলিলে লক্ষণ দুষ্ট হয়, কারণ পত্নীশরীরাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়। এই বেদান্ত প্রকরণে প্রকৃতি আদি হইতে উৎপদ্যমান ঘটাদিক পদার্থসমূহকে ভিন্ন অর্থান্তর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু ঐ প্রকৃতি আদির ভিন্নাবস্থাই তত্তৎ ঘটাদি কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারাই ঘটাদি নাম এবং এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা ব্যবহারসিদ্ধ হয়। অন্যথা সেনা বনরাশি ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। অতএব একই দ্রব্যে কারণ এবং কার্য্য এই দুই অবস্থাই থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্য অবস্থাভেদে কারণ অবস্থাভেদে কার্য্য হয়। তার্কিকগণ বলেন; কারণ কার্য্য ভিন্ন, পরস্পর দ্রব্য ও ভিন্ন তন্ত্বাত্মক দ্রব্য কারণ এবং পটাত্মক দ্রব্য কার্য্য ভিন্ন। এই মত সঙ্গত নহে। ইহা উপলব্ধিবিরোধ হয়, এবং কার্য্যে পরিমাণ দ্বিগুণ দোষ হয়। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদীগণ কারণকার্য্যকে ভেদাভেদ বলেন। ইহাও সমীচিন নহে। কেন না পরস্পর বিরোধ হয়। অতএব কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন ইহাই বেদান্তগত সিদ্ধান্ত।

মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্ত

মায়া—স্বরূপ শক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার; অনুপযুক্ত জীবকে সংস্কার করিবার যাঁপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়া কৃষ্ণদাসী; কৃষ্ণবিমুখজনকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি'—এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণস্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ; সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়া পিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটি দণ্ড্যজীবের কারাগার; রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, কৃষ্ণও তদ্রূপ জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড়জগৎরূপ কারাগার এবং জড়-মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

মায়ার নিগড় তিনপ্রকার—সত্ত্বগুণ-নির্ম্মিত নিগড়, রজোগুণ-নির্ম্মিত নিগড় ও তমোগুণ-নির্ম্মিত নিগড়। দণ্ড্যজীবসকলকে মায়া যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিকই হউন বা তামসিকই হউন, সকলেই নিগড়-বদ্ধ। স্বর্ণ-নিগড়, রৌপ্য-নিগড়, ও লৌহ-নিগড়—ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও সকলেই নিগড় বই আর ভাল দ্রব্য নয়।

চক্ষুর্দ্বারা—রূপ, কর্ণের দ্বারা—শব্দ, নাসিকা দ্বারা—গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা—রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি-বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়।

কষ্টকর গৃহধর্ম্মে নানাবিধ দুঃখ-তন্ত্রে অতন্দ্রিতভাবে দুঃখের প্রতীকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী 'সুখ পাইলাম' মনে করে। এই সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহা সুখ নয়, কিছু কিছু দুঃখের প্রতিকার মাত্র।

যেরূপ ছায়ার সহিত সূর্য্যের সম্ভোগ হয় না, তদ্রূপ মায়ার সহিত কৃষ্ণের সম্ভোগ নাই। সাক্ষাৎ মায়ার সহিত সম্ভোগ দূরে থাকুক, মায়াশ্রিত জীবের পক্ষেও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অত্যন্ত দুরূহ। কেবল কৃষ্ণ-কৃপা বশতঃই সমাধিযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার জীবের পক্ষে সুলভ হইয়াছে।

মায়িক বস্তু চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। জীব 'আমি মায়া ভোক্তা'—এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কাররূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে; সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়।

মায়াকৃত কর্ম্মের মূল অবিদ্যা। মায়া—কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তিদ্বারা তিনি এই জড়-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্ম্মুখ জীবকে সংশোধনার্থে মায়াশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন। মায়ার দুইটী বৃত্তি—'অবিদ্যা' ও 'প্রধান, 'অবিদ্যা' বৃত্তি—জীবনিষ্ঠ এবং প্রধান—জড়নিষ্ঠ; 'প্রধান' হইতে জড়জগৎ এবং 'অবিদ্যা' হইতে জীবের কর্ম্ম বাসনা। মায়ার আর দুইটী বিভাগ আছে—'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'; তদুভয়ই জীবনিষ্ঠ; অবিদ্যাবৃত্তি-ক্রমে জীবের বন্ধন, 'বিদ্যাবৃত্তি'-ক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ড্যজীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং যে পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ জীবের সুজ্ঞান লাভ; অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণ মোচন।

প্রধানের ক্রিয়া—মায়া-প্রকৃতি ঈশ্বরচেষ্টারূপ কালদ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে মহত্তত্ত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম 'প্রধান', তাহাই ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহৎতত্ত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে 'অহঙ্কার' হয়। অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে 'আকাশ' হয়, আকাশ বিকৃত হইলে 'বায়ু' হয়, বায়ুর বিকার দ্বারা 'তেজ' উৎপন্ন হয়; তেজের বিকার—'জল' এবং জল বিকৃত হইয়া 'ক্ষিতি' হয়—জড়দ্রব্যসকল এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাদের নাম 'পঞ্চমহাভূত'।

'কাল',—প্রকৃতির অবিদ্যারূপ বৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহৎতত্ত্বের 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম'ভাব উৎপন্ন করে; মহত্তত্ত্বের কর্ম্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে; মহৎতত্ত্ব সেইরূপে বিকৃত হইয়া অহঙ্কার হয়; অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি' হয়; বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের 'শব্দ' গুণ উপলব্ধি করে, শব্দ-গুণ বিকারে 'স্পর্শ'গুণ তাহাতে বায়ু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দ গুণদ্বয় থাকে; ইহাতে 'প্রাণ', 'ওজঃ' ও 'বল'-সৃষ্টি হয়; সেই গুণ বিকৃত হইলে তেজঃ পদার্থের 'রূপ', স্পর্শ ও শব্দ গুণ উদিত হয়; সেই গুণের কাল বিকার দ্বারা জলের 'রস'-রূপ-স্পর্শ ও শব্দ অনুভব হয়। এই সকল বিকার-ক্রিয়ায় চৈতন্যরূপ পুরুষের ক্রমমত আনুকুল্য থাকে। অহঙ্কার তিন প্রকার—'বৈকারিক'; 'তৈজস' ও 'তামস'। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদিজাত; তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী 'ইন্দ্রিয়'। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—'জ্ঞানেন্দ্রিয়' ও 'কর্ম্মেন্দ্রিয়'। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই প্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত সকল সঙ্গত হইলেও যে পর্য্যন্ত চৈতন্যকণ জীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্য চলিল না। ভগবদীক্ষণরূপ কিরণকণস্থিত জীব

যখন মহাভূত ও স্থূলভূত-নির্ম্মিত দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। বৈকারিক তৈজস-গুণ, 'প্রধান'-বিকৃত তামস বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়। মায়িকতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি অর্থাৎ 'ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোম' এই পাঁচটী মহাভূত এবং গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী 'তন্মাত্র'; পূর্ব্বোক্ত দশটী জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধিও অহঙ্কার এইগুলি একত্রিত হইলে ২৪টী (চতুর্ব্বিংশতি) প্রাকৃত-তত্ত্ব হয়। জীবচৈতন্য এই শরীরে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব এবং পরমাত্মা ঈশ্বরই ষড়্‌বিংশতিতম তত্ত্ব।

পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রও দশটী ইন্দ্রিয়—এসমস্ত স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ও অহঙ্কার—এই চারিটী লিঙ্গ দেহ। যিনি এই দেহে 'আমি' ও 'আমার' এই মিথ্যা অভিমান করেন এবং ঐ অভিমান বশতঃ স্বরূপার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তিনি জীবচৈতন্য; তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম—জড়ীয় দেশ কাল ও গুণের অতীত; এতন্নিবন্ধন তাঁহার সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও সমস্ত দেহব্যাপী সত্তা আছে। 'হরিচন্দন বিন্দু' শরীরের একদেশে দিলে দেহের সর্ব্বদেশে সুখব্যাপ্তি হয়, তদ্রূপ অণুমাত্র জীবও দেহের ক্ষেত্রজ্ঞও সুখ-দুঃখের অনুভব কর্ত্তা।

ভগবানের এক পরাশক্তি মায়াই অচিন্ত্যশক্তি। তাহাতে দুইটী অবস্থা—স্বরূপাবস্থা ও তটস্থাবস্থা। জগৎ-সৃষ্টিতে তটস্থ-অবস্থাই অণু ও ছায়ারূপে দ্বিপ্রকার। ছায়া তটস্থা-শক্তি অচিন্ময়াশক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার একনাম 'বহিরঙ্গাশক্তি'। 'মায়া' বলিলে প্রধানতঃ পরাশক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপশক্তির পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্ময়াশক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া 'মায়া' বলিলে অচিন্ময়া অর্থাৎ ছায়াকেই বুঝায়। ভগবান্ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা পুরুষ।- বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতিও অর্থ—তিনপ্রকার তত্ত্ব-বিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্‌বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই 'অর্থ' বলে। অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা ভগবান্ হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি হয় না; তাহাই মায়া। আত্ম-বস্তু এবং মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে, সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নয়—বস্তু যে আত্মা, তাহার শক্তিমাত্র। বস্তুমধ্যে ইহার দুই প্রকার পরিচয়—প্রথম আভাস এবং দ্বিতীয় তমঃ। জীবই আভাস-পরিচয়। চিৎশক্তি অণুতটস্থ অবস্থায় আভাসরূপ জীব। সুতরাং তাঁহার চিৎ-পরিচয়। অচিন্ময়ায় তমঃ-পরিচয়, তাহাতে জড়জগৎ।

পরমতত্ত্বের স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ 'বিজ্ঞান' হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। স্বরূপ-তত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। স্বরূপতত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায়। সূর্য্যের ইতর তত্ত্ব দুই রূপে প্রতীত হয়—আভাস ও তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্যস্থানে পতিত হইলে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যে দিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে তমঃ (অন্ধকার) বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ-স্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসস্বরূপ মায়াবৈভব—ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব—ইহা দ্বিতীয়উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ। প্রথম সম্বন্ধ—আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতর স্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'মায়া', এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম-অজ্ঞানও মায়া।

মায়া সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীলসরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত

"অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে যে 'অহং'-শব্দে বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইতে যাহা ব্যতিরেকভাবে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই 'অহং' নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই 'অনহং'-ব্যাপারটী বস্তু নহে, পরন্তু বস্তু-শক্তি। বস্তুর অন্তরালে তাহার যাবতীয় শক্তি অন্তর্নিহিত হইলেও শক্তি ও শক্তিমানে নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। যাহা

'অহং, তাহার নামই 'মায়া'। মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি—একটী আলোকময়ী, অপরটী অন্ধকারময়ী। নিমিত্তাংশে আভাস-ময়ী 'জীবমায়া', উপাদানাংশে অন্ধকারময়ী 'গুণমায়া'। এই বৈকুণ্ঠ বস্তুর শক্তিদ্বয়। বস্তুর অন্তরঙ্গা-শক্তিকে 'চিচ্ছক্তি' বলে, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত অণুচিৎ জীব বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তিতে বিচরণ করিবার নিত্যস্বভাবসম্পন্ন। বস্তুর বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত জগতে মাপিয়া লইবার ধর্ম্ম নশ্বরভাবে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠে উহা নিত্য সংস্থ। বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়ার মধ্যে যে বিশেষ-ধর্ম্ম উভয়ের পরিচয় প্রদান করে, সেই বিশেষ-ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট বস্তু ও উদ্দিষ্টবস্তু-শক্তির স্বরূপগত উপলব্ধির জন্যই এই ভাগবতীয় শ্লোক দ্বয়ের প্রবৃত্তি। ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত যে বৃত্তির উপলব্ধি হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত 'অহং'-বস্তুর পরিচয় ব্যতিরেকভাবে অতন্নিরসনকারী নির্ব্বিশিষ্ট সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভজনীয় বস্তুর প্রতীতির অভাবে উপলব্ধিকারকের যে ভোর্ক্তৃভাব ও জগতের প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস, তাহাই মায়িকী বৃত্তি। উহাতে নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তির অভাব। ভজনীয় বস্তু ব্যতীত তাদৃশ বিমোহিনী শক্তির প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মায় অর্থাৎ 'অহং' বস্তুতে যাহার অধিষ্ঠান নাই, উহাই মায়া। বস্তুর নিমিত্তাংশের অণুত্ব জীবমায়ায় পরিমিত হয়। বস্তুর উপাদানাংশের অণুত্ব গুণজাত জগতে অচিৎ পরমাণুরূপে খণ্ডিত। মায়াধীশের নৈমিত্তিক ও উপাদানকারকতা সর্ব্বকারণ-কারণ বস্তুর কারণ-বারিতে ঈক্ষণরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাদৃশ চিন্ময় দর্শন মিশ্রচিদচিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। কারণ-বারিতে অবস্থিত ভগবদাবির্ভাব হইতেই নিত্য বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুশক্তি মায়া দ্বিবিধ আকারে জগতে ভোক্তা ও ভোগ্যভাবে অবস্থিতা। তদ্রূপবৈভব বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে চিন্ময়ী প্রকৃতি উপাদানাংশে স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধজীব মায়াকে স্বীয় ভোক্তৃরূপে স্থাপন করিবার পরিবর্ত্তে সন্ধিনী-শক্তির অংশবিশেষ জানিয়া হ্লাদিনীর সহিত ভেদাভেদের অস্মিতার স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত রাজ্যে মুক্তজীবের মায়িক নশ্বর পরিবর্ত্তনীয় প্রতীতি নাই। সেখানে ভক্তিযোগমায়াধীনে শক্তিসমূহ ভাগবৎসেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। অনুপাদেয় হেয় সীমাজন্য অভাব প্রভৃতি বস্তুধর্ম্মপ্রভাবে কোনও প্রকার অবরতা তথায় স্থান পায় না।

"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া", যা'কে মেপে নেওয়া যায়, সে'টাই মায়া। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁহাকে মাপা যায় না। যেখানে ভগবান্কে মেপে নেবার চেষ্টা দেখান হয়, তাহাই 'মায়া'—'ভগবান্' নহে; মা-যা = মায়া। christian Theologyতে (খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে) যেমন Godhead একটি আলাদা, satan একটি আলাদা, ভাগবতের কথিত 'মায়া' সেরূপ নহে। ভাগবত school এর মতে 'মায়া' পূর্ণপুরুষ ভগবানে condemned state এ (গর্হিত অপাশ্রিতভাবে) আছে—মায়াবশযোগ্য অণুচিৎএর প্রতি বিশেষরূপে দণ্ডবিধান করিবার জন্য। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পারম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭.৪-৫)। এইঅপরাশক্তিই মায়াশক্তি। অপরাশক্তি নিরীশ্বর কপিলের 'চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইয়া, কখন বা বৈশেষিকের 'পরমাণু' হইয়া, কখনও জৈমিনীর 'অভ্যুদয় বাদ' হইয়া, কখনও গৌতমের 'ষোড়শ পদার্থ' হইয়া, কখনও পতঞ্জলির 'বিভূতি কৈবল্যাদি' হইয়া, কখনও বা 'ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনা' লইয়া অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব-কুলকে বাহ্য জগতের ক্রিয়ায় মুগ্ধ করিতেছে—Misunderstand (বুঝ্‌তে ভুল) করাইতেছে। জীবের চেতনের স্বতন্ত্রতা আছে, তাহার অপব্যবহার ফলে এই প্রকার ভুলে মত্ত হয়। জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রের জলধর্ম্ম যেমন বিন্দুতেও অণু-পরিমাণে আছে। বিভু-চৈতন্য ভগবান্—পরমস্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা রহিয়াছে। জীবের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার বা সদ্ব্যবহার ভগবৎ প্রেরণায় হইলে তদ্দ্বারা ভগবৎ সেবাই হয়, ভগবদ্বিস্মৃতি হয় না। জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু, জীব—'মায়া' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্ম্মুখজীবের চিত্তের প্রবণতা, অভিলাষ, মায়াতে আবদ্ধ হওয়া।

জগৎ ও জগৎ কারণ

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঃ—যাবৎ দৃশ্যবস্তুই 'জগৎ'। ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা দৃশ্য হন না এবং যাহা বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় 'অসৎ', তাহাও দৃশ্য হয় না। সুতরাং জগৎ সৎও নহে, অসৎও নহে—মিথ্যা (=সদ সদ্ভিন্ন); জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই (সূঃ ভাঃ ২।২।১৮-৩২, ২।১।১৪)।

জগৎ কারণ ঃ—'সগুণ ব্রহ্ম' বা সমষ্টি-উপাধি-উপহিত 'ঈশ্বর' জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ; ইহা ব্যবহারিক মাত্র (শাঃ ভাঃ ১।১।২; ১।৪।২৩; ২।১।১৪)।

শ্রীভাস্করাচার্য্য ঃ—ব্রহ্ম কার্য্যরূপে জগতে পরিণত হইলেও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্ত্তিত থাকেন 'সৃষ্টি'; অর্থে ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপমাত্র; জগৎ 'সৎ', মিথ্যা নহে; কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য; জগৎ জীবেরই ন্যায় কেবল সৃষ্টি-কালেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়; ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ (সূঃ ভাঃ ১।৪।২৫; ৩।২।১৫)।

জগৎ কারণ ঃ—'ব্রহ্ম' জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ (সূঃ ভাঃ ১।১।২, ১।৪।২২); পরমাত্মা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসমূহ সৃষ্টিস্থিতি-কালে বিক্ষেপ করেন এবং প্রলয়কালে উপসংহার করেন। (সূঃ ভাঃ ১।৪।২৫)।

শ্রীরামানুজাচার্য্য ঃ—শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর, 'জগৎ'; ব্রহ্মের শরীর, অংশ, বিশেষণও গুণস্থানীয় জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সম্পূর্ণ; সম-পরিমাণে 'সত্য'; রজ্জু-সর্পবৎ 'অসত্য' নহে; তবে ব্রহ্মই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব; 'জীব' ও 'জগৎ' ব্রহ্মেরই ন্যায় সমান সত্য হইলেও ব্রহ্মনিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমিক নিম্নস্তরে অবস্থিত; 'জগৎ' জড়ভোগ্যরূপে নিম্নতম; 'জীব' চেতনভোক্তৃরূপে উচ্চতর এবং 'ব্রহ্ম' সর্ব্বনিয়ন্তৃ প্রভুরূপে উচ্চতম; 'ব্রহ্ম'ই জগতের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' কারণ (শ্রীভাষ্য ১।৪।২৬-২৮; ২।১।১-১৫)।

জগৎ কারণ ঃ—'ব্রহ্ম'ই নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ (শ্রীভাষ্য ১।৪।১৬); সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপ অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মশরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে; সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম সেই স্বীয় শরীর-স্থানীয় নাম-রূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথগ্‌রূপে পরিণত করেন এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। (শ্রীভাষ্য ১.৪।২৭)।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ঃ—জগৎ—সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র; জগৎ 'সত্য' ও ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ 'ভিন্ন'; 'জগৎ' সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপুর্ব্বিকা সৃষ্টি, সুতরাং 'সত্য'; বিশ্ব 'সত্য', বিষ্ণুর বশবর্ত্তী ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৬৯; 'তত্ত্বোদ্যোত' ও মাণ্ডূক্য-ভাষ্য)।

জগৎকরণ—ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহে। (মধ্বভাষ্য শ্রীজয়তীর্থের টীকা সহিত, ১।৪।২৭)। ভগবান্ বিষ্ণু কল্পের আদিতে অনাদি নিত্যা জড় প্রকৃতিকে উপাদান করিয়া গুণত্রয়, মহৎ, অহঙ্কার পঞ্চভূত-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তরে চতুর্দ্দশ লোক, সমুদ্র, মেরুমন্দরাদি পর্ব্বত, গঙ্গাযমুনাদি নদী, শিলা, বনস্পতি, ওষধি, ধান্য, ফল, পুষ্প, নবরত্ন, সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করেন। এই সকলই কার্য্যরূপে অনিত্য, কিন্তু কারণরূপে নিত্য; কার্য্যরূপে অনিত্য হইলেও শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম, কূর্ম্মলোম ও গন্ধর্ব্ব-নগরাদির ন্যায় 'অসৎ' নহে, অথবা রজ্জ্বারোপিত সর্প বা শুক্ত্যারোপিত রজতবৎ' মিথ্যা'নহে; অল্প-কালীনত্বহেতু 'অনিত্য', অসত্য, নহে, 'ক্ষণিক' ও নহে; 'ক্ষণসম্বন্ধি' বলা গেলেও 'ক্ষণমাত্রবর্ত্তী' বলা যাইতে পারে না। ঘট-পটাদি'ক্ষণসম্বন্ধি' হইলেও কারণরূপে নিত্য। বৌদ্ধগণ 'ক্ষণিক' বলিতে যাহার পূর্ব্বে বা পরে অবস্থান নাই, ক্ষণে-ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে-ক্ষণে নাশ হয়, তাহাই উদ্দেশ করিয়া থাকেন। পরন্তু 'ক্ষণসম্বন্ধি' বলিতে তাহা বুঝায় না, 'ক্ষণসম্বন্ধি' হইলেও তাহা উপাদান-কারণরূপে নিত্য। যেমন, ঘট—কার্য্য, ঘট-ভঙ্গে কপাল (ঘটের খণ্ডিত দ্বিতীয় ভাগ), কপাল-ভঙ্গে 'কাপালিক' (ঘটের

চতুর্থ ভাগ), কাপালিক-ভঙ্গে 'মৃত্তিকাদি', মৃত্তিকা-ভঙ্গে ক্রমশঃ 'প্রকৃতি'। ঘট হইতে ক্রমে প্রকৃতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই কার্য্য। ইহারা অনিত্য, কিন্তু প্রকৃতি মূল-উপাদান-কারণরূপে নিত্যা। কল্পের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পাবসান পর্য্যন্ত উপাদান-কারণ প্রকৃতি হইতে ঘটাদি পর্য্যন্ত নানা কার্য্যরূপ পরিণাম এবং কল্পান্তে প্রকৃত্যাখ্য সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি ; তাহা 'মিথ্যা' নহে। মায়াবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপাকে ব্যবহারিক জগৎ তপ্ত লৌহগত জলবিন্দুর ন্যায় স্বতঃই অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহা বাল-কোলাহল মাত্র ; যেহেতু বিষ্ণু জ্ঞানপূর্ব্বক লীলামাত্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যপর্য্যন্ত ইহার নাশ করেন ; তখন জগৎ কারণরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। বিষ্ণুর বুদ্ধিবলে সৃষ্ট-জগৎ মায়োপাদান নহে। জীবের অদৃষ্ট ও যোগ্যতানুসারে ভগবান্ নানারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং অদৃষ্ট-পরিসমাপ্তিতে জগতের নাশ করেন। তখন কারণরূপে জগৎ অবস্থান করে। কল্পের আদিতে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি ক্রমে জগৎসৃষ্টি ; আর কল্পান্তে বিলোমক্রমে নাশ অর্থাৎ যে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিপরীতক্রমে জগতের বিনাশ হয়। কিন্তু প্রকৃতিরূপে সকলেরই অবস্থান।

প্রমাণ বাক্য :—'আমি সত্য-স্বরূপ মহাপুরুষ বিষ্ণুর জগৎ-সৃষ্টি-প্রযোজক প্রকৃতি-প্রভৃতি কারণ-সমূহকে সত্যরূপে বলিয়াছি।' স্তুতিকারক ইন্দ্রদেবের এই সত্যসম্পদ্ দর্শনে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সর্ব্বজয়শীল ও বর-প্রদাতা বিষ্ণু সকলের অপেক্ষনীয় যে বস্তু রচনা করিয়াছেন, উহা সত্যই হইয়া থাকে, পরন্তু অসত্য নহে। 'ভগবান্ সত্য, তাঁহার মাহাত্ম্যও সত্য'—আমি এই কথা স্বকীয় মোক্ষাদি-সুখ-লাভের জন্য বিপ্রজনাধিকৃত যজ্ঞ-সকলে কীর্ত্তন করিতেছি। ইত্যাদি। (ভাঃ তাঃ নিঃ অঃ ১ শ্লো ৬৯)।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য—ব্রহ্ম—'কারণ', জগৎ—'কার্য্য' ; ব্রহ্ম—'শক্তিমান্', 'জীব' ও 'জগৎ' তাঁহার শক্তিদ্বয় ; ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাব ও ধর্ম্মগত ভেদ বর্ত্তমান ; ব্রহ্ম—চেতন, অস্থূল, অজড়, নিত্যশুদ্ধ ; জগৎ—অচেতন, স্থূল, জড় ও অশুদ্ধ, সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতে স্বাভাবিক 'ভেদ', আবার উভয়ে স্বাভাবিক 'অভেদ'ও সমভাবে সত্য ; কার্য্য-কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময় ও কারণাশ্রয়ী বলিয়া কার্য্য 'জগৎ' কারণ 'ব্রহ্ম' হইতে অভিন্ন ; 'জগৎ' প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রকৃতি ব্রহ্মের 'অংশ' ও 'শক্তি' ; জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মেরসূক্ষ্ম-শক্তিরূপে এবং সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম-রূপে নিত্য সত্য। (সুঃ ভাঃ ১।৪।৮, ১০ ; ২।১।১৪-১৯, ২৩, ২৬-২৭)।

জগৎ কারণঃ—ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন 'নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ' (সুঃ ভাঃ ১।৪।২৩-২৬)।

শ্রীধর স্বামিপাদ :—পরমার্থভূতবস্তুর কার্য্য—'জগৎ' (ভাঃ দী ১।১।২)। **জগৎ কারণ**—ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ (ভাঃ দী ১০.৮৭।৫০)।

শ্রীবল্লভাচার্য্য :—'জগৎ' ভগবৎকার্য্য, ভগবদ্রূপ, ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা রচিত ; জগদ্রূপ কার্য্যের উপাদানও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম, মায়া—জগৎকারণ নহে, ব্রহ্মই জগৎকার্য্যরূপে অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্ত ; জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য সত্য (তঃ দীঃ নিঃ ১।২৩) ; সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদ্রূপ কার্য্য সর্ব্বকারণ ব্রহ্মে বিদ্যমান ; সৃষ্টির পরে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ; 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' এই ভগবচ্ছক্তিদ্বয়ের দ্বারা জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় ; জগৎ প্রবাহবৎ গমনশীল, 'জগৎ' ও 'সংসার' ভিন্নার্থ—'অহং-মমতা'র আগার সংসার অবিদ্যার কার্য্য; আর 'জগৎ' ভগবৎকার্য্য। (অণুভাষ্য ১।১।৩ তঃ দীঃ নিঃ ১।২৩,২৪)

জগৎ কারণ :—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং সমবায়ি-(উপাদান) কারণ। (অণুভাষ্য ১।৪।২৩)।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ :—'জগৎ'—অবিচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণাম বা ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তার—"ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃত-বিস্তার ইদমখিলং জগদিতি" ; ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতে তাঁহার সত্য স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিপরিণত জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। চিন্তামণির অধিপতি বা চিন্তামণি কৃত্রিম স্বর্ণ সৃষ্টি করে না ;

পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবচ্ছক্তি হইতে সৃষ্ট বলিয়া 'তদাত্মক' (ঐ ১০।৪৬।৪৩); জগৎ সত্য হইলেও কালচ্ছেদ্য অর্থাৎ 'নশ্বর' (ঐ ১০।২।২৭); জগৎকে যে কোথাও 'অসৎ' বলা হইয়াছে, উহার অর্থ সার্ব্বকালিক সত্তারহিত; কোথায়ও যে 'স্বপ্নাভ' বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য স্বপ্নাত্মজ্ঞানবৎ অল্পকাল স্থায়ী; স্বাপ্নিক বস্তুর ন্যায় জগৎ মিথ্যা নহে। (ঐ ১০।১৪।২২, ১।৯।৩৩)।

জগৎকারণ:—মায়ার অধিষ্ঠাতা কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ মায়াতে দূর হইতে দৃষ্টিদ্বারা চিদাভাসরূপা জীবশক্তিকে আধান করেন; 'মায়াশক্তি' ও 'জীবশক্তি'র মিলনে জগদুৎপত্তির সম্ভব হয়। (সাঃ দঃ, ৩।৫।২৬), অতএব পরমাত্মার 'শক্তি'ই জগদ্রূপে পরিণত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু:—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিনিবন্ধন জগৎ 'সত্য', জন্মাদি অনিত্যত্বব্যাপ্য; সত্যত্ব' নিত্যানিত্যসাধারণ; অতএব জগৎ সত্য হইয়াও 'অনিত্য' (সিঃ রঃ ৬।৪৩); জগৎ ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্মস্বরূপ' (ঐ, ৬।২৭)।

জগৎকারণ:—ব্রহ্মের জগৎ-নিমিত্ত-উপাদানত্ব পারমার্থিক (সিঃ রঃ ৮।৩); পরাখ্য-শক্তিমদ্রূপে ব্রহ্মের 'নিমিত্ত'-কারণত্ব; জীব-প্রকৃতি-শক্তিমদ্রূপে ব্রহ্মের 'উপাদান'-কারণত্ব (গোঃ ভাঃ ১।৪।২৬; ২।১।২০)। বস্তু বলিতে ঈশ্বর, জীব, মায়া এবং জগৎ। মায়া জগৎসৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শ্রীভগবদ্বহিরঙ্গশক্তি, ইহার গুণরূপা নিমিত্তাংশ ও দ্রব্যরূপ উপাদানাংশ আছে। মায়ার নিমিত্তাংশই কাল ও কর্ম্ম এবং দ্রব্যরূপ উপাদানাংশ। ঈশ্বরের কার্য্য জগৎ, কিন্তু জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম লইয়াই জগৎ কার্য্য।

তন্মধ্যে কাল যথা:—বেদান্তস্যমন্তকে—গুণত্রয়শূন্য জড় দ্রব্য বিশেষকেই কাল বলা যায়। "ত্রৈগুণ্যশূন্য" না বলিলে প্রকৃতিতে অতিব্যাপ্তি, আর দ্রব্যবিশেষ না বলিলে, কর্ম্মে অতিব্যাপ্তি হয়। সেই কাল, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্রাদি ব্যবহারের এবং সৃষ্টি প্রকারের কারণ এবং ক্ষণাদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তমান হইতেছে, ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রুতিতে যথা—তিনি জ্ঞাতা, এবং কালের কাল, সর্ব্বকল্যাণগুণবিশিষ্ট এবং সর্ব্ববিদ্যাসমন্বিত। ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—'হে অব্যক্তবন্ধো! যে এইকালে যেকালের দ্বারা এই বিশ্ব নিয়মিত হইতেছে, যে কাল নিমেষাদি হইতে মহাবৎসররূপ, সেইকাল তোমারই চেষ্টা ইহা জ্ঞানীগণ বর্ণন করেন, সেই ঈশ্বর মঙ্গলনিকেতন তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি।' ইত্যাদি। কালচক্র, জগৎচক্র, ইত্যাদি স্মৃতি এইকাল নিত্য ও বিভু। "হে সৌম্য, এই বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রে এক সৎই ছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে কালের সত্তা (বিদ্যমানতা) অবগত হওয়া যায়। এবং সর্ব্বত্র কার্য্যে কালের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। লোকে এমন কোন প্রত্যয় নাই যাহাতে কাল প্রকাশিত হয় না। এই প্রকারে কাল সকলের নিয়ামক হইলেও, পরমাত্মার নিয়ম্য অর্থাৎ ভগবান্ কালেরও নিয়ামক, শ্রুতিতে ভগবান্‌কে কালেরও কাল, বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কালকে ভগবানের চেষ্টা বলা হইয়াছে। অতএব ভগবানের নিত্যবিভূতি অর্থাৎ নিত্যলীলা-পরিকর-ধামাদিতে কালের প্রভাব নাই। এই ভগবন্নিত্যধামাদিতে চিন্ময়কালই অবস্থান করে, তথায় জড়কালের অস্তিত্ব নাই। তথাপি তাদৃশ চিন্ময়কালের স্বতন্ত্র প্রভাব বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ধামে নাই, সেখানে লীলাশক্তির অধীন হইয়াই কাল অবস্থান করে। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—জগতের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক কাল যেখানে নাই ইত্যাদি॥

কর্ম্ম:—সেই কর্ম্ম ক্রিয়ারূপ। কর্ম্ম কৃতিসাধ্য অর্থাৎ পুরুষের প্রযত্ন দ্বারা নিষ্পাদ্য হইলেও অনাদিসিদ্ধ বীজাঙ্কুরের মত এই কর্ম্মকেও অনাদি সিদ্ধ বলা যায়। বেদান্তসূত্রে যথা—যদি বল, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ না থাকায়, ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে বৈষম্যের পরিহার হয় না, ইহার উত্তরে সূত্রে বলিতেছেন, না, কর্ম্ম অনাদি, অর্থাৎ জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে উত্তরোত্তর কর্ম্মে প্রবর্ত্তন হয়। শুভ এবং অশুভ ভেদ কর্ম্ম দ্বিবিধ। বেদ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ কর্ম্ম, যাহা নরকাদি অনিষ্টের সাধন ব্রহ্মহত্যাদি, তাহাই অশুভ। আর বেদ কর্ত্তৃক যাহা বিহিত কর্ম্ম কাম্যাদি তাহাই শুভকর্ম্ম।

সেই শুভকর্ম্মের মধ্যে; স্বর্গাদি ইষ্টসাধন জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মকে কাম্য বলা যায়। আর যাহা, অকরণে প্রত্যবায়জনক, সন্ধ্যোপাসনা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম নিত্য। আর পুত্রজন্মাদি নিমিত্ত জাতেষ্ট্যাদিকর্ম্ম নৈমিত্তিক। দুরিতক্ষয়কর চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। এই প্রকারে শুভকর্ম্ম বহুবিধ। এই শুভকর্ম্মসমূহের মধ্যে কাম্যকর্ম্মকে নিষিদ্ধ তুল্য মনে করিয়া মুমুক্ষুজন পরিত্যাগ করিবেন। কেন না কাম্যকর্ম্ম মুক্তির প্রতিবন্ধিফলপ্রসবকারী। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম চিত্তের শোধক, সুতরাং মুমুক্ষুজন উক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন। "জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্চিত (অপ্রারব্ধ) যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম, তাহা সমস্তই জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। তৎপরে ক্রিয়মান যে সকল কর্ম্ম (বর্ত্তমান কর্ম্ম), (প্রারব্ধ) তৎ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানবান পুরুষ লিপ্ত হয়েন না।" যেমন ইষিক তুলা অগ্নিতে সংযোগ হইলে ভস্মীভূত হয়, সেইপ্রকার জ্ঞানীর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়। "যেমন পদ্মপত্রে জল শ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মবেত্তা জনে পাপকর্ম্ম শ্লিষ্ট হয় না।" এই ছান্দোগ্যশ্রুতি। এখানে উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে, সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান, এই দ্বিবিধ পাপের বিনাশ এবং বিশ্লেষ উক্ত হইয়াছে। ভগবৎভক্তিশূন্য কর্ম্ম শুভাশুভ উভয়ই সংসার বন্ধনাংশে সমানই। বৃহদারণ্যকশ্রুতি যথা—"এই জ্ঞানীব্যক্তি সাধু এবং এই উভয় কর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া থাকেন।" এই শ্রুতিতে উভয়বিধ পাপপুণ্য অর্থাৎ সঞ্চিত পাপপুণ্য এবং ক্রিয়মান পাপপুণ্য এই উভয়েই বিনাশ ও বিশ্লেষ দেখান হইল। সুতরাং সঞ্চিত শুভাশুভের বিনাশ এবং ক্রিয়মান শুভাশুভের বিশ্লেষ, ইহাই শ্রুতির স্পষ্টার্থ। এইরূপে জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মমলরহিত জ্ঞানীব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারাই হরিপদ অর্থাৎ ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় সুখভোগপূর্ব্বক সেই হরিধামে নিবাস করিয়া থাকেন। তথা হইতে আর পুনরাবর্ত্তিত হয়েন না। শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।" "সেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে, ইহা ভিন্ন পরমাশ্রয়ের (মঙ্গলের) অন্য পন্থা নাই।" "মুক্তব্যক্তি সমস্ত কামনাকে উপভোগ করিয়া থাকেন" তিনি আর পুনরাবর্ত্তিত হন না।

সেই জ্ঞান দুই প্রকার; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শাস্ত্রজ্ঞানকে পরোক্ষ বলা যায়, আর যাহা শ্রীভগবানের হ্লাদিনী-শক্তির সারাংশমিলিত সম্বিদ্রূপ তাহাকে অপরোক্ষ বলা যায়। যে অপরোক্ষ জ্ঞানকে, শাস্ত্রে ভক্তি-শব্দের দ্বারা মুখ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা দেখা যায়। যথা,—শ্রীগোপাল-উপনিষদে—"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ একরসে ভক্তিযোগে সেই গোপালরূপ পরব্রহ্ম অবস্থান করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বটী অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞানটী পরম্পরারূপে আর অপরটী অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানটী সাক্ষাদ্রূপে ব্রহ্মপ্রাপক হয়। নিরপেক্ষ ভক্তিমার্গাবলম্বী ভক্ত, শ্রীভগবদ্ভক্ত মহৎসঙ্গে তৎকৃপালব্ধ ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি যোগ-রূপ কর্ম্ম দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—সাধুদিগের আত্মা শ্রীভগবানের কথামৃতকে যাঁহারা কর্ণপুটে আদরপূর্ব্বক ধারণ করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয় বিদূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দের সমীপে গমন করেন।

এইরূপে, শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এই তত্ত্বপঞ্চক বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—"হে বিপ্র! প্রধান (প্রকৃতি) এবং পুরুষ (জীব) এই দুইরূপ নিরুপাধি-বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন। হে দ্বিজ! যে রূপের দ্বারা সৃষ্টি সময়ে সেই ভিন্নরূপ দুইটী (প্রধান ও পুরুষ) সংযুক্ত এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হয়, তাহাই তাঁহার কাল নামক রূপ।" "স্বকর্ম্মদ্বারা স্তিমিত আত্মনিশ্চয় যাঁহাদের" ইত্যাদি।

এই তত্ত্বপঞ্চক বিবেকী ব্যক্তি, উক্ত সাধন সম্পত্তিমান্ হইলে বিশুদ্ধ (সংসারমুক্ত) হইয়া শ্রীহরিপদলাভকরতঃ সেই হরিলোকেই বাস করেন। ইহা দ্বারা অধিকারী, অভিধেয় এবং প্রয়োজনও দেখান হইল। অর্থাৎ "ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চতত্ত্ব বিবেকী ব্যক্তি অধিকারী।" "জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিসাধন" ইত্যাদিবাক্যে বর্ণিত "সাধন" বলিতে ভক্তিসাধনই বুঝিতে হইবে, এই ভক্তিসাধনই অভিধেয়। আর শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভই প্রয়োজন।

জড়-জগৎ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্ত

জড়-জগৎ চিজ্জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন। আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম ; আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়-ভাব বিচার করিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন মাত্র। আদর্শে যে-সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া, শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গলরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। যে-যে ধর্ম্ম সেখানে আশ্রয়রূপে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। যে-যে-ধর্ম্ম তথায় ব্যতিরেকরূপে মঙ্গল বিধান করিতেছে ; সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে এবং পাপরূপে গণিত। (চৈঃ শিঃ ২য় অধ্যায় ৭।১)।

মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী। যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'মিথ্যা' বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থ-সাধন-ক্রিয়া কিরূপে হইত? ঘটে জল আনয়ন করিলে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না, কেবল নশ্বর বলিতে পার। তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থ-সাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না। (তঃ সূঃ ১০২)। এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিত্য সত্য,—এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে 'নিতান্ত মিথ্যা' বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়। অতএব 'এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর'—এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে ; তদ্রূপ পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন।" (শ্রীভাঃ মাঃ ১।১৫)।

চিদৈশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসরূপ রুদ্ররূপী দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শম্ভু নিমিত্তাংশ-মায়ার সহিত সঙ্গ করেন ; কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্বলরূপ মহাবিষ্ণুপ্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকুল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকুলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসমূহই জীবরূপে উদিত॥ (ব্রঃ সং ৫।১০)।

কাল ঃ—চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়ায় কালের ভূতভবিষ্যৎ বিকার আছে। সেই মায়ায় যে সকল সত্ত্ব দেখা যায়, সকলই আদিবিশিষ্ট ; মায়ার সংসার রজধর্ম্মাশ্রিত। সকলই অন্ত বিশিষ্ট ; সুতরাং মায়ার তমোধর্ম্মাশ্রিত। এইরূপ সত্ত্বকে মিশ্রসত্ত্ব বলি।

কর্ম্ম ঃ—মীমাংসকগণ যে বলেন ফলদাতা ঈশ্বর কল্পিত। অপূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের ফলদান করে। ইহা ঠিক নহে, কারণ—কর্ম্মমীমাংসকগণ বেদের জ্ঞান-সিদ্ধান্ত অবগত ন'ন ; তিনি কেবল মোটামুটী যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের ভাব দেখিয়া একটী যে সে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। বস্তুতঃ, বেদ সিদ্ধান্তস্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন (শ্বেঃ ৪।৬ ও মুণ্ডক ৩।১।১) 'দ্বাসুপর্ণা' ইত্যাদি অর্থাৎ এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুইটী পক্ষী—বদ্ধজীব আর তাঁহার সখা ঈশ্বর ; বদ্ধজীবপক্ষী সংসাররূপ পিপ্পলফল আস্বাদন করিতেছেন। ঈশ্বররূপ পক্ষীটী তাহা দেখিতেছেন। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন এবং কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন। মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিয়া যে পর্য্যন্ত সে ভগবৎ-

সাম্মুখ্য লাভ না করে, তাবৎ তাহার সহিত তদ্রূপ লীলা করিতেছেন। মীমাংসকের 'অপূর্ব্ব' কোথায়? নিরীশ্বর সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব-লাভ হয় না। সমস্ত কর্ম্মের মূল কর্ম্মবাসনা, কর্ম্মবাসনার মূল অবিদ্যা। 'কৃষ্ণের দাস আমি,' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম অবিদ্যা; সেই সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম—অনাদি।

জড়জগৎ সম্বন্ধে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত

অচিৎ বৈচিত্রের নাম জগৎ। চিদ্ধামে যেরূপ চিদ্বৈচিত্র্য হেতু নিত্য নব নবায়মান সেবাবৈভব প্রকটিত আছে, তদ্রূপ সেই চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই অচিজ্জগতে নানাপ্রকার ভোগ বৈভব প্রকাশিত রহিয়াছে। এই অচিদ্বৈচিত্র্য ভোগ-বৈভবে পরিপূর্ণ, সেবাবিমুখ জীবের দণ্ড প্রদান করিবার কারাগার স্বরূপ। এই স্থানে পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ মনুষ্যাদি অনন্ত কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীব বাস করিতেছেন। বৃক্ষরাজি, পর্ব্বত ইহারা চেতন হইলেও আচ্ছাদিত চেতন জড়প্রায় হইয়া এই জগতের অনন্ত-ভোগ বৈভবের বিচিত্রতার এক একটী অঙ্গ স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার এই জগতের মধ্যে মনুষ্য নামে একপ্রকার প্রাণী বুদ্ধি ও বিবেক বলে অন্যান্য প্রাণীকে পরাভূত করিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। তাহারা তাহাদের বুদ্ধিবলে অচিদ্বৈচিত্র্যকে নানাভাবে তাহাদের উপযোগি ভোগ সম্ভাররূপে পরিণত করিয়া শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনাদির সৃষ্টি করিতেছে এবং ভোগের সুবিধার জন্য সমজাতীয় ব্যক্তি ও ভোগোপকরণ—প্রাণীও বস্তুর সহিত একত্র বাস করিয়া সমাজ গঠন করিতেছে। জগতের সর্ব্বত্র যে-যে স্থানে মনুষ্য বাস করিতেছে সেই সেই স্থানেই এইরূপ সমাজ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মনোধর্ম্ম হইতে নিস্তার লাভ হইতে পারে যদি মন্ত্রলাভ করিতে পারা যায়। 'মন্ত্র' মানে কানে 'ফু' দেওয়া নহে। দিব্যজ্ঞানের নাম 'মন্ত্র দীক্ষা' যে দিব্যজ্ঞান আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় অদিব্য-জ্ঞান-সংগ্রহের আপাত সুরম্য সৌধগুলিকে উহাদের ভিত্তির সহিত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া সেখানে অধোক্ষজ জ্ঞানের নিত্য বাস্তব ভিত্তিময় সৌধ নির্ম্মাণ করে। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন বলিয়াছিলেন—"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।" অর্থাৎ ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—আমিই Absolute truth, এই Absolute truth শক্তি দ্বারা সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিই—গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Agents বা Messengers জগতে আসিয়া থাকেন। কিন্তু যে মহাশক্তিশালী Messenger, sent by God to suit the adaplability of all the recepients, সেই sole Agencyর নাম—গুরু। সেই Expertএর মধ্য দিয়া Revealation হয়। তিনি আমার মনন ধর্ম্ম দূর করিয়া আমার চেতনতার বৃত্তিতে যুগান্তর আনিতে পারেন।

যাহারা নিজের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে চায়, তাহাদের চেষ্টা একটা উদাহরণ দিয়া বলা যাইতে পারে,—কোন ব্যক্তি একটি পর্ব্বতের গুহায় তপস্যা করিবেন বিচার করিয়া পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ হইতে একটি বড় পাথর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। যাহাতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু আক্রমণ করিতে না পারে, এই জন্য গহ্বরের মুখে পাথরখানি দিয়া রাখিলেন। কিন্তু তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন না যে, কএকদিন উপবাস ও তপস্যার পর যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, তখন তাহার পক্ষে ঐ ভারী পাথরটী সরাইয়া গুহা হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব হইবে। আধ্যক্ষিক জ্ঞানের বিচার ঐরূপ একদেশী। হিংস্রজন্তুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে নিজ মৃত্যু নিজে ডেকে আনি। আধ্যক্ষিক জ্ঞানাবলম্বিগণ—আত্মঘাতী। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আধ্যক্ষিক জ্ঞান নহে—অধোক্ষজ বা দিব্যজ্ঞান। সেটি অপর সাধারণ মনুষ্য জাতির

জ্ঞান বা মনুষ্য জাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মনীষিবিশেষের জ্ঞানমাত্রও নহে। সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute knowledge বা কৃষ্ণ, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ।

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা মুখ্যাপ্রকৃতি, আর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী দুর্গা গৌণী প্রকৃতি, তিনি ভগবানের বাহিরের অঙ্গের পরিচালনী শক্তি। যাহারা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে সকল বস্তু মাপিয়া লইতে ব্যস্ত, যাহারা তুরীয় তত্ত্বের আলোচনায় উদাসীন, তাহাদের জন্য মহামায়া আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা—দুইটী বৃত্তি পরিচালনা করিতেছেন। পরব্যোমকে অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু হইতে অনেক দূরে রাখিয়া দিতেছেন। মহাদেব যাহাতে মহামায়ার কার্য্য maintain করিতে পারেন, জীব সেই কার্য্যে ব্যস্ত। মহাদেব -বিকারী বিনাশ-শক্তি, আর ব্রহ্মা—জনন-শক্তি। মাতার কোন সম্পত্তি নাই, তাঁহার কার্য্য শুধু লালন পালন করা। christiaনদের ভগবানের পিতৃত্বের আরোপ হেতুমূলক—'কর্ত্তব্যবুদ্ধি', 'কৃতজ্ঞতা' প্রভৃতি হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐরূপ ভাব আরোপিত হয়। নিমিত্ত-উপাদান phenomenaর অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। Creator ব'লে ভগবান্‌কে দেখা, ভগবানের স্বরূপ দর্শন হইতে অনেক দূরে থাকা। ভগবান্‌কে সৃষ্টিকর্ত্তা মাত্র দেখিতে গিয়া প্রকৃত ভগবত্তার সন্ধান পাই না। 'কারণ' অনুসন্ধান করিতে গিয়া কারণ, কারণের কারণ, সর্ব্বকারণের কারণ যিনি, তাঁহার অনুসন্ধানের মাঝপথে বিরত হইয়া পড়ি। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি হেতুমূলে জাত। যাঁহারা ভগবানে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব আরোপ করেন, তাঁহাদের ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি নহে—উহা অন্যাভিলষিতাযুক্ত। ভগবানের নিজস্ব বা বাস্তব স্বরূপ হইতে তাঁহাদিগকে বহুদূরে রাখেন। তাঁহারা জাগতিক নীতিতে অভ্যস্ত থাকিয়া ভোগপথ অবলম্বন করিয়া out of love ভগবান্‌কে চান না out of awe and reverenec তাঁর কাছে যাইতে চাহেন বলিয়া তাঁহারা ভগবানের বাস্তব-স্বরূপ হইতে বহু দূরে থাকেন। Son-hood of godhead হইতেছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মত। তিনি Parent-hood এর idea rejcet করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিলে cristianity fully devoloped এবং বাস্তবিক ethical হইতে পারিবে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর বলিয়া জীবের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেই বিচার জানাইয়াছেন। বিষ্ণুসেবা, ব্যতীত আত্মার মঙ্গল আর কিছুতেই হইতে পারে না। বিষ্ণুমায়ার সেবা-দ্বারা দেহ-মনের আপাত মঙ্গল বা প্রীতি হইতে পারে, তাহাতে আত্মা আরও ঢাকা পড়িয়া যায়। তাহার যেটা নিত্যধর্ম্ম, তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের এই উপকারকে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত জগতের লোক 'হিংসা' 'বিবাদ' মনে করে। তাঁহারা বৈদ্যের সহিত বিবাদ বা বৈদ্য বিনাশ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে। শাক্তপ্রকৃতির লোক মাতা পর্য্যন্ত দেখেন, কেন না তাঁহা হইতে ভোগের উপাদান ও ভোগ-প্রবৃত্তি লালন-পালন হয়। মাতার স্বামী তাঁহারা জানেন না। যতক্ষণ বৈষ্ণব-বিরোধভাব, ততক্ষণ মাতা পর্য্যন্ত দর্শন। তখন শক্তিকেই জড়ভোগময় বিচারে আকর মনে হয়। তখন বিচার হয়—"She is the fountain-head of every-thing, but she is the cust dian of my physical frame only and not of soul. আত্মা—অজ, তাঁহার জননী কেহ নাই। আত্মার বৃত্তি ভোগ বা ত্যাগ চাওয়া নহে—'দেহি' 'দেহি' কথা আত্মায় নাই। আত্মা বিষ্ণুপরতত্ত্বের asscciated counterpart. পরতত্ত্বের সুখকামনাই আত্মার একমাত্র স্বার্থ। শুদ্ধশাক্তগণ সর্ব্বাত্মায় পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান করেন। Duty is but a regulation যাহা ont of pure love নয়, তাহা ভক্তি নহে। কর্ত্তব্য বুদ্ধির ক্রিয়া মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারের উপর; আর প্রেম, ভক্তি বা অনুরাগের ক্রিয়া আত্মার ভূমিকায়। অন্তরাত্মা হইতে অনুরাগ বা ভক্তি প্রসূত হয়। আত্মার বৃত্তি-ভক্তি, আর মনের বৃত্তি—কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত আমাদের কল্যানের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। জগতের সর্ব্বত্র মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের প্রাচুর্য্য। শ্রীচৈতন্য-

দেবই একমাত্র আত্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চত্বের কথা জগতে বিতরণ করিয়াছেন। পশু, পক্ষী, তৃণ-গুল্ম-লতা, মনুষ্য—সর্ব্বশ্রেণীর জীব শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মধর্ম্মের কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

যুবকচতুষ্টয় প্রত্যহ সাধুমুখে শুদ্ধহরিকথামৃতশ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছেন। সর্ব্বদা শ্রুত বিষয়ের অনুস্মরণ করেন। শ্রীহরিকথা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য চিন্তা নাই। তাঁহারা চিন্তা করিলেন—এমন কোন শাস্ত্র নাই, যাহা সাধু অবগত নহেন, এমন কোন প্রশ্ন নাই—যাহার সুমীমাংসা করিতে পারেন না, যখন যে প্রশ্নের উদয় হয়, তিনি যেন অন্তর্য্যামীসূত্রে অবগত হইয়া স্বয়ংই সেই প্রশ্নের মীমাংসা করেন। আমাদের হৃদয়ে বহু সংশয়, সন্দেহ ও প্রশ্ন ছিল, সমস্তই তিনি সুমীমাংসা করিয়া দিতেছেন। আহা! আমাদের বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে এই প্রকার সাধু দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখগলিত শ্রীহরিকথামৃত পানে তৃপ্ত হইতেছি। ক্ষণভঙ্গুর এই জীবন এতকাল বৃথায় যাপন করিয়াছি। মনোধর্ম্মের উচ্ছ্বাসে জীবন বৃথায় অতিবাহিত করিয়াছি। কৃষ্ণ বহুকৃপাপূর্ব্বক এই প্রকার সদ্গুরুর সঙ্গ মিলাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় দেখিতেছি না। প্রাণ ও ব্যাকুল হইয়াছে! এক্ষণে কি করি! তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আর মঙ্গল দেখিতেছি না। চারিজনই ঐপ্রকার অবস্থায় অনিদ্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন যথাসময়ে যাইয়া সেই সাধুর নিকট ব্যাকুলভাবে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—প্রভো! আমাদের দুর্ল্লভ মানবজন্ম বৃথা অতিবাহিত করিয়াছি, এক্ষণে আপনার শ্রীচরণই আমাদের একমাত্র সম্বল করিয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক এ-দীন-জনগণকে উদ্ধার করুন! তাঁহাদের নিষ্কপট দৈন্য ও আর্ত্তি দর্শন করিয়া করুণহৃদয় বৈষ্ণবঠাকুরের হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে অঙ্গমার্জ্জন করিয়া বসাইয়া বলিলেন—বাবা শ্রীশচীনন্দনের শ্রীধামবাসী তোমরা, শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদের প্রতি স্বাভাবিক-ভাবেই দয়ার্দ্র। তাহাতে তোমাদের শ্রীহরিকথা শ্রবণে যে প্রকার উৎসাহ ও প্রফুল্লতা দেখা যায়, তাহাতে তোমরা যে মহাভাগ্যবান্—ইহা সাক্ষ্য দিতেছে। শ্রীশচীনন্দন তোমাদের আশা নিশ্চয়ই পূরণ করিবেন। তখন সেই ভাগ্যবান্ যুবক চতুষ্টয় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, প্রভো! মন্ত্রদীক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া দাসগণকে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

তখন করুণাময় বৈষ্ণব ঠাকুর বলিলেন—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়জ্ঞান বা অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান লাভ হয়, এবং পাপের সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে পাপ-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ দীক্ষা বলিয়া থাকেন। অতি ভাগ্যবান্ জনই সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে সাধন ভজন করিতে করিতে দিব্য-জ্ঞান লাভ এবং হৃদয় হইতে পাপবীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। শিষ্যের যোগ্যতা—আশ্রয় গ্রহণ; অর্থাৎ কেবল সেবাপ্রবৃত্তির পরিচয়ে শরণাগত হওয়া। অভক্তির পথে আশ্রয় গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। 'গুরু পদাশ্রয়' বলিতে গুরুকে ঈশ্বর-বোধ এবং আপনাকে দাস বা বধ্য ও শাস্য-বোধ। যিনি অক্ষজ-জ্ঞান বা অধিরোহ-পন্থা বা মায়ার ভোক্তা ত্রিগুণাত্মকতা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া অধোক্ষজের সেবা অবিসংবাদিত নিরস্তকুহক সত্যে অবস্থিত হইতে পারিবেন, তাঁহারই গুরুচরণাশ্রয়-বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া দীক্ষা প্রাপ্তি হইবে। 'দীক্ষা' বলিলে এই বুঝায় যে, যে অনুষ্ঠান হইতে দ্বিজের প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ হইয়া প্রাকৃত পাপপুণ্যাদির সম্যক বিনাশ সাধিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞজনে দীক্ষা সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিক ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা বৈদিকী। অযোগ্যজনে অধিকারী জ্ঞানে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অনধিকারী-বিচারে ভাবী যোগ্যতা-লাভের উদ্দেশ্যে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা। কলিকালে বৈদিকী-

দীক্ষার সম্ভাবনা নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃত পদ্ধতি মধ্যে যোগ্যতা-বিধায়ক দশ সংস্কারের বিধান দীক্ষার অঙ্গমধ্যে উল্লিখিত করিয়া ক্রমদীপিকা, সারদাতিলক, রামার্চ্চনচন্দ্রিকাপদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন নাই এবং দীক্ষার অনুকূলে আগম বিধির কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন।—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃনাং।" অর্থাৎ দীক্ষা বিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষা কালেই অনধিকারী মানবকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যকালীয় মৌঞ্জীবন্ধনাদি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না। তাহা পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া যায়। একমাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসকীয় স্মার্ত্তগণ শূদ্র-দীক্ষা-বিধান বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন? তাহা 'দীক্ষা' শব্দ :বাচ্য নহে। তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষা-বাধ বলা যাইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদত্ত হইত বলিয়া সেই কালে দীক্ষিতগণ সকলেই দ্বিজ হইতেন। তখন পঞ্চোপাসকীয় স্মার্ত্ত বা নিরীশ্বরস্মার্ত্ত সমাজের উপর অধিক প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য পুত্রদিগকে বৈদিক দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষাবিধি।

অসদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে শিষ্য আরও পতিত হইয়া যায়, যেমন এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়েই মহা-বিপদগ্রস্ত হয়। "স্নেহবশত বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন, এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লাভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।" শাস্ত্রে অন্যত্র—"যে গুরু স্বার্থনাশ-ভয়ে অন্যায়রূপে শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করেন, এবং যে শিষ্য সেই কদর্থ অন্যায়রূপেশ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয়কাল পর্য্যন্ত মহানরকে বাস করেন।" আরও "পরিচর্য্যা বা সেবা-প্রাপ্তির আশায় অথবা বহু শিষ্য করিয়া খ্যাতি-লাভের আশায় যিনি শিষ্য করেন, তিনি গুরু ন'ন। তাহার নিকট হইতে কখনও দীক্ষা গ্রহণ করিবে না।" গুরু হইবেন কৃপার সমুদ্র,—শিষ্য ত' নির্ব্বোধ এবং শাসনযোগ্য, সে যদি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ না করিয়া যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়, সেরূপ করিবেন। আর গুরু যদি অভিশাপ দেন, তাহা হইলে তিনি গুরুই ন'ন। গুরু কৃপাময়,তিনি শিষ্যের মঙ্গল চিন্তাই করিবেন। গুরু কখনও শিষ্যের নিকট হইতে কিছু লাভের প্রত্যাশা রাখিবেন না। কারণ, গুরুর কোন অভাব থাকিতে পারে না। যিনি শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কি কোন অভাব থাকিতে পারে? শিষ্যের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করিলে গুরু পতিত হইয়া যান। গুরু সমস্ত জীবেরই উপকার করিয়া থাকেন। তিনি স্পৃহাশূন্য —গুরুর হৃদয়ে পার্থিব কোন বস্তুর জন্যই স্পৃহা থাকিতে পারে না। কারণ, শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করায় তাঁহার হৃদয়-গ্রন্থি সমুহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। গুরু সর্ব্ববিষয়েই সিদ্ধ; কারণ, তিনি ভগবদ্ভক্ত বলিয়া যখন শ্রীভগবান্‌কেই বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার আর অসিদ্ধি কি আছে? তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ—সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ না হইলে শাস্ত্রোক্তিদ্বারা তিনি শিষ্যের হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবেন না, তাই তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতার আবশ্যক। তিনি শিষ্যের সর্ব্ব-সংশয়চ্ছেদনকারী—"নস্ত এবাস্য ছিদন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" সাধুগুরুর কর্ত্তব্যই হইতেছে শিষ্যের হৃদয়-গ্রন্থিগুলি শাস্ত্রের উক্তিদ্বারা ছেদন করা। গুরু কখনও আলস্যপরায়ণ হন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ শিষ্যের ও জগতের হিতের নিমিত্ত যত্ন করিতে তৎপরতা বিশিষ্ট। এই সকল গুণ যাঁহাতে পূর্ণরূপে বিরাজ করে, তিনিই গুরু-পদবাচ্য ;তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তর সাধন ভজন করিতে থাকিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং অন্তঃকরণের পাপ-বীজ নষ্ট হয়। অনুপযুক্ত লৌকিক বা কৌলিক গৃহমেধী, স্বার্থান্ধ এবং মোহান্ধ ব্যক্তির নিকট দীক্ষা-গ্রহণে সে ফল ফলে না। তাই ভাগবত বলেন—"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।" "অর্থাৎ এই অনিত্য দেহ ও মনের ধর্ম্ম যে অনিত্য ভুক্তি ও মুক্তি, তৎপ্রাপ্তির জন্য

চেষ্টা করিতে করিতে এই সুদুর্লভ মানুষ জন্মটী কাটাইয়া দেওয়া উচিত নয়। শ্রীভগবদ্ভজন অত্যাবশ্যক, এই জ্ঞান হইলে, প্রত্যেকেই উত্তমমঙ্গল-জিজ্ঞাসু হইয়া সংগুরুর নিকট একান্ত শরণাগত হইবেন। সদ্গুরু কে?—যিনি বেদ-পারঙ্গত হইয়াছেন এবং পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন অর্থাৎ নিরন্তর শ্রীহরিকে ভজন করিতেছেন। মুহূর্ত্তের তরেও গুরুর বিষয়-সেবা সম্ভবপর নয়। কারণ, যাঁহার চিত্তই শ্রীহরিময়, বিষয় অনুধাবন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শ্রুতি বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" অর্থাৎ অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান লাভকরিবার নিমিত্ত শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া অভিগমন করিতে হইবে। শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ—সর্ব্বশাস্ত্রমূল বেদে পারঙ্গত। বেদ—'জান'; শ্রীভগবান্ বদ্ধজীবগণকে আদেশ করিতেছেন—"হে জীব, তোমরা সকলে আমাকে জান। আমি ঋষিগণের দ্বারা যে বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তদনুরূপ ভজন সাধন করিতে করিতে আমাকে তোমরা জ্ঞাত হও।" যিনি সেই বেদ অনভিজ্ঞ, তিনি কিরূপে শ্রীভগবান্‌কে জানিবেন? শ্রীভগবান্‌কে যিনি জানেন না, তিনি কিরূপে গুরু হইবেন? গুরু বেদজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সংশয়াদি কিরূপে ছেদন করিবেন। শিষ্যের সংশয় সমূহ ছেদনে শাস্ত্রের কীর্ত্তন আবশ্যক। শিষ্যের কুসংস্কার ও সংশয় গুরু ছেদন না করিলে, কিরূপে শিষ্যের শ্রীহরিভজনোপযোগী হৃদয়লাভ ঘটিবে? শুধু বেদজ্ঞ অভিমান করিলে গুরুত্ব কোথায় রহিল? বেদজ্ঞ হইলেও হরিভজনপর না হইলে প্রকৃত বেদজ্ঞ নহেন। স্বার্থান্ধ হইয়া লোকবঞ্চক অতি ভয়ঙ্কর। গুরুর প্রধান লক্ষণ—শ্রীভগবদ্ভজনপরতা এবং গৌণ লক্ষণ—শিষ্যের সংশয় ছেদনার্থ বেদজ্ঞতা। উভয় গুণই প্রকৃত সদ্গুরুর থাকিবেই। এই প্রকার সদ্গুরুর নিকট অভিগমন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বা সর্ব্বান্তকরণে গমন করিতে হইবে। কোনরূপ পিছুটান বা অসৎ বুদ্ধি লইয়া গেলে চলিবে না। গুরু যখন যাহা বলিবেন, সমস্তই তৎক্ষণাৎ পালন করিতে হইবে। সর্ব্বাত্মদ্বারা তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে গুরুর নিকট যাওয়া হয় না।

সমিৎপাণি হইয়া গুরুর নিকট যাওয়া আবশ্যক। শুধু হাতে গেলে চলিবে না। সমিধ—যজ্ঞীয় উপকরণাদি, উপনয়ন সংস্কারার্থে যজ্ঞীয় উপকরণাদি। উপনয়ন—যে সংস্কার দ্বারা গুরু শিষ্যকে আত্ম সমীপে আনয়ন করেন। শিষ্য এইরূপে পবিত্রতা ও পরে দীক্ষা লাভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীগুরুর আদেশে সাধন ভজন করিতে করিতে পরা ভক্তিলাভ করিয়া উপশান্ত হন। এবং স্বরূপে অবস্থান করতঃ নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া পরম নিত্য শ্রীভগবানের অতি উপাদেয় নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিত্যকালের জন্য নিত্যানন্দে মগ্ন হন। শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তীচ্ছু জীবমাত্রকেই শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন—"হে জীব তোমার নিজের বুদ্ধি কতটুকু? যদি বাস্তবিক শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য তোমার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজের সমস্ত অহঙ্কারকে জলাঞ্জলি দিয়া সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধন ভজন করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে; নচেৎ—"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিপঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥" শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত বিধিসকল অবহেলা করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তি লাভ হইয়াছে মনে করিলে, তাহা উৎপাতসদৃশ হইয়াছে জানিতে হইবে। ঐ সকল শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সর্ব্বাগ্রে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে মঙ্গলের জন্য যে সকল বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুযায়ী অগ্রসর না হইলে পরম মঙ্গললাভের আশা আদৌ নাই। জাগতিক সাধারণ বিদ্যালাভের জন্যও যখন গুরুর আবশ্যক হয়। তখন মহা-ভবসমুদ্র পার হইয়া অপার্থিব পরম মঙ্গলস্বরূপ পরম নিত্য অতি উপাদেয় শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন ভজন শিক্ষার জন্য গুরুপাদাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি:—"শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-স্পর্শাভিলাষিণী বুদ্ধিই সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিকারক। কিন্তু গৃহব্রত বদ্ধজীবকুল যতক্ষণ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষিক্ত না হন, ততক্ষণ তাহাদের বুদ্ধি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।"

শ্রীভরত রহূগণ রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন—"মহতের পদরজে অভিষিক্ত না হইলে, প্রাকৃত তপস্যা অর্থাৎ বানপ্রস্থ, সংন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, গৃহধর্ম্ম পালন এবং জল, অগ্নি বা সূর্য্যপুজার দ্বারা সংসার-ক্ষয় ও মঙ্গল লাভ হয় না।" সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত এ পর্য্যন্ত কেহই শ্রীভগবান্‌কে পান নাই বা পাইবেন ও না। ইহা অতি সত্য কথা।" শ্রীগুরুপাদপদ্ম, গুরুবস্তু, তিনি লঘু নহেন। লঘু হইলে তাঁহাকে গুরু বলা যায় না। আর শিষ্য শব্দের অর্থ—যিনি শাসন-যোগ্য, যাহার অনর্থ আছে এবং শ্রীগুরুর শাসনে অনর্থমুক্ত হইবেন। শিষ্য যতই বুদ্ধিমান্ হউন না কেন, তিনি গুরুর ক্রিয়াকলাপ সমস্ত বুঝিতে পারেন না। যদি পারেন, তাহা হইলে তিনি গুরুর গুরু হইয়া যান। গুরুর ক্রিয়াকলাপ সমস্তই গুরুত্বপ্রযুক্ত শিষ্যের বা অন্য কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহার চরিত্রে কখনও অবোধের ন্যায় মন্দকর্ম্ম সম্ভবে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"আচার্য্যং মাং বীজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরু॥" অর্থাৎ গুরুকে আমার সদৃশ জানিবে, কখনও আমা অপেক্ষা হীন মনে করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়, তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না।" অন্যত্র—গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবতা, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম। শ্রীগুরু ও শ্রীভগবান্ অভেদ। শ্রীভগবান্‌ই জীবোদ্ধারের নিমিত্ত কৃপা পরবশ হইয়া গুরুরূপে এই ধরাধামে আগমন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ। জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥" এই সকল শ্রীগুরুর কার্য্য হইল,— শিষ্যের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করিয়া শিষ্যকে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত অধোক্ষজ সেবাজ্ঞান দান করা। প্রণাম মন্ত্র যথা—অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সমস্ত শাস্ত্রই এক তারে গাঁথা। সেই তার ধরিতে হইলে সদ্‌গুরুর আবশ্যক। গুরু যে সে হইতে পারে না। যে সে গুরু হইয়া জগৎকে এত অধঃপাতিত করিয়া ফেলিয়াছে। সদ্‌গুরুতে আর শ্রীভগবানে কোন প্রভেদ নাই। শ্রীভগবান্‌ই যখন গুরুরূপে ইহধামে আসিয়া থাকেন, তখন যিনি সদ্‌গুরু হইবেন, তাহাতে কি কখনও কোনরূপ দোষ থাকিতে পারে? তিনি নির্দ্দোষ। তাঁহার কি কখনও অজ্ঞান বা মোহ থাকিতে পারে? তিনি মায়াবদ্ধ মনুষ্য নহেন। তিনি যে শিষ্যের প্রভু। জীবোদ্ধার করিতে কেবলমাত্র এই সকল গুরুগণই পারেন। অসৎ কদাচারী লৌকিক বা কৌলিক গুরুকে গুরু করিয়া নির্ব্বোধ লোক অধঃপতিত হয়। কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥ (চৈঃ চঃ)। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হউক, সন্ন্যাসী হউক, শূদ্রই বা হউক না কেন, ভগবৎ তত্ত্ববিৎ হইলেই, তাঁহাকে গুরুত্বে-বরণ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ কুলে কোন গুরুত্ব আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যদি শ্রীহরিভজন করাই আবশ্যক হয়, এবং জড়ীয় মান, প্রতিপত্তি, কুলমর্য্যাদা বা অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য ভজনীয় বস্তু না হয়, তবে সদ্‌গুরু যে কোন কুলোদ্ভব হউন না কেন, প্রাপ্ত হইবামাত্র ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাঁহার সমীপে দীক্ষাদি-শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, সদ্‌গুরু ইহ-জগতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। জীবন ও অনিত্য। তত্ত্বসার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"জগতে সদ্‌গুরুই দুর্ল্লভ। যদি কোন ভাগ্যে একবার তাঁহার সঙ্গলাভ ঘটিয়া উঠে এবং দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু জনের আগ্রহাতিশয্যে যদি তিনি কৃপাপরবশ হইয়া কোন সময়ে দীক্ষা দিতে চান, তবে সেইটাই মহাসুযোগ এবং সেইটিই দীক্ষা গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়। গ্রামে, অরণ্যে, প্রান্তরে হউক, দিনে বা রাত্রে হউক, যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে, যদি সদ্‌গুরুর আগমন ঘটে এবং তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার আজ্ঞানুরূপ তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান বা জপাদি কোন কর্ম্মই না করিয়া সেই স্থানে তখনই দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" একবার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, যদি কেহ সুযোগ হারাইয়া ফেলেন, তবে সেরূপ শুভ-সুযোগ ইহজন্মে তাহার পুনরায় নাও মিলিতে পারে এবং কর্ম্মচক্রের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া তাহার আরও শত শত জন্ম এই শুভযোগ নাও মিলিতে পারে। আবার যদি পূর্ব্বে কোন অসদ্ গুরুর নিকট দীক্ষাদি

লইয়া থাকে, সদ্‌গুরু মিলিবামাত্র পূর্ব্ব অসৎ গুরুত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করাইকর্ত্তব্য। পূর্ব্ব অসৎ গুরু ত্যাগ জনিত অপরাধ হয় না, বরং অসদ্‌গুরু ত্যাগ না করার জন্য মহা অপরাধে পড়িতে হয়।

এই সকল সুযুক্তিপূর্ণ সুসিদ্ধান্ত সমন্বিত কথামৃত শ্রবণ করিয়া যুবক চতুষ্টয়ের দীক্ষাগ্রহণ ও সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হইল। তখন সকলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন ;—পরমকারুণিক বৈষ্ণবঠাকুর! এ অযোগ্য পতিতাধমকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুণ। তাহাদের নিষ্কপট, সরল, দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া বৈষ্ণবঠাকুরের সরল-সহজ-করুণহৃদয় গলিয়া গেল ; তিনি তাহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন ;—আগামী পরশ্ব শুভ দিবস ; তোমাদের দীক্ষার দিন স্থির করা হইল। ঐ দিন বেলা ৮টার মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া এখানে আসিবে। পূর্ব্বদিন রাত্রে সংযম করিয়া থাকিও। দীক্ষার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতে হইবে। প্রাতঃকালে নরসুন্দর দ্বারা শিখা রাখিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া বেলা আটটার পূর্ব্বেই এখানে আসিবে। অন্তর কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য তীব্র তাপই দীক্ষার যোগ্যতা, তথাপি বাহিরের কতকগুলি বিধি পালনেরও আবশ্যকতা আছে। শাস্ত্রের আদেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে। নির্ব্বোধ শিশুকে যেমত পিতা শাসনদ্বারা সৎপথে চলিত করেন, সেইরূপ শাস্ত্রও অবোধ আমাদিগকে উপযুক্ত বিধির বাধ্য করিয়া শাসন-কদ্বতঃ শুদ্ধ করিয়া থাকেন। তাই তাহার নাম শাস্ত্র। শাস্ত্র বিধি না মানিলে উন্নতির আশা বৃথা। শাস্ত্রীয় বিধিগুলি চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। সাধুর বেশ ও বাহিরে শাস্ত্র-বিধি পালনের ছল দেখাইয়া অসৎ ধর্ম্মধ্বজী শঠ লোকেরা লোকবঞ্চনা ও পাপাচরণ করে বলিয়া বেষ ও শাস্ত্র-বিধি কি নিন্দার্হ হইবে? তাহা ত' নিন্দনীয় নহে, তাহা উপাসকের সদ্‌বৃত্তি উদয়ের সহায়ক ও উপাসনার অঙ্গ-বিশেষ। দীক্ষার সময় পঞ্চসংস্কার দিতে হয়, যথা—তাপঃপুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী-হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥' শিষ্য শ্রীগুরুর-চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমানে অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন।" "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি ; হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধুলি সদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা-লাভের অধিকারী নন্, ইহা স্থির রাখিবার জন্য শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরমকারুণিক কলিপাবন জগদাচার্য্য-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্য দেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন—সেই 'দশমূল'-জ্ঞানদ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বিতীয় সংস্কার পুণ্ড্র অর্থাৎ দ্বাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময় শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং ভক্তিসূচক তাঁহাকে একটী নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ-সিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম সংস্কার। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধি—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানস সেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মনদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শরীর-ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানি-মানদ-ভাবে কৃষ্ণনামগ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধা-কৃষ্ণের মানস-সেবাই পরমগুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। ভজন না করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হইবে না। অনর্থ

চারি প্রকার। স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। "আমি কৃষ্ণদাস"—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞান উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্তৃষ্ণা-রূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়দেহের বিষয়পিপাসাই অসত্তৃষ্ণা। স্বর্গ-সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধনজনসুখ,—সকলই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ে বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়।

পঞ্চসংস্কারের পূর্ব্বে দশমূলটী একবার শ্রবণ করা আবশ্যক। যদিও দশমূলের সমস্ত বিষয় বিস্তারিত বর্ণন হইয়াছে, তথাপি সংক্ষেপে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার সারটী একবার আলোচনা করা আবশ্যক। দশমূল যথা—সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই-প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টী প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন।

প্রথম বিষয়—শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নবজলদকান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন্। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাতমাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটী অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়াশক্তিদ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অনন্ত-কোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটী প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিল রস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ-রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টি-গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসামৃতসমুদ্রস্বরূপে দেদীপ্যমান।

চতুর্থ বিষয়—পূর্ব্বতিনটী বিষয় ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই শ্রীহরির পরাশক্তির তটস্থবিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাব-বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্যদাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু, তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব

চিদ্বিগ্রহ বিশিষ্ট, তাহাতে ৫০টী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়। শুদ্ধজীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছা ক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখনও নরকাদির-ভোগ হয়—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়—মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য ; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকর্ম্ম দ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়—এরূপ জ্ঞান মাত্র হইলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কাল-ক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত-প্রায় ; তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্য-ক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধালাভ করেন, ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতি বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়; ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়—যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গবলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয় ; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমানে উদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষ—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু-জীব এই প্রশ্ন করেন,—(১) আমি কে? আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটী বিষয়ের সুন্দররূপ আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণু-চৈতন্য এবং কৃষ্ণের নিত্যদাস ও অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদি-তর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে জীবসমূহ ও অখিলব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ এবং অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ডে আমার নিত্য অবস্থান নয় ; ইহা কারাগৃহ মাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য-কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়ঃ—সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়াছে, অনন্য ভক্তিতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল। এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্গুরু তাঁহাকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি। জীবের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জন-পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্য ভাব। ইহাতে ভজন ক্রিয়ার একটু নির্ব্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ

রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন নির্ব্বাহে জ্ঞানচেষ্টা ও কর্ম্মচেষ্টা অবশ্য হইবে। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধ ভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণ-শূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য-মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টী-বিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তি-শাস্ত্র-চর্চ্চা—এই পাঁচটী মুখ্য। অপরাধ বর্জ্জন, যত্নের সহিত অবৈষ্ণব সঙ্গ-ত্যাগ, আপনার গুর্ব্বাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহুগ্রন্থের কালাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, গ্রাম্যবার্ত্তার প্রাতিকুল্যভাবে অনুশীলন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটী নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণ নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অন্য সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধীভক্তি বলা যায়। দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধনভক্তি আর একপ্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভদ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবালোভই কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয়—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা-সহকারে অনন্যা-ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধী সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেইভাব অধিকারি-ভেদ-ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে দাস্য-প্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে প্রেম হয়, এই রসের নাম দাস্য রস। দাস্য-রসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম সখ্য রস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাৎসল্য-রস বলা যায়। বাৎসল-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার-রস সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্য-ভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাব বিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরাশক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপ শক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ-কয়তঃ জীব নির্ম্মল হইলেই সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ সুখ, নিত্য সম্ভোগ করেন। ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরম বিচিত্র ভাব। নির্ভেদ-ব্রহ্মলয়রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রদত্ত ক্রম যথাঃ—প্রথমে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম। ভাবের অন্য নাম—রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সীতা ও সীতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ। ইহাই দশমূল।

দীক্ষার দ্রব্যাদি—(১) অজিন, (২) মেখলা (৩) বিল্বকাষ্ঠ (৪) গব্যঘৃত; (৫) বালী; (৬) কুশ; (৭) পবিত্র সূত্র; (৮) ত্রিকণ্ঠী তুলসী মলিকা, (৯) সর্পপুচ্ছবৎ (একধার মোটা অপরধার ক্রমশঃ সরু) এতাদৃশ

১০৮ সংখ্যক তুলসী কাষ্ঠনির্ম্মিত জপমালিকা, (১০) অগ্নি, (১১) কোশাকুশী, (১২) তাম্রটাট, (১৩) পুষ্প (১৪) চন্দন, (১৫) তুলসী, (১৬) গোপী-চন্দন, (১৭) গঙ্গাজল, (১৮) নৈবেদ্য, (১৯) ধুতি ও চাদর।

যুবকচতুষ্টয় বহু সৌভাগ্যের ফলে বৈষ্ণবগুরুর কৃপালাভ হইবে ভরসা প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব-ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। ব্যাকুলতা ও দৈন্যে ক্রন্দন করিতে করিতে সারারাত্রি কাটাইলেন। আহা! বৈষ্ণব ঠাকুরের কি অসাধারণ কৃপা, মাদৃশ বদ্ধ-দুর্গত-হতভাগাকেও কৃপা করিবেন! ভাগ্যে কি এমন শুভযোগ ঘটিবে—শ্রীবৈষ্ণবগুরুর শ্রীচরণ সেবায় জীবন সার্থক করিতে পারিব! হা শ্রীশচীনন্দন! হা গৌরহরি! তব কৃপাবলেই সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ও কৃপালাভ সম্ভব হইতে পারে। জানিনা কোন্ জন্মে কোন্ সুকৃতির ফলে এই শুভযোগ ঘটিতেছে। হা শ্রীনৃসিংহদেব! কৃপা করুণ, যেন কোনও বাধাবিঘ্নদ্বারা এ মহাসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে না হয়। এইভাবে তাঁহাদের অনুতাপানলে চিত্তশুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে যথাসময়ে দীক্ষায় উপাদান সহ বৈষ্ণব-ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বৈষ্ণব-ঠাকুর তাহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া বসাইলেন। আহা সে আলিঙ্গন যেন কত শক্তি ও শুভ আশার সঞ্চার করিল। যথা সময় দীক্ষা ও সংস্কার কার্য্য শেষ হইল। তাঁহাদের বেশ এক্ষণে অপূর্ব্ব,—মুণ্ডিতকেশ মস্তকে সুন্দর শিখা শোভা পাইতেছে; কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠ তুলসী মালিকা, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও হস্তে শ্রীহরিনাম-মালিকা শোভা পাইতেছে। তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পন করিয়া প্রসাদ পাইলেন। শ্রীগুরুদেব দীক্ষাকালে ব্রহ্ম-গায়ত্রী, গুরুমন্ত্র, গুরু-গায়ত্রী, গৌরমন্ত্র, গৌর-গায়ত্রী, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কামবীজ; কাম-গায়ত্রী, শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও পঞ্চতত্ত্ব নাম প্রদান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা প্রথম সাতটী ১০৮ বার করিয়া জপ ও অন্ততঃ একলক্ষ মহামন্ত্র জপও কীর্ত্তন এবং অন্য সময়ে পঞ্চতত্ত্ব নাম কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। দীক্ষাকালে মন্ত্রও গায়ত্রীর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহামন্ত্রের অর্থ এবং জপ ও কীর্ত্তনের বিধিসকল বলিয়া দিলেন। নামসংস্কারে—(১) শ্রীহরিদাসের নাম হইল শ্রীহরিকৃপা দাস। (২) শ্রীমধুসূদন দাসের নাম হইল শ্রীমধুমঙ্গল দাস। (৩) শ্রীজগজ্জীবন দাসের নাম হইল শ্রীযশোদাজীবন দাস। (৪) শ্রীঅনন্তদাসের নাম হইল শ্রীঅপ্রাকৃত দাস।

তাঁহাদের আজ একটী নূতন জন্ম হইল, নূতন সম্বন্ধ হইল। নিজদিগকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং যেন কি এক অপূর্ব্ব বল, আশা-ভরসা হৃদয়ে আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন শ্রীগুরুদেবেরই হইয়া গেলেন। কাহারও সহিত মিশেন না সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুমুখনিসৃত অমৃতবাণীর স্মরণ ও চিন্তন করেন। অত্যাবশ্যক সাংসারিক কার্য্য করেন এবং প্রত্যহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাইয়া সষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি, স্তব, স্তুতি ও কৃপা ভিক্ষা করেন।

(ইতি ভজন সন্দর্ভ তৃতীয় বেদ্য সমাপ্ত)।

মুদ্রণ শোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৩	২৪	কালক	কীলক
৬৮	৩২	স্বয়রূপ	স্বয়ংরূপ
৬৮	৩৫	ব্যহ	ব্যূহ
৬৯	৩	নানার পর্য্যয়ে	নানারূপপর্য্যায়ে
”	১০	সৌধ্য	সৌধ
৬৯	২৫	সাষ্ট	সার্ষ্টি
৭৯	৬	পপ্মানং	পাপ্মানং
৮৬	৩৩	বাবিধে	বারিধি
১২০	৫	শ্রীগান্দর্ব্ব	শ্রীগান্ধর্ব্বা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৪	৪	চম্পহম	চম্পাহট্ট
১৪৪	৬	মোদদ্রম	মোদদ্রুম
১৪৭	৩১	বহির্শ্মল	বহির্ম্মুখ
ঐ	৩২	ঐ	ঐ
১৫৫	১০	শত্তুভূতে	শত্তুতে
১৬৫	১৪	পুরুষেরা	পুরুষো
১৬৫	২০	কারণ	করান
১৬৬	৩	ক্ষজবস্তর	অক্ষজবস্তর